বিল্‌স প্রেস ক্লিপিংস

বর্ষ-২৮ সংখ্যা-০২ ফেব্রুয়ারি- ২০২৫

বাংলাদেশ প্রতিদিন দৈনিক ইত্তেফাক কালের কণ্ঠ
সময়ের আলো THE BUSINESS STANDARD বণিকবার্তা
সমকাল প্রথম আলো NEW AGE

আমন ধান ওঠার পর এবার জমিতে বোরো জাতের ধান লাগাচ্ছেন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নারীরা। গতকাল রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বসন্তপুর এলাকা থেকে তোলা। ছবি : কালের কণ্ঠ

দেশ রূপান্তর যুগান্তর
The Daily Star THE FINANCIAL EXPRESS সংবাদ

BILS
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিল্‌স
বাড়ি-৮/এ/ক (পঞ্চম তলা) রাজ্জাক ভিলা, রোড-১৩(নতুন) ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
ই-মেইল: bils@citech.net, www.bilsbd.org

সূচী :	পৃষ্ঠা:
শোভন কাজ	০৩ - ৫১
শ্রম বাজার	৫২ - ৭৯
কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা	৮০ - ৯৭
কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন	৯৮ - ১০২
আন্দোলন ও ধর্মঘট	১০৩ - ১১৬
সংবাদপত্রে বিল্স	১১৭ - ১২৮

সমকাল
১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

শ্রমিক থেকে সফল উদ্যোক্তা বেশির ভাগ কারখানা মালিক

সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগে এগোচ্ছে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত। তৈরি হচ্ছে নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান। কিশোরগঞ্জের ভৈরব, মৌলভীবাজারের বড়লেখা ও শ্রীমঙ্গল ঘুরে পাদুকা, আগর ও মণিপুরি তাঁতশিল্প নিয়ে সমকালের স্টাফ রিপোর্টার জসিম উদ্দিন বাদল তৈরি করেছেন তিন পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদন। দ্বিতীয় পর্বে আজ থাকছে ভৈরবের পাদুকাশিল্পের অগ্রযাত্রা, সম্ভাবনা ও সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত।

চাকরির বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এরশাদ আলী আকাশের মনে হলো, এই ধরাবাঁধা কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি দাপিয়ে বেড়াতে চান মুক্ত বিহঙ্গের মতো। নতুন কিছু করতে চান নিজের মতো করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর উদ্যোক্তা হওয়ার যে স্বপ্ন এসেছিল মাথায়, সেটি নিয়ে ভাবতে থাকেন; কিন্তু ব্যবসা শুরু করা সহজ নয়। মূলধন সংগ্রহ করাও চ্যালেঞ্জিং। অনিশ্চিত গন্তব্যে বিনিয়োগের ঝুঁকি নেওয়ার সাহসও দরকার। ইচ্ছাশক্তি আর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকলে স্বপ্ন পূরণ হয়। অবশেষে ২০১৮ সালে স্থাপন করেন কারখানা।

আকাশ তাঁর কারখানায় উৎপাদিত পাদুকা বা জুতা এখন সরবরাহ করেন শীর্ষ ব্র্যান্ড অ্যাপেক্স, বাটা, বে, ওয়াকার ও ওরিয়নকে। ৫৫ হাজার টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে হয়ে উঠেছেন সফল উদ্যোক্তা। মাত্র ছয় বছরে তাঁর পাঁচ লাখ টাকার পুঁজি রূপ নেয় ৬ কোটিতে। বর্তমানে বছরে টার্নওভার ১০ কোটি টাকা। নাম লিখিয়েছেন রপ্তানিকারকের খাতায়। নিজের জীবনের মোড় ঘোরানোর এই গল্প সম্প্রতি সমকালের কাছে তুলে ধরেন কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরবের লেইস ফুটওয়্যার বিডির কর্ণধার এরশাদ আলী আকাশ।

ভৈরবের উত্তরপাড়া বাহার মার্কেট এলাকায় তাঁর কারখানায় গিয়ে দেখা যায়, আকারে ছোট হলেও এটি একটি কমপ্লায়েন্ট কারখানা। ভেতরে ঢুকলেই চোখে পড়বে শ্রমিকদের বিরামহীন কর্মযজ্ঞ। কেউ চামড়া কাটছেন, কেউ সেলাই করছেন কিংবা পেস্ট লাগাচ্ছেন। কেউ এসব সংযোজন করে ফুটিয়ে তুলছেন পরিপূর্ণ বাহারি জুতা।

চাকরি ছেড়ে যেভাবে সফল উদ্যোক্তা

আকাশ ২০০৫-০৬ সেশনে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে। ২০১১ সালে বিএসসি (অনার্স) পাস করে ওই বছরই শুরু করেন চাকরি জীবন। প্রকৌশলী হিসেবে চার বছর চাকরি করেন ফেলকন ফুটওয়্যার নামে একটি প্রতিষ্ঠানে। ১৬ হাজার টাকায় শুরু করলেও চাকরি ছাড়ার সময় বেতন পেতেন ৫৫ হাজার টাকা। কিন্তু চাকরিতে বর্ণিল জীবন আটকে রাখতে চাননি। অতীত স্মরণ করে এরশাদ আলী আকাশ বলেন, হঠাৎ একদিন মনে হলো– 'আমি চাকরি করছি, বেতন পাচ্ছি। আবার আমার মতো অনেকেই বেকার। প্রতিযোগিতার বাজারে চাকরি পাচ্ছেন না তারা। পড়াশোনা শেষে সবাই চাকরির পেছনে ছুটলে চাকরি দেবে কে, যদি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠে? এসব চিন্তা থেকেই কারখানা স্থাপনের ইচ্ছা জাগে।'

এ ভাবনা বাস্তবে রূপ নেয় ২০১৮ সালে। আকাশ বলেন, 'চাকরি থেকে জমানো অর্থ ও কর্জ করে পাঁচ লাখ টাকার তহবিল গড়ি। ছোট একটি কারখানা বানাই। চামড়া, যন্ত্রপাতিসহ আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে নিজেই কাজ শুরু করি। পরে একে একে যুক্ত করি পাঁচজন শ্রমিক। আমার উৎপাদিত পণ্যগুলো মানসম্মত, শতভাগ রপ্তানিযোগ্য ও ব্র্যান্ডের জুতার মতো টেকসই। যোগাযোগ করি প্রাণ গ্রুপের ব্র্যান্ড ওয়াকারের সঙ্গে। তারা পণ্যের মান দেখে ক্রয়াদেশ দেয়। তাদের ডিজাইন ও চাহিদা মতো উৎপাদন শুরু করি। ধীরে ধীরে অ্যাপেক্স, বাটা, ওরিয়ন ও বে'র মতো ব্র্যান্ডের কাজ পাই। ছয় বছর ধরে এভাবেই চলছে উৎপাদন।' তিনি বলেন, এ পথযাত্রায় ঋণ, প্রশিক্ষণ ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারিশিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই)। শ্রমিকদেরও প্রশিক্ষণ দিয়েছে তারা। এসব সহায়তায় কারখানা বড় হয়েছে। এখন মনে হয় আরও বড় কিছু করা যাবে। বিশ্বখ্যাত কোনো ব্র্যান্ড গড়ে তোলাও সম্ভব।

তরুণ এ উদ্যোক্তা বলেন, 'কারখানা চালু করার চার বছরের মাথায় রপ্তানির উদ্যোগ নিই। ২০২১ সাল থেকে জাপানে কিছু পণ্য রপ্তানি করছি। বছরে এখন রপ্তানি হচ্ছে সাত-আট হাজার ডলারের পণ্য। এ খাতে দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। এলসি খুলতে সমস্যায় পড়তে হয়। স্বল্প সুদে ঋণ পেলে কারখানা বড় করা যাবে।' যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের চিন্তার জগৎ বদলাচ্ছে। চাকরির পেছনে ছোটার দিনও পাল্টাচ্ছে। শিক্ষাজীবন শেষে চাকরির পেছনে না ঘুরে আকাশের মতো সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার এমন দৃষ্টান্ত অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে তরুণদের। এভাবে একজন উদ্যোক্তা শুধু নিজেরই ভাগ্য ফেরান না, ভাগ্য বদলান শত শত মানুষেরও।

এমন আরও অনেক উদ্যোক্তার দেখা মিলেছে ভৈরবে; যাদের ৮০ শতাংশই এক সময় ছিলেন শ্রমিক। তারা জুতা তৈরির কাজ করতেন ঢাকার শ্যামপুর, পোস্তগোলা ও হাজারীবাগে। এই যেমন, ২৬ বছর আগে ঢাকা থেকে ভৈরবে গিয়ে ৩০ হাজার টাকায় জুতার ব্যবসা শুরু করেন মুর্শিদ মিয়া। শ্রমিক থেকে মালিক হওয়া এ উদ্যোক্তা জানান, এখন তিনি বছরে ৫০ লাখ টাকার জুতা বিক্রি করেন। তাঁর ব্র্যান্ডের নাম ঝিনক ফুটওয়্যার।

গুগল ম্যাপের তথ্যমতে, ঢাকা থেকে ভৈরবের দূরত্ব প্রায় ৮৬ কিলোমিটার। সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা গেছে, উপজেলা সদরে গাড়ি থেকে নেমে যেদিকেই চোখ যায়, দেখা যায় জুতার দোকান। আধাপাকা ঘরে ছোট ছোট কারখানা। প্রতিটি কারখানায় রয়েছে কর্মব্যস্ততা। কোনো দিকে তাকানোর যেন ফুরসত নেই তাদের। মোটাদাগে তিন ধাপে তৈরি হয় একটি জুতা। যেমন, কেউ বানান ওপরের অংশ; যাকে বলা হয় আপার লেভেল। সোল লেভেল মানে হচ্ছে জুতার নিচের অংশ। এ দুই অংশকে পেস্ট লাগিয়ে বা সেলাই করে সংযোজন করাকে বলে ফিটিংস। এসব কাজ কেউ করছেন হাতে, কেউ মেশিনে। সব প্রক্রিয়া শেষে জুতা প্যাকেজিং হয়ে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন জেলার ক্রয়াদেশদাতার কাছে।

সবচেয়ে বড় জুতার ব্যবসা কেন্দ্র

নব্বই দশকে গড়ে ওঠা ভৈরবের পাদুকাশিল্প দেশের সবচেয়ে বড় জুতার ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। তিন দশক ধরে চলতে থাকা এ শিল্প গতিশীল করেছে সেখানকার অর্থনীতিকে। বিশাল এলাকাজুড়ে থাকা পাদুকাশিল্পকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বহু পশ্চাৎসংযোগ শিল্প, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও বড় বড় শপিংমল।

ভৈরব পাদুকাশিল্প সমিতির তথ্যমতে– ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ দেশের অন্য এলাকার সঙ্গে সড়ক, নৌ ও রেলপথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা ও সস্তা শ্রমের কারণে শিল্পটির দ্রুত প্রসার ঘটছে। প্রথম পাদুকা কারখানা স্থাপন করা হয় উপজেলা পরিষদ এলাকায়। কারখানা বাড়তে বাড়তে ছড়িয়েছে আশপাশের ১০ কিলোমিটার পর্যন্ত। ছোট-বড় মিলে উদ্যোক্তার সংখ্যা প্রায় চার হাজার। কারখানা রয়েছে ১০ হাজারের মতো। দৈনিক উৎপাদন হয় দুই-আড়াই লাখ জোড়া জুতা। এ ক্লাস্টারে বছরে টার্নওভার প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা। আগে শুধু স্যান্ডেল তৈরি হলেও এখন লোফার, ক্যাডসসহ উন্নত মানের জুতা তৈরি হয়। স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানি হয় সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে।

ভৈরবে ৮০ শতাংশ পাদুকা তৈরি হয় রেক্সিন ও আর্টিফিশিয়াল চামড়া দিয়ে। বাকি ২০ শতাংশ হয় মূল চামড়া দিয়ে। পণ্য উৎপাদনে চামড়া, পেস্ট, সলিউশন, রেক্সিন, ফোম, রংসহ বিভিন্ন কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়। কাঁচামালের ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। এর সিংহভাগই আসে চীন থেকে। বর্জ্য হিসেবে থাকা কাঁচামাল থেকে উৎপাদন হয় মানিব্যাগ, বেল্ট, চাবির রিংসহ বিভিন্ন পণ্য। বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্যমতে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৫৮ কোটি ডলারের। এতে ভৈরবের অবদান জানা সম্ভব না হলেও উদ্যোক্তারা বলছেন, তাদের অংশ নেহাত কম নয়।

বর্জ্য অব্যবস্থাপনায় পরিবেশ দূষণ

ব্যবসায়ীরা জানান, জুতা তৈরিতে বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার হয়। ভৈরবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুব্যবস্থা নেই। বর্ষাকালে বর্জ্যগুলো পানিতে ভেসে বেড়ায়। তাতে পরিবেশ দূষিত হয়। নানা রোগব্যাধি দেখা দেয়। ১৯৯৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত পাদুকাপল্লির মার্কেটে সাতবার অগ্নিকাণ্ড ঘটলেও সরকার কাউকে আর্থিক সহায়তা দেয়নি।

ভাগ্যের উন্নতি ঘটেনি অনেক শ্রমিকের

উদ্যোক্তারা ছোট থেকে বড় হলেও উন্নতি ঘটেনি শ্রমিকের। রাসেল নামের এক শ্রমিক বলেন, জুতার ওপরের অংশের কাজ করেন তিনি। এক ডজন জুতার কাজ করে পান ২২০ টাকা। কাজ করতে হয় ১৩ থেকে ১৪ ঘণ্টা। মাসে ১৫ থেকে ২০ দিনের বেশি কাজ করা যায় না। পাদুকা শ্রমিক জাকির হোসেন বলেন, জুতায় ব্যবহার করা রাসায়নিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বেঁচে থাকার জন্য জেনেশুনেও এ কাজ করতে হয়। এখানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা নেই। অনেকেই অকালে মারা যান।

উদ্যোক্তারা জানান, বেশির ভাগ ব্যবসায়ী ছোট। মূলধনও কম। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি, দক্ষ কর্মীর সংকট ও লোডশেডিংয়ে ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে না।

ভৈরব পাদুকা মালিক সমবায় সমিতির সভাপতি আল আমিন মিয়া বলেন, উন্নত মানের হাসপাতাল ও কম সুদে ঋণ দরকার। সমিতির সহসভাপতি মুর্শিদ মিয়া বলেন, ভৈরবে একটি কমন ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (সিএফসি) দরকার; যেখান থেকে শ্রমিকরা প্রশিক্ষণ ও উদ্যোক্তারা মেশিন ভাড়া নিতে পারবেন।

এসএমই ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ২০১৫ সাল থেকে ভৈরবের পাদুকা ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের দক্ষতা, পণ্যের মানোন্নয়ন ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ৪০ জন উদ্যোক্তাকে প্রায় তিন কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারপারসন মো. মুশফিকুর রহমান সমকালকে বলেন, উদ্যোক্তাদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ, কারিগরি জ্ঞান, ঋণসুবিধা ও বাজার ব্যবস্থাপনায় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। একটি সিএফসি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়া চলতি অর্থবছরে এসএমই উদ্যোক্তাদের ৬ শতাংশ সুদে ৪৫০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

NEW AGE
SATURDAY, FEBRUARY 1, 2025,

Domestic violence against women on rise in Rajshahi

Suzon Ali . Rajshahi

DOMESTIC violence against women and children saw a significant increase in Rajshahi in 2024, with reported cases tripling compared to the previous year, reportedly due to ongoing inflation and a culture of impunity.

According to the annual report by the rights organisation Ain O Salish Kendra, 523 women across the country were subjected to domestic violence between January and December 2024. Among them, 299 women—approximately 57 per cent—were from the Rajshahi district.

The report was compiled based on data from national dailies, online media, and 180 members of Community Social Organisations under a project titled AGNEE–Awareness, Action, and Advocacy for Gender-equal and Safe Spaces for Women and Girls.

In association with non-government organisation BRAC and funded by the European Union, the ASK is implementing the three-year-long project in Rajshahi and Gazipur districts.

An analysis of the annual reports reveals that the number of domestic violence victims in Rajshahi increased from 97 in 2023 to 299 in 2024.

Among the 299 victims, 10 women committed suicide, and 18 were killed by their husbands or their husbands' family members. In contrast, 2023 saw only one suicide and seven murders related to domestic violence, according to the reports.

The issue of dowry-related violence has also worsened. In 2024, 255 housewives were tortured for dowries, with eight of them murdered and two committing suicides. This is a sharp increase from 2023, when 65 women were tortured, five of whom were murdered.

Incidents of sexual harassment against women and children in the district also doubled last year. In 2024, 54 women and children were subjected to sexual harassment, with one killed for protesting and 32 physically assaulted.

However, the number of rape incidents remained nearly unchanged, with 28 cases reported in 2024 compared to 25 in 2023.

Hasibul Hasan Pallab, district manager of the AGNEE project of Ain O Salish Kendra in Rajshahi, attributed the rise in domestic violence to inflation and economic hardship.

'Due to inflation, the prices of essential commodities have risen sharply, but the incomes of common people—especially those in low- and middle-income groups—have not increased. This anxiety and stress often lead to the torture and harassment of women and children,' he said.

Pallab also said that a change in the political landscape on August 5 had also fuelled domestic violence.

Echoing Pallab, Wardatul Akmam, a professor of sociology at Rajshahi University, said, 'The political changes after the student-led mass uprising on August 5 have contributed to the increase in violence, as individuals who previously earned money—legally or illegally—through political connections are now struggling,' she added.

Akmam also highlighted that law enforcement agencies' failure to combat crimes have fuelled violence against women.

Kalpana Roy, president of Mohila Parishad in Rajshahi, attributed the rise in violence to the prevailing culture of impunity.

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । রবিবার । ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ।

৬১ হাজার শ্রমিকের পরিবারে ঠিকমতো খাবারও জুটছে না

শরীফ আহমেদ শামীম, গাজীপুর ▷

পঞ্চগড় সদরের শারমিন আক্তার (২৭) কাজ করতেন গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার চন্দ্রায়, নায়াগ্রা টেক্সটাইলের প্রিন্টিং সেকশনে। অর্ডার সংকটের কারণে গত ১৪ নভেম্বর স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় রপ্তানিমুখী কারখানাটি। বেকার হন শারমিনসহ চার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী।

চন্দ্রা এলাকায় ছাপরা ঘরের একটি কক্ষে ভাড়া থাকেন শারমিন আক্তার। ভাড়া বাসায় গেলে তিনি বলেন, 'স্বামী একটি হোটেলে ধোয়ামোছার কাজ করেন। বেতন খুব সামান্য। মূলত আমার বেতনে চলত সংসার। চাকরি না থাকায় দোকানে বাকি, বিদ্যুৎ বিল দিতে পারছি না। কয়েক মাসের ঘরভাড়া বাকি পড়েছে। অনেক স্থানে চাকরি খুঁজতেছি, কিন্তু পাচ্ছি না। টাকার অভাবে একমাত্র মেয়ে মারিয়াকে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিভাবে কী করব ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না।'

গাজীপুর ও সাভারে বন্ধ ৯৬ কারখানা

বন্ধ নায়াগ্রা কারখানায় গিয়ে দেখা গেছে গেট বন্ধ। ভেতরে দুজন নিরাপত্তারক্ষী পাহারারত। একসময় যে কারখানা ছিল শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মচঞ্চল্যে মুখর, সেখানে এখন সুনশান নীরবতা। মেশিনপত্রে যতটা না ধুলির স্তর জমেছে, তার চেয়ে বড় কষ্টের স্তর জমেছে শ্রমিকদের জীবনে—জানান চাকরি হারানো কয়েকজন।

ঢাকার সাভারের আশুলিয়ার বুড়িরবাজার এলাকার বার্ডস গ্রুপ লিমিটেডে কাজ করতেন চার হাজার ২৭৪ জন শ্রমিক-কর্মচারী। বিজিএমইএভুক্ত রপ্তানিমুখী কারখানাটি গত ২৯ আগস্ট বন্ধ হয়ে যায়. বেকার হন শ্রমিক-কর্মচারীরা। ওই কারখানার নিটিং বিভাগের শ্রমিক সাহেদা বেগমের ভাড়া বাসায় গেলে তিনি জানান, স্বামী দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে শয্যাশায়ী। তিন সন্তানের সবাই লেখাপড়া করে। গ্রামে থাকা বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকেও টাকা পাঠাতে হয়। সব কিছুই হতো তাঁর বেতনের টাকায়। বেকার হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে ছেলেমেয়ের লেখাপড়া, স্বামীর চিকিৎসা। তিনবেলা খাবার জোগাড় করাই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে।

শুধু এই দুই কারখানা নয়, হাসিনা সরকারের পতনের পর গত বছর আগস্ট থেকে চলতি বছরের ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত গাজীপুর ও ঢাকার সাভার-আশুলিয়া শিল্প এলাকায় স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে ছোট-বড় ৯৬টি কারখানা। তার মধ্যে গাজীপুরে বেক্সিমকোর ১৩টিসহ ৫৬টি এবং সাভার-আশুলিয়ায় ৪০টি। এসব কারখানার ৬১ হাজারের বেশি শ্রমিক-কর্মচারী এখন বেকার।

কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গাজীপুর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলায় বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে বেক্সিমকোর ১৩টিসহ ২০টি বিজিএমইএভুক্ত। বাকিগুলোর বেশির ভাগই সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ পাওয়া ছোট কারখানা। বন্ধ কারখানাগুলোর মধ্যে ৩৩টি কাজ না থাকায়, ২১টি আর্থিক সংকট, একটি গ্যাসসংকট এবং অন্যটি স্থানান্তরের কারণে বন্ধ হয়। বেক্সিমকোর কারখানায়গুলোতে ২৮ হাজার ৫১৩ জন শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করতেন। এ ছাড়া বন্ধ অন্য কারখানাগুলোতে কাজ করতেন ১৯ হাজার ৭১২ জন শ্রমিক-কর্মচারী। সব মিলিয়ে শুধু গাজীপুরেই বেকার হয়েছেন ৪৮ হাজার ২২৫ জন শ্রমিক। কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের গাজীপুরের সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ) মোতালেব মিয়া কালের কণ্ঠকে জানান, গত ৫ আগস্টের পর থেকে এ পর্যন্ত গাজীপুরে ৫৬টি কারখানা বন্ধ হয়েছে। তার মধ্যে বেক্সিমকো গ্রুপেরই ১৩টি। কেয়া গ্রুপের চারটি কারখানা লে-অফ ঘোষণা করা হলেও সেগুলো পুনরায় চালু হয়েছে। গাজীপুর মহানগরীর কাশিমপুরের আইরিশ নিট ও আইরিশ ফেব্রিক্স বেআইনিভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। ওই প্রতিষ্ঠান দুটিও চালু হয়েছে। এই দুই কারখানায় পাঁচ-ছয় হাজার শ্রমিক কাজ করেন।

তিনি আরো জানান, কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কারখানা বন্ধের সঠিক কারণ নির্ণয় এবং কারখানা চালু করতে করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করছে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, মালিকানা পরিবর্তন, ব্যাংক ঋণ রিশিডিউল না করা, কাজ না থাকা ইত্যাদি কারণে কারখানা বন্ধ হচ্ছে। তবে আর্থিক সংকটের কারণেই বন্ধ হচ্ছে বেশির ভাগ কারখানা। বন্ধের তালিকায় মাহমুদ জিন্সেস, ডার্ড কম্পোজিট, পলিকন লিমিটেড, টেক্সটিল ফ্যাশন, স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক, ক্লাসিক ফ্যাশন, লা-মুনি অ্যাপারেলস, মিকফিক অ্যাপারেলসের মতো বড় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কারখানা বন্ধ থাকায় স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, বাড়িভাড়া সব ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

সাভার-আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল ঘুরে দেখা গেছে, কাজের সন্ধানে শ্রমিকরা কারখানায় কারখানায় ঘুরছেন। কিন্তু কোথাও চাকরি মিলছে না। খেয়ে না-খেয়ে দিন পার করছেন তাঁরা। আশুলিয়ার ধনাইদ এলাকার জেনারেল নেক্সট ফ্যাশনের চাকরি হারানো শ্রমিক আনোয়ার হোসেন বলেন, কাটিং বিভাগে কাজ করতেন। মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তান নিয়ে খারাপ ছিলেন না। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনিসহ সাড়ে চার হাজারের বেশি শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হয়েছেন। চাকরির খোঁজে প্রতিদিন চার-পাঁচটি কারখানায় যাচ্ছেন। কোথাও সাড়া পাচ্ছেন না। ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় রয়েছেন।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, সাভার-আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে আরএমজি, নন-আরএমজি মিলিয়ে এক হাজার ৮৬৩টি শিল্প-কারখানা রয়েছে।

THE FINANCIAL EXPRESS • February 1, 2025

Country's RMG industry at a crossroads

The RMG sector must also strengthen its capacity and do everything possible to win confidence of foreign brands

suggests

Sarker Nazrul Islam

The prevailing volatile situation in the global arena of apparel business has left two options for Bangladesh: either it retains its position as an important apparel hub by boosting its production capacity up to the requirement of buyers or gives room to others competing countries. At a time when Western brands are searching for cheaper sources of apparels as part of their push for moving away from China, the course of action the country's readymade garment sector takes can make or unmake their future. The importers are doing so because of labour cost rise in that country and tariff hike on Chinese exports as an outcome of the Sino-US trade war. This brings a great opportunity for Bangladesh to reinvigorate the sector and there is real ground for its expansion. The apparel sector in Bangladesh has a long history of robust growth since its inception, during which it stayed competitive in the world arena. Even in the tumultuous year of July-August uprising it remained on a healthy growth path with a double-digit expansion rate. But it is a question whether it will be able to reap benefits from the ongoing changes in sourcing.

When such is the dilemma, a report from the Quality Inspection Management (QIMA) published a week ago came with a mixed bag of hope and uncertainty for Bangladesh's RMG sector. On the one hand, as QIMA thinks, Bangladesh's apparel industry may benefit from Western brands' move away from China and US administration's imposition of higher tariff on Vietnamese products considering the country a 'middleman' for China's business. However, beside this prospective note, QIMA alleges a rise in work hour and wage related labour rights violations in Bangladesh.

Though Western brands still see China as a reliable source to build up a buffer stock of China-made apparels to minimise disruption amidst the trade war between two economic giants, the European and US buyers continue search for cheaper alternative sources. A QIMA survey finds that some 67 per cent of EU-based businesses have already started sourcing from countries other than China. In this connection, it can be examined to see how far Bangladesh is ready to reap benefits from the current state of affairs.

Bangladesh with an extensive network of apparel industries, a strong contingent of skilled workers and the professional expertise has a great chance of profiting from the current situation by way of getting more orders diverted to it. But to achieve it, the stakeholders in the country's RMG sector must pursue aggressive market expansion policies. They should also make optimum utilisation of the existing tranquil socio-political environment in the aftermath of the July mass uprising. The RMG sector must also strengthen its capacity and make utmost efforts to win confidence of foreign brands. This is how Bangladesh's apparel sector can get a large share of the pie.

The on-going situation indicates the possibility for Bangladesh to maintain an edge over its rivals. But nothing is easy and free from challenges in this highly competitive world. Bangladesh will have to triumph over its rivals to hold on to its position. Vietnam and India are the strongest rivals of Bangladesh in grabbing a share of the global RMG market likely to be vacated by China. Pakistan and Sri Lanka are rising challengers for the country. While India's apparel exports in last September increased by over 17 per cent, Pakistan and Sri Lanka enjoyed a rise in orders last year.

Bangladesh has more things to be worried about. Some of Bangladesh's garment factories have recently closed operations in the wake of strong workers movement over wage related issues. Some other factories failed to pay their workers in time. Then, there are also the compliance problems. These are real challenges for Bangladesh's RMG sector. But this is not an exhaustive inventory of the hurdles. There is also QIMA's allegation about rising labour rights violation in the country's RMG factories. According to the above compliance solutions provider, critical issues related to work hours and wages recorded in one-third of Bangladesh's RMG units nearly doubled in 2024 compared to 2023. Even a more serious allegation is that a certain percentage of facilities still tend to resist improvement of factory environment. Labour unrest is a very common problem in the country' RMG hubs. Workers very often come down to the streets to demonstrate over various issues. Production in factories is seriously disrupted in such restive situations.

However, factory owners have their own explanation of workers' movement. They usually attribute workers' strike and work abstention solely to conspiracy by outside forces. Such a possibility cannot be ruled out altogether; but the conspiracy theory fails to explain the whole situation. Only such a one-sided approach without addressing other genuine issues related to workers' rights is unlikely to bring a sustainable solution of the problem and ensure peaceful environment conducive to smooth production.

For a lasting solution to the problem of labour unrest and for the sake of uninterrupted production, a holistic approach will have to be adopted for striking a balance between the interests of both the workers and the factory owners. There are also the compliance issues that need to be addressed with due diligence. RMG factory owners must advance cautiously and with measured steps to face the challenges in the changing apparel sourcing landscape. This changing scenario in the garment manufacturing arena offers the country a great opportunity to boost its industry.

বণিকবার্তা সোমবার, ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৫

বড় জনগোষ্ঠীর কম রফতানির দেশ বাংলাদেশ

অদক্ষ জনশক্তি ও একক খাতের ওপর নির্ভর করে রফতানি সম্প্রসারণ সম্ভব নয়

যেকোনো দেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূচক রফতানি। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস এটি। রিজার্ভ বৃদ্ধিতে রফতানি আয়ের ভূমিকা অপরিসীম। পাশাপাশি এটি অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। কিন্তু এ দেশে রফতানি বাণিজ্যে বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

বাংলাদেশের পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দুর্বলতা সীমিতসংখ্যক আন্তর্জাতিক বাজার ও সামান্য কিছু পণ্যের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভর হয়ে রফতানি কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২০০ পণ্য বিভিন্ন দেশে রফতানি হয়। এর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় পাঁচটি পণ্য থেকে আসে মোট রফতানি আয়ের ৯০ শতাংশেরও বেশি। অথচ দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে অনেক দেশ এরই মধ্যে রফতানি বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। এর উদাহরণ হিসেবে বর্তমানে বিশ্বের কারখানা হিসেবে খ্যাত চীনের নামই নেয়া যায়। চীন স্বল্প দক্ষ থেকে শুরু করে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগিয়ে রফতানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করেছে এবং বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠেছে। এমনকি দেশটির স্বল্প দক্ষ শ্রমিকরা এ দেশের পোশাক ও বস্ত্র খাতে বাংলাদেশী শ্রমিকদের সঙ্গে বর্তমানে প্রতিযোগিতা করছেন। আবার কম সংখ্যক জনসংখ্যা নিয়েও অনেক দেশ রফতানিতে অতুলনীয়ভাবে এগিয়ে গেছে। যেমন ভিয়েতনাম। যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের রফতানি আয় হয়েছে মাত্র ৪৫ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলার, সেখানে ভিয়েতনাম রফতানি করেছে ৩৭৪ দশমিক ৬১ বিলিয়ন ডলার, যা বাংলাদেশের তুলনায় প্রায় আট গুণ বেশি। অথচ দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি ১০ লাখ, যেখানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি ৩৬ লাখ। ভিয়েতনামের এ সাফল্যের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে দক্ষ জনশক্তি, যার ঘাটতি রয়েছে বাংলাদেশে। এ অদক্ষ জনশক্তি এবং একক খাতনির্ভরতা বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের রফতানি বাণিজ্যকে পিছিয়ে রেখেছে। এর সঙ্গে রয়েছে অকার্যকর নীতি, প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা পরিবেশের সংকট।

বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কৌশল পুনর্নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে গত বছরের সেপ্টেম্বরে একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছিল সরকার। এ টাস্কফোর্স সূত্রে আরো জানা যায়, স্থানীয় বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদনকারীরা যে পরিমাণ সুবিধা পান, তার তুলনায় ৩০ শতাংশ কম প্রণোদনা দেয়া হয় রফতানিতে। আবার রফতানির ক্ষেত্রে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যে কারণে স্থানীয় বাজারে পণ্য বিক্রি করে তুলনামূলক লাভবান হন বিক্রেতারা এবং এতে উদ্যোক্তারা পণ্য রফতানির জন্য বিনিয়োগে আগ্রহ কম দেখান। এমন নীতিগত অদূরদর্শিতার কারণেই বাংলাদেশের রফতানির পরিমাণ সেভাবে বাড়ানো সম্ভব হয়নি বলে মনে করেন সিংহভাগ ব্যবসায়ী।

রফতানি বাণিজ্যের জন্য একক খাতের ওপর নির্ভরশীলতা নীতিগত অদূরদর্শিতার একটি বড় উদাহরণ। রফতানি শুধু পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় অন্য কোনো সম্ভাবনাময় খাত অনুসন্ধান করা হয়নি। আবার অন্য খাতগুলোর রফতানি বাড়ানোরও তেমন কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিশেষ করে পোশাকসহ অন্য কিছু খাত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও যেভাবে প্রণোদনা পেয়েছে তার তুলনায় নতুন উদ্যোগগুলো অনেক কম সহায়তা পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করেন, টেকসই রফতানি খাত গড়ে তোলার অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে এ রফতানি প্রণোদনা। তৈরি পোশাকসহ কিছু পণ্য রফতানি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও বিশেষ সুবিধা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারায় সরকারের আর্থিক সহায়তার ওপর খাতসংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের অতিনির্ভরতা বেড়েছে। ফলে রফতানি খাতের সম্প্রসারণ, বহুমুখীকরণ ও গুণগত মানোন্নয়নে উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও ঝুঁকি মোকাবেলার নিজস্ব সক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। অথচ নগদ প্রণোদনা দিয়ে রফতানি আয় বাড়ানোর চেষ্টা মোটেও স্থায়ী সমাধান নয়। এ ধরনের নীতিগত দুর্বলতার কারণে রফতানি বাণিজ্যের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে।

সব মিলিয়েই রফতানিতে যে সম্ভাবনা ছিল সেটি কাজে লাগানো যায়নি। তবে সম্ভাবনায় এখনো ভাটা পড়েনি। যদি যথাযথ উদ্যোগ নেয়া যায় তাহলে রফতানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা সম্ভব।

এজন্য জনগণের দক্ষতা বাড়িয়ে পণ্যে বৈচিত্র্য আনার বিষয়ে ভাবনা জরুরি। রফতানি বৃদ্ধিতে গুটিকয়েক পণ্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। পণ্যে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন। একই সঙ্গে উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নত করতে হবে। দেখা যায়, পোশাক রফতানিতে শীর্ষ হলেও সেখানে বৈচিত্র্য কম। সুতরাং সব পণ্যেই ভিন্নতা আনতে হবে। তাছাড়া বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ডের পণ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি পাওয়ায় এর বাজার বিস্তৃতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সে সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে রফতানি পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং নতুন বাজার সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশের শীর্ষ রফতানি বাজারগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, জাপান, চীন, বেলজিয়াম, পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, সুইডেন, রাশিয়া ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। এসব দেশের বাইরেও অন্য দেশের সঙ্গে রফতানি বাণিজ্য চালু করতে জোরালো চেষ্টা আবশ্যক। বিশেষ করে যেসব দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি বেশি, যেমন চীন ও ভারত। তাদের বাজারে কোনো পণ্য রফতানির সুযোগ আছে কিনা তা পর্যালোচনা করে নীতি কৌশল প্রণয়ন করা চাই। সেক্ষেত্রে দেশ দুটির মানুষের চাহিদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে। আবার যেসব দেশে শুল্কমুক্ত পণ্য প্রবেশের সুবিধা রয়েছে, সেগুলোর বিষয়েও ভাবতে হবে। তবে এসবের জন্য জনসংখ্যাকে কীভাবে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা যাবে, সেটিই মুখ্য। কারণ জনগণ দক্ষ না হলে প্রযুক্তি ও অটোমেশনের যুগে সস্তা শ্রম দিয়ে বিশ্বে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। পাশাপাশি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ ছাড়া রফতানি প্রবৃদ্ধি বেশ কঠিন। এজন্য নীতি সহায়তা ও নীতির ধারাবাহিকতাও আবশ্যক, যা বাংলাদেশের শিল্প খাতের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
১৮ মাঘ ১৪৩১, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

রায়পুরে বাড়ছে শিশুশ্রম

■ রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) সংবাদদাতা

নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বেড়েই চলছে শিশুশ্রম। ফলে প্রতিনিয়তই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে কোমলমতি শিশুরা। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন ভুক্তভোগীর পরিবারসহ সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরাঁ ও ওয়েল্ডিং মেশিনের দোকানে প্রতিনিয়ত করানো হচ্ছে শিশুদের দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। এছাড়াও চরলক্ষী গ্রামের জেলেপল্লিতে ব্যাপকহারে বেড়ে চলেছে শিশুশ্রম। শিশুশ্রমিক আকিব ও রফিক জানায়, অভাব অনটন ও সংসার চালানোর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন কাজ করতে হয় তাদের।

সরেজমিনে দেখা যায়, রায়পুরের সর্বত্রই শিশুশ্রম বেড়ে চলছে। পৌর শহরসহ উপজেলার প্রতিটি হাট-বাজারের হোটেল-রেস্তোরাঁ, ওয়ার্কশপ, লেদ মেশিন, শিল্পকারখানায় ও ইটভাটায় কাজ করছে শত শত কোমলমতি শিশু। যে বয়সে তাদের স্কুলে যাওয়ার কথা, সে বয়সেই করতে হচ্ছে ঝুঁকিপূর্ণ সব কাজ। দিনে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় এসব শিশুকে।

রায়পুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক আমানত হোসেন দিদার বলেন, বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও কলকারখানায় মালিকরা কম টাকার বিনিময়ে শিশুদের দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিভিন্ন কাজ করাচ্ছেন। শিশুশ্রম বন্ধ করে শিশুদেরকে স্কুলমুখী করার দাবিও জানান তিনি। রায়পুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইমরান খান জানান, দ্রুত সময়ের মধ্যে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করে শিশুশ্রম বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে এসব শিশুকে স্কুলমুখী করার উদ্যোগ নেওয়ারও আশ্বাস প্রদান করেন তিনি।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

১৫ শতাংশ শ্রমিক চাইলেই ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে

শ্রম আইন সংশোধন হচ্ছে

সংশোধিত আইনে সংযোজন, বিয়োজন ও নতুন মিলিয়ে শতাধিক ধারায় পরিবর্তন আসছে।

- অংশগ্রহণ তহবিল ব্যবহারে পরিবর্তন।
- ১০০ স্থায়ী শ্রমিক থাকলেই ভবিষ্য তহবিল।
- প্রসূতি ছুটি ১১২ দিনের পরিবর্তে ১২০ দিন।

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

কোনো কারখানার ১৫ শতাংশ শ্রমিক একমত হলেই সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা যাবে। এমন বিধান যুক্ত করে শ্রম আইন সংশোধন করা হচ্ছে। বর্তমান আইনে ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতির বিধান রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সংশোধিত শ্রম আইনে সংযোজন, বিয়োজন ও নতুন মিলিয়ে শতাধিক ধারায় পরিবর্তন আসছে। এর মধ্যে কিছু ধারা নতুন করে যুক্ত হচ্ছে, কিছু বাদ দেওয়া হচ্ছে। আর কিছু ধারা সংশোধন করা হচ্ছে। এসব বিষয়ে একমত হয়েছে শ্রম আইন সংশোধনে গঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি)।

সরকারের পক্ষ থেকে ১৫ শতাংশ শ্রমিকের সম্মতির কথা বলা হলেও শ্রমিক সংগঠনগুলো চায় ২০ জন শ্রমিকের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার। আর আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) চায় ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্টসংখ্যক শ্রমিকের সম্মতির বিধান না থাকুক।

২০০৬ সালে শ্রম আইন প্রণয়নের পর এবার তৃতীয় দফায় তা সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০১৩ ও ২০১৮ সালে দুই দফা আইনটি সংশোধন করা হয়েছিল। শ্রম আইন সংশোধনে সম্প্রতি শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনকে সভাপতি করে ৬০ সদস্যের নতুন টিসিসি গঠিত হয়েছে। সরকার, মালিক ও শ্রমিক তিন পক্ষের ২০ জন করে মোট ৬০ সদস্য রয়েছেন টিসিসিতে। এর সহসভাপতি শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। তাঁর সভাপতিত্বে গত ৮, ১৫ ও ২৯ জানুয়ারি তিন দফা বৈঠক হয়েছে। আজ ৪ ফেব্রুয়ারি শ্রম উপদেষ্টার সভাপতিত্বে বৈঠকে সংশোধিত আইনের চূড়ান্ত খসড়া তৈরির কথা রয়েছে।

টিটিসির পক্ষ থেকে এরই মধ্যে আইনে আরও যেসব সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতিসহ শীর্ষ নেতাদের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি করা যাবে না। বর্তমান আইনে এ ধরনের ব্যক্তিদের বদলি করতে না পারার বিধান রয়েছে। এ ছাড়া কোনো শ্রমিককে অন্যায্যভাবে বরখাস্ত করা হলে সরকার তাঁকে চাকরিতে পুনর্বহালের নির্দেশ দিতে পারবে বলেও বিধান যুক্ত করা হচ্ছে। যদি কোনো কারখানা কর্তৃপক্ষ চাকরি পুনর্বহালে ব্যর্থ হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারবে সরকার। ট্রেড ইউনিয়নের মেয়াদ হবে দুই বছরের পরিবর্তে তিন বছর।

শ্রম আইন নিয়ে কাজ করা আইনজীবী জাফরুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, আইএলও ও শ্রমিকপক্ষ চায় সহজে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ। মালিকপক্ষের সহযোগিতা না থাকলে যত শিথিলই করা হোক না কেন, তা কার্যকর হবে না। তিনি মনে করেন, সরকারের সদিচ্ছার অভাব ও মালিকপক্ষের অসহযোগিতার কারণেই বিদ্যুৎসহ অনেক খাতের ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন ঝুলে আছে।

শ্রমিকদের জন্য গঠিত অংশগ্রহণ তহবিলের ব্যবহারের বিধানেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বিদ্যমান নিয়মে বলা আছে, প্রতিবছর এই তহবিলে জমা অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ সমান অনুপাতে সব সুবিধাভোগীর মধ্যে নগদে বণ্টন করা হবে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ বিনিয়োগ করা যাবে, যার মুনাফা সব সুবিধাভোগীর মধ্যে সমান হারে বণ্টন করা হবে। এখন বলা হয়েছে, প্রতিবছর এই তহবিলে জমা অর্থ সমান অনুপাতে সব সুবিধাভোগীর মধ্যে বণ্টন করা হবে।

সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে, বেসরকারি যেসব প্রতিষ্ঠানে ১০০ জন স্থায়ী শ্রমিক থাকবেন, সেখানে ভবিষ্য তহবিল (প্রভিডেন্ট ফান্ড) গঠন বাধ্যতামূলক। বর্তমানে তিন-চতুর্থাংশ শ্রমিকের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে এ ধরনের তহবিল গঠনের বিধান রয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রস্তাবিত সংশোধনীর ১০১ ধারার মধ্যে ৭৯টির ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিসিসি। ২২টির ব্যাপারে ফায়সালা হয়নি।

শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, সংশোধনের ব্যাপারে চূড়ান্ত খসড়া দাঁড় করানোর কাজ চলছে। এরপর তা যাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে। উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করলেই সংশোধিত আইনটি অধ্যাদেশ আকারে জারি হবে। তিনি বলেন, 'আগামী মাসের মধ্যেই এটি করার পরিকল্পনা রয়েছে। জেনেভায় আইএলও কার্যালয়ে আমরা মার্চের কথাই বলে এসেছি।'

নারী শ্রমিকের জন্য যেসব পরিবর্তন

নারী শ্রমিকদের প্রসূতি ছুটি ১১২ দিনের পরিবর্তে ১২০ দিন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমান আইনে আছে, নারী শ্রমিক সন্তান প্রসবের ৫৬ দিনের মধ্যে কোনো কাজ করবেন না। সেটি এখন ৬০ দিন করা হচ্ছে।

বর্তমানে চা-বাগানের ক্ষেত্রে মজুরিসহ বার্ষিক ছুটি রয়েছে প্রতি ২২ দিন কাজের জন্য এক দিনের। নতুন নিয়মে হবে প্রতি ১৮ দিনের জন্য এক দিনের। উৎসব ছুটিও দুই দিন বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। প্রতি পঞ্জিকাবর্ষে প্রত্যেক শ্রমিকের উৎসব ছুটি হবে ১১ দিনের পরিবর্তে ১৩ দিন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সভাপতি কল্পনা আক্তার বলেন, ছোটখাটো কিছু ধারা সংশোধনের মাধ্যমে আপাতদৃষ্টে মনে করা হচ্ছে, নারীশ্রমিকের সুবিধা বাড়ছে। কিন্তু নারী শ্রমিকদের প্রসূতিছুটিবিষয়ক ধারাটি যেভাবে বদল করা হচ্ছে, তাতে তাঁদের মজুরি কমে যেতে পারে। তিনি শ্রম কমিশনের প্রতিবেদন জমা হওয়ার পর শ্রম আইন সংশোধনের পক্ষে। তাঁর মতে, কমিশনের প্রতিবেদনে অনেক সুপারিশ উঠে আসার কথা, যা শ্রম আইন সংশোধনে সহায়ক হবে।

শ্রমিকের প্রতি বৈষম্য নয়

'শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধ' নামে একটি নতুন ধারা যুক্ত করা হচ্ছে। বলা হয়েছে, কোনো নিয়োগকর্তা কোনো কর্মীর সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবেন না। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত, জাতীয়তা, সামাজিক অবস্থান, বংশ বা প্রতিবন্ধিতার কারণে কোনো ব্যক্তিকে আলাদা করা, বাদ দেওয়া বা কম গুরুত্ব দেওয়া যাবে না।

কারখানায় শিশু-কিশোরদের নিয়োগের জন্য দণ্ড ৫ হাজার টাকার পরিবর্তে হবে ২৫ হাজার টাকা এবং বেআইনি ধর্মঘটের জরিমানা ৫ হাজার টাকার বদলে ২০ হাজার টাকা করার কথা বলা হয়েছে।

মালিকপক্ষের প্রতিনিধি বাংলাদেশ নিট পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *প্রথম আলোকে* বলেন, আইএলও চায় ট্রেড ইউনিয়নের সহজীকরণ। সে জন্য ১০ জন মিলেও যাতে ট্রেড ইউনিয়ন করা যায়, এটা তারা চায়। এমনকি শ্রমিকেরাও তা চান। কারখানার মালিকেরা ১৫ শতাংশে রাজি হয়েছেন। সংখ্যায় করা হলে তা বাস্তবসম্মত হবে না।

ভবিষ্য তহবিল বাধ্যতামূলক করার বিষয়ে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'এটা ঠিক হবে না। এমনকি শ্রমিকেরাও তা চান না। এ রকম ১৫টির মতো বিষয়ে আমরা এখন পর্যন্ত একমত হইনি। আমাদের মতামত ছাড়াও সরকার আইন সংশোধন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমাদের কারখানা গুটিয়ে চলে যেতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউ যা চায়

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া অঞ্চলের একটি দল গত বছরের এপ্রিলে বাংলাদেশের শ্রম অধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে একটি কর্মপরিকল্পনা জানিয়ে যায়। ১১ দফার ওই কর্মপরিকল্পনার প্রথমটিই হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, শ্রমিক ও শ্রম অধিকারকর্মীদের যাঁরা নিপীড়ন করেন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালান, তাঁদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।

এরপরই রয়েছে শ্রমিকনেতা ও শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কাজ করে, এমন কারখানার মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহির আওতায় আনা। এ ছাড়া রয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলো যে মানের অধিকার ভোগ করে, সে অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রম আইন ও বিদ্যমান শ্রমবিধি সংশোধন।

আরও রয়েছে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোর (ইপিজেড) শ্রমিকেরা যাতে পুরোদমে ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারেন, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; শিশুশ্রম বিলোপ ও শ্রমিকবিরোধী সব ধরনের সহিংসতা নিরসনসহ শ্রমিকবান্ধব শ্রম আইন করা ইত্যাদি। ইউরোপীয় ইউনিয়নও (ইইউ) প্রায় একই ধরনের কথা বলে আসছে।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চাইলে শ্রমিক অধিকার-সংক্রান্ত গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান আহমেদ বলেন, মালিক-শ্রমিক মিলে শ্রম আইনের ১০১টি ধারা নিয়ে কাজ হচ্ছে, যা ইতিবাচক। তবে আইনটি এখনো আন্তর্জাতিক মানের বা সর্বজনীন হচ্ছে না। অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে না শ্রমিকদের ন্যূনতম অধিকারকে।

শ্রম আইন নিয়ে কাজ করা আইনজীবী জাফরুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, আইএলও ও শ্রমিকপক্ষ চায় সহজে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ। মালিকপক্ষের সহযোগিতা না থাকলে যত শিথিলই করা হোক না কেন, তা কার্যকর হবে না। তিনি মনে করেন, সরকারের সদিচ্ছার অভাব ও মালিকপক্ষের অসহযোগিতার কারণেই বিদ্যুৎসহ অনেক খাতের ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন ঝুলে আছে।

কালের কণ্ঠ
রবিবার। ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

পোশাকশিল্পের সংকট কাটাতে স্থিতিশীলতা প্রয়োজন

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের মধ্যে আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। দফায় দফায় কর কাঠামোর পরিবর্তন, গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি সংকট আরো বাড়িয়ে তুলেছে। শিল্প খাতে এক বছরের ব্যবধানে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত। দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এসব থেকে উত্তরণে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে

গত ২৭ জানুয়ারি কালের কণ্ঠে প্রকাশিত 'বাজার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় পোশাক খাত' শিরোনামের প্রতিবেদনটি পড়ে কিছুটা শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমরা দীর্ঘদিন থেকে জানতাম যে বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্প বিশ্বের বুকে অনন্য এক অবস্থান ধরে আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই ভালো খবরটি আমরা কিছুতেই পাচ্ছি না। ক্রমেই আমাদের ভালো খবরটি খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্প বিরাট এক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে বেশ কিছু পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই সংকট আরো বেশি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে শ্রম খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কম থাকায়, উৎপাদন খরচ কমাতে বিশ্বব্যাপী ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্য দেশটি ভালো অবস্থানে ছিল। তা ছাড়া বাংলাদেশের পোশাকশিল্প প্রাথমিক তৈরি পোশাক থেকে শুরু করে উচ্চমানের, ফ্যাশন-প্রচারিত পোশাক পর্যন্ত বিস্তৃত পরিসরের পোশাক উৎপাদন করে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে স্থানীয় রপ্তানিকারকরা সময়মতো উৎপাদন, চালান, কাঁচামাল আমদানি এবং পরিবহনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ায় কয়েকটি আন্তর্জাতিক পোশাক খুচরা বিক্রেতা এবং ব্র্যান্ড বাংলাদেশ থেকে কাজের আদেশ স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৪ সালে দেশের তৈরি পোশাক উদ্যোক্তারা শ্রমিক অসন্তোষ, ডলারের ঘাটতি, জ্বালানিসংকট এবং সরবরাহ শৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়ার মতো একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং এখন তারা আশঙ্কা করছেন যে এই বছরে সমস্যাগুলো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। এমনকি ধারণা করা হচ্ছে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বা প্রতিকূল পরিবেশ আগামী দিনে এই খাতকে আরো অস্থিতিশীল করতে পারে।

টেক্সটাইল ও পোশাক অফিসের (OTEXA) তথ্য থেকে দেখা যায় যে ২০২৪ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের চালান ৩.৩১ শতাংশ কমে ৬.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। প্রতি ইউনিটের গড় দামও কমেছে, যা গত বছরের একই সময়ে ৩.২৭ মার্কিন ডলার থেকে এই সময়ে ৩.১৩ মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে। ইউরোস্ট্যাটের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৪ সালের প্রথম ১০ মাসে (জানুয়ারি থেকে অক্টোবর) ইইউতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ০.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে দামের দিক থেকে ৪.৯২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশে অস্থিরতার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতায় রপ্তানিকারকরা সময়মতো উৎপাদন, রপ্তানি, কাঁচামাল আমদানি ও পরিবহন সংকটে পড়ায় বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও ব্র্যান্ড আমাদের দেশ থেকে কার্যাদেশ (ওয়ার্ক অর্ডার) তুলে নিয়েছে। এ ছাড়া দুই বছর ধরে চলমান জ্বালানি সংকটের কারণে বেশ কয়েকটি বড় কারখানা সক্ষমতার তুলনায় কম উৎপাদনে বাধ্য হয়। এই মুহূর্তে ভারত সরকার নিজ দেশের পোশাক রপ্তানিকারকদের আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর পরিকল্পনা করায় বাংলাদেশ বিশ্ববাজারে আরো বাধার মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সারা বিশ্বে তৈরি পোশাকের বাজার ৮০০ বিলিয়ন ডলার। গত বছর দেশে গণ-আন্দোলনের সময় কিছু কার্যাদেশ ভারতে চলে যাওয়ায় বাজার দখলের বিষয়ে নয়াদিল্লি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। ইউএস অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলের তথ্য অনুসারে, গত বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ কমে হয় ছয় দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে ভারতের পোশাক রপ্তানি চার দশমিক ২৫ শতাংশ বেড়ে হয় চার দশমিক চার বিলিয়ন ডলার। অনেক বছর ধরে বাংলাদেশ থেকে পণ্য কিনছেন ইউরোপের এক শীর্ষ পোশাক বিক্রেতা, নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি একটি জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিককে জানান, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে কিছু কার্যাদেশ বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে গেছে।

এই মুহূর্তে দেশের পোশাকশিল্পের প্রাণকেন্দ্র গাজীপুর, আশুলিয়া ও সাভার শিল্পাঞ্চলে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ছেন। নিরুপায় হয়ে এরই মধ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প গ্রুপের শ্রমিকরা পেটের দায়ে কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে গণসমাবেশ করছেন। রাজপথে আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেকেই বাধ্য হয়ে বিশৃঙ্খল ও অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা আরো খারাপ হয়ে উঠছে। দেশের অর্থনীতিও ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। বেসরকারি সব খাতে নানা প্রতিবন্ধকতা দানা বেঁধে উঠেছে। ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের মধ্যে আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। দফায় দফায় কর কাঠামোর পরিবর্তন, গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি সংকট আরো বাড়িয়ে তুলেছে। শিল্প খাতে এক বছরের ব্যবধানে উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত।

পরিস্থিতি উত্তরণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণ দিলেও সঙ্গে আছে কঠিন শর্ত। এই শর্ত বাস্তবায়নে জনভোগান্তি বাড়ায় বিপাকে পড়েছে সরকার। এর প্রভাবে বিভিন্ন পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়ে যাচ্ছে। বাড়ছে ব্যবসা খরচ, টাকার মান কমে যাচ্ছে। ফলে মূল্যস্ফীতির চাপ না কমে বরং আরো বেড়েছে। ভ্যাট বৃদ্ধির কারণে দেশের জনগণের মনেও অসন্তোষ রয়েছে। ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো নিয়মিত ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করছে। জনগণের দৈনন্দিন জীবনে ভ্যাটের প্রভাব দৃশ্যমান হতে চলেছে। দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এসব থেকে উত্তরণে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অবশ্য কিছু সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনাগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর বিষয়েও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিশেষ করে এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্যে। বাংলাদেশের বাণিজ্য সহযোগীদের সঙ্গে এখন থেকেই আলাপ-আলোচনার মধ্যে যাওয়া দরকার। যেমন ২০২৬ সালের পরে আমরা কী কী পণ্য রপ্তানি করব, তার ওপর শুল্ক কাঠামোটা কী হবে তা ঠিক করতে হবে। বাংলাদেশকে একটি প্রতিযোগিতামূলক কাঠামোর মধ্যে চলে যেতে হবে। তা মোকাবেলার জন্য ২০২৬ সালে গিয়ে চিন্তা করলে হবে না। এখন থেকেই চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে আমরা রপ্তানি বৈচিত্র্য আনতে পারি। রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি গুণগত মানও নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে কোনো কারণে যদি বিশ্বে তৈরি পোশাকশিল্পের চাহিদা কমে যায় বা ধস নামে, তাহলে কিন্তু আমাদের আরো অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। প্রবাস আয় আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। কোনো কারণে যদি মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতিতে ভাঙন দেখা দেয়, তাহলেও আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। সার্বিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা যথাযথভাবে মোকাবেলা করে অর্থনীতির চাকা সচল করার বিষয়ে সরকারকে অধিক মনোযোগী হওয়া দরকার।

লেখক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
sultanmahmud.rana@gmail.com

THE FINANCIAL EXPRESS Tuesday • February 4, 2025

BD still holds top position in ship-breaking

MONIRA MUNNI

Scrap ship import was 23.53 pc less in 2024 than the preceding year

Bangladesh maintained its position as the world's top ship-breaking destination in 2024 despite a fall in imports of scrapped vessels compared to 2023.

The country imported 130 scrapped ships last year which was 23.53 per cent less than 170 ships imported in the preceding year 2023, according to data from the NGO Ship-breaking Platform (NSP) -- an NGO advocating for safe and ethical ship dismantling.

However, industry insiders claimed that imports of ship witnessed significant decline both in number and in tonnage due to letter-of-credit (L/C)-opening issues thanks to the US dollar crisis and other related ones.

They also noted that total tonnage of imported ships fell hinting at a shift towards smaller vessels.

"We are unable to open L/C for large-sized vessel due dollar shortage while it needs approval from the central bank for opening L/C over $3.0 million," said Hossainul Arefin, executive committee member of Bangladesh Ship Breakers and Recyclers Association (BSBRA).

Obtaining various approvals, including environmental clearances, can take up to two months, accruing bank interest during the delay, he said.

Besides, the industry's reclassification from "orange" to "red" has increased the number of required certifications, he claimed.

Ships brought in previously used to weigh 40,000 to 50,000 tonnes on average. But ships imported now are weighing about 2000 tonnes, according to industry insiders.

Despite the industry's assurances of improved safety measures and declining accidents, rights groups remain concerned about the human and environmental hazards associated with ship-breaking globally.

According to NGO Shipbreaking Platform, in 2024, India imported scrapped ships, with 101, followed by Turkey 84, Pakistan 24, and the European Union 25 and the rest of the world 45 ships dismantled.

In 2022, Bangladesh imported 122 end-of-life ships for dismantling, down from 254 in 2021. This follows a downward trend since 2019 when the country brought in 236 ships. The figures for 2020 and 2018 were 144 and 185, respectively.

Local ship-breakers attributed the decline starting in late 2019 to factors including the Covid-19 pandemic and subsequent shutdowns.

They reported a business rebound in 2021 due mostly to pent-up demand, but the recent dollar crisis and high-interest rates are again negatively impacting trade.

According to BABRA, the total tonnage of imported ships fell to less than 1.0 million tonnes which was around 3.0 million tonnes in the fiscal year of 2018-19 when Bangladesh imported a total of 272 ships for dismantling.

According to the platform, some 409 ships were dismantled globally in 2024, of which ... Asian yards and ... remains the shipping industry's first choice for scrapping, despite grave consequences for workers, local communities and fragile coastal ecosystems.

It said nine workers lost their lives dismantling ships in South Asia in 2024, with another 45 workers injured due to unsafe working practices.

It also mentioned that SN Corporation - which operates a yard on the beach of Chattogram, Bangladesh - saw one of last year's worst accidents.

While dismantling an oil tanker, a massive explosion claimed the lives of six workers and left six others with critical injuries, it added.

Investigations revealed serious negligence and disregard for safety protocols, as well as inadequate hazardous waste management.

SN Corporation, which boasts holding a so-called Statement of Compliance with the Hong Kong Convention from Japanese classification society ClassNK, has lost its environmental clearance in Bangladesh as a result of the investigations, it noted.

Responding to queries over safety, Mr Arefin claimed that there are only 30 to 35 yards in operation that want to be compliant and working over the issues.

He, however, said so far seven yards have received 'green certificate' while another 20 are in the process of getting such certification at their own financing.

"That a facility such as SN Corporation - and the more than 100 beaching yards that have similarly obtained Statements of Compliance - supposedly fulfils the requirements of the Hong Kong Convention says much about the low standards set by the IMO," said Ingvild Jenssen, executive director of the NGO Shipbreaking Platform.

And while the IMO also ignores everything that happens outside the facility gate - including whether or not there is adequate medical emergency response, and capacity to handle all toxic waste streams in a safe and environmentally sound manner - now, even yards that are not licensed to operate nationally maintain their Statement of Compliance, Ingvild Jenssen added.

"Clearly, the upcoming entry into force of the Hong Kong Convention does not provide the solutions needed to shift the sector towards sustainable ship recycling," Ingvild Jenssen said in a statement.

munni_fe@yahoo.com

THE FINANCIAL EXPRESS February 4, 2025

RMG workers block road in Ctg for dues

OUR CORRESPONDENT

CHATTOGRAM, Feb 03: Workers of a garment factory staged a protest and blocked a road in the port city on Monday to demand their dues.

Witnesses said hundreds of workers from "Anwara Dress Makers" sat on the Bayezid Bostami road around 9:00am, creating a severe traffic jam.

Several workers were locked in a scuffle with two pedestrians who spoke against the road barricade.

Due to the blockade programme, a four-km-long traffic jam has been created on both sides of the road.

I SEE PAGE 7 COL 4

The Industrial Police and the Chattogram Metropolitan Police rushed to the spot to bring the situation under control. Later, army personnel joined them.

Senior officials of the RMG factory talked to law enforcers and gave assurance of payment, but the agitating workers did not accept it.

The protesters left the spot around 6:00pm, declaring that they would stage a protest programme again tomorrow.

The protesters also threatened to continue their street protest if the authorities do not pay their dues.

Mohammed Asadujjaman, an operator of the factory, said, "We haven't getting salary and overtime bills for the last two months."

Officer-in-Charge of Bayezid Police Station Md Arfiur Rahman said the situation is now under control.

nazimuddinshyamol@gmail.com

YESTERDAY'S KEY INDICATORS

DSE	DSEX Index	...	5145.84493	19.69600 Points	▲
	DSES Index	...	1139.23724	3.69125 Points	▲
	DS30 Index	...	1909.80305	1.45834 Points	▲

Average selling rates to public (in BDT)

Foreign Exchange	Bank	USD	Euro	GBP
	SCBs	122.00	130.54	153.60
	FCBs	122.00	127.96	151.96
	PCBs	122.00	126.33	151.37

Average buying rates from public (in BDT)

Foreign Exchange	Bank	USD	Euro	GBP
	SCBs	122.00	123.94	147.96
	FCBs	121.50	124.88	149.03
	PCBs	121.63	123.99	148.67

Money	Call money rate	...	9.50%-11.00%
	Previous rate	...	9.50%-11.00%

কালের কণ্ঠ
ঢাকা। বুধবার। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

লিবিয়ায় ২৬ বাংলাদেশিকে হত্যার বিচার চার বছরেও হয়নি

রাজধানীর চার থানার সাত মামলা

- ১২০ আসামির ৬৩ জনই পলাতক
- একজনেরও সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়নি

মাসুদ রানা ▷

সম্প্রতি লিবিয়ায় গুলি করে হত্যা করা হয় ফরিদপুরের দুই যুবককে। এ ঘটনায় দেশব্যাপী তোলপাড় চলছে। সাড়ে চার বছর আগে লিবিয়ায় ২৬ বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। সেই ঘটনায় রাজধানীর চারটি থানায় সাতটি মামলায় ১২০ জন মানবপাচারকারীর বিচার চলছে। এর মধ্যে ৫৬ জন জামিনে এবং ৬৩ জন পলাতক রয়েছেন। বিচার শুরু হলেও এসব মামলায় একজনেরও সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়নি। এসব মামলার বিচারকাজ আটকে রয়েছে। কবে নাগাদ শেষ হবে তা নিয়েও রয়েছে শঙ্কা।

বর্তমানে ঢাকার মানবপাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে এসব মামলার বিচার চলছে। ট্রাইব্যুনাল সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর পল্টন থানার মানবপাচারের পৃথক তিন মামলায় ৬০ জনের বিচার চলছে। এর মধ্যে ২৫ জন জামিনে রয়েছেন। বনানী থানার এক মামলায় ২৪ জনের বিচার চলছে। এর মধ্যে পাঁচজন জামিনে এবং ১৯ জন পলাতক রয়েছেন। মতিঝিল থানার এক মামলায় ১৩ জনের বিচার চলছে। এর মধ্যে ৯ জন জামিনে এবং চারজন পলাতক রয়েছেন। তেজগাঁও থানার এক মামলায় ছয়জনের বিচার চলছে। এর মধ্যে তিনজন জামিনে এবং তিনজন পলাতক রয়েছেন। খিলগাঁও থানার এক মামলায় ১৭ জনের বিচার চলছে। এর মধ্যে ১৪ জন জামিনে এবং তিনজন পলাতক রয়েছেন।

মামলার সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০২০ সালে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে লিবিয়ায় পাচার হওয়া ২৯ বাংলাদেশিকে অপহরণ করে সন্ত্রাসীরা। পরে তাঁদের মাফিয়াদের কাছে বিক্রি করে দেয়। পরে মুক্তিপণকে কেন্দ্র করে অস্ত্রধারী মাফিয়ারা ট্যাংক ও গাড়িসহ ক্যাম্পে ঢুকে আফ্রিকান ও বাংলাদেশিদের ওপর গুলি চালাতে থাকে। এতে ২৬ বাংলাদেশি মারা যান এবং ১২ জন গুরুতর আহত হন।

এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আইনজীবী ইশরাত হাসান কালের কণ্ঠকে বলেন, এ ধরনের মামলা ২০১২ সালের মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের অধীনে বিচার হয়। এই আইনের ৫ ধারায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের বাইরে বা ভেতরে, বিমান, জাহাজে এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হলে তা বাংলাদেশে বিচারের সুযোগ রয়েছে। তবে এ আইনে বিচার না হওয়ার মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, বাংলাদেশের বাইরের ঘটনায় সাক্ষী পাওয়া যায় না। বাইরে থেকে সাক্ষী নিয়ে আসাও সহজ বিষয় না। তবে এই আইনে যথোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী বলেন, 'শাস্তি হলেই এ ধরনের মানবপাচার রোধ করা যাবে। সাক্ষীদের হাজির করতে পুলিশকে উদ্যোগী হতে হবে। এসব মামলা নিষ্পত্তিতে আমরা আন্তরিক।'

ঢাকার মানবপাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর মো. মোস্তফা কামাল খান বলেন, 'এসব মামলায় সাক্ষীদের আদালতে হাজির করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের হাজিরে অজামিনযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তবে তাঁরা আসামিদের সঙ্গে সমঝোতা করে ফেলায় সাক্ষ্য দিতে আগ্রহী হন না। তবে রাষ্ট্রপক্ষ এ বিষয়ে কোনো ছাড় দিতে চায় না। আমরা ট্রায়ালের মাধ্যমে আসামিদের সাজা নিশ্চিত করতে চাই।'

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০২৫

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিবেদন

শ্রমবাজারে কয়েকটি পেশায় কর্মী কমার আভাস

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

উদ্ভাবন, ভোক্তা চাহিদার পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রক নীতির কারণে বৈশ্বিক শ্রমবাজার ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। চলতি দশকের শেষ নাগাদ সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলো পুরোপুরি দৃশ্যমান হবে। যেখানে দেখা যেতে পারে, কিছু পেশায় কর্মসংস্থান যে গতিতে কমছে, বিপরীত দিকে নতুন কিছু ক্ষেত্রে আরো দ্রুতগতিতে চাকরি তৈরি হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) 'ফিউচার অব জবস রিপোর্ট ২০২৫' সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী কর্মসংস্থানের এ প্রবণতা তুলে ধরেছে। খবর ইউরোনিউজ।

প্রতিবেদনে চলতি বছর থেকে ২০৩০ সালের চাকরি বাজারের পূর্বাভাস তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, এ বাজার একটি সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মূলত প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এ পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি, যা নতুন দক্ষতার চাহিদা বাড়িয়ে তুলছে।

২০৩০ সালের মধ্যে ৯ কোটি ২০ লাখ চাকরি বিলুপ্ত হবে। তবে একই সময়ে তৈরি হবে ১৭ কোটি নতুন চাকরি। ২০২৫-৩০ সালের মধ্যে ৩৯ শতাংশ কর্মীর বর্তমান দক্ষতা পরিবর্তিত বা অপ্রচলিত হয়ে যাবে।

বৈশ্বিক শ্রমবাজারের এ পুনর্গঠনে পাঁচটি প্রধান কারণ পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো হলো প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, পরিবেশবান্ধব বা সবুজ প্রযুক্তির প্রসার, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ভূ-অর্থনৈতিক বিভাজন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে কিছু খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ দ্রুত বাড়ছে। এ বিষয়ে জরিপে অংশ নিয়েছেন এক হাজারের বেশি বৈশ্বিক শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীরা। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল পদ হলো বিগ ডাটা স্পেশালিস্ট। এ পদে কর্মী চাহিদা চলতি বছরের তুলনায় বাড়বে ১১৩ শতাংশ। এরপর থাকবে ফিনটেক ইঞ্জিনিয়ার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও মেশিন লার্নিং স্পেশালিস্ট, সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপার, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা স্পেশালিস্ট, ডাটা ওয়্যারহাউজ স্পেশালিস্ট এবং চালকবিহীন ও বিদ্যুচ্চালিত গাড়ি স্পেশালিস্টের চাহিদা।

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে অনেক সাচিবিক কাজে মানুষের গুরুত্ব হারিয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাকরি হারাবে এ পেশার মানুষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৬৩ লাখ ক্যাশিয়ার ও টিকিট বিক্রেতা চাকরি হারাবে, যা মোট চাকরি হ্রাসের ১৮ শতাংশ।

সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল চাকরির তালিকায় আধিপত্য করছে কৃষিজীবী, শ্রমিক ও অন্য কৃষিকর্মীরা। এ খাতে ১ কোটি ৪১ লাখ চাকরি কমার পাশাপাশি ৪ কোটি ৯০ লাখ নতুন চাকরি সৃষ্টির পূর্বাভাস দেয়া হচ্ছে। ফলে পরবর্তী পাঁচ বছরে কৃষিতে মোট ৩ কোটি ৪৯ লাখ চাকরির নিট বৃদ্ধি হবে। অন্যদিকে ৯ কোটি ২০ লাখ চাকরি হ্রাসের পাশাপাশি ১৭ কোটি নতুন চাকরি সৃষ্টির ফলে মোট নিট বৃদ্ধি হবে ৭ কোটি ৮০ লাখ চাকরি। এর মধ্যে কৃষি ও কৃষিক্ষেত্র দখল করে রাখবে নিট বৃদ্ধির ৪৫ শতাংশ।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
২৮ মাঘ ১৪৩১

কারখানায় হামলা-ভাঙচুর

কালিয়াকৈরে ২৩ শ্রমিক গ্রেফতার

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

কালিয়াকৈর মৌচাক ইউনিয়নের তেলিরচালা এলাকার ট্রান্সকম বেভারেজ লিমিটেড কারখানায় হামলা ভাঙচুর ও অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার দুটি মামলায় ২৩ শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোববার রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে কালিয়াকৈর থানা পুলিশ। সোমবার গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত শ্রমিকরা হচ্ছে ফজলে রাব্বি, রাশেদ রনি, সবুজ সিকদার, জাহিদুল ইসলাম, শামীম হোসেন, বিল্লাল হোসেন, তাফসির আহম্মেদ, ফেরদৌস মিয়া, শান্ত হোসেন, মাহবুবুর রহমান, মোতালেব হোসেন, মোসতাকিম খান, আব্দুর রহমান, সবুজ মিয়া, মাজাহারুল আলম বিপ্লব, খোকন, রবিন, ইমন ইসলাম, আবিদ রহমান প্রান্ত, টলিন মুন্সী, জসিম হাওলাদার, আলমগীর হোসেন, বিশ্বজিৎ মণ্ডল।

শোভন কাজ

লাশ পেতে আর কত ভোগান্তি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মৃত্যু

দিনমজুর আবুল হোসেন, দোকানকর্মী মো. হাসান ও অটোরিকশাচালক মোহাম্মদ হৃদয়ের লাশ এখনো পায়নি পরিবার।

আবুল হোসেন

মো. হাসান

মোহাম্মদ হৃদয়

মানসুরা হোসাইন, *ঢাকা*

হলুদ জার্সি, লুঙ্গি আর জুতা পায়ে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন আবুল হোসেন। ৫ আগস্ট আশুলিয়ায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আবুল হোসেনের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা জানিয়েছিলেন, আবুল হোসেনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ভ্যানে তোলা হয়েছে। তার পর থেকে বিভিন্ন হাসপাতালের মর্গ, কারাগার, এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আবুল হোসেনকে খোঁজেননি তাঁর স্ত্রী লাকী আক্তার।

প্রথম আলোকে লাকী আক্তার বলেন, 'প্রথমে ভাবছিলাম স্বামী বাঁইচ্যা আছে। তবে ঘটনার প্রায় ২৫ দিন পর আশুলিয়া থানার সামনে ভ্যানে লাশের একটা ভিডিও ভাইরাল হয়। ভ্যানে লাশের স্তূপে হলুদ জার্সি পরা একজনকে দেখি। আমি তো দেইখ্যাই চিক্কা ফালাইছি। সেই দিন তো এই জার্সি গায়ে দিয়াই বাইর হইছিল।'

এরপর খোঁজ করতে করতে জানা যায়, আশুলিয়ায় এক জায়গায় দুজনকে কবর দেওয়া হয়েছিল। লাকী আক্তার কাপড় ও স্বামীর যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে একজনেরটা মিলে যায়। এর মধ্যে লাকী আক্তার থানায় স্বামী হত্যার বিচার চেয়ে মামলা করেন।

অবশেষে প্রায় ছয় মাস পর ১ ফেব্রুয়ারি আশুলিয়া থানা-পুলিশ বগাবাড়ির আমবাগান এলাকার কবরস্থান থেকে দুটি লাশ তোলে। এর মধ্যে একটি মরদেহ আবুল হোসেনের (৩৩) বলে দাবি করেছেন তাঁর স্ত্রী লাকী আক্তার। লাশের পরিচয় নিশ্চিত হতে কবর থেকে তোলা দুটি লাশের ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে।

২০১২ সালে বিয়ের পর থেকেই লাকী স্বামীর সঙ্গে আশুলিয়ায় থাকতেন। আবুল হোসেন দিনমজুর ছিলেন। ১১ বছর ও ১২ মাস বয়সী দুই সন্তান নিয়ে একবার বাবার বাড়ি, আবার শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকেন লাকী। ভিডিওতে সব স্পষ্ট থাকলেও স্বামীর লাশ পাওয়া না যাওয়ায় শহীদ হিসেবে গেজেটে নাম নেই আবুল হোসেনের। কোনো অনুদানও পাওয়া যায়নি। গত সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যুনিবন্ধন সনদে আবুল হোসেনের মৃত্যুর কারণের জায়গায় হত্যা কথাটি লেখা আছে।

আবুল হোসেনের মতো এমন কতজনের লাশ এখনো পরিবার পায়নি, তার কোনো পরিসংখ্যান নেই। আর পরিবার মামলা না করলে বা লাশের পরিচয় শনাক্তে আবেদন না করলে আদালতের নির্দেশে লাশ তোলা বা ডিএনএ পরীক্ষা করাও সম্ভব নয়।

আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করতে 'গণ-অভ্যুত্থানসংক্রান্ত বিশেষ সেল' গঠন করেছে সরকার। গত ১০ নভেম্বর এক গণবিজ্ঞপ্তিতে নিহত, নিখোঁজ, বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে যাঁদের দাফন করা হয়েছে, তাঁদের পরিচয়-প্রমাণসহ স্বজনদের আবেদন করতে বলা হয়। এ সেলের সদস্য মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা বলেন, পরিবারের কাছ থেকে এ ধরনের আবেদন তেমন একটা পাওয়া যায়নি।

আবুল হোসেনের মতো কতজনের লাশ এখনো পরিবার পায়নি, তার কোনো পরিসংখ্যান নেই।

নিখোঁজ বা বেওয়ারিশ লাশের তালিকা নেই

আবুল হোসেনের পরিবারের মতো মো. হাসানকেও হন্যে হয়ে খুঁজছিল তাঁর পরিবার। ৫ আগস্ট মো. হাসান সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বাসা থেকে বের হন। এর পর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ ছিল না। হাসান ঢাকার কাপ্তানবাজারে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের একটি দোকানের কর্মী ছিলেন। থাকতেন যাত্রাবাড়ীর সুতি খালপাড় বালুর মাঠ এলাকায়। হাসানের বাবা ভোলায় কৃষিকাজ করেন। দুই ভাই-বোনের মধ্যে হাসান বড়।

হাসানের চাচা নূরে আলম ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে অসংখ্যবার খোঁজ নিয়েছেন। কিন্তু ভাতিজার কোনো হদিস পাননি। গত ১২ জানুয়ারি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানবিষয়ক বিশেষ সেলের সহায়তায় হাসানের সঙ্গে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক মর্গে থাকা একটি লাশের মিল পান নূরে আলম।

এর আগে ১০ জানুয়ারি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানবিষয়ক বিশেষ এ সেল প্রথমে ঢাকা মেডিকেলের কলেজের মর্গে থাকা (শাহবাগ থানার অধীন) ৬ বেওয়ারিশ মরদেহের তথ্য সামনে আনে। তখনই যাত্রাবাড়ী থানার আরেকটি লাশ মর্গে আছে, এমন তথ্য পান এ সেলের সদস্যরা। আর এ লাশই হাসানের বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নূরে আলম গত সোমবার *প্রথম আলোকে* বলেন, ডিএনএ টেস্টের জন্য সিআইডি ল্যাব থেকে হাসানের মা-বাবার ডিএনএ নমুনা নিয়েছে ২০ দিন আগে। এখনো ফলাফল জানা যায়নি। হাসানকে খুঁজে পেতে অনেক জায়গায় ঘুষ পর্যন্ত দিতে হয়েছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে গঠিত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানবিষয়ক বিশেষ সেলের সম্পাদক হাসান ইনাম *প্রথম আলোকে* বলেন, আন্দোলনে গিয়ে কতজন নিখোঁজ হয়েছেন বা বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন করা হয়েছে, ছয় মাসেও তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা না থাকার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। সরকার চাইলে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের সঙ্গে নিখোঁজের তালিকাও করতে পারত।

মোহাম্মদ হৃদয়ের (২০) লাশও এখন পর্যন্ত খুঁজে পায়নি তাঁর পরিবার। গাজীপুরের কোনাবাড়ীর শরীফ জেনারেল হাসপাতালের সামনের এক রাস্তায় হৃদয়ের কাছে এসে পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দেন এক পুলিশ সদস্য। তারপর পুলিশ হৃদয়ের দেহ একটি গলির দিকে টেনেহিঁচড়ে নিচ্ছে, এমন ভিডিও দৃশ্যও আছে। তবে এর পরের আর কোনো ফুটেজ নেই। হৃদয়ের পরিবার ৫ আগস্টের পর থেকে তাঁর লাশ খুঁজছে।

সংসারের অভাব-অনটনের জন্য টাঙ্গাইলের হেমনগর ডিগ্রি কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি কোনাবাড়ীতে অটোরিকশা চালাতেন হৃদয়। ইন্টারন্যাশনাল ট্রুথ জাস্টিস প্রজেক্ট এবং টেক গ্লোবাল ইনস্টিটিউট হৃদয়ের ভিডিও ফুটেজের ফরেনসিক বিশ্লেষণ করে প্রামাণ্যচিত্র বানিয়েছে। সেই প্রামাণ্যচিত্রে হৃদয়কে গুলি করার সেই দৃশ্যও ছিল। মূলত তার পর থেকেই হৃদয়ের ঘটনা আবার আলোচনায় আসে।

লাশ পাওয়া যায়নি বলে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে মারা যাওয়া অন্য শহীদদের পরিবার বিভিন্ন অনুদান পেলেও হৃদয়ের পরিবার কোনো অনুদান পায়নি। শহীদের তালিকায়ও জায়গা পাননি হৃদয়। হৃদয়ের দুলাভাই মো. ইব্রাহিম বাদী হয়ে গত ২৬ আগস্ট কোনাবাড়ী থানায় হৃদয়কে গুলি করে হত্যা ও লাশ গুমের অভিযোগে মামলা করেন।

হৃদয়ের বড় বোন মোছাম্মৎ জেসমিন টেলিফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পুলিশ গুলি করে ভাইটারে মারছে, তার ভিডিও আছে। লাশ তো আর বাংলাদেশের বাইরে পাঠায় নাই। ভাইয়ের লাশ না পাইলেও শুধু ভাইয়ের হাড্ডি হইলেও ফেরত চাই।'

লাশ শনাক্তকরণের দাবি

সিটি করপোরেশন থেকে বেওয়ারিশ লাশ দাফনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ-সংলগ্ন কবরস্থানে বেওয়ারিশ লাশ দাফন করছে সংস্থাটি।

এ সংস্থার হিসাব বলছে, রায়েরবাজার কবরস্থানে জুলাই মাসে ৮০ এবং আগস্ট মাসে ৩৪ জনের বেওয়ারিশ লাশ দাফন করা হয়েছে। তবে বেওয়ারিশ হিসেবে দাফন হওয়া কতজন আন্দোলনে গিয়ে বা গুলিতে মারা গেছেন, তা বলা সম্ভব নয়।

স্বজনেরা আঞ্জুমান মুফিদুলে বেওয়ারিশ লাশের ছবি দেখে নিশ্চিত হওয়ার পর ছুটে যান রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ-সংলগ্ন কবরস্থানে। সেখানকার ৪ নম্বর ব্লকে একটু পরপর ছোট ছোট বাঁশ পুঁতে একজন করে 'বেওয়ারিশ' লাশের কবর চিহ্নিত করা আছে। এর বাইরে কোনটি কার কবর বা অন্য কোনো চিহ্ন নেই। এখানে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে দাফন করা হয়েছে, এমন পরিবারের সদস্যরা ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে লাশ শনাক্তকরণের দাবি জানিয়ে আসছেন।

নিখোঁজ ব্যক্তি ও অজ্ঞাত লাশের পরিচয় শনাক্তে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী কমিশন বা সেল গঠনের সুপারিশ করেছেন সিআইডির (পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ) ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবের প্রধান আহমাদ ফেরদৌস। তিনি বলেন, শুধু সিআইডি বা একক কোনো সংস্থার পক্ষে কাজটি করা কঠিন। প্রতিটি নিখোঁজ ব্যক্তি ও অজ্ঞাত লাশের একটি অনলাইন ডেটাবেজ থাকতে হবে।

NEW AGE WEDNESDAY, FEBRUARY 5, 2025,

Many RMG, textile units yet to pay Dec wages

Industrial Police data shows

Saddam Hossain

A file photo shows a worker sewing clothes at a readymade garment factory at Savar on the outskirts of Dhaka. Over one hundred readymade garment factory units in the country are yet to pay the wages and allowances of December to their workers through the first week of February, which is approaching its end. — New Age photo

OVER one hundred readymade garment factory units in the country are yet to pay wages and allowances of December, 2024 to their workers within the first week of February, which is approaching its end.

According to Industrial Police's data submitted to the home ministry, the factories from the country's six industrial hubs are as follows: 18 units from IP-1 (Ashulia), 55 from IP-2 (Gazipur), 12 from IP-3 (Chattogram), 14 from IP-4 (Narayanganj), 4 from IP-5 (Mymensingh) and 1 from IP-7 (Cumilla) – total 104 factories.

A source from the IP said that the meeting on law and order situation was held on the last week of January and as of that date, the number of factories was 104. However, as the factories pay frequently, the number might have changed as of now.

Meanwhile, the country's RMG manufacturers denied the list and said that the data might be collected earlier. The number reduced significantly in the last week of January, and it is now about 20-30 RMG factories or less, they claimed.

Talking to New Age, Rezwan Selim, a member of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association's assistance committee, said that if such a large number of factories were yet to pay their wages, it would have been impossible to run them.

'If you follow the list of our closed factories, you can find that a small number of factories are closed and they aren't closed due to wages issues. I cannot agree with the list,' he added.

According to the IP data, most factories are delaying payment of wages due to financial crises and some factory units also said that they could not pay wages and allowances due to the financial crisis and lack of purchase orders.

However, a number of factory owners, whose names were on the list, denied it, saying that they had already paid the wages and allowances to their workers, though they still owed wages to their staff.

Most of the factory owners denied providing any comments when contacted.

Sheikh Abdullah, managing director of Al Muslim Washing Limited, a factory located in the Savar area of Dhaka, denied providing any comment after repeated attempts.

Meanwhile, Mohammad Selim, head of administration of Alema Textile Limited, said that they had paid the wages of their workers, but were yet to pay the wages of their staff. He also said that they paid their salaries in the third week of January.

Regarding the name of their factory in the IP's unpaid list, he said that the IP most probably collected the data earlier.

Khalid Hasan, managing director of Mashihata Sweaters and Mega Yarn Limited, said that his finance department could provide information about wage payments.

Talking to New Age, Salauddin Swapan, general secretary of the Bangladesh Garment Workers Federation, said that several RMG factories were yet to pay December's wages. However, he could not tell the exact number.

'We always rely on the IP about the list. However, as the IP works on real-time data, it may happen that in two or three days, the number can change,' he added.

Talking to New Age, AKM Johirul Islam, SP of IP-2 (Gazipur), said that the number changed daily as the factories paid their workers. So, the number of factories on the list seemed to be collected earlier, which will reduce significantly if an updated list is made, he said.

Due to the global economic turmoil, domestic political transition and fuel and energy crises, a number of RMG factories have struggled to run at full capacity for a long time, which has impacted their earnings.

TUESDAY FEBRUARY 4, 2025
MAGH 21, 1431 BS
The Daily Star

Tea production falls amid bad weather, quality push

SUKANTA HALDER

After a record high output in 2023, the country's tea production declined last year because of unfavourable weather conditions and tea estates opting for quality improvement to secure better rates.

Tea production stood at 9.30 crore kilogrammes in 2024, down from 10.2 crore kilogrammes the previous year, according to the Bangladesh Tea Board (BTB).

Pijush Dutta, a member of research and development at the BTB, said the decline was mainly due to erratic rainfall last year, which made weather conditions unsuitable for tea cultivation.

The tea industry in Bangladesh dates back 184 years. Most tea gardens are located in the north-eastern swathe of Bangladesh, while many northern districts have also started growing tea in recent years.

However, the quality of tea produced in the northern region is lower than that of its north-eastern counterparts.

According to Dutta, tea estates, including those in the north, focused on quality improvement last year, which could have contributed to the lower production.

Another factor behind the decline was the prolonged closure of 12 state-owned tea gardens under the National Tea Company for more than 10 weeks in 2024 after the August political changeover, he told The Daily Star.

Dutta said the board was working to ensure that both quality and quantity improve simultaneously.

Meanwhile, tea garden owners see no potential shortage in the domestic market despite the decline, as the surplus from the record production in 2023 can cover the shortfall.

According to them, the country also does not need to import tea, as local demand has decreased.

Similar to the tea board, the Bangladesh Tea Association, a platform for garden owners in the greater Sylhet and Chattogram districts, blamed inconsistent rainfall and climate change for the production decline.

Kamran Tanvirur Rahman, chairman of the association, said that tea cultivation requires moderate rainfall, but higher-than-usual rainfall during the monsoon season last year adversely affected the yield.

Bangladesh has 169 tea gardens spanning more than 280,000 acres.

Of these, 90 are in Moulvibazar district in Sylhet, which accounts for 55 percent of the country's total production. The second-largest producer, Habiganj, contributes 22 percent.

The peak tea production season in Bangladesh is from June to November, and the country's annual tea demand is currently 8.5-9 crore kg, according to industry sources.

EXPORTS HIT 7-YEAR HIGH

In 2024, Bangladesh's tea exports reached their highest level in seven years, as competitive pricing gave the country an edge over major exporters like India and Sri Lanka.

Exporters said a key driver of the increase was the preference of Bangladeshi diasporas for tea sourced from their homeland.

As of December 2024, Bangladesh exported 24.5 lakh kilograms of tea – the highest annual volume since 2017, when exports stood at 25.6 lakh kg – according to the BTB.

Last year's exports fetched the country Tk 382.52 million. However, tea exports have fluctuated widely in recent years.

BTB data shows that exports stood at 6.5 lakh kg in 2018 before falling to 6 lakh kg in 2019. While exports rebounded to 21.7 lakh kg in 2020, they plummeted to 6.8 lakh kg in 2021.

The volume has been rising since, reaching 7.8 lakh kg in 2022 and 10.4 lakh kg in 2023.

Industry insiders attributed the recent growth to competitive pricing, as Bangladesh offers tea at lower prices while Indian and Sri Lankan brands cater to premium segments.

Bangladesh is currently the world's ninth largest tea producer, accounting for around 2 percent of global production, according to the BTA.

China is the largest producer, followed by India, while Sri Lanka, Kenya, South Korea, and Japan are also among the top tea-producing nations.

After independence in 1971, Bangladesh had been exporting tea to several countries, including the UK, until 1990.

Despite recent export fluctuations, the BTB has set an ambitious export target of more than 1.5 crore kg for 2025 – far higher than trends in the past two decades.

The highest amount of tea exported in a single year was 1.5 crore kg in 2002, according to the BTB.

THE BUSINESS STANDARD

WEDNESDAY 05.02.2025

Hailing from Mymensingh, Tangail and Netrokona, Garo women – primarily of the Mandi tribe – often come to Dhaka and join the beauty parlour sector. PHOTO: MEHEDI HASAN

Inside the life of a beauty parlour worker in Dhaka

FEATURE

NUSMILA LOHANI

After years of working in Dhaka's beauty industry, despite financial struggles and the challenges of raising her children while managing work, Onamika Makhin today runs her own salon

Onamika Makhin had just moved to a three-bedroom apartment in Shankar.

"It is a mess; we just moved in a few days ago [from another apartment in the same area]," she said earlier over the phone. But the apartment, approximately 500 sq feet in size, housing Onamika's six-member family, looked well-kept.

She chuckled and pointed at the ceiling fan, "We put that up today [on 9 January] actually."

> *During our free time, I would practice on my colleagues, let's say eyebrow threading. One time, I really messed up a client's eyebrows. She didn't realise it then, but came back the next day. She couldn't recognise me. She started yelling at my colleague standing next to me. Malik [beauty parlour owner] gestured to me to go and hide on the roof.*
>
> **ONAMIKA MAKHIN**
> BEAUTY PARLOUR OWNER

The Garo family had returned from a visit to their hometown in Mymensingh earlier in the week, where Onamika's elderly parents live. "My father is bedridden now so my mother can't look after my children," she explained why she decided to bring her children home.

Between two working parents – her husband works as a private car driver and Onamika runs her beauty parlour business in Shankar and attends to house calls – the couple sends their children to the grandparents when the going gets tough.

Her youngest two are both in the third grade. Shubho, her second youngest, has speech impairment, which Onamika believes was a result of an isolated city life, bound inside a small apartment after school.

This is why the couple sends their children to Mymensingh every now and then. But this also means disruptions in their schooling. One of her older children, a ninth grader, is currently staying in their hometown to give Onamika's mother a hand with chores.

By the middle of this year, Onamika's parlour business will turn five years old. For a veteran beauty parlour worker having worked in the capital since 2003 at the age

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Inside the life of a beauty parlour worker in Dhaka

CONTINUED FROM PAGE 8

of 14, a business sounded like a success story. "I wouldn't call it that because it was done when our backs were against the wall," said Onamika's husband.

In 2020, Onamika was working at Farzana Shakil's Makeover Salon, one of the most popular beauty parlours in the country, for more than a decade. When the lockdown shut down her source of income, like most other beauty parlour workers in the country, Onamika was helpless.

Hailing from Mymensingh, Tangail and Netrokona, Garo women – primarily of the Mandi tribe – often come to Dhaka and join the beauty parlour sector. Although official statistics do not exist, the majority of the women employed across lakhs of registered beauty parlours in the country are Garo women. "I would say 90 out of every 100 workers are Garo," said Onamika.

According to Nomandi, a non-profit organisation which advocates for ethnic minority rights, its outdated statistics put the number of Garo women in the beauty industry at over 1,000 in the year 2000. "But that has changed by manifolds," said Bloom Pathang, a representative of Nomandi. "The flow of Garo women into this sector increased a lot after 2000."

An early start

Onamika's first family is made up of two parents and an older sister. The daughters were sent off to a Christian missionary school. "I completed schooling till the eighth grade," she said. Later, both sisters travelled to Dhaka with a relative in their village.

Shortly afterwards, Onamika started work at a small parlour in Farmgate. "An extended relative got me that job," she said. "Salary was Tk400 a month and housing was provided." Two facial beds and a sofa inside the parlour were the "housing" where Onamika slept with two other employees. "We took turns with the sofa on alternate nights."

At first, Onamika was to observe and learn the basics of the trade. "Then during our free time, I would practice on my colleagues, let's say eyebrow threading. One time, I really messed up a client's eyebrows. She didn't realise it then, but came back the next day.

"She couldn't recognise me. She started yelling at my colleague standing next to me. Malik [beauty parlour owner] gestured to me to go and hide on the roof," Onamika burst out laughing.

Today, she has come a long way. From small parlours across Farmgate and even in Banani-Gulshan, where Onamika said she worked only for a few months, she landed a job at Harmony Spa – one of the better-known parlours in Dhanmondi. "I started as an all-rounder," meaning she was hired as someone who could pluck eyebrows, give pedicures, manicures, haircuts and make-up among other things. Her starting salary was Tk7,000.

In many establishments, beauty parlour salons provide housing inside the parlour; others provide "quarters" like a mess. And some provide rental allowance.

In the capital, according to Onamika, Shankar, Mohammadpur, Kalachhandpur and Badda are the main hubs where beauty parlour workers reside. "There's also a difference in the accommodation provided for married and single employees," she explained, which comes down to size.

Many Garo women also choose to send their children to their hometowns while the couple work different jobs in the capital.

When Onamika first decided to open a parlour in Shankar, she did not tell her husband. "He saw the posters and confronted me. But then he was so supportive, he helped me set it up, do a lot of the woodwork, and decor."

Deposit for the space was Tk3 lakh, negotiated down from Tk5 lakh, recalled Onamika. And her clients also supported her; someone gave her the money for a facial bed, and someone donated a chair. "I still have that chair," said Onamika, flashing perhaps the brightest smile on that chilly winter evening.

Before she opened her own parlour, she started to take on private house calls that same year. She would provide the same service to her clients in the comfort of their homes. After launching her parlour, she continued.

Onamika works every day. She got her older sister involved in the parlour work and employed another extended relative. The approximately 200-square-feet parlour comes with two chairs, one facial bed, one shampoo station and an attached bathroom.

What will your children study? "I cannot say what their interests are. I will try to afford a full education for them. I have to get them enrolled in school again this year."

THURSDAY FEBRUARY 6, 2025
MAGH 23, 1431 BS
The Daily Star

Workers' protest disrupts container transport at Ctg port

DWAIPAYAN BARUA, *Chattogram*

Container movement at Chattogram port has remained suspended since Tuesday night following a clash between the workers of prime movers and the security staff of Chattogram DC Park earlier that day.

This is because the drivers and helpers of container-carrying prime movers stopped plying their vehicles after the clash, according to Md Ruhul Amin Sikder, secretary general of the Bangladesh Inland Container Depots Association (BICDA).

As such, not a single export or import container was transported between the port and 21 private inland container depots (ICDs) in the last 21 hours till 5:00 pm on Wednesday.

Yesterday, the stalemate even forced a vessel bound for Singapore to leave with more than 100 TEUs of export containers missing from its expected load.

Also, the departure of a vessel bound for Colombo, Sri Lanka, has been postponed by at least a day as it is waiting for a considerable number of export containers to reach the port from ICDs.

Hasan Mahmud, joint secretary of the Chattogram District Prime Movers Trailers Workers' Union, said the workers enforced work abstention in protest of an assault on a number of fellow workers by the security staff of DC Park on Tuesday evening.

The Singapore-bound vessel Helgoland left the port at around 2:00 pm without taking 101 TEUs of export containers as they did not reach the port due to the workers' movement, said Ziaul Quader, associate director of the ship's local agent, Trans Marine Logistics Ltd.

Besides, these export cargoes destined for the US and Europe may miss connecting with mother vessels at the transshipment port, he added.

Colombo-bound AS Sicilia had to defer its scheduled departure as around 380 twenty-foot equivalent units (TEUs) of export containers could not be sent to the port from depots, sources said.

The clash broke out around 7:00 pm on Tuesday following an altercation between security staff at DC Park and the driver of a prime mover, which was heading to the BM Container Depot from the port.

Witnesses say the driver failed to slow down when a security guard signalled that a private car was exiting the park's parking lot and ended up slightly rear-ending the vehicle.

The driver was then beaten by the park's security staff, prompting a group of prime mover workers to retaliate once informed.

The workers then went on a rampage inside the park, creating panic among the park's visitors as they protested the assault on a peer.

They also blockaded the Fouzderhat-Port Access Road and port gates in Chattogram city's Saltgola area for hours till early yesterday.

The workers also staged demonstrations near the port gates, suspending the entry and exit of all container-carrying vehicles and creating an acute gridlock that lasted all day.

DHAKA THURSDAY FEBRUARY 6, 2025
MAGH 23, 1431 BS
The Daily Star

Wage growth negative for 3 years as inflation outpaces pay rise

MD ASADUZ ZAMAN

Stubbornly high price pressures have kept real wage growth negative for three consecutive years, forcing low-income households to cut back on protein consumption and brace for food insecurity.

Inflation has outpaced wage growth for 36 consecutive months up to January, despite a gradual increase in pay gains since January 2021, according to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS).

The wage growth rate stood at 8.16 percent in November, 1.78 percentage points below the inflation rate of 9.94 percent that month, as per the BBS Wage Rate Index (WRI).

The widest gap between inflation and wage growth was in July last year, at 3.73 percentage points.

Economists say this widening disparity has forced low-income and unskilled workers to reduce food consumption due to declining real incomes.

A recent report by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) on Bangladesh supports the assertion.

The FAO said that the number of people in Bangladesh facing high levels of acute food insecurity increased by 70 lakh to 2.36 crore in December last year, compared to 1.65 crore during the April-October period of 2024.

"The widening gap has been pushing low and limited-income groups to the brink for years," said Mohammad Lutfor Rahman, a professor of economics department at Jahangirnagar University.

"Prolonged high inflation will inevitably erode people's purchasing power and change their food consumption habits," he added.

In January, the overall food inflation was 10.72 percent, down from 12.92 percent in December 2023.

Wage growth negative for 3 years

FROM PAGE B1

Food inflation has remained above 9 percent since May 2023 and crossed 9.5 percent in every month of fiscal year (FY) 2023-24 except for February and June.

However, in urban areas, food inflation reached 14.63 percent in November, disproportionately affecting the urban poor.

Echoing Rahman's views, Prof Selim Raihan, executive director of the South Asian Network on Economic Modeling (Sanem), said declining real wages force people to reduce protein intake and opt for lower-quality food.

"Responding to high inflation, people would initially cut back on non-food expenses such as entertainment and clothing. If that is not enough, they would start reducing their food consumption," he said.

"Eventually, they start skipping nutritious foods and opt for cheaper, lower-quality alternatives," added the economist.

In January, wage growth in the agriculture sector was 8.41 percent, up by 0.04 percentage points from December. Wage growth in the industrial sector increased by 0.03 percentage points to 7.80 percent, while the service sector saw a 0.01 percentage point rise to 8.44 percent.

Economists say this widening disparity has forced low-income and unskilled workers to reduce food consumption due to declining real incomes

The Wage Rate Index, or WRI, tracks the wages of informal workers paid daily across 63 occupations in the agriculture, industry and service sectors.

To tame the stubbornly high inflation, Prof Rahman urged the interim government to implement coordinated measures, including fiscal and monetary policies.

"The government must strengthen its monitoring mechanisms to reduce the influence of middlemen in market management," he said.

A study by the private think tank Research and Policy Integration for Development (RAPID) found that real income reductions caused by inflationary pressure over the past two years have pushed at least 78 lakh people into poverty, including 38 lakh who have fallen into extreme poverty.

Besides, another 1 crore people are at risk of falling below the poverty line due to continued inflationary pressures, the study said.

Against the backdrop, Finance Adviser Salehuddin Ahmed said on Tuesday that inflation is expected to decline to a tolerable level within the next three months.

"We will take several measures in February, March and April to curb inflation," said the adviser. "If inflation can be brought down to 6 percent to 7 percent by June, the interim government will consider it satisfactory."

However, Prof Raihan expressed skepticism about the feasibility of this goal.

THE FINANCIAL EXPRESS February 7, 2025

Bangladesh RMG's commitment to sustainability: are we ready yet?

It is important for the government to ensure that the industries are compliant with the laws and regulations through constant monitoring and evaluation and ensure a transparent system throughout the supply chain

write
Nuzhat Fatima Purnota and Md Shanawez Hossain

The Ready-made Garment (RMG) industry has become the bedrock of Bangladesh's economy, contributing about 10.35 per cent to the country's GDP in 2023. With exponential growth over the decades, Bangladesh is the second largest RMG exporter in the world. Approximately 30 million Bangladeshi people are directly or indirectly dependent on the RMG sector as it helps create employment, especially for women, and reduces poverty. Bangladesh's garment industry's global success is attributed to its abundant, cost-effective labour force, low wage, and participation in international trade agreements, which attracted international companies and manufacturers, giving rise to a supply of sustained demand and affordable clothing worldwide. However, this industry faces challenges such as labour rights, workplace safety, and environmental sustainability.

RMG AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: AN OVERVIEW: The ready-made garments industry poses a huge threat to the environment due to excessive use of water, toxic chemicals and tonnes of energy in the production process. This has given rise to increased environmental awareness and sustainable practices are being adopted by the industry owners. Many factories have started implementing eco-friendly practices in order to lower their carbon footprint. Some sustainable practices include upgrading to energy-efficient technologies, using recycled materials, implementing water and waste management strategies, and reducing water consumption. However, still these initiatives failed to enhance sustainability in this sector.

Fast fashion, an important component in the global fashion industry, creates trendy apparel at low rates, raising environmental and ethical concerns such as pollution, waste, and detrimental working conditions, influencing consumer behaviour and sustainability initiatives. Such cost and time-effective business practices, despite the environmental harm associated with them, created the channel of human dependency on the RMG industry for convenience and economic gains.After the shipment of finished goods, cutting wastage increases due to increased demand for fast fashion creating more variations in waste production. Such practices threaten environmental sustainability, especially when a lead time reduction from 90 days to 40 days occurred to cater to fast fashion, causing the regeneration of waste materials to happen every 10 weeks. This means, waste generation rises by approximately 20-30 percent.

Governments worldwide have enacted several laws and policies to promote environmental sustainability and limit resource extortion in the RMG sector. For example, Bangladesh's Environmental Conservation Act (ECA) requires industries to install their own Environmental Treatment Plants (ETP). Additionally, the Textile Policy of 2017 particularly promotes sustainability by ensuring water conservation, energy efficiency and proper waste management systems within the RMG sector. The government also allows tax benefits and incentives for industries supporting green initiatives. Such sustainability initiatives are found in many other countries, such as the Indonesian government made provisions for zero waste in textiles, which requires textile manufacturers to recycle the water used in production processes and manage their solid waste efficiently. Similarly, the German parliament passed the Supply Chain Due Diligence Act (LkSG) in June 2021, which focuses on environmental sustainability and human rights. The country's companies will be held liable if they are found to have been directly or indirectly linked to environmental and human rights abuses in their global supply chain. As one of the main suppliers of RMG products, implementation of such laws impacts the RMG sector in Bangladesh and allows the industries to be more transparent, adopt more sustainable practices and ensure the protection of human rights. An industry needs to be ISO certified to operate business both at home and abroad. ISO certification helps ensure workplace safety, and environmental considerations are taken into account. However, despite having the ISO certification, implementation of the policies ceases to exist in many factories which raises the question of our moral trade-off.

RMG AND SUSTAINABILITY IN BANGLADESH: Like many other labour-intensive industries in Bangladesh critical accidents in RMG is also a very common phenomenon which mostly results from inadequacy, corruption, and weak enforcement of laws by government institutions. Despite government investigations and recommendations, no significant and sustainable improvements have developed as yet. The sector's growing social structure promotes company interests over workplace safety, revealing a lack of democratic accountability and weak national law enforcement. Many of the large industries are owned by government personnel, meaning that corruption frequently allows concerns to be pushed

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

under the carpet. Many industries do not get Environmental Impact Assessments (EMA) done before building their factories which impacts the surrounding environment in the long run. The Environmental Conservation Act and ETPs have been planned to ensure environmental compliance in the industries. And to ensure proper implementation of the laws and protection of human rights, the government should strengthen the monitoring and evaluation processes on a timely basis.

BANGLADESH GOVERNMENT MEASURES FOR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN RMG: The Government offers several green incentives for the factory owners who are environmentally sustainable and conscious. Some examples of fiscal incentives include- a 1 per cent corporate tax break for green factory owners, RMG industries with green building certification can pay their income tax rate at 10 per cent while non green building certified companies pay 12 per ent. Other efforts include European Union's Programme to Finance Safety Retrofits & Environmental Upgrades in the Bangladeshi Ready-Made Garment (RMG) Sector (SREUP), a programme designed to help the Bangladesh garment factories implement safety retrofits, environmental and social up-gradation measures. Hence, it is important for the government to ensure that the industries are compliant with the laws and regulations through constant monitoring and evaluation processes and ensure a transparent system throughout the supply chain.

WAY FORWARD TO ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN RMG:

Environmental Management System (EMS): It is crucial to have an improved Environmental Management System (EMS) at every RMG factory since they pose a threat to environmental impacts. EMS can determine significant environmental aspects and proper action can be taken to minimize the impact. This can also enhance the compliance of the organization.

Enhancing Corporate Accountability: It is important to enhance corporate accountability in order to ensure sustainability by providing annual reports that highlights the environmental impacts and their initiatives towards minimising them. This can also assist in implementing effective EMS with the proper monitoring and evaluation systems which increases transparency and accountability within the organisation. Many of the current industries are owned by corrupt politicians and influential people, which opens a gateway for the organisations to commit more environmental crimes by overlooking the importance of such reports.

Environmental performance indicators (EPI): EPIs can provide information about the management efforts to influence the organisation's environmental performance. This allows room for identifying the organisation's lackings and makes room for growth while promoting sustainable practices.

Legal and policy requirements: The government encourages factories to obtain LEED certification, adhere to global supply chain due diligence standards, and manage waste effectively. The country is also a signatory to several ILO conventions, promoting decent work, sustainable production, and environmental health in industries. The National Industrial Policy, 2022 prioritises the establishment of green factories and adherence to environmental compliance standards, which should be encouraged to be implemented. Moreover, it is important to introduce and implement green economy, circular economy and appropriate transition policies to promote sustainability. It is also crucial for the country to maintain global due diligence standards.

Concluding Remarks: Corruption in Bangladesh's RMG sector has hindered environmental sustainability efforts, with issues like bribery and lack of accountability hindering progress. However, ensuring sustainability is critical for competitiveness and meeting the rising demand for sustainable practices. Bangladesh has the potential to develop its RMG industry into a global example for sustainable industrial growth by improving regulatory frameworks, encouraging innovation, green certifications, and increasing resource efficiency. Collaboration between the government, industry leaders, workers, and international stakeholders is critical to achieving this transition.

Nuzhat Fatima Purnota is a Research Assistant and Student at Department of Environmental Science and Management, Independent University, Bangladesh (IUB).
purnota1226@gmail.com
Dr. Md Shanawez Hossain is an Associate Professor, Department of Global Studies & Governance, Independent University, Bangladesh (IUB);
shanawez@gmail.com

বণিক বার্তা শনিবার, ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৫

দেশের ১৮৪ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের মধ্যে মাত্র একটি বিআইডব্লিউটিএ অনুমোদিত

সুজিত সাহা ■ চট্টগ্রাম ব্যুরো

দেশে শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের সংখ্যা ১৮৪। আইন অনুসারে এসব প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) কাছ থেকে অনুমোদন নেয়ার কথা। কিন্তু এতে অনীহা রয়েছে শিপ ইয়ার্ড মালিকদের। মূলত রাজস্ব প্রদান না করে বালি উত্তোলনের সুবিধা নিতেই বিআইডব্লিউটিএর লাইসেন্স গ্রহণে অনাগ্রহী শিপ ইয়ার্ড মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিএসবিআরএ)। তাই ১৮৪টি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের মধ্যে মাত্র একটি বিআইডব্লিউটিএর অনুমোদন নিয়েছে।

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড সমুদ্র চ্যানেলে শিপ ইয়ার্ড স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যান, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও কৃষি অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সেখানে বিভিন্ন দপ্তরের অনুমোদনের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও বিআইডব্লিউটিএর ছাড়পত্রের বিষয়টি এতদিন উল্লেখ ছিল না। মূলত ২০২০ সালের আগে এ অঞ্চলে কোনো নদীবন্দর না থাকায় শিপইয়ার্ডগুলো বিআইডব্লিউটিএ থেকে ছাড়পত্র নেয়নি। তবে সম্প্রতি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোকে ফোরশোর বা নদীতীরবর্তী ভূমি ব্যবহার এবং ইয়ার্ড সচল রাখার প্রয়োজনে বালি বা মাটি অপসারণের জন্য লাইসেন্স গ্রহণের নোটিস দিয়েছে বিআইডব্লিউটিএ।

গত ২৩ ডিসেম্বর রাইজিং স্টিল নামের একটি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড প্রতিষ্ঠান নদীতীরের ৩ হাজার ৪০০ বর্গমিটার বা ৮৪ শতাংশ ফোরশোর ব্যবহারের জন্য বিআইডব্লিউটিএ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানটি নদীতীরের ১৭ হাজার ৫০০ ঘনমিটার বালি অপসারণের জন্য অনুমোদন নেয়। এ বাবদ প্রতিষ্ঠানটি বিআইডব্লিউটিএকে বার্ষিক রাজস্ব (সম্ভাব্য) হিসেবে ৪ লাখ ৬ হাজার ৮৩৭ টাকা, ১৫ শতাংশ ভ্যাট বাবদ ৬১ হাজার ২৫ টাকা এবং ৫ শতাংশ আয়কর বাবদ ২০ হাজার ৩৪২ টাকাসহ সর্বমোট ৪ লাখ ৮৮ হাজার ২০৪ টাকা পরিশোধ করেছে। শুধু একটি প্রতিষ্ঠান অনুমোদন নিলেও বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় প্রশাসনকে ম্যানেজ করে শিপইয়ার্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে অভিযোগ বিআইডব্লিউটিএর।

বিআইডব্লিউটিএ বলছে, নদীবন্দর স্থাপনের কারণে সীতাকুণ্ড উপকূল বিআইডব্লিউটিএর অধীনে হলেও শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলো লাইসেন্স নিচ্ছে না। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলো অন্যায়ভাবে ইয়ার্ড সংলগ্ন নদী থেকে বালি বা মাটি ড্রেজিং করে বিক্রি করে দিচ্ছে। প্রতিটি ইয়ার্ড লাইসেন্স গ্রহণ করলে বছরে বিআইডব্লিউটিএর অন্তত ১২-১৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হতো। শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলো লাইসেন্স না নেয়ায় নদীর তীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরিবেশগত বিপর্যয়ের পাশাপাশি সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

জানতে চাইলে বিএসবিআরএর প্রেসিডেন্ট আবু তাহের বণিক বার্তাকে বলেন, 'শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমোদন নেয়া হয়। এখন বিআইডব্লিউটিএ নদীর তীর ব্যবহারের জন্য লাইসেন্সের গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দুটি সংস্থার মধ্যে ঠিক কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে আমরা থাকব সেটি এখনো বুঝতে পারছি না। তাছাড়া একটি ব্যবসা পরিচালনার জন্য এতগুলো প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনুমোদন নিলে টিকে থাকাই মুশকিল। এরপরও সরকার যদি চায় লাইসেন্স নেয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই।'

দেশের শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড জোন সন্দ্বীপ-কুমিরা চ্যানেলের তীরবর্তী সীতাকুণ্ড উপকূলীয় এলাকা। এক সময় প্রায় ২০০ প্রতিষ্ঠান বিশ্ববাজার থেকে এখানে পুরনো জাহাজ আমদানি করত। শিল্প মন্ত্রণালয়সহ পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদন নিয়ে ইয়ার্ডগুলোর কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ২০২০ সালে চট্টগ্রামের ডবলমুরিং থানা থেকে ফেনীর সোনাগাজী পর্যন্ত নদীবন্দর ঘোষণা করে সরকার। আইন অনুযায়ী শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডসহ ফোরশোর বা নদীতীরে যেকোনো ধরনের স্থাপনা নির্মাণ কিংবা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএর অনুমোদন নেয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু চার বছর পেরিয়ে গেলেও বালি বা মাটি অপসারণের অনুমোদন নেয়নি প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে অবাধে বালি উত্তোলনের কারণে সীতাকুণ্ডের নদীতীরবর্তী এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভাঙনসহ পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সর্বশেষ তথ্যমতে, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড ও কুমিরা এলাকার নয়টি মৌজায় ১৮৪টি শিপইয়ার্ড রয়েছে। তবে কভিড-১৯ ও ব্যাংক ঋণসহ অন্যান্য জটিলতার কারণে বর্তমানে প্রায় ৬০-৮০টি প্রতিষ্ঠান বৃহৎ কিংবা সীমিত পরিসরে চালু রয়েছে। নতুন নিয়মে প্রায় সবগুলো প্রতিষ্ঠানই অবৈধ হলেও এখন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে বিআইডব্লিউটিএ কোনো ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেয়নি। এতে একদিকে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে, অন্যদিকে নদীর তীরবর্তী ভূমির যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটছে।

বিআইডব্লিউটিএ বলছে, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিআইডব্লিউটিএর সীতাকুণ্ডের নদীতীরের ফোরশোরসংক্রান্ত যৌথ জরিপ সম্পন্ন হয়েছে, যা এখন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিআইডব্লিউটিএকে নদীতীরের সীমানা বুঝিয়ে না দেয়ায় সীতাকুণ্ড এলাকার শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা যাচ্ছে না । এ বিষয়ে একাধিকবার উদ্যোগ নেয়া হলেও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কালক্ষেপণ করা হচ্ছে অভিযোগ বিআইডব্লিউটিএর।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ২০২০ সালের ১ মার্চ ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার থাক-খোয়াজ মৌজায় মুহুরী প্রজেক্ট সংলগ্ন নদীতীরবর্তী অংশ থেকে চট্টগ্রামের ডবলমুরিং থানার দক্ষিণ কাট্টলী মৌজায় রাসমনি ঘাট পর্যন্ত আড়াআড়িভাবে মিরসরাই-রাসমনি নদীবন্দর ঘোষণা করে সরকার। এ সময় এসআরও নং-৬৩-আইন/২০২০-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিআইডব্লিউটিএকে এ নদীবন্দরের সংরক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এরপর সীতাকুণ্ডে সমুদ্রতীরবর্তী এলাকায় বিদ্যমান শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোকে ফোরশোর (তীরভূমি) সংক্রান্ত অনুমোদনের আওতায় নিয়ে আসতে একটি কমিটি গঠন করে বিআইডব্লিউটিএর চট্টগ্রাম কার্যালয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে তীরভূমি বুঝে না পাওয়ায় শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোর কার্যক্রম তদারকিতে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়েছে।

বিআইডব্লিউটিএর চট্টগ্রাম কার্যালয়ের উপপরিচালক (নদীবন্দর) মো. কামরুজ্জামান বণিক বার্তাকে বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে বিআইডব্লিউটিএর কাছ থেকে লাইসেন্স ও বালি অপসারণের অনুমোদন নেয়ার কথা। এজন্য আমরা শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ডগুলোর সংগঠনসহ প্রতিটি ইয়ার্ডকে পৃথক চিঠির মাধ্যমে নোটিস দিয়েছি।' নির্ধারিত সময়ের পর বিআইডব্লিউটিএ নিজস্ব আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও জানান তিনি।

প্রথম আলো • শনিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ১৮%

পোশাকশিল্প

এক বছরের ব্যবধানে এই বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

গত বছরের শেষ চার মাস—সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে গত বছরের ডিসেম্বরে রপ্তানি করেছে ৫৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এটি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ১৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ বেশি। যদিও গত নভেম্বরে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছিল ৪১ শতাংশ।

এভাবেই এক বছরের ব্যবধানে তৈরি পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। সার্বিকভাবে ২০২৪ সালে অবশ্য তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়নি, তবে ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে। সব মিলিয়ে গত বছর বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা এর আগের ২০২৩ সালের তুলনায় দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ওই বছর রপ্তানি ২৫ শতাংশ কমে ৭২৯ কোটি ডলারে নেমেছিল।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (অটেক্সা) হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি গত সেপ্টেম্বরে ১৮ শতাংশ, অক্টোবরে ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ ও নভেম্বরে ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুই সপ্তাহের মাথায় কানাডা, মেক্সিকো ও চীন থেকে পণ্য আমদানিতে বাড়তি শুল্ক আরোপ করায় বাজারটি নিয়ে নতুন করে সম্ভাবনা দেখছেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। তাঁরা বলছেন, চীনা পণ্যে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক বসানো হয়েছে। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরাবে। ফলে বাংলাদেশের সামনে বাড়তি ক্রয়াদেশ বা অর্ডার পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। এমনকি বিনিয়োগকারীরা চীন থেকে কারখানা সরিয়ে এখন অন্য দেশে নিতে আগ্রহী হতে পারেন। সেই বিনিয়োগ বাংলাদেশও নিতে পারেন।

একাধিক উদ্যোক্তা প্রথম আলোকে জানান, শুল্ক আরোপের আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বাড়তি ক্রয়াদেশ দেওয়া শুরু করেছে। নতুন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও আলোচনা করছেন কিংবা বাংলাদেশে আসছেন। এমনকি চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে, এমন প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশের বায়িং হাউস ও পোশাক কারখানাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে ৭ হাজার ৯২৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছিল, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ১ দশমিক ৭১ শতাংশ বেশি। ওই বছর যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো আমদানি করেছিল ৭ হাজার ৭৯৩ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বরাবরের মতো শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে চীন। দেশটি গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৬৫১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এতে প্রবৃদ্ধি হয় দশমিক ৭৯ শতাংশ।

জানতে চাইলে তৈরি পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, চীন থেকে বাড়তি ক্রয়াদেশ নেওয়ার মতো সক্ষমতা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাগুলোর রয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, সক্ষমতা ব্যবহার করতে না পারার একটি অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট। এর মানে, চাহিদা অনুযায়ী গ্যাস-বিদ্যুৎ পাওয়ার ওপর নির্ভর করছে আমরা কতটা বাড়তি ক্রয়াদেশ নিতে পারব।

যুক্তরাষ্ট্রে কোন দেশের কত পোশাক রপ্তানি

দেশ	২০২৩	২০২৪	প্রবৃদ্ধি
চীন	১,৬৩৮	১,৬৫১	০.৭৯
ভিয়েতনাম	১,৪১৮	১,৪৯৮	৫.৬১
বাংলাদেশ	৭২৯	৭৩৪	০.৭৫
ভারত	৪৪৭	৪৬৯	৪.৯৪
ইন্দোনেশিয়া	৪১৯	৪২৫	১.৪০

বছরের শেষ দুই মাসে বাংলাদেশের রপ্তানি

মাস	রপ্তানি	প্রবৃদ্ধি
নভেম্বর '২৪	৬১	৪১
ডিসেম্বর '২৪	৫৮	১৮

হিসাব কোটি ডলারে, প্রবৃদ্ধি শতাংশে (%)

সূত্র: অটেক্সা

দৈনিক ইত্তেফাক

রবিবার
২৬ মাঘ ১৪৩১, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

চালু হয়নি রামগড় স্থলবন্দর, বেকার সময় কাটছে কর্মচারীদের

■ নিজাম উদ্দিন লাভলু, খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির সীমান্তবর্তী রামগড় স্থলবন্দরের কার্যক্রম চালু না হওয়ায় প্রায় চার বছর ধরে বেকার সময় পার করছেন বন্দরে নিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। গত ১২ জানুয়ারি কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের বন্দর পরিদর্শন শেষে লাভ-ক্ষতি নিরূপণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদন পেশ করার পর বন্দরটি চালু করা না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানানো হয়। তবে কমিটি এখনো স্থলবন্দর পরিদর্শনে আসেননি জানান সংশ্লিষ্টরা।

বর্তমানে স্থলবন্দরে পাঁচ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী, আউটসোর্সিংয়ে চার জন সিকিউরিটি গার্ড ও পরিচ্ছন্নকর্মী ও একজন ট্রাফিক পুলিশ ইন্সপেক্টর রয়েছে। এছাড়া সড়ক ও জনপথ বিভাগের রোড লোড স্কেল প্রকল্পে ১৩ জন আনসার সদস্য নিয়োজিত আছে। কাজকর্ম না থাকায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে অলস সময় কাটাচ্ছেন। এদিকে স্থলবন্দরের কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. সরওয়ার আলম।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০২২ সালে বন্দরে ইনচার্জ, ট্রাফিক ইন্সপেক্টরসহ বিভিন্ন পদে লোকবল পোস্টিং দেয় স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ। ২০২৩ সালের নভেম্বরে পোস্টিং দেওয়া হয় কাস্টমসের একজন সহকারী কমিশনার, একজন রাজস্ব কর্মকর্তা, একজন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও দুই জন সিপাহি। ঐ বছর পোস্টিং দেওয়া হয় পুলিশের একজন ট্রাফিক ইন্সপেক্টরকে। এছাড়া বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর আইসিপিতে নিয়োজিত করা হয় বিজিবি সদস্যদের। ২০২৪ সালের মার্চে কাস্টমসের সহকারী কমিশনার, রাজস্ব কর্মকর্তা, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ও সিপাহিদের সীতাকুণ্ড ও খাগড়াছড়িতে বদলি করা হয়েছে।

রামগড় বন্দর ইনচার্জ মো. আমান উল্লাহ বলেন, ২০২৪ সালের মে মাসে এখানে যোগদান করেছি। কিন্তু কার্যক্রম চালু না হওয়ায় এখানে কোনো কাজকর্ম নেই। রামগড় ৪৩ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক রাজু আহমেদ জানান, বন্দরের আইসিপিতে কোনো কাজ না থাকলেও রুটিন ডিউটি চলছে। মৈত্রী সেতুর চেক পোস্টে সীমান্ত নিরাপত্তায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকে বিজিবি।

সমকাল
শনিবার। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বাড়ছে শিশুশ্রম, সম্ভাবনা নেই এসডিজির লক্ষ্য পূরণের

■ সাজিদা ইসলাম পারুল

দেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে ১০ লাখেরও বেশি শিশু

রাজধানীর ধোলাইখালে ভারী ইঞ্জিন তৈরির এক দোকানে দৈনিক ২০০ টাকা হাজিরায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে তিন কিশোর। তাদের একজন ১৩ বছর বয়সী রাইসুল জানায়, সকাল ৯টায় কাজ শুরু করতে হয়; শেষ হয় রাত ৯টায়। কাজের চাপ থাকলে রাত ১২টা পর্যন্তও থাকতে হয়। ১২ ঘণ্টার শ্রমের বিনিময়ে দৈনিক ২০০ টাকা মজুরি পায়। রাইসুলের বাবা মারা গেছেন। ছোট আরও দুই ভাইবোন রয়েছে। মা অসুস্থ। কোনো কাজ করতে পারেন না। তাই বাধ্য হয়েই স্কুলে যাওয়ার এই বয়সে রাইসুলকে কাজ করতে হচ্ছে ওয়ার্কশপে। কলতাবাজারের মহসীন ইঞ্জিনিয়ারিং নামে এক দোকানে পুরোনো গাড়ির যন্ত্রাংশ মেরামত করাসহ নতুন যন্ত্রাংশ তৈরির কাজ করে ১২ বছর বয়সী সাইফুল। সে জানায়, দিনমজুর বাবার আয় কম। মা পরের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করেন। তাই বাড়তি আয়ের জন্য তাকে এই ওয়ার্কশপে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কাজ শিখলেও সপ্তাহে ৩০০ টাকা পায়। শুধু রাইসুল বা সাইফুল নয়, ধোলাইখাল, কলতাবাজারসহ আশপাশের এলাকাগুলোর নানা দোকানে এমন বহু শিশু শ্রমিকের দেখা মেলে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) টার্গেট ৮ দশমিক ৭-এর অধীনে ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম বন্ধের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রথাগত শিশুশ্রম নির্মূলের পাশাপাশি জোরপূর্বক শ্রম, আধুনিক দাসপ্রথা ও মানব পাচার, শিশুদের সৈনিক হিসেবে ব্যবহারসহ ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ও নির্মূলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও সব ধরনের শিশুশ্রম নির্মূল করতে 'জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০' ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫ প্রণয়ন করেছে। জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত চার স্তরবিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে না। উল্টো দেশে শিশুশ্রম ক্রমেই বাড়ছে।

বাংলাদেশে অনেক আগে থেকেই শিশুশ্রম সমস্যা প্রকট ছিল। গবেষণা বলছে, ২০২০ সালে করোনা পরিস্থিতির কারণে অর্থনীতি সংকটে পড়া এবং পরবর্তী সময়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে বহু পরিবার শিশু-কিশোরদের শ্রমে নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়। অথচ জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় চলতি বছরের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম দূর করার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ বলছে, বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকরা সপ্তাহে গড়ে ২৭ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় কাজ করে। বেশির ভাগ শিশুর মাসিক আয় আড়াই থেকে সাড়ে সাত হাজার টাকার মধ্যে। শিশুদের কাজে নিযুক্ত করলে স্বল্প মজুরি দেওয়া সম্ভব; খাটানো যায় বেশি। তাই তাদের নিয়োগে আগ্রহী থাকেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও ছোট কারখানার মালিকরাও। সর্বশেষ জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ ২০২২ শিরোনামের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয় ২০২৩ সালের মার্চে। তাতে দেখা গেছে, গত ১০ বছরে দেশে শিশুশ্রমিক বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৮৬ হাজার। বর্তমানে দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৩৫ লাখ ৩৬ হাজার ৯২৭ জন। ২০১৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৪ লাখ ৫০ হাজার ৩৬৯। এ ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে ১০ লাখ ৭০ হাজার শিশু। যেসব কাজে শিশুদের শারীরিক ও অন্যান্য ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, সেগুলোকে সরকার ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকাভুক্ত করে। ২০২২ সালে ৪৩ ধরনের কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় ফেলা হয়।

শিশুশ্রম প্রতিরোধে গত ১২ বছরে ৩০০ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে নানা প্রকল্প নেওয়া হলেও তা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে শিশুদের ফিরিয়ে কাজের মাধ্যমে আয়ের পথ করে দিতে ২০১৮ সালে ২৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (চতুর্থ পর্যায়)' নামে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের আওতায় ১ লাখ শিশুকে ৯টি বিষয়ের ওপর ছয় মাসের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং চার মাসের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ প্রকল্পে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। ফলে এসব শিশুকে ঝুঁকিমুক্ত কাজ থেকে ফেরানো যায়নি।

এডুকো বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক (চাইল্ড লেবার ইলিমিনেশন) আফজাল কবির খান বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় শিশুশ্রম জরিপ তিনবার (২০০২, ২০১৩ ও সর্বশেষ ২০২২ সালে) হয়েছে। প্রতিবারের প্রতিবেদনেই শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েছে। শিশুশ্রম নিরসনের কথা মুখে বললেও সব সরকারই প্রায়োরিটি কনসেপ্টের মধ্যে শিশুশ্রমকে রাখেনি। গত দশকেও কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে; কিন্তু শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কার্যত বেড়েছে। তাই শিশুশ্রম নিরসনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো সরকারের পরিকল্পনায় এ বিষয়টি প্রাধান্য না পাওয়া। শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ২৩ জন সচিব সংযুক্ত থাকলেও সভায় দুই থেকে তিনজনের উপস্থিতি দেখা যায়। তাই শিশুশ্রম নিরসন করতে চাইলে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন খুব প্রয়োজন।

সম্প্রতি 'জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ'র ১২তম সভায় শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, শিশুশ্রম কেবল বাংলাদেশের সমস্যা নয়, এটি পুরো বিশ্বের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা ও সংগঠনের আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। বর্তমান সরকার সব খাতে শিশুশ্রম নিরসনে বদ্ধপরিকর।

সমকাল
রোববার। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, নেতৃত্ব বাড়েনি

■ সমকাল প্রতিবেদক

নেতৃত্ব তৈরি করতে অনির্বাণ রাইজ অ্যান্ড লিড কর্মসূচি

বাংলাদেশে নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ ৩৬.৩% থেকে বেড়ে ৪২.৬৭% হয়েছে। মাঝারি ও উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের প্রতিনিধিত্ব এখনও আশঙ্কাজনকভাবে কম। এর কারণ সামাজিক রীতি, প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্য এবং পারিবারিক দায়িত্বের কারণে কর্মজীবনে বিরতি। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার লক্ষ্যে অক্সফাম ও ওয়াটারএইড যৌথভাবে শুরু করেছে 'অনির্বাণ-রাইজ অ্যান্ড লিড' কর্মসূচি।

গতকাল শনিবার রাজধানীর বনানীর শেরাটন হোটেলে দিনব্যাপী আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। এতে বিভিন্ন খাতের প্রধান ব্যক্তিত্ব, উন্নয়ন সংস্থা এবং নীতিনির্ধারকরা অংশ নেন। এই কর্মসূচি মধ্যপর্যায়ের পেশাজীবী নারীদের ক্ষমতায়ন এবং বিরতির পর তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ ও নেতৃত্বে সহায়তা করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লঙ্কাবাংলা ফাইন্যান্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুমাইরা আজম বলেন, 'জ্ঞান থাকলে সফল হবেন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন কথা বলার আত্মবিশ্বাস, সাবলীল উপস্থাপনা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সক্ষমতা।'

অক্সফাম বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর আশীষ দামলে বলেন, 'অগ্রগতির পরও অনেক নারী অদৃশ্য প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন, যা তাদের কর্মজীবনে প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে।'

ওয়াটারএইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হাসিন জাহান বলেন, 'কর্মজীবনে বিরতি কখনোই একজন নারীর সম্ভাবনা নির্ধারণ করতে পারে না।'

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ওয়াটারএইড বাংলাদেশের উইমেনস রিটার্নশিপ প্রোগ্রামের প্রকল্প সমন্বয়ক নুসরাত আনোয়ার এবং অক্সফাম বাংলাদেশের ইকোনমিক ইনক্লুশন অ্যান্ড জাস্টিস বিভাগের প্রধান বিদোওরা তাহমিন খান।

'ব্রেকিং ব্যারিয়ার্স: আধুনিক কর্মক্ষেত্রে নারীর নেতৃত্ব' শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। এটি পরিচালনা করেন লিডারশিপ কোচ ও অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্ট চেঞ্জম্যানট্রাস। আলোচনায় অংশ নেন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোস, লিডারশিপ কোচ ও ওডি কনসালট্যান্ট, চেঞ্জম্যানট্রাস উমা চ্যাটার্জি, ইনোভেশন কানসাল্টিংয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রুবাইয়াত সরওয়ার, এশিয়ান ডেভেলপমেন্টের হোসনে আরা বেগম ও সিআইএমএমওয়াইটির কমিউনিকেশনস ম্যানেজার মাহেরিন আহমেদ। অনুষ্ঠান শেষে নারীদের জন্য 'ল্যাবটক অ্যান্ড ক্যারিয়ার ফেয়ার' অনুষ্ঠিত হয়।

THE BUSINESS STANDARD

SATURDAY 08.02.2025

Tea output falls by 1cr kg amid weather, labour issues

INDUSTRY - BANGLADESH

MIZANUR RAHMAN YOUSUF

Experts urge investment in climate-resilient varieties

Tea production in Bangladesh dropped by 1 crore kg in 2024 compared to 2023, with experts attributing the decline largely to erratic weather and labour strikes disrupting harvesting.

According to the Bangladesh Tea Board, after a record production of 10.29 crore kg in 2023, production dropped to 9.3 crore kg in 2024, marking a decrease of nearly 1 crore kg.

In 2022, the country's 168 tea estates produced 9.38 crore kg of tea, compared to 9.65 crore kg in 2021.

Tea estate owners and experts attribute the decline to erratic weather, including unpredictable rainfall, heavy downpours, and extreme heat.

Tea estates rely heavily on favourable weather conditions, especially during the June-October monsoon season, which is critical for high-quality tea production. However, 2024 saw erratic weather patterns with long dry spells followed by sudden heavy rainfall, damaging plant growth.

Dr Pijush Dutta, a member (research and development) of the Bangladesh Tea Board, said while rainfall did occur, it was not in the right patterns to support tea cultivation.

He added, "Excessive rain flooded some areas while leaving others too dry, reducing plant productivity. Rising temperatures have also negatively impacted the plants. With the industry relying on traditional farming methods, the lack of climate adaptation strategies makes it harder to maintain consistent production."

AKM Rafiqul Haque, director of the Tea Board's Project Development Unit, noted that the ideal temperature for tea cultivation is between 18°C and 32°C. However, rising temperatures are now common in many tea-growing regions, alongside increased pest infestations, creating further challenges for tea farmers.

Insiders say labour strikes have also played a role in the production drop, with worker disputes causing delays in harvesting. Some tea estates in northern Bangladesh focused more on improving tea quality than on increasing production, contributing to the decline in output.

Auction price rises

The decline in production and the reduced supply have led to higher tea auction prices, with the average price per kg rising from Tk187 in 2023-24 to Tk210 in 2024-25.

Despite the drop in domestic production, tea exports have more than doubled.

In 2023, Bangladesh exported 10.4 lakh kg of tea, but exports rose to 24.5 lakh kg in 2024. This increase is likely due to last year's tea stock, which helped boost exports this year.

Bangladesh's lag in tea production

Tea industry experts have long pointed out that Bangladesh lags behind neighbouring countries in tea productivity.

AFM Saiful Islam, professor at Sylhet Agricultural University, said Bangladesh produces 1,740 kg of tea per hectare on average, while India produces 2,500 kg, and Sri Lanka leads with 3,300 kg per hectare.

He added, "Bangladesh's tea plants are often outdated, with many being decades old and less productive than modern, high-yield varieties. Also, the country lacks modern farming techniques that could boost production."

Call for investment in climate-resilient varieties

To address the crisis, Saiful Islam called on the government to invest in high-yielding, climate-resilient tea varieties, focusing on drought-resistant plants that can endure extreme weather conditions.

He also pointed out that droughts have caused tea production to decline by 21-31% annually, while pest infestations further reduce yields by 25-30%.

The Bangladesh Tea Research Institute (BTRI) has developed 23 new tea varieties, but only BT-2 has seen widespread adoption.

Sylhet Agricultural University has also introduced four sustainable varieties, but their adoption has been slow due to a lack of awareness and funding.

"Investing in genetic engineering and biotechnology is essential for creating resilient tea varieties that can survive rising temperatures and unpredictable rainfall. Expanding artificial irrigation systems would also help reduce dependency on seasonal rainfall," Saiful Islam concluded.

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে বাধা নীতি ও জ্বালানি

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বেড়েছে পোশাক রপ্তানি। জুলাই-আগস্টে জমে থাকা ক্রয়াদেশ ছাড় হতে শুরু করায় বেড়েছে আয়। ট্রাম্প প্রশাসনের চীনবিরোধী বাণিজ্যনীতির কারণে সামনে আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা। তবে দেশের বর্তমান গ্যাস, বিদ্যুৎ সংকট রপ্তানিতে বড় বাধা হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা তাদের। দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির সবচেয়ে বড় গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে দেশটিতে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছে ৫৮ কোটি ডলারের পোশাক। যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৪৭ কোটি ডলার। সব মিলিয়ে গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি হয়েছে ৭৩৪ কোটি ডলারের। যা ২০২৩ সালে ছিল ৭২৯ কোটি ডলার। সব মিলিয়ে, পোশাক রপ্তানি বেড়েছে দশমিক ৭৫ শতাংশ। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, ডিসেম্বর মাসে পোশাক রপ্তানি একটু বেড়েছে। আরেক রপ্তানিকারক বলেন, জুলাই থেকে আমাদের যে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। গত বছরের সঙ্গে তুলনা করলে এবার রপ্তানি অত্যন্ত ভালো। তথ্য বলছে, ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ৭ হাজার ৯২৬ কোটি ডলারের পোশাক আমদানি করেছে। যা আগের বছর ছিল ৭ হাজার ৭৯৩ কোটি ডলার। এক বছরের ব্যবধানে দেশটির পোশাক আমদানি বেড়েছে ১ দশমিক ৭১ শতাংশ।

> চীনা পণ্যে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ বাংলাদেশের জন্য বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি করেছে ভিয়েতনাম, প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০২৪ সালে ভিয়েতনাম রপ্তানি করেছে ১ হাজার ৪৯৮ কোটি ডলারের পোশাক। যা আগের ২০২৩ সালে ছিল ১ হাজার ৪১৮ কোটি ডলার। প্রবৃদ্ধির দিক থেকে এর পরেই রয়েছে ভারতের অবস্থান। ২০২৪ সালে দেশটি ৪৬৯ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। যা ২০২৩ সালে ছিল ৪৪৭ কোটি ডলার। তৃতীয় সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে চীনের। গত বছর চীন রপ্তানি করেছে ১ হাজার ৬৫১ কোটি ডলারের পোশাক।

যা ২০২৩ সালে ১ হাজার ৬৩৮ কোটি ডলার। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনা পণ্য রপ্তানিতে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের কারণে বড় সুযোগ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের। মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, এটা আমাদের জন্য বড় সুযোগ। কিন্তু বর্তমান যে প্রেক্ষাপট শ্রমিক অসন্তোষ, ঊর্ধ্বমুখী সুদহার এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) নীতিমালা নিয়ে আমরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। রপ্তানিকারকরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বাড়াতে বাংলাদেশের বড় ধরনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বারবার এ সুযোগ আসবে না। এটা কাজে লাগানোর জন্য আমরা কতটা প্রস্তুত।

সরকার কি আমাদের সময়মতো নীতি সহায়তা দিচ্ছে। তাই সুযোগ পেলেও কাজে লাগানোটা কঠিন হয়ে যাবে। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু হয় ২০১৮ সালে। ফলে ওই সময় চীন থেকে অনেক ক্রয়াদেশ সরে এসেছিল বাংলাদেশে। ওই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ৫৯৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছিল বাংলাদেশ। সেটা ছিল সাত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

THE FINANCIAL EXPRESS February 12, 2025

Call for global cooperation to tackle unfair purchasing practices in RMG industry

FE REPORT

Enforcement authorities in key global markets should work closely with garment supplier countries to tackle unfair purchasing practices with effective measures such as joint inspections, data-sharing agreements and the establishment of international grievance mechanisms.

Khondker M Talha, Ambassador of Bangladesh to France and Permanent Delegate to UNESCO, made the remark at a virtual side session at the 2025 OECD Forum on 'Due Diligence in the Garment and Footwear sectors', on Monday.

"For instance, short-term planning, delayed payments, and last-minute order cancellations by buyers disproportionately affect suppliers and workers," he said.

He suggested that regulations in key markets must go beyond mere compliance and tackle the root causes of these issues.

He urged the regulators to mandate equitable cost-sharing mechanisms and enforce fair payment terms to ensure that the financial burden of compliance is not borne solely by suppliers.

The Bangladesh embassy in Paris organised the virtual session in collaboration with Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA).

The session, moderated by Olivia Windham Stewart, an independent business and human rights specialist, focused on aligning Bangladesh's RMG industry with the "Three Zeros" framework -- Zero Poverty, Zero Unemployment, and Zero Net Carbon Emissions -- proposed by Nobel Laureate Professor Muhammad Yunus.

This transformative framework aims to drive inclusive growth, environmental sustainability, and ethical practices in the garment sector, which contributes over 80 per cent of Bangladesh's total exports and employs more than 4 million workers, predominantly women.

While significant progress has been made, gaps and inconsistencies in current regulations remain a challenge, Mr Talha said. "For instance, the lack of harmonised global standards often leads to conflicting compliance requirements, increasing the burden on suppliers."

Furthermore, the absence of enforceable mechanisms to ensure fair pricing and payment terms undermines the sustainability of the supply chain, he added. To address these gaps, he recommended harmonised global regulations that mandate responsible purchasing practices and ensure shared accountability between buyers and suppliers.

Other suggestions included technical and financial support from international partners to help suppliers meet compliance requirements, particularly small and medium enterprises (SMEs) and enhanced data transparency to monitor purchasing practices and ensure that buyers adhere to fair pricing and payment terms.

Highlighting Bangladesh's remarkable progress in improving workplace safety since the Rana Plaza tragedy in 2013, Mr Talha emphasized the government's commitment to integrating the "Three Zeros" framework into national policies, including labour law reforms, green factory initiatives, and sustainable export strategies.

He also underscored the importance of fair pricing and ethical purchasing practices by global brands to ensure the sustainability of the RMG sector and urged the OECD and international partners to provide technical and financial assistance to support capacity building, data transparency, and worker empowerment programs to build a fair and inclusive global supply chain that upholds human rights, promotes sustainability, and ensures equitable benefits for all stakeholders.

BGMEA representative Miran Ali said, "We must ensure that the flow of business to Bangladesh does not come at the expense of our resources unless our workers receive a better deal and there is social justice. At the same time, social justice must align with responsible production. That is the balance we must strike."

"Locally, we need to set certain minimum standards for doing business," he said, adding that they would ensure that anyone who does business with Bangladesh upholds these standards.

Sharing insights from the perspective of global brands, Bismuth Sebastien, Chairman of Celio, France, said his company has been present in Bangladesh for more than 20 years, operating with a social and sourcing office that employs over 45 people.

He emphasised the importance of partnerships with suppliers in achieving sustainability goals and commended Bangladesh's efforts towards green manufacturing and labour rights reforms.

munni_fe@yahoo.com

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥

অনেক শ্রমিকের বদলায়নি ভাগ্য, উদ্বেগ শিশুশ্রমে

গবেষণা প্রতিবেদন

- ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন অনেকে। অবৈধভাবে শিশু শ্রমিক নিয়োগ

জিন্নাতুন নূর

৫৬% কাজ হারানোর হুমকি পান

দেশের পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের ভাগ্য বদলায়নি এখনো। কোনোরকমে জীবন বাঁচিয়ে রেখেছেন তারা। উল্লেখসংখ্যক শ্রমিকদের কমপক্ষে ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়। ন্যূনতম মজুরিতে কোনোরকম ডাল-ভাত খেয়ে এবং ঋণ করে তারা জীবন কাটাচ্ছেন।

পুরুষের চেয়ে নারী শ্রমিক বেতন কম পান এবং নির্যাতনের শিকারও তাদের বেশি হতে হয়। এ ছাড়া কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও চাকরি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

অনেক শ্রমিকের বদলায়নি

হারানোর মতো হুমকি পেতে হয়। বেশির ভাগ কারখানায় অবৈধভাবে শিশু শ্রমিক নিয়োগ হয়। বিশেষ করে সাব-কন্ট্রাক ভিত্তিতে যে কাজ হয়, সেখানে শিশু শ্রম বেশি। গত ৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ইউনিভার্সিটি অব নটিংহামের রাইটস ল্যাব এবং গুডওয়েব ইন্টারন্যাশনাল যৌথভাবে 'মডার্ন স্লেভারি অ্যান্ড চাইল্ড লেবার ইন বাংলাদেশ'স গার্মেন্ট সেক্টর : ডকুমেন্টিং রিস্ক অ্যান্ড ইনফর্মিং সল্যুশন' শীর্ষক এক গবেষণায় এসব তথ্য উঠে আসে।

বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন এবং আওয়াজ ফাউন্ডেশন এতে সহায়তা করে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামের কারখানাগুলোতে জরিপ চালিয়ে এ গবেষণা করা হয়। গবেষণায় অংশ নেওয়া শ্রমিকদের উল্লেখসংখ্যকই মেশিন অপারেটর বা হেল্পার। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৪-এর জুলাই পর্যন্ত জরিপটি পরিচালিত হয়। এতে প্রায় ২ হাজার শ্রমিকের (১ হাজার ৯৭৪ জন শ্রমিক) সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

শ্রম আইন অনুযায়ী- একজন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক দিনে ৮ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারবে না। আবার ওভারটাইমের সময় সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টার বেশি হবে না। আর কোনো কিশোর/কিশোরী কারখানায় দিনে পাঁচ ঘণ্টা আর সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারবে না। আইন বলছে, শ্রমিকরা সপ্তাহে একটি এবং বছরে সাধারণ ছুটি কাটানোর সুযোগ পাবেন। আর মজুরিসহ বছরে ১৪ দিনের সিক লিভ নিতে পারবে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি ভিন্ন।

কষ্টের জীবন : শ্রমিকদের এ ন্যূনতম মজুরিতে জীবনধারণ করা কষ্টের। গবেষণাটি বলছে, ৩২ শতাংশ পোশাক শ্রমিক ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম বেতন পান। হিসাব বলছে, রাজধানী ঢাকায় ২৭ হাজার ৯০০ এবং ঢাকার আশপাশে একজন শ্রমিকের জীবনধারণে প্রয়োজন ২৩ হাজার ১০০ টাকা। ট্রেড ইউনিয়নগুলো ২৩ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবি জানালেও সর্বশেষ শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি সাড়ে ১২ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। ৭০ শতাংশ শ্রমিক জানান, কোনোরকমে বেঁচে থাকতে হলে যে বেতন প্রয়োজন তা তাদের নেই। এর ফলে অনেকেই অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য হন। রপ্তানিমুখী কারখানার ৮২ শতাংশ শ্রমিক ন্যূনতম মজুরি পেলেও সাব-কন্ট্রাক কারখানার কর্মীদের ৫৯ শতাংশ মাসে ১২ হাজারের চেয়ে কম মজুরি পান। কাজ ঠিকমতো শেষ করতে না পারলে শ্রমিকদের বেতন থেকেও টাকা কেটে নেওয়া হয়। এজন্য সংসার চালাতে শ্রমিকরা ঋণ নেন। ১৩ শতাংশই জানান, তারা ঋণ করে সংসার চালান। ৭৮ শতাংশ শ্রমিক জানান, তারা কম মজুরির কারণে পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত খাবার কিনতে পারেন না। বেশির ভাগ সময়ই তারা ভাত-ডাল খান। মাসে দু-একবার মাছ- মাংস খান। বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পর এ শ্রমিকদের যে টাকা থাকে তা দিয়ে কোনোমতে শুধু পেট ভরার জন্য খাবার খান। জরিপের অর্ধেক শ্রমিকই অতিরিক্ত আয়ের জন্য ওভারটাইম করেন।

সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার শ্রমিকদের মজুরি রপ্তানিমুখী কারখানার শ্রমিকদের চেয়ে কম। সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার শ্রমিকরা দিনে ১২ ঘণ্টা বা তার চেয়ে বেশি সময় কাজ করেন।

উদ্বেগ শিশু শ্রমে : সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানাগুলোতে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। এসব শ্রমিককে কারখানায় সরাসরি আবার কখনো তাদের পরিবারের সদস্যরা কাজে ঢুকিয়ে দেন। শিশু শ্রমিকদের বড়দের মতোই কঠিন কাজ করতে হয়। তাদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়। এ জরিপে পোশাক কারখানায় কাজ করে এমন ১২২ জন শিশু শ্রমিকের সঙ্গে কথা হয়। এদের বয়স ১০ থেকে সর্বোচ্চ ১৭। দেখা যায়, ৯৯ শতাংশ শিশু দিনে ৮ বা তার চেয়ে বেশি ঘণ্টা কাজ করে। ৮৯ শতাংশ শিশু (১০৮ জন) জানায়, তারা সন্ধ্যা ৭টার পরও কাজ করে। ৯ শতাংশ সকাল ৭টার আগেও কাজ করে। তারা সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টার বেশি কাজ করে। চট্টগ্রামের শিশু শ্রমিকরা দিনে ১৩ থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে। আর ঢাকা ও তার আশপাশের শিশুরা ৯ থেকে ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে। তারা ৫ হাজার থেকে সাড়ে ১১ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন পায়। বড়দের সমান কাজ করেও তারা বড়দের চেয়ে কম বেতন পায়। ৬১ শতাংশ শিশু মাসে ৬ থেকে ১০ হাজার টাকা পায়। চট্টগ্রামে ছয়জন শিশু শ্রমিক জানায়, তারা মাসে আড়াই থেকে ৪ হাজার টাকা পর্যন্ত পায়। মাত্র ১২ শতাংশ শিশু জানায়, তারা মাসে সাড়ে ১২ হাজার টাকার বেশি পায়। ঢাকা ও তার আশপাশের ২৭ শতাংশ শিশু জানায়, তারা লুব্রিকেটিং এবং ভারী যন্ত্রপাতি সরানোর মতো কাজ করে। এ ছাড়া সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারায় শিশুরা শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হয়।

নারী শ্রমিক বঞ্চনার শিকার : এ খাতে নারীরা বেশি কাজ করলেও তারা পুরুষ সহকর্মীর চেয়ে গড়ে ২ হাজার টাকা কম পান। নারীরা এখনো পোশাক কারখানায় নিচু পদে কাজ করেন, যেখানে পুরুষরা গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। কারখানায় বেশির ভাগ নারী শ্রমিক যেখানে ১২ হাজার টাকার নিচে মাসিক বেতন পান, সেখানে পুরুষরা পান ১৫ হাজার টাকার ওপর। চট্টগ্রামে নারী শ্রমিকদের শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বেশির ভাগ কারখানায় নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি দিলেও জরিপে অংশ নেওয়া ১৩ জন শ্রমিককে এ সময় ছাঁটাই করা হয়। কাজে বিরতি, টয়লেটে যাওয়া কিংবা বেতন কম দিলে আপত্তি জানালে তাদের হুমকি দেওয়া হয়। আবার নির্দিষ্ট সময়ে টার্গেট পূরণ না করলেও শ্রমিকদের ম্যানেজাররা শাস্তি দেন।

প্রথম আলো • বুধবার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

শ্রম আইন সংশোধন

মাতৃত্বকালীন ছুটি হবে ১২০ দিন

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বিদ্যমান শ্রম আইন অনুযায়ী নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ১৬ সপ্তাহ। শ্রমিকপক্ষের দাবি অন্য সব খাতের মতো নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ৬ মাস বা ১৮০ দিন করা। তবে মালিকপক্ষ সেই দাবি মানতে নারাজ। তাই সরকারের পক্ষ থেকে মাঝামাঝি অবস্থান নিয়ে এই ছুটি ১২০ দিন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদের (টিসিসি) বৈঠকে গতকাল মঙ্গলবার নারী শ্রমিকদের প্রসূতিকালীন ছুটি ১২০ দিন করার বিষয়ে সব পক্ষ একমত হয়েছে বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে।

ঢাকার বিজয়নগরে শ্রম ভবনে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানসহ টিসিসির মালিক, শ্রমিক ও সরকারপক্ষের মোট ৬০ সদস্যের বেশির ভাগই উপস্থিত ছিলেন। নতুন ধারা সংযোজন এবং বিদ্যমান ধারা সংশোধনসহ ১০১টি ধারা নিয়ে কাজ করছে টিসিসি। শ্রম আইনের কিছু ধারা বিলুপ্তও করা হচ্ছে। আগামী মার্চের মধ্যে আইন সংশোধন করে অধ্যাদেশ জারির কথা রয়েছে।

গতকালের বৈঠকের আগে শ্রমসচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একাধিক বৈঠকে তিন পক্ষের সম্মতিতে ৭৯টি বিষয়ে একমত হওয়ার তথ্য জানিয়েছিল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ২০ শতাংশের বদলে ১৫ শতাংশ শ্রমিকের সায়, অংশগ্রহণ তহবিলে জমাকৃত অর্থ সমান অনুপাতে সব সুবিধাভোগীর মধ্যে বণ্টন, জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের বিপদ থাকলে সেসব কাজ করাতে বাধ্য না করা, নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানি না করা ইত্যাদি।

কর্মক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রের বাইরে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে কোনো দুর্ঘটনায় কোনো শ্রমিক শারীরিক বা মানসিক আঘাত পেলে বা প্রাণহানি ঘটলে তা কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতকালে সংঘটিত দুর্ঘটনা বলে গণ্য হবে—এমন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব মেনে নেয়নি মালিকপক্ষ।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, খসড়ার সব জায়গায় নারীদের মহিলা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টিস শ্রমিক সংহতির প্রধান তাসলিমা আক্তার এ বিষয়ে আপত্তি জানালে শ্রম উপদেষ্টা তা আমলে নেন। নারীর প্রতি সহিংসতা ও হয়রানি সুনির্দিষ্ট নয় এবং অসদাচরণের নিষ্পত্তি কীভাবে হবে, তা-ও বলা নেই বলে বৈঠকে প্রশ্ন তোলেন তাসলিমা আক্তার। শ্রম উপদেষ্টা এগুলো লিখিতভাবে জানানোর পরামর্শ দেন তাঁকে। বৈঠকে উপদেষ্টা বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা মারাত্মক ধরনের অপরাধ।

বৈঠক শেষে জানতে চাইলে শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, সব পক্ষ থেকে পরামর্শ এসেছে। টিসিসির কাজ হচ্ছে পরামর্শগুলো শোনা, যেগুলো একসঙ্গে করার পর উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে।

বৃহস্পতিবার
২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ১ কোটি ৬ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করলেন নাহিদ

■ **ইত্তেফাক রিপোর্ট**

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে ১ কোটি ৬ লাখ ১৭ হাজার ২১৪ টাকার চেক হস্তান্তর করেছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম।

গতকাল বুধবার সচিবালয়ের নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেনের কাছে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন। বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস পিএলসির ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মুনাফা থেকে এই অর্থ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, এই অর্থ শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা প্রদানে ব্যয় করা হবে।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব ড. মো. মুশফিকুর রহমান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বণিকবার্তা
বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৫

মানব পাচারই দেশের সবচেয়ে বেশি প্রচলিত আন্তঃসীমান্ত অপরাধ

নৌপথে সবচেয়ে বেশি পাচার হয় কক্সবাজার থেকে নারী ও শিশু পাচারের বড় রুট যশোর

নিহাল হাসনাইন ■

আয়েশা আক্তারের (ছদ্মনাম) বাড়ি মিয়ানমারের রাখাইনে। দেশটির সামরিক বাহিনী ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীভুক্ত এ নারী বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। আশ্রয় নেন কক্সবাজারের উখিয়ার একটি উদ্বাস্তু শিবিরে। সেখানেই স্থানীয় কয়েক দালালের খপ্পরে পড়েন। মাত্র ২৫ হাজার টাকার বিনিময়ে মালয়েশিয়ায় পৌঁছে দেয়ার প্রলোভন দেখায় তারা। বলা হয়, সেখানে গিয়ে কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে তার। সে টাকা পরিশোধের পর কক্সবাজার থেকে নৌপথ ব্যবহার করে অবৈধভাবে মালয়েশিয়া নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। গিয়ে জানতে পারেন, বিক্রি করে দেয়া হয়েছে তাকে। সে সময় দালালরা ভুক্তভোগী এ নারীকে জানায়, তাকে মালয়েশিয়া পর্যন্ত নিয়ে যেতে তাদের খরচ হয়েছে ২ লাখ টাকার মতো। এ অর্থ তাকে বিক্রি করে আদায় করে নিয়েছে দালালরা। অনেক চেষ্টার পর বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানানোর সুযোগ পান তিনি। যদিও তার দেশে ফেরার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

শুধু উদ্বাস্তু রোহিঙ্গা নয়, বাংলাদেশীরাও এ ধরনের মানব পাচারকারী চক্রের খপ্পরে পড়ছেন অহরহ। যাত্রাবাড়ীর একটি তৈরি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন নাসিমা (ছদ্মনাম)। কভিডের সময় ওই চাকরি হারান তিনি। ঘুরতে থাকেন নতুন কাজের সন্ধানে। নাজুক ওই পরিস্থিতিতে দালাল চক্রের খপ্পরে পড়েন তিনি। সৌদি আরবে পাঠানোর কথা বলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় যশোরের শার্শা উপজেলায়। বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে পাচার করা হয় ভারতের বসিরহাটে। পরে কলকাতার একটি যৌনপল্লীতে বিক্রি করে দেয় পাচারকারী চক্র। একটি এনজিওর সহায়তা নিয়ে তিনি দেশে ফেরেন। এরপর শার্শা থেকে আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

বাংলাদেশ থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মানব পাচারের মতো অপরাধের মাত্রা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। স্থানীয় বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে নাজুক অবস্থানে থাকা ব্যক্তিরা এর শিকার হচ্ছেন। বিদেশে উন্নততর জীবনযাপনের প্রত্যাশায় থাকা অভিবাসনপ্রত্যাশীরাও দালালের খপ্পরে পড়ছেন নিয়মিত। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে নৌপথে মানব পাচারের বড় রুট এখন কক্সবাজার। স্থলপথে নারী ও শিশু সবচেয়ে বেশি পাচার হয় যশোর দিয়ে। আবার ময়মনসিংহ থেকে সোমেশ্বরী নদী পেরিয়ে মানব পাচারের তথ্যও এখন সামনে আসছে। আর ইউরোপ ও আমেরিকায় মানব পাচারে শুরুতে ব্যবহার হয় আকাশপথ। এর মধ্যে ইউরোপে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যপ্রাচ্য হয়ে নিয়ে যাওয়া হয় লিবিয়ায়। সেখান থেকে নৌকায় করে ইউরোপ অভিমুখে উত্তাল ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মৃত্যু হয় অনেকের।

অনেক ক্ষেত্রে পাচারকারীরা এসব অভিবাসনপ্রত্যাশীকে জিম্মি করে পরিবারের কাছ থেকে আদায় করে মোটা অংকের টাকা। এ অর্থ দিতে না পারলে তাদের ওপর চালানো হয় নির্মম নির্যাতন। কাউকে কাউকে মেরেও ফেলা হয়। আবার বাংলাদেশ থেকে নৌপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোয় পাচার হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের বড় একটি অংশকে এখন বিভিন্ন শিল্পে শ্রমদাস হিসেবে বা রেড লাইট এরিয়ায় বিক্রি করে দেয়ার ঘটনা ঘটছে অনেক।

গ্লোবাল অর্গানাইজড ক্রাইম ইনডেক্সের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মানব পাচারই এখন সবচেয়ে বড় আন্তঃসীমান্ত অপরাধ। সংস্থাটির সর্বশেষ প্রকাশিত আন্তঃদেশীয় অপরাধ সূচকে মানব পাচারের ভয়াবহতার ১০ পয়েন্টে বাংলাদেশের সূচক মান ৮। সংস্থাটির হিসাবে বাংলাদেশ থেকে মানব পাচার বেড়ে যাওয়ার পেছনে অন্যতম প্রধান অনুঘটক হয়ে উঠেছে রোহিঙ্গা সংকট।

একই পর্যবেক্ষণ দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীরও। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তরুণ ও যুবকদের মধ্যে ক্যাম্পের অনিশ্চয়তা থেকে বেরিয়ে উন্নততর জীবনযাপনের খোঁজে অভিবাসন গ্রহণে সচেষ্ট হওয়ার প্রবণতা এখন বেড়েছে। ফলে কক্সবাজারকে কেন্দ্র করে দেশে মানব পাচারকারীদের কয়েকটি সিন্ডিকেট এখন সক্রিয়। শুধু রোহিঙ্গা নয়, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে দালালের মাধ্যমে বাংলাদেশীদেরও পাচার করছে তারা। আর কক্সবাজার হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ থেকে নৌপথে মানব পাচারের সবচেয়ে বড় রুট।

জানা গেছে, মানব পাচারকারী চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দালালরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়ায় চাকরি দেয়ার কথা বলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের প্রথমে কক্সবাজারে নিয়ে আসে। এরপর নৌকায় করে তাদের তুলে দেয়া হয় বড় ইঞ্জিন বোট বা জাহাজে। এজন্য মূল পাচারকারীদের কাছ থেকে মাথাপিছু হিসাবে কমিশন পায় দালালরা। আগে এ ধরনের অভিবাসনপ্রত্যাশীদের অপহরণ করে থাইল্যান্ড বা মালয়েশিয়ার বনে গোপন বন্দিশিবিরে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায় করা হতো। অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে পাচারকৃত অভিবাসনপ্রত্যাশীদের গভীর জঙ্গলের বন্দিশালায় আটকে নির্যাতন ও হত্যা করা হতো। কিন্তু ২০১৫ সালে থাইল্যান্ডের বনে

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

নৌপথে পাচার হওয়া বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গাদের গণকবর আবিষ্কারের পর এ পাচারকারীদের দমনে সচেষ্ট হয় থাইল্যান্ড সরকার। আটক হয় সেখানকার প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও সেনাবাহিনীর জেনারেলসহ অনেকেই। তাদের মধ্যে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের নাগরিকও ছিল। ওই ঘটনার পর এ রুট দিয়ে মানব পাচার বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ চক্রের সদস্যরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আগে পাচারের পর মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হলেও এখন মানব পাচারকারীরা তাদের কৌশল বদলেছে। পাচারকৃতদের অনেককেই এখন মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন শিল্পে দাস হিসেবে বা রেড লাইট এরিয়ায় বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, বিদেশে নেয়ার জন্য যেসব রোহিঙ্গাকে টার্গেট করা হয়, তাদের প্রত্যেক পরিবারের কাছ থেকে জনপ্রতি ২০-২৫ হাজার টাকা নেয় পাচারকারীরা। তবে একেকজনকে বিদেশে পাঠাতে খরচ পড়ে দেড় লাখ টাকার কাছাকাছি। তাদের বিদেশ নিয়ে একেকজনকে ৪-৫ লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২৯ ডিসেম্বর রাতে টেকনাফের বাহারছড়ায় কচ্ছপিয়া কবরস্থানসংলগ্ন একটি অস্থায়ী তাঁবুঘরে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে পাচারের জন্য ৬৬ জন বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গাকে এনে জড়ো করা হয়েছিল। পাচারকৃতদের মধ্যে বাংলাদেশী সাতজন। বাকিরা সবাই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্য। এ ৬৬ জনের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু, যার মোট সংখ্যা ৪৮। সেখান থেকে পাঁচ পাচারকারীকে আটকে সক্ষম হয় পুলিশ।

জানা গেছে, পাচারের জন্য এনে জড়ো করাদের সবাই অত্যন্ত দরিদ্র ও প্রান্তিক জীবনযাপন করছিলেন। উন্নত জীবনযাপন, বাড়তি বেতনের চাকরি ইত্যাদি প্রলোভন দেখিয়ে ১০-১৫ দিন ধরে তাদের এখানে এনে জড়ো করা হচ্ছিল। তাদের সবাইকে জবরদস্তিমূলক শ্রমে বাধ্য করা ও নানা ধরনের নিপীড়নের জন্য বিক্রি করে দেয়ার উদ্দেশ্যে মালয়েশিয়ায় পাচার করা হচ্ছিল।

পুলিশ সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, ট্রলারে সাগরপথে মালয়েশিয়া পাঠানোর জন্য পাচারকারীরা এখন কক্সবাজার উপকূলের বেশ কয়েকটি পয়েন্ট ব্যবহার করছে। এগুলো হলো টেকনাফের শামলাপুর, শীলখালী, রাজারছড়া, নোয়াখালীপাড়া, জাহাজপুরা, শাহপরীরদ্বীপ, কাটাবনিয়া, মিঠাপানির ছড়া, জালিয়াপালং, ইনানী, হিমছড়ি, রেজুখাল, কুতুবদিয়াপাড়া, কক্সবাজার শহরের খুরুশকুল, চৌফলদি ও মহেশখালীর সোনাদিয়া, কুতুবজোম। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাসহ বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা নেতা। এ রোহিঙ্গা নেতাদের সবাই টেকনাফের বিভিন্ন ক্যাম্পের বাসিন্দা। এছাড়া মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বেশ কয়েকজনও এখন মানব পাচারকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত। সাম্প্রতিক সময়ে পুলিশ, বিজিবি ও কোস্টগার্ড নিয়মিত অভিযান পরিচালনা চালিয়ে অনেক দালাল ও ভিকটিমকে আটক করেছে।

টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন জানান, 'টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে এ বছর রেকর্ডসংখ্যক দালাল ও পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যেসব পয়েন্ট দিয়ে পাচার হয় সেখানে সবসময় নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। জড়িত সবাইকে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে। বিশেষ করে রোহিঙ্গা শিবির এখন মানব পাচারের হটস্পট হয়ে উঠেছে। সেখানেও আমরা কাজ করছি।'

বাংলাদেশ থেকে মানব পাচার নিয়ে গ্লোবাল অর্গানাইজড ক্রাইম ইনডেক্সের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, বাংলাদেশী নারী ও কন্যাশিশুরা জোরপূর্বক শ্রম ও যৌন অপরাধের উদ্দেশ্যে পাচারের শিকার হয়। অনেক ক্ষেত্রে তা সাজানো বিয়ের মাধ্যমেও ঘটে। দেশের অভ্যন্তরে, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের আইনি বা অবৈধ যৌনপল্লী ও ব্যক্তিগত হোটেলে মিথ্যা চাকরির প্রতিশ্রুতি, ঋণভিত্তিক জোরপূর্বক শ্রম এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শোষণ করা হয়। দেশের দুর্বল জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীরা যৌন ও শ্রম পাচারের লক্ষ্যবস্তু। এছাড়া অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য মানব পাচারও ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

দেশে এখন নারী ও শিশু পাচারের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটছে যশোর সীমান্ত দিয়ে। এর সঙ্গে যশোরের শার্শা উপজেলাকেন্দ্রিক একাধিক সিন্ডিকেট জড়িত বলে তথ্য পেয়েছে পুলিশ। এ উপজেলার বাহাদুরপুর, পুটখালী ও বেনাপোল ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রাম একেবারে সীমান্ত ঘেঁষা। সেখান দিয়ে নারী ও শিশু পাচারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

মানবাধিকার সংস্থা রাইটস যশোরের নির্বাহী পরিচালক বিনয়কৃষ্ণ মল্লিক বলেন, '২০২৪ সালে আমরা ৮০ জনকে ভারতে পাচার হয়ে যাওয়া থেকে উদ্ধার করেছি। গত দুই মাসে মোট ৩২ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। যশোরের পাশাপাশি ঝিনাইদহের মহেশপুর ও সাতক্ষীরার কলারোয়া সীমান্ত দিয়েও এখন অনেক মানব পাচারের ঘটনা ঘটছে বলে খবর পাওয়া গেছে।'

তিনি বলেন, 'মানব পাচার প্রতিরোধে সরকারের সতর্ক অবস্থান দরকার। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রুটে বাংলাদেশ থেকে যেসব মানব পাচারের ঘটনা ঘটে, সেগুলো মূলত অনিরাপদ অভিবাসন ব্যবস্থার জন্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিশেষ করে রিক্রুটিং এজেন্সির অনুমোদন দেয়ার আগে ভালোমতো তথ্য যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন দিতে হবে।'

যশোর বিজিবি অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী বলেন, 'আমরা মানব পাচার প্রতিরোধে সতর্ক আছি। এজন্য আমরা সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছি।'

বাংলাদেশ থেকে ভারতে মানব পাচারের আরেকটি বড় রুট হয়ে উঠছে ময়মনসিংহ। জেলাটি থেকে সোমেশ্বরী নদী পেরিয়ে ভারতের মেঘালয়ে মানব পাচারে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি চক্রের তথ্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে রয়েছে। জেলার ধোবাউড়া উপজেলার দক্ষিণ মাইজপাড়া, পোড়াকান্দুলিয়া ও ঘোষগাঁও দিয়ে বেশি মানব পাচারের ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, সীমান্তের ওপারে মেঘালয়ের বাঘমারায় নিয়ে ভুক্তভোগীদের নির্যাতন করে অর্থ আদায় করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অর্থ আদায়ের পর ভুক্তভোগীদের মুক্তি দেয়া হয় না। বরং বিক্রি করে দেয়া হয় অন্য চক্রের কাছে।

বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে অভিবাসনের নামে মানব পাচারের প্রধানতম রুটটি হলো লিবিয়া। এজন্য অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যপ্রাচ্য হয়ে নিয়ে যাওয়া হয় লিবিয়ায়। সেখান থেকে নৌকায় করে ইউরোপ অভিমুখে উত্তাল ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মৃত্যু হয় অনেকের। আবার কাউকে কাউকে নৌকায় না তুলে অপহরণ করে মানব পাচারকারীরা। এরপর তাদের পরিবারের কাছে মোটা অংকের অর্থ দাবি করা হয়। সেখানে মারাত্মক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় অপহৃতদের। কারো কারো মৃত্যুও ঘটে।

গত ২৮, ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি লিবিয়া উপকূলে ২৩ মরদেহ ভেসে আসে। তাদের সবাই বাংলাদেশী। এ ২৩ জনের মধ্যে ১১ জনই মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার। দালালের মাধ্যমে ইউরোপে অভিবাসন নিতে গিয়ে মানব পাচারের শিকার হয়েছিলেন তারা। গত ৩১ জানুয়ারি লিবিয়ায় ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা দুই যুবককে গুলি করে হত্যার পর পরিবারের কাছে তাদের ছবি হোয়াটসঅ্যাপ মারফত পাঠিয়েছে মানব পাচারকারীরা। ইতালি পাঠানোর কথা বলে লিবিয়ায় নিয়ে গিয়ে পরিবারের কাছ থেকে মোটা টাকা দাবি করা হয়। বড় অংকের অর্থ পরিশোধের পরও আরো টাকা চেয়ে না পাওয়ায় তাদের হত্যা করা হয়।

মানব পাচারের মতো এমন অপরাধের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং পুলিশের কতিপয় সদস্যও যুক্ত থাকায় এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে মনে করেন মানবাধিকার কর্মী নূর খান লিটন। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক অবহেলা এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত করার ক্ষেত্রে সাহায্য করছে। দৃশ্যত এখন পর্যন্ত এমন কোনো পদক্ষেপ রাষ্ট্রের তরফ থেকে গ্রহণ করা হয়নি, যার কারণে মানব পাচারকারীরা এ ধরনের অপরাধ থেকে সরে আসবে। দীর্ঘদিন ধরেই এ ধরনের অপরাধ হচ্ছে, মানব পাচার হচ্ছে। কিন্তু কয়টি ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত মামলা সফল হয়েছে সেই প্রশ্নটি থেকেই যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কতিপয় সদস্য এ ধরনের পাচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকেন। আর্থিক সুবিধা নেন এবং নিরাপদে পাচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সাহায্য করেন। এ ধরনের বিষয়গুলো আমরা বিগত দিনে দেখেছি।'

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ অ্যাগেইনস্ট ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজড ক্রাইম থেকে প্রকাশিত গ্লোবাল অর্গানাইজড ক্রাইম ইনডেক্স বা বৈশ্বিক সংঘবদ্ধ অপরাধ সূচকের তথ্য অনুযায়ী, ১০-এর মধ্যে ৮ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ আন্তঃসীমান্ত অপরাধগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে মানব পাচার। সাড়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যৌন অপরাধের উদ্দেশ্যে পাচার। একই সূচক নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও মাদক পাচার। এরপরের অবস্থানে রয়েছে বন্যপ্রাণী চোরা শিকার ও পাচার। এ ধরনের অপরাধের সূচক মান ৫ দশমিক ৫। অস্ত্র চোরাচালানসংক্রান্ত অপরাধের সূচক মান ৫। একই সূচক মান নিয়ে এ তালিকায় রয়েছে বনজ সম্পদ ধ্বংস ও পাচারের জন্য সংঘটিত অপরাধ। এছাড়া ভেজাল পণ্য বিক্রির অপরাধের সূচক ৪ দশমিক ৫। একই সূচকে রয়েছে হিরোইনের কারবারসংক্রান্ত অপরাধ এবং অর্থনৈতিক অপরাধ।

মানব পাচার ছাড়াও বেশকিছু অপরাধে বৈশ্বিক সংঘবদ্ধ অপরাধ সূচকে অবস্থান ওপরের দিকে রয়েছে বাংলাদেশ। তার মধ্যে ছিনতাই ও চাঁদাবাজি অন্যতম। প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, বাংলাদেশে চাঁদাবাজি একটি বড় সমস্যা, যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং এমনকি উদ্বাস্তুদের কাছ থেকেও হুমকি ও সহিংসতার মাধ্যমে অর্থ আদায় করে। ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা অপহরণ ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করে এবং রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে সক্রিয় অপরাধ চক্রগুলো অপহরণে জড়িত। ঢাকায় সংঘবদ্ধ চাঁদাবাজ চক্র সক্রিয়। চাঁদাবাজির কারণে অনেক ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী কর দিতে অনাগ্রহী।

বাংলাদেশে অস্ত্র পাচারকে একটি মাঝারি মাত্রার সমস্যা হিসেবে এ প্রতিবেদনে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ভারত ও নেপালে অস্ত্র পাচারের জন্য কৌশলগত রুট হয়ে উঠেছে কক্সবাজার। স্থানীয় অপরাধী চক্র মিয়ানমার থেকে আসা অস্ত্রের একটি ছোট বাজার পরিচালনা করে। ছোট অস্ত্রগুলো মূলত রাজনৈতিক অভিজাতদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়, যেখানে মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর অস্ত্রধারী ক্যাডার রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো এরই প্রমাণ। রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুরা বিকল্প জীবিকার অভাবে এ অস্ত্র বাণিজ্যে জড়িত হচ্ছে।

(প্রতিবেদনটি তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বণিক বার্তার যশোর প্রতিনিধি **আবদুল কাদের** ও কক্সবাজার প্রতিনিধি **ছৈয়দ আলম**)

NEW AGE SUNDAY, FEBRUARY 16, 2025,

RMG Businesses eye opportunities amid US-China trade war

Saddam Hossain

A file photo shows workers sewing clothes at a readymade garment factory in Narayanganj. — New Age photo

THE country's readymade garment manufacturers said that Bangladesh needs to improve and stabilise its law-and-order situation and business atmosphere to seize the opportunities emerging from the ongoing US-China trade tensions.

After assuming office as the president of the United States, 'tariff man' Donald J Trump has implemented a series of executive order tariffs on its key trading partners, including Canada, Mexico, and China, as part of its broader trade policy agenda.

Recently, he imposed additional 25 per cent tariffs on Canadian and Mexican imports and 10 per cent tariffs on Chinese goods including textiles which may shift the trade dynamics between these two economic giants.

The industry insiders said that as Chinese exports to the US become more expensive due to tariffs, global buyers will shift their orders to other low-cost countries.

In this regard, Bangladesh will be a natural choice along with other competitors with its unshakable RMG sector.

The US is the single largest export destination for Bangladeshi RMG shippers, who exported apparel items worth $7.34 billion in 2024.

Moreover, Bangladesh secured the second-largest source of US apparel imports, with a 9.26 per cent market share.

China remains the market leader in the US, with a market share of 20.83 per cent, and the country exports apparel items worth $16.51 billion.

Industry insiders said that the country's apparel exports to the US are stable thanks to competitive pricing, sustainability, and compliance with international labor and environmental standards.

If Bangladesh addresses the remaining challenges, it could emerge as a key beneficiary of this geopolitical shift.

Talking to New Age, Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said that the law-and-order situation is improving gradually.

"But we need more improved and stable situation. The government should work stop shutting down of any factories. They have to provide policy supports in this regard," he added.

He also said that the government has to solve the ongoing issues related to gas and energy. Interruption in gas and energy supply may hinder the golden opportunity.

"We also need to resolve the issues related to bonds, customs, and NBR. The corruption didn't stop yet which is concerning for us. We hope the interim government can take many drastic decisions without any political burden. We urge the government to do this in the sake of country's economy," he added.

He also said that buyers have confidence in Bangladesh due to ethical and eco-friendly production practices. So, the manufacturers and government should work together to retain this confidence by maintaining a good business atmosphere, sustainable production, and a proper work environment.

Currently, Bangladeshi apparel exporters face a tariff of more than 15 per cent when exporting to the US, whereas Chinese exporters face 25 per cent.

Mohiuddin Rubel, former director of the BGMEA, told New Age that due to high production costs, apparel businesses in China have been gradually shifting.

"However, Trump's tariff policy is making it earlier. Our competitors are also as same as our position to grab them, we have to address the challenges to grab these," he added.

An improved business atmosphere and security will play crucial roles in raising businesses and attracting foreign direct investment.

"In the last fiscal, the FDI dropped by 8.8 per cent. Moreover, Bangladesh ranked 12th most corrupted country in 2024. We have to work hard to remove corruption to do better business and to attract more FDI," he added.

He also said that the country should immediately focus on issues like infrastructure, fuel, and energy.

The manufacturers also stated the country must diversify its product basket by shifting its focus from T-shirts and sweaters and branching out into higher-value items.

NEW AGE THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025,

Laid-off Beximco workers to be paid within Feb

Staff Correspondent

THE government will complete the payment of arrear wages and allowances to more than 27,000 laid-off workers of different industrial units of the Beximco Group this month.

Labour and employment adviser M Sakhawat Hossain revealed this in a press briefing after a meeting of the advisory council committee to review the labour and business situation of Beximco Industrial Park at the secretariat on Wednesday.

However, the payable amount has not been finalised yet, and they will disclose the amount to be paid to the workers at a meeting on February 18.

'The receiver who was initially appointed has been relieved of his duties and the new receiver took charge on the February 5. He needs some time to understand everything,' he added.

In response to the question regarding the source of the money, he said that it would be given from the finance department or by selling shares of the Beximco. They will collect money from various sources.

Responding to a question whether the Beximco workers will become unemployed, he said that they are all skilled workers, so there is no possibility of becoming jobless.

'There is already a shortage of 5-6 per cent workers in the sector and I think the workers will surely find a solution in the EPZ or somewhere else. However, we are also working to address any situation,' he added.

Responding to another question, M Shakhawat said that many MPs have businesses that are still running. Here, party identity is not an issue; basically, the big issue is the volume of loans.

'Beximco withdrew loan of Tk 50,000 crore, which may not be possible to repay even by selling all its assets, that is why no bank is willing to give them fresh loans and the current situation emerged,' he added.

Regarding the non-inclusion of labour leaders and buyers in this committee, he said that it is a matter of the office, not of labour leaders or buyers, but if they have any reasonable suggestions, the government would welcome them.

On November 24, 2024, the government formed an advisory council committee to review the labour and business situation of Beximco Industrial Park.

The committee›s purpose is to evaluate Beximco›s current situation›s impact on surrounding industrial establishments and public life and recommend appropriate actions to address these issues. The committee has already conducted several meetings.

Among the 32 companies listed in Beximco Industrial Park in Gazipur, 16 are currently operational garment and textile factories, the rest of the 16 companies are not currently operational.

Since January 28, the government has shut down the 16 operational companies and decided to pay the legal dues to the affected workers.

Earlier on December 15, 2024, nearly 40,000 workers were laid off by Beximco Group in its 12 apparel units due to a shortage of work orders for its export-oriented garment and textile factories in Gazipur, on the outskirts of Dhaka.

A government committee has recommended selling of Beximco Group's the 16 readymade garment companies, which the government shut down, to pay the workers' dues.

প্রথম আলো • সোমবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

বেক্সিমকোর শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করবে সরকার

তিন সচিবের বৈঠক

শেয়ার ও সম্পদ বিক্রির টাকায় পাওনা পরিশোধের চিন্তা বাদ। সুদমুক্ত ঋণ দেবে সরকার।

- সরকার শ্রমিকদের দিয়েছে ২২৩ কোটি টাকা।
- আরও দরকার হবে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা।

ফখরুল ইসলাম, ঢাকা

শেয়ার ও সম্পদ বিক্রি নয় বা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েও নয়, বেক্সিমকোর লে-অফ কোম্পানিগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ করবে সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে সুদমুক্ত ঋণ নিয়ে বেক্সিমকোর শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ করা হবে রমজান মাস শুরু হওয়ার আগেই। অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গত বুধবার 'বেক্সিমকো শিল্পপার্কের প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি'র সপ্তম বৈঠক শেষে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন সাংবাদিকদের বলেছিলেন, চলতি ফেব্রুয়ারি মাসে বেক্সিমকোর লে-অফ কোম্পানিগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করা হবে। টাকার ব্যবস্থা হচ্ছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি (আগামীকাল) অনুষ্ঠেয় বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

সূত্রগুলো জানায়, প্রস্তুতির ঘাটতির কারণে কাল মঙ্গলবার উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক হচ্ছে না। বৈঠক হতে পারে ২৫ বা ২৬ ফেব্রুয়ারি।

তবে পুরো বিষয়টির একটা ফয়সালা হয়ে গেছে গত সপ্তাহেই। বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঋণ দেওয়া ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক হয় গত বুধবার। এ বৈঠকে তিন সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয় বিষয়টি সুরাহা করার জন্য। পরদিন বৃহস্পতিবার বৈঠক করেন তিন সচিব। তাঁরা হলেন অর্থসচিব মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার, শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক। তাঁরা সুদমুক্ত ঋণের মাধ্যমে পাওনা পরিশোধের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেন। অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ এই সিদ্ধান্তের পক্ষে আছেন বলে জানা গেছে।

জানতে চাইলে শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, একটা উপায় বের করা হয়েছে। এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে গত সেপ্টেম্বর থেকে এ পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণের মাধ্যমে বেক্সিমকোর শ্রমিকদের ২২৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। এখন আরও দরকার হবে ৫৫০ থেকে ৬০০ কোটি টাকা। একই প্রক্রিয়ায় সেটাও দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বেক্সিমকোর শ্রমিকদের পাওনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সূত্রগুলো জানায়, অসন্তোষ এড়াতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে যে প্রক্রিয়ায় পাওনা পরিশোধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেটিকে যাতে কেউ উদাহরণ হিসেবে না নিতে পারে, সেই চেষ্টা থাকবে সরকারের।

বেক্সিমকো গ্রুপের অন্যতম কর্ণধার সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্পবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান গত ১৩ আগস্ট থেকে কারাগারে রয়েছেন। ২৯ আগস্ট সালমান এফ রহমান, তাঁর ছেলে আহমেদ শায়ান ফজলুর রহমান, পুত্রবধূ শাজরেহ রহমানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। গত ১৮ সেপ্টেম্বর রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগে সালমান এফ রহমানসহ বেক্সিমকোর ২৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৭টি মামলা করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ।

এরও দুই মাস পর গত ২৪ নভেম্বর শ্রম উপদেষ্টাকে আহ্বায়ক করে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেক্সিমকোর লে-অফ কোম্পানিগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে সাত দফা বৈঠক করেছে। কমিটির ষষ্ঠ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, ব্যাংকের কাছে বন্ধক থাকা বেক্সিমকো গ্রুপের চালু দুই প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো ফার্মা ও শাইনপুকুর সিরামিকসের শেয়ার, সম্পদ বিক্রি করে গ্রুপটির লে-অফ থাকা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ করা হবে।

তবে সপ্তম বৈঠকে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে কমিটি। সূত্রগুলো জানায়, ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যেসব ব্যাংক ঋণ দিয়েছিল, সেসব ব্যাংকই পাওনা পরিশোধ করবে। তিন সচিব সবার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন, এটাও কোনো বাস্তবায়নযোগ্য উপায় নয়।

বেক্সিমকো গ্রুপের কাছে জনতা ব্যাংক ২৩ হাজার ২৮৫ কোটি টাকা, সোনালী ব্যাংক ১ হাজার ৪২৪ কোটি, অগ্রণী ব্যাংক ৪২০ কোটি, রূপালী ব্যাংক ৯৮৭ কোটি, ন্যাশনাল ব্যাংক ৩১৫ কোটি, ইউসিবি ৩৩৩ কোটি, এবি ব্যাংক ৯৩৮ কোটি, এক্সিম ব্যাংক ৪৯৭ কোটি, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ৬১ কোটি, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক ৯৪ কোটি, আইএফআইসি ব্যাংক ৭৮ কোটি এবং বিআইএফএফএল ৮৭ কোটি টাকার পাওনাদার।

বেক্সিমকো শিল্প পার্কের আওতায় থাকা ৩১ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেক্সিমকো লিমিটেড, বেক্সিমকো পিপিই এবং আর আর ওয়াশিং চলমান। বাকিগুলোর মধ্যে ১২টি সাময়িক এবং ১৬টি পুরোপুরি বন্ধ। তাদের বিপরীতে ব্যাংকঋণ ২৮ হাজার ৬০৭ কোটি টাকা। রপ্তানি ক্রয়াদেশ না থাকা ও কাঁচামাল আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলতে না পারায় কারখানাগুলো লে-অফ ঘোষণা করে বেক্সিমকো গ্রুপ। এই ঋণের বিপরীতে জমি, ভবন, যন্ত্রপাতি, শেয়ার, ব্যাংকে স্থায়ী আমানত ইত্যাদি মিলে বন্ধক রয়েছে মোট ৪ হাজার ৯৩২ কোটি টাকার সম্পদ।

কোম্পানি আইন নিয়ে কাজ করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আহসানুল করিম। সরকারের এ উদ্যোগ প্রসঙ্গে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, বেক্সিমকোর শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তা কতটুকু ঠিক হচ্ছে, সে বিষয়ে আরও ভাবা দরকার ছিল। তিনি মনে করেন, সালমান এফ রহমানের বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া চলবে। তবে কারখানাগুলো সচল রাখা দরকার; কিন্তু সরকার সে পথে যাচ্ছে না।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

শীর্ষ বাজারে পোশাক রপ্তানিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দুই শীর্ষ বাজারে পোশাক রপ্তানিতে ভালো করেছে বাংলাদেশ। রপ্তানি হওয়া ৬৯ শতাংশ তৈরি পোশাকের গন্তব্য হয়ে উঠেছে এখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ। গত সাত মাসের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এই দুই বাজারে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, উত্তর আমেরিকার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোয় পোশাক বিক্রি বেড়েছে। এ ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতিও এই বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান জোরদার হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

তৈরি পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএর গত সাত মাসের রপ্তানি পর্যালোচনা থেকে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের সাত মাসে ইউরোপের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ১৩.৯১ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬.৬৮ শতাংশ এবং অপ্রচলিত বাজারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৪২ শতাংশ।

এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত সাত মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ভালো। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর ফলে দেশের পোশাক খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ভালো হচ্ছে। এ ছাড়া ট্রাম্প প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও চীনের জন্য যে শুল্কনীতি দিয়েছে, এতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে বড় ধরনের ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।'

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ইউরোপের বাজারে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সাত মাসে তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি আয় বেড়েছে ১৩.৯১ শতাংশ। আয় হয়েছে এক হাজার ১৮১ কোটি ১৬ লাখ ডলার। এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আয় হয়েছিল এক হাজার ৩৬ কোটি ডলার।

একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬.৬৮ শতাংশ। আয় হয়েছে ৪৪৭ কোটি ২৭ লাখ ডলার। এর আগের বছরের একই সময়ে আয় ছিল ৩৮৪ কোটি ডলার। এ ছাড়া কানাডার বাজারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.২৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে আয় হয়েছে ৭৫ কোটি ডলার। এর আগের বছরের একই সময়ে আয় ছিল ৬৫ কোটি ১৩ লাখ ডলার।

পোশাক খাতের শীর্ষ বাজার ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অপ্রচলিত বাজারগুলোতেও এ সময় ইতিবাচক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। গত সাত মাসে এসব বাজারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৪২ শতাংশ। এ সময় আয় হয়েছে ৩৯৬ কোটি ৬১ লাখ ডলার। এর আগের বছরের একই সময়ের আয় ছিল ৩৭২ কোটি ৭০ লাখ ডলার।

অপ্রচলিত বাজারের মধ্যে ভালো করেছে তুরস্ক, ব্রাজিল এবং ভারতে। দেশগুলো থেকে যথাক্রমে আয় হয়েছে ২৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার, প্রবৃদ্ধি ৩৭.৬৯ শতাংশ; আয় হয়েছে ১১ কোটি ডলার, প্রবৃদ্ধি ৩১ শতাংশ এবং ৪২ কোটি ৭৬ লাখ ডলার, প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮.৭০ শতাংশ।

- চলতি অর্থবছরের সাত মাসে ইউরোপে পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি ১৩.৯১%
- যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬.৬৮%
- অপ্রচলিত বাজারে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৪২%

THE BUSINESS STANDARD FRIDAY 14.02.2025

RMGs secure strong orders defying odds over last six months

GARMENTS - BANGLADESH

JASIM UDDIN

Exporters concerned over energy shortage, policy inconsistency and rising costs

Bangladesh's readymade garment (RMG) industry remains resilient, securing steady export orders over the last six months through January. Most buyers are ramping up purchases amid strong retail demand in key markets such as the US and EU. The shift of orders from China, driven by the US government's plan to impose tariffs on Chinese goods, has further helped the sector.

Industry leaders anticipate over 10% growth in 2025 based on current order projections. This surge is hardly surprising, given that Bangladeshi factories specialise in outerwear production, both knit and woven, which are in high demand. What is unexpected, however, is the steady inflow of orders despite concerns over political instability and fears of unrest following the collapse of the Sheikh Hasina regime in a student-led uprising on 5 August.

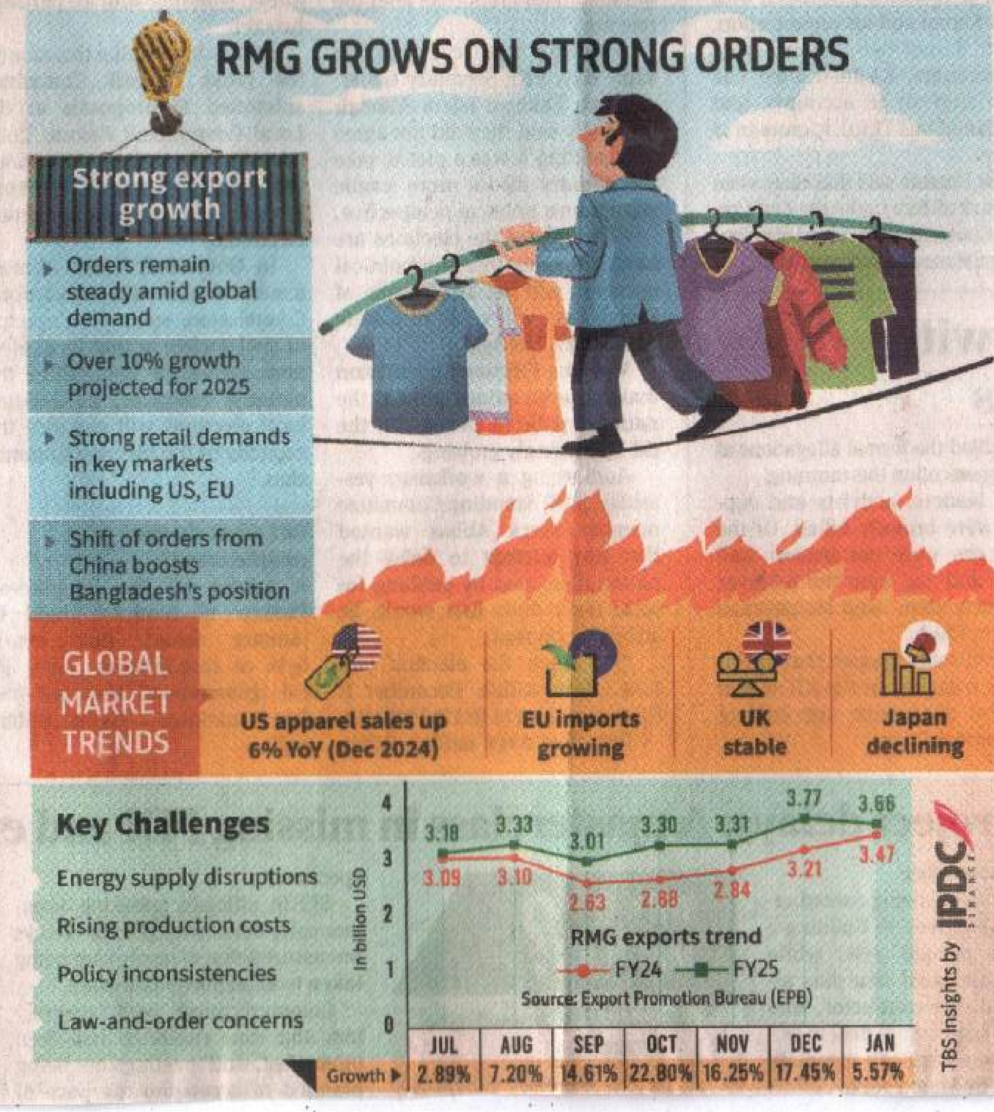

	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	JAN
FY24	3.09	3.10	2.63	2.68	2.84	3.21	3.47
FY25	3.18	3.33	3.01	3.30	3.31	3.77	3.66
Growth	2.89%	7.20%	14.61%	22.80%	16.25%	17.45%	5.57%

Resilience is key but concerns remain

"If a day is lost due to unrest or any other reason, we work at night or on Fridays. We are very resilient," said AKM Shaheed Reza, chairman of Reza Group, which supplies fashion products to US and European markets. He also noted that buyers' representatives—mostly Chinese, Indian, and Sri Lankan—are well-versed in the Bangladesh market and remain confident about sourcing from the country.

Despite the positive outlook, exporters remain wary of potential risks, ranging from energy supply disruptions to rising business costs, policy inconsistencies, and law-and-order concerns.

Some large buyers have opted against placing orders with factories in the Ashulia zone, citing recent law-and-order issues. Furthermore, these factories are struggling with gas shortages, which have hampered production capacity.

Mahmud Hassan Khan Babu, managing director of Rising Group, told The Business Standard that his company has secured full-capacity orders until June from buyers who typically provide long-term projections. However, those catering to the fast fashion segment have only confirmed orders until April.

"The overall order situation in the industry is not bad," he said, although rising production costs are squeezing profit margins.

He pointed out that the absence of clear policy direction poses a challenge. "Some buyers place orders six months in advance. If the government introduces

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

RMGs secure strong orders defying odds over last six months

CONTINUED FROM PAGE 1

policies that hike utility bills or wages during that period, it could significantly impact businesses," he explained.

Gas shortages are another pressing concern, particularly for vertically integrated factories that rely on a steady supply. "If the government ensures an adequate gas supply, factories might not turn to imported yarn and fabrics. Moreover, local value addition in the RMG sector will increase," he added.

Shams Mahmud, managing director of Shasha Denims, said his company has secured orders for the next four months, although not all factories are in the same position.

"Most factories are seeing good orders, but those in Ashulia are facing significant challenges," he said, pointing to gas supply shortages and financial struggles affecting many manufacturers in the area.

Sheikh HM Mustafiz, CEO of Cute Dress Industries, reported full-capacity orders for the next four months, with strong inquiries extending beyond June.

"Our projection for 2025 is about 15% growth," he said, noting that the company exported $7.3 million worth of garments last year.

Giant Group Director SM Majedur Rahim said the company is operating at full capacity and has confirmed full-capacity order projections until July.

He noted that August, being the lean season, may experience a slight slowdown, but from September onwards, orders are expected to return to full capacity, as forecasted by buyers.

Last year, the group achieved export revenues of $75 million, reflecting a growth of over 23%, driven in part by additional orders from US buyers.

US companies accounted for over 60% of the group's production capacity. "Last year was an exceptional business year for the company," he added, expressing optimism that this year they expect a 10% growth.

Ashulia factories trying to survive

Meanwhile in Ashulia, frequent labour unrest and consequent production disruptions, have put the industry-dense area in the crosshairs of buyers. Mirza Shams Mahmud Shakti, CEO of SM Sourcing, said, "Some buyers have already developed a map assessing the risks in this zone to relocate their orders away from the Ashulia zone."

Despite having a factory in the Ashulia zone, the company is now operating at full capacity as it produces promotional products for discount retailers.

"Working with discount retailers is challenging as they try to reduce prices every year, but exporters must adjust by improving production efficiency," Shams added.

He expressed optimism about reaching $100 million in exports this year, as his company has booked full-capacity orders until June.

Considering the overall business trend, he noted that if law and order in the industrial zone stabilises, businesses across the sector could see growth.

Shovon Islam, managing director of Sparrow Group, said the group has booked full capacity orders for the next six months. Some orders are also shifted from local factories to tackle additional workload; the group has started another new unit at the end of last year, he added.

According to BGMEA data, over a hundred factories have started operations in 2024, while the same number of factories have closed operations due to the financial crisis.

Textile mills running at half capacity

The Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) President Showkat Aziz Russell said most of the textile and spinning mills are running at 50% due to gas shortages, while they have the capacity to meet 100% of the demand of knitwear garment and over 50% of woven garment factories.

The energy crisis also creates an opportunity for the Indian textile industry, as they have experienced 40% growth in exports to Bangladesh in 2024, which also helps them to create about 1 lakh jobs, he added.

He said while Bangladesh's textile industry is facing difficulties, India's textile exports to Bangladesh have experienced significant growth.

"It is absurd that policies are being implemented against local industries and job creation," he added. "We believe the interim government will take policy decisions to protect domestic industries."

"The government has supplied gas to fertiliser factories, which could be imported [for garments also] considering the cost-benefits".

On the other hand, due to currency devaluation, banks are not able to support millers as their working capital limit is shrinking. If the government would not provide financial support, the rest of the companies would not be able to survive in the days to come.

Hope for the best solution

Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, told The Business Standard that despite challenges such as gas and electricity shortages, labour unrest, and political transitions, the industry should take satisfaction in sustaining modest growth.

He expressed optimism for 2025, citing rising demand from Western markets, easing inflation, and lower interest rates, while emphasising Bangladesh's potential to benefit from the China-US trade war, provided internal factors like political stability improve.

Echoing Faruque's comments, Abdullah Hil Rakib, Managing Director of Team Group, agreed and highlighted the opportunity for Bangladesh to expand in the global market as businesses shift from China.

However, Rakib criticised the lack of government support, stating, "The government has shown no intention of aligning policies with the industry's needs." He urged a review of policies based on IMF recommendations, warning that without reforms, the industry could stagnate. Drawing inspiration from Singapore's growth without adhering to IMF prescriptions, Rakib suggested that Bangladesh explore alternative strategies.

BKMEA President Mohammad Hatem noted that while some orders have increased in the past couple of months, exporters continue to face challenges due to rising production costs and stagnant prices. Adequate utility supplies also remain a hurdle for the industry in meeting buyers' lead times.

He added that the law-and-order situation has yet to normalise, which is crucial for regaining buyers' confidence.

According to Wazir Advisors Pvt. Ltd, an international market research firm, the global apparel trade and retail update for November 2024 shows that apparel imports continued to grow in the US and EU, remained stable in the UK, and declined in Japan.

US apparel store sales in December 2024 are estimated to be 6% higher than in December 2023. For the calendar year 2024, sales were 1% higher than in 2023. US home furnishing store sales in December 2024 are estimated to be 10% higher than in December 2023. For the calendar year 2024, sales were 2% higher than in 2023.

NEW AGE WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2025,

RMG must evolve beyond cheap labour

The industry needs better trade agreements, smoother customs processing, infrastructure improvements, and incentives for sustainability investments, writes Asif Hossain

THE ready-made garments sector has been the backbone of Bangladesh's economy for decades, transforming the country into a global hub for apparel manufacturing. From its humble beginnings in the late 1970s, the industry has grown to become the second-largest apparel exporter in the world, contributing over 80 per cent of Bangladesh's total exports and employing more than four million workers, the majority of whom are women.

In 2024, Bangladesh's RMG exports experienced a 7.23 per cent growth, reaching $38.48 billion, up from $35.89 billion in 2023. This growth significantly contributed to the country's total exports hitting $50 billion. Notably, exports to non-traditional markets reached $6.33 billion, reflecting efforts to reduce dependency on the US and European markets. Despite these achievements, the industry faces major challenges in an increasingly competitive and evolving global trade environment.

With rising labour costs, changing consumer preferences, sustainability concerns, and stiff competition from emerging players, Bangladesh's RMG sector must innovate, adapt, and diversify to sustain its growth and relevance. The sector, once lauded for its low production costs, can no longer rely solely on cheap labour to remain competitive. It is imperative to shift towards value-added production and improved working conditions to ensure long-term sustainability.

Roots of garment industry

THE journey of Bangladesh's RMG industry began in the late 1970s, when a few pioneering entrepreneurs recognised the potential of export-orientated garment manufacturing. One of the first major players in the industry was Desh Garments, which collaborated with South Korean firm Daewoo to train Bangladeshi workers in modern apparel production techniques. This knowledge transfer laid the foundation for the rapid expansion of the sector.

In the 1980s and 1990s, the industry experienced exponential growth, largely driven by low labour costs, duty-free access to European markets under the generalised system of preferences, and an abundance of skilled yet affordable workers. Foreign buyers, particularly from the US and Europe, turned to Bangladesh as a preferred sourcing destination due to its competitive pricing.

The multi-fibre arrangement, which regulated global textile and apparel trade through a quota system, further boosted Bangladesh's RMG sector. However, when the multi-fibre arrangement was phased out in 2005, many feared that Bangladesh's apparel industry would collapse. Instead, it proved its resilience, continuing to expand due to its well-established supply chain, growing workforce, and strong relationships with international buyers.

Tragedies like the Rana Plaza collapse in 2013, however, exposed the vulnerabilities of the industry — particularly concerning worker safety and factory compliance. This led to global pressure for better labour rights, workplace safety, and sustainability standards. Since then, Bangladesh has made some progress in improving factory conditions with the introduction of accord and alliance safety measures.

Emerging challenges

DESPITE its historical success, Bangladesh's garment sector now faces several challenges. First, global competition is fiercer than ever. Countries like Vietnam, India, and Ethiopia are emerging as strong alternatives for international buyers. Vietnam in particular benefits from free trade agreements with the European Union and other key markets, while Bangladesh still faces tariffs on many exports. Without new trade agreements, Bangladeshi manufacturers risk losing their competitive edge.

Second, sustainability and compliance pressures are increasing. Global brands are prioritising eco-friendly production, ethical labour practices, and transparency. Buyers now demand not only low-cost production but also assurances that garments are made in socially responsible and environmentally sustainable ways. Bangladesh has made strides in this area, with the highest number of LEED-certified green factories in the world, but more needs to be done to maintain buyer confidence.

Third, economic slowdowns in western markets pose a significant threat. Inflation, economic downturns, and shifting consumer habits in Europe and the US have led to reduced orders for Bangladeshi factories. Over-reliance on these markets makes the industry vulnerable to global financial fluctuations. Expanding into new markets, such as Africa, Latin America, and the Middle East, could help diversify risk and create new opportunities.

Fourth, infrastructure and logistics remain major obstacles. High lead times, port delays, energy shortages, and inefficiencies in supply chain management continue to put Bangladesh at a disadvantage compared to competitors. In an era where fast delivery is crucial for global brands, improving logistics and transportation networks is essential.

Roadmap ahead

DESPITE these challenges, Bangladesh can secure its future in the global apparel trade by taking key strategic steps.

The industry must move up the value chain by investing in high-value garments such as sportswear, technical textiles and fashion innovation. The demand for functional and performance wear is growing worldwide, and Bangladesh can tap into this market by focusing on research, product development, and skilled labour.

Sustainable manufacturing should be a top priority. Bangladesh's green factories have already set a global benchmark, but the industry must further reduce waste, adopt circular fashion techniques, and implement advanced water and energy-saving technologies to meet global sustainability standards.

Market diversification is crucial. Expanding into Africa, Latin America, and the Middle East will reduce dependence on traditional buyers and create new growth opportunities. Exploring regional trade agreements can also open doors to new export markets.

NEW AGE MONDAY, FEBRUARY 17, 2025,

Cheap labour, costly future

by Musharraf Tansen

A CHILDHOOD spent in school, playing with friends, and dreaming of the future—this should be the reality for every child. Yet, for millions in Bangladesh, childhood is defined by long hours of exhausting labour, meagre wages, and lost opportunities. Whether sewing garments in dimly lit factories, carrying bricks under the scorching sun, or working behind closed doors in domestic servitude, these children remain invisible to policymakers, businesses, and consumers who benefit from their exploitation. Despite decades of legal reforms and international pressure, child labour remains one of the country's most entrenched socio-economic crises. While official reports celebrate progress in the formal sector, the reality is that countless children remain invisible — working in hazardous conditions, deprived of education, and robbed of their futures.

Crisis of scale

BANGLADESH Bureau of Statistics and the International Labour Organisation, an estimated 3.45 million children aged 5 to 17 are engaged in labour, with a significant proportion enduring hazardous conditions. The garment industry, the backbone of Bangladesh's economy, remains complicit — while major export factories comply with regulations, smaller, unregistered units still employ underage workers. Beyond textiles, children toil in brick kilns, agriculture, domestic service, and street vending. The Covid-19 pandemic has worsened the situation, forcing more children into work as families struggle to survive. School closures, parental job losses, and economic desperation have pushed education further out of reach, while a surge in child marriages has exacerbated vulnerabilities for young girl.

Casuses

THE root causes of child labour are deeply interwoven with Bangladesh's economic and social fabric. Poverty remains the primary driver, as families rely on their children's earnings for basic survival. For many low-income households, children are not dependents but contributors — education is a luxury they cannot afford. Even when primary schooling is technically free, hidden costs such as transport, uniforms, and materials make it inaccessible for the poorest. Poor teaching standards and inadequate school infrastructure further deter attendance, particularly in rural areas.

Cultural norms also sustain the crisis. In many communities, child labour is not just tolerated but expected, particularly in informal sectors like domestic service and agriculture. Gendered expectations add another layer of exploitation — girls are disproportionately pushed into household labour, where they face higher risks of abuse and isolation.

Then there is the question of law enforcement. Bangladesh has legal frameworks designed to eliminate child labour, including the Labour Act 2006 and the National Child Labour Elimination Policy 2010, which aim to eradicate hazardous child labour by 2025. Yet these protections remain largely on paper. Corruption, inadequate resources, and lack of political will mean that businesses — especially in the informal sector — operate with impunity. Regulatory oversight is weak, inspections are rare, and employers face few consequences. Without meaningful enforcement, legal protections are little more than empty promises.

Across industries

THE industries where child labour is most prevalent are those that thrive in regulatory grey zones. While large garment factories have become more compliant under international scrutiny, many smaller workshops evade oversight, employing children in conditions where wages are meagre, hours are long, and safety is an afterthought. In agriculture, children work under extreme conditions, exposed to pesticides and are forced to endure physically gruelling labour in rice fields and tea plantations. Brick kilns, notorious for exploitative practices, rely heavily on child labourers, who perform backbreaking tasks in intense heat with no protective measures.

Domestic work remains one of the most hidden yet widespread forms of child labour, particularly affecting girls. These children work behind closed doors, beyond the reach of inspectors, facing long hours and vulnerability to abuse. Thousands more work on the streets, selling goods or collecting waste, exposed to exploitation and violence with no legal protection.

Education imperative

IF CHILD labour is to be eradicated, education must be at the centre of the solution. Government initiatives like the primary education stipend programme and the reaching out-of-school children project have made strides in improving enrolment, but financial barriers, poor school infrastructure, and low-quality teaching still drive many children away from classrooms and into work. It is not enough to offer free schooling — education must be genuinely accessible, with targeted support for low-income families. Schools must be equipped with trained teachers, vocational training opportunities, and financial incentives to keep children enrolled. Without these measures, millions of children will continue to be funnelled into the workforce instead of the classroom.

Beyond rhetoric

ERADICATING child labour in Bangladesh requires more than policy declarations; it demands systemic change. First, law enforcement must be strengthened. The government must increase labour inspections, particularly in informal sectors, and impose stricter penalties on those who violate child labour laws. Without accountability, businesses will continue to exploit vulnerable children.

Second, economic alternatives must be created for impoverished families. Expanding social safety nets, providing financial incentives, and ensuring sustainable employment for adults can reduce reliance on child labour. Microfinance schemes and income-generating initiatives should be prioritised to break the cycle of poverty.

Third, public attitudes must shift. Many communities still view child labour as an economic necessity rather than an injustice. Nationwide awareness campaigns can challenge these perceptions, highlighting the long-term consequences of lost childhoods and advocating for the value of education.

Call to action

BANGLADESH cannot tackle this crisis alone. The international community, multinational corporations, and consumers all play a role in perpetuating — or ending — child labour. Companies sourcing from Bangladesh must commit to ethical labour practices, conducting rigorous audits to ensure their supply chains are free from exploitation. Consumers must demand transparency, refusing to support industries built on child labour.

Child labour is not inevitable. It is the result of choices — choices made by policymakers, businesses, and society at large. If Bangladesh is to break this cycle, those in power

মঙ্গলবার
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

বিজিএমইএ নির্বাচন সামনে রেখে চট্টগ্রামে ফোরাম নেতাদের মতবিনিময়

শ্রমিক নামধারী দুষ্কৃতীরা পোশাক খাতকে জিম্মি করেছে

: মাহমুদ হাসান খান বাবু

■ চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রামে বিজিএমইএ পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচনে নিজেদের প্যানেল লিডার বা দলনেতা মাহমুদ হাসান খান বাবুকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন নির্বাচনকেন্দ্রিক জোট ফোরামের নেতারা। গত রবিবার রাতে নগরীর একটি পাঁচতারকা হোটেলে এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা ছাড়াও পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তারা অংশ নেন। কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ফোরাম চট্টগ্রামের সভাপতি খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফোরাম কেন্দ্রীয় সভাপতি এম এ সালাম, সাধারণ সম্পাদক ড. রশিদ আহমেদ হোসাইনী, চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক ও ক্লিফটন গ্রুপের সিইও এমডিএম মহিউদ্দিন, সাবেক প্যানেল লিডার ফয়সাল সামাদ, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাইজিং ফ্যাশনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মাহমুদ হাসান খানকে দলনেতা হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি নির্বাচনে জোটকে জয়ী করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

অনুষ্ঠানে প্যানেল লিডার মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ৫ আগস্ট দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিজিএমইএর আসন্ন নির্বাচন রাষ্ট্রীয় সংস্কারেরই অংশ। নির্বাচনের মাধ্যমে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে দেশের পোশাক শিল্প খাত ও অর্থনীতি উপকৃত হবে। তিনি বলেন, শ্রমিক নামধারী দুষ্কৃতিরা পোশাক খাতকে জিম্মি করেছে। 'মব জাস্টিসকে' কখনো 'জাস্টিস' বলা যায় না। এটা শুরুতেই পুরোপুরি বন্ধ করা দরকার ছিল। তিনি বলেন, পোশাক শিল্প খাতে ৭৭টি প্রতিষ্ঠানকে রুগ্‌ণ শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং রুগ্‌ণ শিল্প নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে। বিজিএমএই ইউনিভার্সিটি ছিনতাই হয়ে গেছে দাবি করে তিনি বলেন, ছিনতাইকারীদের আপনারা সবাই চেনেনে। এই ইউনিভার্সিটির স্থায়ী কোনো ট্রাস্টি থাকা উচিত না। কারণ এটা সদস্যদের টাকায় চলে। তিনি আরো বলেন, শ্রমিকদের যাতে রাস্তায় নামতে না হয় নির্বাচিত হলে সেটি নিশ্চিতে গুরুত্ব দেবেন। মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন তার অগ্রাধিকারে থাকবে। ফোরাম সভাপতি এম এ সালাম বলেন, কোভিড পরবর্তীকালে আমাদের পোশাক খাতের দুর্দিন শুরু হয়েছে যা আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি। তারপরও আমরা আশাবাদী হতে চাই। সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা সাহসী ও দক্ষ নেতৃত্ব চাই যারা বিজিএমইএকে গতিশীল নেতৃত্ব দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবেন।

ফোরাম চট্টগ্রামের সাধারণ সম্পাদক ও ক্লিফটন গ্রুপের প্রধান এম ডি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, পোশাক খাতের সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে সরকারের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তথ্য-উপাত্তসহ সমস্যাগুলো তুলে ধরতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও এনবিআরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে।

মতবিনিময়ে ওয়েগা এপারেলস লিমিটেডের প্রধান মোহাম্মদ আলী বলেন, গত নির্বাচনে ফোরামের নিশ্চিত বিজয় ছিনতাই করা হয়েছে। এরা বিজিএমইএকে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল। সভাপতির বক্তব্যে খলিলুর রহমান বলেন, নির্বাচনের জন্য ঐকবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

গত বছরের ২০ অক্টোবর বিভিন্ন অভিযোগে বিজিএমইএর পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। পর্ষদ ভেঙে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন পর্ষদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে প্রশাসক নিয়োগ করে মন্ত্রণালয়।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৫ ফাল্গুন ১৪৩১

অটোরিকশাচালকদের অবরোধ

নৈরাজ্য রোধে কর্তৃপক্ষকে কঠোর হতে হবে

মিটারে না চললে জরিমানাসংক্রান্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) প্রজ্ঞাপন বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে রোববার সকালে আন্দোলনে নেমেছিলেন সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকরা। রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক কয়েক ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন তারা। অবরোধের কারণে অনেক সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে নগরবাসীকে সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। অবরোধ চলাকালে 'মিটারে না চললে জরিমানা' সম্পর্কিত বিআরটিএ'র সাম্প্রতিক নির্দেশনাটি বাতিল করা হলে তারা সড়ক ছেড়ে দেন।

বস্তুত সিএনজিচালিত অটোরিকশাচালকরা কখনোই মিটারে বেবিট্যাক্সি চালান না বা নির্ধারিত ভাড়ার হার মানেন না। তারা যাত্রীদের ইচ্ছা অনুযায়ী গন্তব্যে যেতেও রাজি হন না। সিএনজিচালিত অটোরিকশারচালকদের অভিযোগ—মালিকরা কখনোই নির্ধারিত জমার হার মানেন না। গত বছর গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার এবং তৎকালীন সেতুমন্ত্রী অটোরিকশার মালিক ও চালকদের নৈরাজ্য টিকিয়ে রাখার সুযোগ দিয়েছিলেন। বর্তমান সরকার নৈরাজ্য দূর করার উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু অটোরিকশার চালক ও মালিকরা মানুষকে জিম্মি করায় কর্তৃপক্ষকে পিছু হটতে হলো।

বস্তুত রাজধানীতে আধুনিক গণপরিবহণ না থাকার কারণেই সিএনজিচালিত অটোরিকশার ওপর যাত্রীদের নির্ভরতা বেড়েছে। এ সুযোগে অটোরিকশার চালক ও মালিকরা বেসামাল হয়ে উঠেছেন। রাজধানীর এ সংকট বেশ পুরোনো। দুঃখজনক হলো, দীর্ঘ সময় ধরে চলমান এ সমস্যার সমাধানে অতীতে সরকারকে আন্তরিক হতে দেখা যায়নি। অধিকাংশ বাসেই বহু যাত্রীর বসার জায়গা থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে যাত্রীরা বাধ্য হয়ে অটোরিকশার ওপর নির্ভর করেন। অব্যাহত মূল্যস্ফীতির কারণে দেশের সাধারণ মানুষ বহুদিন ধরে হাঁসফাঁস করছে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিন যদি যাত্রীদের সিএনজিচালিত অটোরিকশার ভাড়া বাবদ বাড়তি টাকা গুনতে হয়, তাহলে তাদের টিকে থাকার উপায় কী? সড়কে চলমান নৈরাজ্যের কারণে রাজধানীবাসীকে প্রতিদিনই দুর্ভোগ পোহাতে হয়। দুঃখজনক হলো, সড়কজুড়ে বিরাজমান বিশৃঙ্খলার অবসানে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ একেবারেই দৃশ্যমান নয়। মিটারে না চললে জরিমানাসংক্রান্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের প্রজ্ঞাপন যাত্রীদের কিছুটা আশাবাদী করে তুলেছিল। এ প্রজ্ঞাপন বাতিলের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে সড়কে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের উৎসাহিত করা হলো। রাজধানীসহ সারা দেশে সড়কের নৈরাজ্য দূর করে মানসম্মত গণপরিবহণ নিশ্চিত করতে হবে। সড়কে বিরাজমান বিশৃঙ্খলার অবসানে কর্তৃপক্ষ কঠোর না হলে নৈরাজ্য আরও বাড়বে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পোশাক খাতে মোট শ্রমিক
৩০ লাখ ৪০ হাজার

নারী ৫৭.৭%
পুরুষ ৪২.৩

mi3

২০২২-২৪ সালের মধ্যে
এমআইবি বাংলাদেশজুড়ে যুক্ত করেছে
৬৬৭টি কারখানা
এবং অকার্যকর মনে হওয়ায়
তালিকা থেকে অপসারণ করেছে
৮৯৭টি কারখানাকে

দুটি বাণিজ্যিক সংগঠনের
সদস্য ব্যবস্থাপনায়
[illegible]টি কারখানা
সদস্য নয় ৫৮১টি

১,৬৫৯টি	নিট পোশাক তৈরি করে
১,০৯৮টি	ওভেন পোশাক তৈরি করে
৭০৭টি	সোয়েটার তৈরি করে
৪২০টি	নিট এবং ওভেন উভয় ধরনের পোশাক তৈরি করে

রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় বেড়েছে শ্রমিক

অভাব পূর্ণাঙ্গ তথ্যভান্ডারের

শাহেদ আলী ইরশাদ

দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত রয়েছেন ৩১ লাখ শ্রমিক। তিন বছরের ব্যবধানে শ্রমিক বেড়েছে ৩ লাখ। সারা দেশে ৩ হাজার ৫৫৫টি রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় প্রায় ৩০ লাখ ৪০ হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। পোশাকশিল্পে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হলেও এ সংখ্যাটি সমর্থন করার জন্য বিস্তৃত কোনো তথ্য নেই।

পোশাক শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা বের করতে ম্যাপড ইন বাংলাদেশের (এমআইবি) একটি গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। এমআইবির তথ্য সংগ্রহকারীরা বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকশিল্পের কারখানাগুলোতে সশরীরে উপস্থিত হয়ে দুই বছরের রপ্তানি তথ্য যাচাই করে শ্রমিকের সংখ্যা তুলে ধরেছে।

৩ হাজার ৫৫৫টি কারখানার মধ্যে প্রায় ২ হাজার ৭২০টি কারখানা বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমএই) এবং বাংলাদেশ নিটওয়্যার প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সদস্য। বাকি ৮৩৬টি কারখানা ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই খাতের কোনো বাণিজ্য সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। ২০২১ সালে রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানায় শ্রমিক ছিল ২৮ লাখ।

এমআইবির মতে, পুরুষ ও নারী পোশাক শ্রমিকের অনুপাত এখন ৪২.৩:৫৭.৭। যদিও বছরের পর বছর ধরে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে যে ৮০ শতাংশ পোশাক শ্রমিক নারী। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। বাণিজ্য সংগঠন দুটি নিয়মিত তথ্য হালনাগাদ না করেই তাদের নিজ নিজ কারখানার শ্রমিকদের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ শুরু করে। বছরের পর বছর ধরে অটোমেশন, মজুরি বৃদ্ধি যা এ খাতে পুরুষ কর্মীদের আকর্ষণ করে, শিশু জন্ম ও যত্ন, পরিবারের দায়িত্বসহ আরও অনেক কারণে পোশাক খাতে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে।

এ ছাড়াও বিজিএমইএ এবং বিকেএমএইএর সদস্য নয় এমন ৫৮১টি পোশাক কারখানা তাদের উৎপাদন ক্ষমতার ২০ থেকে ৭৯ শতাংশ পর্যন্ত রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তারাও ৩৩ হাজার ৯৩৪ জনের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে।

> পোশাক শ্রমিকদের এ সংখ্যার সঙ্গে একমত পোষণ করে বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, তারা কারখানাগুলো পরিদর্শন করে এবং অনুসরণ করে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে।

এমআইবির সিনিয়র সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট কোঅর্ডিনেটর জাবির আল শেরাজী বলেন, ২০১৭ সালে যখন জরিপ শুরু হয়েছিল প্রাথমিকভাবে ১১ হাজার ৫০০টি কারখানার নাম ছিল বা বাইরে থেকে কারখানা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে তারা সব জায়গা পরিদর্শন করেছেন এবং তথ্য যাচাই করেছেন। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের আগস্ট পর্যন্ত তারা সর্বশেষ তথ্য হালনাগাদ সম্পন্ন করেছেন এবং এমআইবির তথ্যভান্ডারের তালিকাভুক্ত কারখানাগুলো পরিদর্শন করেছেন। একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য যাচাই এবং যাচাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এমআইবির তথ্যভান্ডারে ৩ হাজার ৫৫৫টি কারখানা রয়েছে। প্রায় ১ হাজার ৬৫৯টি নিট পোশাক, ১ হাজার ০৯৮টি ওভেন পোশাক এবং ৭০৭টি সোয়েটার এবং ৪২০টি নিট এবং ওভেন উভয় ধরনের পোশাক তৈরি করে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সাল থেকে ২৪ সালের মধ্যে এমআইবি দেশজুড়ে ৬৬৭টি তৈরি পোশাক কারখানা যুক্ত করেছে এবং ৮৯৭টি কারখানাকে অকার্যকর বলে মনে হওয়ায় তালিকা থেকে অপসারণ করেছে। নীতিনির্ধারক, শ্রম অধিকার আদায়ে নিয়োজিত সংস্থা এবং পোশাকশিল্পের মালিকদের জন্য এ তথ্যগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এমআইবি তথ্যভান্ডারে পোশাক কারখানার অবস্থান, যোগাযোগের তথ্য, পণ্য, সদস্যপদ, সামাজিক ও পরিবেশ সনদ, উৎপাদন ক্ষমতা, প্রধান ব্র্যান্ড, রপ্তানি গন্তব্য, প্রতিষ্ঠাকাল, নিকটস্থ ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, পুলিশ স্টেশন এবং হাসপাতালের মতো ১২টি তথ্য পাবেন অংশীজনরা। এ ছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানির জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানির কার্যক্রম মূল্যায়ন করার মানদণ্ড পরিবেশ, সামাজিক এবং শাসনসম্পর্কিত তথ্য যুক্ত করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান পোশাক শ্রমিকদের এ সংখ্যার সঙ্গে একমত পোষণ করে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, তারা কারখানাগুলো পরিদর্শন করে এবং অনুসরণ করে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। তবুও কিছু কারখানা যোগ নাও হতে পারে কারণ এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে এখনো এমন কারখানা রয়েছে যারা বিভিন্ন কারণে তথ্য সরবরাহ করতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু এ তথ্য অন্য যে কোনো তথ্যের তুলনায় বাস্তবসম্মত। জায়ান্ট গ্রুপের এ ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরও বলেন, স্থায়িত্বের জন্য নিয়মিত হালনাগাদ তথ্য নিশ্চিত করার জন্য বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং সরকারের এটি পর্যবেক্ষণ করা উচিত।

সমকাল
বৃহস্পতিবার । ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ।

কর্মস্থলে অসুস্থ শ্রমিকের মৃত্যু ছুটি না পাওয়ার অভিযোগ

■ সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজী ইপিজেড

লিমা আক্তার

প্রতিবাদে সহকর্মীদের বিক্ষোভ কারখানা ছুটি ঘোষণা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে আদমজী ইপিজেডের অনন্ত অ্যাপারেলসের এক নারী শ্রমিক অসুস্থ হওয়ায় কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটি চেয়েও পাননি। অবশেষে কর্মস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ওই কারখানার শ্রমিকরা ইপিজেডের মধ্যে শ্রমিক লিমা আক্তারের (২৪) মৃত্যুর জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করে বিক্ষোভ করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে কর্তৃপক্ষ কারখানা ছুটি ঘোষণা করে।

অনন্ত অ্যাপারেলসের শ্রমিক কাজল, ফাতিমা, রাহিমা, নয়ন, নজরুলসহ বেশ কয়েকজন জানান, মঙ্গলবার কারখানায় কাজ করার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন লিমা আক্তার। অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁকে চিকিৎসাসেবা নিতে ছুটি দেয়নি। ফলে লিমা কাজ করতে বাধ্য হন। এক পর্যায়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাত ৯টার পর তাঁকে নারায়ণগঞ্জ খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। সহকর্মীর মৃত্যুর খবর পেয়ে ক্ষোভে গতকাল বুধবার সকালে শত শত শ্রমিক কাজ বন্ধ করে কারখানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন। শ্রমিকদের অভিযোগ, অসুস্থ হওয়ার পরও লিমাকে ছুটি না দিয়ে কর্তৃপক্ষ অমানবিক কাজ করেছে। এমনকি তাঁকে চিকিৎসাসেবাও দেওয়া হয়নি। তাই কর্মস্থলে কাজ করতে করতেই মৃত্যু হয় লিমার।

অনন্ত অ্যাপারেলসের এইচআর (প্রশাসন) ম্যানেজার নাজমুল হক দাবি করেন, তারা অসুস্থ শ্রমিক লিমাকে ছুটি দেননি বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা সঠিক নয়। লিমা অসুস্থ হওয়ার পরপরই তাঁকে খানপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। এর পর সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

লিমা আক্তারের স্বামী মো. কাউসার বলেন, তাঁর স্ত্রী লিমা অসুস্থ থাকায় কাজে যেতে চাননি। কিন্তু গত মঙ্গলবার আদমজী ইপিজেডের অনন্ত অ্যাপারেলস থেকে ফোনে কল করে তাঁকে কাজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। লিমা কাজ করার সময় আরও অসুস্থ হয়ে পড়লে কর্তৃপক্ষের কাছে ছুটি চান। কিন্তু তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়নি। অসুস্থ লিমা কাজ করতে করতে কারখানায় মৃত্যুবরণ করেছেন বলে খবর পান তিনি।

এ বিষয়ে আদমজী ইপিজেডের (বেপজার) জিএম মাহবুব আহমেদ সিদ্দিক বলেন, মঙ্গলবার রাতে ওই নারী শ্রমিক অসুস্থ হলে তাঁকে খানপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে শুনেছেন তিনি। অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও মালিকপক্ষ লিমাকে ছুটি দিতে অসম্মতি জানানোর অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, এমন ঘটনা ঘটলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নারায়ণগঞ্জ খানপুর হাসপাতালের চিকিৎসক ফরহাদ হোসেন বলেন, লিমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে কী রোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা তিনি জানেন না বলে জানান।

লিমার স্বামী কাউসার বলেন, কয়েক দিন ধরে লিমা ঠান্ডাজনিত রোগে ভুগছিল।

লিমা আক্তারের বাড়ি কুমিল্লার দেবিদ্বারের চরবকল এলাকায়। তিনি ২০১৮ সালের ১৬ জুলাই সিনিয়র সুইং অপারেটর হিসেবে অনন্ত অ্যাপারেলসে যোগ দেন। সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজীর কদমতলীতে স্বামীর সঙ্গে তিনি বসবাস করতেন।

সংবাদ
ঢাকা : বৃহস্পতিবার ৭ ফাল্গুন ১৪৩
Dhaka : Thursday 20 February 2025

মুক্তিপণ মাথাপ্রতি তিন লাখ, ১০ জেলে মুক্ত

প্রতিনিধি, শরণখোলা

বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী দুবলা ও আলোর কোলের মধ্যবর্তী আন্দারমানিক এলাকায় গত তিন সপ্তাহ পূর্বে বনদস্যুদের হাতে জিম্মি ১৫ জেলার মধ্যে ১০ জেলেকে মুক্তি পণ নিয়ে মুক্তি দিয়েছে বন্যদস্যুরা। এচাড়া এখনও পাঁচ জেলে দস্যুদের হাতে জিমি রয়েছে।

মুক্ত হওয়া জেলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানা গেছে, জনপ্রতি প্রায় তিন লাখ টাকা মুক্তি পণ দিয়ে গত দুই তিন দিন আগে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে বন্দীদের। গোপনীয়তার স্বার্থে বিষয়টি সাংবাদিকদের অবহিত করেননি জেলে পরিবার।

জেলেদে পরিবারের পক্ষ থেকে আরও জানা গেছে, দস্যুদের হাতে জিম্মি হওয়ার পর থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোনো পদক্ষেপ না থাকায় জিম্মি মুক্তির অবসান ঘটেনি তাই মুক্তিপণে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে। মুক্তিপণ দিতে না পারায় এখনও জিম্মি রয়েছে শাজাহান মিয়া, রিপন, নাথুন বিশ্বাস।এছাড়া অন্য একজনের নাম জানা যায়নি। তবে ঝুঁকি থাকায় পরিবারে অনুরোধে মুক্তি পাওয়া জেলেদের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। তিন লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়েও মুক্তি না মেলায় এক বন্দীর স্ত্রীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ বিষয়ে দুবলা ফিশারম্যান গ্রুপের সভাপতি কামাল আহমেদ বলেন, দুর্গম এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটে। যেখানে কোস্টগার্ডের দ্রুতযান না থাকার কারণে দস্যুদের ধরতে বেগ পেতে হচ্ছে। তাছাড়া দস্যুদের হাতে অপহরণের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তেমন তৎপরতা না থাকায় দুবলাসহ বিভিন্ন জেলে পল্লীতে হাজার হাজার জেলেদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করেছে।

এদিকে গত তিন সপ্তাহ আগে বনদস্যুদের হাতে জিম্মি ১৫ জেলের বিষয়টি গত মঙ্গলবার শরণখোলা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হয়। শরণখোলা থানা ওসি মো. শহীদুল্লাহ বলেন, অপহরণের বিষয়ের তিনি শুনেছেন তবে এ ঘটনায় কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি। তবে বিষয়টি তিনি উর্ধ্বতম কর্তৃক অভিহিত করবেন জানান।

THE BUSINESS STANDARD FRIDAY 21.02.2025

Cornell researchers call for annual review of Bangladesh RMG wages

RMG - BANGLADESH

REYAD HOSSAIN

Bangladesh reviews RMG workers' wages every five years

Cornell Researchers call for annual wage reviews in Bangladesh, similar to Cambodia

They said Bangladesh's workers are struggling with high inflation and stagnant wages

Wage review system in Bangladesh is every five years, current minimum wage Tk12,500

High inflation and long wage intervals favour employers, researchers said

Researchers from the Global Labor Institute (GLI) of Cornell University in New York, US, have called for an annual wage review and wage-setting process in Bangladesh's new government, a practice currently in place in Cambodia.

"Garment workers paid the national minimum wage in Bangladesh are 'under-water' and losing income year-on-year," reads a press release issued by the GLI on 20 February.

Currently, Bangladesh reviews RMG workers' wages every five years. The RMG sector is Bangladesh's highest export-earning industry, accounting for over 80% of total exports.

Around four million workers are employed in this sector, with a minimum wage of Tk12,500 (approximately $105), set in the last year.

The university researchers said that the long-time minimum-wage policy – which reviews wages every five years – compounded with high inflation, favours employers over workers.

In addition, they said that the local 'purchasing power' of workers' wages in Bangladesh is significantly lower than those of workers in competing apparel-producing countries.

"The experience of Cambodia's apparel industry in remarkably similar circumstances is very clear. A decade ago, the country also faced protests, prompting the government to implement an annual wage review policy," Jason Judd, executive director of Cornell ILR who is currently visiting Dhaka, told TBS in an interview yesterday.

A report, "Waiting Game: Minimum wage-setting in Bangladesh's apparel industry", published this month, by three researchers led by Jason Judd stated how delayed wage-setting impacts workers.

"There is a clear need and room — both political and economic — for an annual wage-setting process in Bangladesh. It's long overdue. Imagine waiting five years for a raise while inflation rages at 10% — that's the situation for workers under the current scheme," the press release reads.

Experts also support an annual wage hike in line with inflation.

Syed Sultan Uddin Ahmed, executive director of the Bangladesh Institute of Labour Studies and currently head of the Labour Reform Commission, told TBS, "We recently met with global retail brand representatives, and they also recommended a policy of annual wage review. They consider it a scientific approach."

"We also think that wages should be reviewed annually, considering inflation," he added.

5% annual increase

Currently, in the RMG sector, workers receive a 5% wage increase on their basic pay, as endorsed by the country's existing labour act.

However, Bangladesh has been experiencing persistently high inflation over the last three years, which hovers around 10%.

The Cornell University report indicated that after implementing the annual wage review policy in Cambodia, apparel exports continued to grow. However, the report did not mention the responsibilities of buyers and brands.

In 2024, the Bangladesh government increased the minimum wage for RMG workers by 56%. However, RMG exporters alleged that despite rising production costs significantly due to wage hikes and other factors, buyers have not increased clothing prices accordingly.

Jason Judd acknowledged this reality but also stated, "Bangladesh's RMG workers are among the lowest paid in the world."

Factory owners disagree

RMG owners argue that conditions vary across countries, making it unreasonable to implement policies in Bangladesh identical to those in Cambodia.

Shams Mahmud, former director of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), told TBS, "The researchers may not have enough understanding of Bangladesh's RMG sector."

"Under our existing labour law, garment workers' wages increase by at least 5% [of the basic salary] every year. This rate is even higher in EPZ factories. Additionally, workers receive separate support from the factory," he said.

So, not everything needs to follow the practices of other countries, Shams Mahmud added.

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১৫ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Friday 28 February 2025

মজুরি বৈষম্যে নারী শ্রমিক

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর নলডাঙ্গা দশালিয়া গ্রামের নছিমা বেগম। স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় তিন সন্তানকে নিয়ে দিনমজুরি দিয়ে সংসারের হাল ধরতে হয়েছে'। তিনি মৌসুমভিত্তিক কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এখন কাজ করছেন ইরি-বোরো রোপন শ্রমিক হিসেবে। পুরুষ শ্রমিকদের সঙ্গে তিনি সমানুভাবে মাঠে কাজ করছেন ঠিকই। তবে দিন শেষে সমমজুরি পাচ্ছেন। পুরুষের চেয়ে ২০০ টাকা কম দেয়া তাকে। দিন শেষে যা-পাচ্ছেন তা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। নাছিমা বেগমের মতো সব নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে একই ধরণের বৈষম্য করা হয়।

সাদুল্লাপুর উপজেলার বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে বোরো ধানক্ষেত এখন গাঢ় সবুজের বিপ্লব। এখন চারদিকে নজর কাড়ছে সবুজের সমাহার। আর এসব ক্ষেত থেকে অধিক ফলন পাবার আশায় ইতোমধ্যে পরিচর্যায় ব্যস্ত কৃষকরা। তবে মজুরি বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বলে নারী শ্রমিকদের অভিযোগ। যেখানে একজন পুরুষ শ্রমিক দৈনিক মজুরি পাচ্ছেন' ৫০০ টাকা সেখানে নারী শ্রমিকদের হাতে দেয়া হচ্ছে ৩০০ টাকা।

সরেজমিনে গতকাল সাদুল্লাপুর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে দেখা গেছে, কৃষকরা তাদের বোরোধান ক্ষেতগুলো পরিচর্যাসহ সার-কীটনাশক প্রয়োগে চরম ব্যস্ত সময় পার করছেন। যেন দম ফেলানোর ফুসরত নেই তাদের। আর স্বল্প মজুরি দিতে কৃষকরা নিচ্ছেন নারী শ্রমিকদের। সাদুল্লাপুরের ধাপের হাটের কৃষক লাভলু প্রামানিক জানান, মালিকেরা সবসময় কম দিয়েই কাজ তুলে নিতে চায়। যদি কম মূল্যে শ্রমিক পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে বেশি দিয়ে শ্রমিক নেয়ার প্রয়োজন কি?

কামারপাড়া গ্রামের গৃহস্থ সাজ্জাদ হোসেন বলেন, নারীরা পুরুষের চেয়ে কাজ একটু কম করে এজন্য কম মজুরি দেয়া হয়। তবে পুরুষের চেয়ে নারীরা কাজ কম করে এমন কথা মানতে নারাজ রসুলপুর গ্রামের শ্রমিক ফুলমতি বেওয়া।

NEW AGE TUESDAY, FEBRUARY 18, 2025,

Apparel exports to nontraditional market surge by 6.42pc

Staff Correspondent

BANGLADESHI apparel exporters bagged $3.97 billion from the nontraditional market in July-January of the financial year 2024-25, which is 6.42 per cent higher than $3.72 billion in the same period of the previous financial year, according to the data from the Export Promotion Bureau.

The exports to the nontraditional market made up a significant 16.84 per cent of Bangladesh's total RMG exports in the mentioned period.

According to the EPB data, Bangladesh exported apparel items worth $23.55 billion to their global export destinations in the July-January FY25. The earnings from woven was $10.86 billion, and knitwear was $12.68 billion.

In terms of apparel exports, countries like the US, Canada, the UK, and EU are considered traditional markets, while other countries are considered non-traditional markets.

Japan, Australia, Russia, India, China, South Korea, UAE, Malaysia, Brazil, Mexico, and others are major non-traditional export destinations.

Of the $3.97 billion export earnings, $1.99 billion was from knitwear items, and $1.97 billion was from woven.

Among the nontraditional market, Japan was the top destination for Bangladeshi RMG products, as the exporters shipped apparel items worth $721.50 million to Japan in July-January of FY25.

This was followed by Australia, India, and South Korea, where Bangladesh exported RMG items worth $512.88 million, $427.62 million, and $271.48 million, respectively.

In the mentioned period, the export earnings from nontraditional Turkiye, Mexico, the United Arab Emirates, and China markets stood at $263.08 million, $208.03 million, $144.32 million, and $130.91 million, respectively, in July-January of FY25.

However, exports have decreased in several markets, including Russia, South Korea, China, the United Arab Emirates, Malaysia, Saudi Arabia, and New Zealand.

According to industry insiders, there is huge potential in nontraditional markets for the country's apparel exporters. In this regard, detailed research on the trends, tastes, and clothing styles of local consumers is a must to increase exports manifold there.

A file photo shows workers sewing clothes at a readymade garment factory on the outskirts of Dhaka. Bangladeshi apparel exporters bagged $3.97 billion from the nontraditional market in July-January of the financial year 2024-25. — New Age photo

In July-January of FY25, the European Union remained the largest destination for Bangladeshi apparel exporters where the country shipped apparel items worth $11.81 billion, which was 50.15 per cent of the total RMG exports.

Bangladesh shipped apparel worth $4.47 billion to the USA, the largest single destination for the country's apparel, in the mentioned period. The US market covered 18.99 per cent of the total apparel exports.

Moreover, the EPB data added that in July-January of FY25, Bangladeshi manufacturers exported RMG products worth $2.55 billion to the UK, 10.83 per cent of the total export earnings from the RMG sector.

Bangladesh received $751 million from Canada in the period as mentioned above, which was 3.19 per cent of the total earnings from apparel exports.

Talking to New Age, Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, said that exports to the nontraditional market have witnessed a boost since 2009; however, for several years, they stood around 16-18 per cent.

'We need to figure out the demands, trends and upcoming events at the nontraditional markets and focus on our production as per this. Like, Saudi Arabia will host FIFA World Cup 2034 and is spending much on domestic sports. We need to focus on Saudi to grab the market,' he added.

সমকাল ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

হোটেল-রেস্তোরাঁয় শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ১৩০৫০ টাকা

■ সমকাল প্রতিবেদক

হোটেল ও রেস্তোরাঁ খাতে শ্রমিক-কর্মচারীদের মাসিক নিম্নতম মজুরি হারের খসড়া গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। এতে শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ১৩ হাজার ৫০ টাকা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবছর শ্রমিক-কর্মচারীদের মূল মজুরি ৫ শতাংশ হারে বাড়ানোরও সুপারিশ করেছে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। গত ২৯ জানুয়ারি এ গেজেট প্রকাশ করে এ বিষয়ে অংশীজনের কোনো মতামত, পরামর্শ বা আপত্তি থাকলে তা জানাতে বলা হয়।

গত বছরের ১৫ জানুয়ারি নিম্নতম মজুরি বোর্ডে হোটেল ও রেস্তোরাঁ শিল্প খাতে মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্য নিয়োগ করা হয়। পরে এ খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানানো হয়। এরপর নিম্নতম মজুরি হারের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বোর্ডের একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা ঢাকার কাজী আলাউদ্দিন রোড ও চকবাজার এলাকায় হোটেল-রেস্তোরাঁ শিল্পের তিনটি এবং টাঙ্গাইল সদরের চারটি প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় গিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। সেখানে সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন তারা।

বোর্ডের সভায় সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে দেওয়া স্মারকলিপি, মজুরি প্রস্তাব ও পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ শ্রম আইন অনুসারে শ্রমিকদের জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের দাম, মূল্যস্ফীতি, কাজের ধরন, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ্য, দেশের ও সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সরকারের কাছে নিম্নতম মজুরির হার নির্ধারণ সম্পর্কিত সুপারিশ করা হয়েছে।

হোটেলের নিম্নতম মজুরি: নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সুপারিশে বলা হয়, এক তারকা হোটেলগুলোর ডিসওয়াশ বয়, ডোরম্যানসহ গ্রেড-৩ এর শ্রমিকরা সর্বনিম্ন মজুরি পাবেন প্রতি মাসে ১৩ হাজার ৫০ টাকা। এর মধ্যে মূল মজুরি ৭ হাজার ৫শ টাকা, বাড়ি ভাড়া ৩ হাজার ৭৫০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ১ হাজার টাকা ও যাতায়াত ভাতা ৮০০ টাকা। দুই তারকা হোটেলগুলোর গ্রেড-৩ এ থাকা জুনিয়র ওয়েটারসহ শ্রমিকরা প্রতি মাসে ন্যূনতম ১৩ হাজার ৬৫০ টাকা ন্যূনতম মজুরি পাবেন। এই গ্রেডে থাকা তিন তারকা হোটেলের শ্রমিকরা পাবেন মাসিক ন্যূনতম ১৪ হাজার ৭শ টাকা। একই গ্রেডের মাসিক সর্বনিম্ন মজুরি চার তারকার ক্ষেত্রে ১৫ হাজার ৭৫০ টাকা এবং পাঁচ তারকার ক্ষেত্রে ১৬ হাজার ৮শ টাকা।

এতে গ্রেড-২-এর শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মাসিক মজুরির যে সুপারিশ করা হয়েছে তা হচ্ছে

নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সুপারিশ

এক তারকা হোটেলে ১৮ হাজার ৪৫০ টাকা, দুই তারকা হোটেলে ২০ হাজার ২৫০ টাকা, তিন তারকা হোটেলে ২২ হাজার ৫০ টাকা, চার তারকা হোটেলে ২৩ হাজার ৮৫০ টাকা ও পাঁচ তারকা হোটেলে ২৫ হাজার ৬৫০ টাকা।

নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সুপারিশে বলা হয়, শ্রমিকদের গ্রেড-১ এর ক্ষেত্রে নিম্নতম মাসিক মজুরি হবে এক তারকা হোটেলের ক্ষেত্রে ৩ ১ হাজার ৮শ টাকা, দুই তারকা হোটেলে ৩৩ হাজার ৩শ টাকা, তিন তারকা হোটেলে ৩৪ হাজার ৮শ টাকা, চার তারকা হোটেলে ৩৭ হাজার ৮শ টাকা এবং পাঁচ তারকা হোটেলে ৪০ হাজার ৮শ টাকা।

হোটেলগুলোর কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি কাঠামোর সুপারিশে বলা হয়, গ্রেড-৩ এর কর্মচারীরা সর্বনিম্ন মাসিক মজুরি পাবেন এক তারকা হোটেলে ১৩ হাজার ৫০ টাকা, দুই তারকা হোটেলে ১৩ হাজার ৬৫০ টাকা, তিন তারকা হোটেলে ১৪ হাজার ৭শ টাকা, চার তারকা হোটেলে ১৫ হাজার ৭৫০ টাকা এবং পাঁচ তারকা হোটেলে ১৬ হাজার ৬৫০ টাকা। গ্রেড-২ এর কর্মচারীরা পাবেন এক তারকায় ১৮ হাজার ৪৫০ টাকা, দুই তারকায় ২০ হাজার ২৫০ টাকা, তিন তারকায় ২২ হাজার ৫০ টাকা, চার তারকায় ২৩ হাজার ৮৫০ টাকা এবং পাঁচ তারকায় ২৫ হাজার ৬৫০ টাকা। গ্রেড-১ এর কর্মচারীরা পাবেন এক তারকায় ২৭ হাজার ৩শ, দুই তারকায় ২৯ হাজার ১শ, তিন তারকায় ৩০ হাজার ৯শ, চার তারকায় ৩২ হাজার ৭শ এবং পাঁচ তারকায় ৩৪ হাজার ৫শ টাকা।

রেস্তোরাঁয় নিম্নতম মজুরি: নিম্নতম মজুরি বোর্ডের সুপারিশে বলা হয়েছে, গ্রেড-৪ এর শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরি হবে ডি শ্রেণির রেস্তোরাঁয় ১৩ হাজার ৫০ টাকা, সি শ্রেণির রেস্তোরাঁয় ১৩ হাজার ৬৫০ টাকা, বি শ্রেণির রেস্তোরাঁয় ১৪ হাজার ৭শ টাকা এবং এ শ্রেণির রেস্তোরাঁয় ১৫ হাজার ৭৫০ টাকা। গ্রেড-৩ এর ক্ষেত্রে ডি, সি, বি এবং এ শ্রেণিতে এটি নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১৫ হাজার ৭৫০ টাকা, ১৩ হাজার ৬৫০ টাকা, ১৪ হাজার ৭শ এবং ১৬ হাজার ৬৫০ টাকা।

গ্রেড-২ এর ক্ষেত্রে এটি যথাক্রমে ১৬ হাজার ৬৫০, ১৮ হাজার ৪৫০, ২০ হাজার ২৫০ ও ২২ হাজার ৫০ টাকা। গ্রেড-১ এর এটি যথাক্রমে ৩০ হাজার ৩শ, ৩১ হাজার ৮শ, ৩৩ হাজার ৩শ ও ৩৪ হাজার ৮শ টাকা।

রেস্তোরাঁয় কর্মচারীদের জন্য যে সুপারিশ করা হয়েছে তাতেও সর্বনিম্ন মজুরি ধরা হয়েছে ১৩ হাজার ৫০ টাকা। সবচেয়ে বেশি পাবেন এ শ্রেণির রেস্তোরাঁয় গ্রেড-১ এর কর্মচারীরা। তাদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মাসিক মজুরি ধরা হয়েছে ২২ হাজার ৫০ টাকা। এ ছাড়া সব ধরনের হোটেল-রেস্তোরাঁয় শিক্ষানবিশ শ্রমিকরা মাসে ৯ হাজার ৩শ টাকা পাবেন।

প্রথম আলো • বুধবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

রাবারবাগানের অপহৃত ২৫ শ্রমিক মুক্তি পেলেন

প্রতিনিধি, *বান্দরবান*

বান্দরবানের লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালী থেকে রাবারবাগানের অপহৃত ২৫ জন শ্রমিক মুক্তি পেয়েছেন। গত সোমবার দিবাগত রাত একটার দিকে তাঁদের ছেড়ে দেন অপহরণকারীরা।

রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের মুরুংঝিরি এলাকার ছয়টি রাবারবাগান থেকে ২৬ শ্রমিককে অপহরণ করে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী। অপহরণের এক পর্যায়ে এক শ্রমিক পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাকি ২৫ শ্রমিকদের প্রত্যেকের মুক্তির জন্য ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

শ্রমিক অপহৃত একটি রাবারবাগানের মালিক মোহাম্মদ শাহাজাহান বলেন, রাতে অপহরণকারীরা ওই শ্রমিকদের ছেড়ে দিলে তাঁরা কক্সবাজারের রামু উপজেলার ঈদগড় বাজারে চলে আসেন। এরপর তাঁদের মধ্য থেকে ১৫ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি বলেন, অপহরণের পর থেকে যৌথ বাহিনী শ্রমিকদের উদ্ধারে অভিযান শুরু করে। এ ছাড়া অপহৃত ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে অপহরণকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

মুক্তি পাওয়া শ্রমিকদের একজন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারি এলাকার মো. হারুন *প্রথম আলোকে* বলেন, অপহরণ হওয়ার পর টাকার জন্য তাঁদের অনেক নির্যাতন করেছে সন্ত্রাসীরা। পরে মুখ বেঁধে তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া হয়। অপহৃত শ্রমিকদের মধ্যে বাগানের ছিলেন ১৪ জন। তাঁদের জন্য মালিকপক্ষ ছয় লাখ দিয়েছে বলে তিনি শুনেছেন।

মুক্তি পাওয়া আরেক শ্রমিক রামুর গর্জনিয়ার মঞ্জুর আহমদ বলেন, তাঁকে মারধর করেনি। তবে মুখ বেঁধে রেখেছিল। অপহরণকারীরা পাহাড়ি ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথা বলেছিলেন। তবে তিনি তাঁদের ভাষা বুঝতে পারেননি।

নাইক্ষ্যংছড়ি বিজিবির ১১ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস কে এম কফিল উদ্দিন বলেন, যৌথ বাহিনীর অভিযানের মুখে সন্ত্রাসীরা অপহৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারে বিজিবি, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান চলমান। লামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহাদাত হোসেন গতকাল মঙ্গলবার রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, অপহৃত শ্রমিকেরা কোনো মুক্তিপণ দিয়েছেন কি না, তা তাঁরা জানেন না। তিনি মনে করেন, যৌথ বাহিনীর অভিযানের মুখে অপহরণকারীরা শ্রমিকদের ছেড়ে দিয়েছেন। হাসপাতাল থেকে ১৫ শ্রমিক প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। তাঁরা সবাই সুস্থ আছেন।

শোভন কাজ

THE FINANCIAL EXPRESS
Dhaka • Saturday • February 22, 2025
Vol XXXII No. 104 • Reg[illegible] Falgun 9, 1431 BS • Shaban 22, 1446 Hijri • 12 Pages Price: Tk 15.00 • thefinancialexpress.com.bd

Apparel exports to India up 18.7pc during July-January

Western brands operating stores in India provide a push, besides local demand rise, exporters believe

MONIRA MUNNI

GARMENT EXPORTS TO INDIA

July-Jan, FY24	$360.26m
July-Jan, FY25	$427.62m
In FY '23	$683.47m
In FY '24	$548.83m

Source: EPB data

"Exports to India increased in the current fiscal year despite a fall in the last two because of a global rise in demand"

Mohiuddin Rubel
Former BGMEA director

Apparel exports to one of Bangladesh's promising non-traditional markets, India, recorded a significant double-digit growth during the first seven months of this fiscal after a fall in the last financial year.

Exporters believe an improvement in the global-market situation following a rise in demand has pushed up shipments of readymade garments to the neighbouring country.

There are many Western brands that operate their own stores in India and they are also importing more from Bangladesh alongside a rise in demand from India too, they explain the dynamics of the turnaround.

According to Export Promotion Bureau (EPB) data, garment exports to India rose to US$427.62 million during the first seven months of FY25, marking an 18.70-percent year-on-year growth.

Of the turnover, some $147.85 million came from knitwear and $279.16 million from woven garments, data revealed.

Apparel-export earnings from India were $360.26 million during the July-January period of FY24, according to the EPB data.

In FY24, Bangladesh received $548.83 million from India, which was 19.70- percent lower than the earnings of $683.47 million in the fiscal year 2022-23.

Talking to The Financial Express on Friday, former Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) president Faruque Hassan said India's overall imports in the last fiscal year were lower as the country is focusing more on domestic production.

"Besides, imports became expensive for them due to the currency issue," he said.

Mohiuddin Rubel, a former BGMEA director, said exports to India increased in the current fiscal year despite a fall in the last two because of a push from global rise in demand.

"Many US and European Union (EU) companies are operating in India with their own brand names. Following improvements in the global economy, they are also sourcing products from Bangladesh for their stores in India," he explains.

India, being a manufacturing hub, also focused more on exports following a rise in its global shipments and is busy with external shipments that force its local brands to again opt for imports from countries like Bangladesh, added Mohiuddin, also additional managing director of Chattogram-based Denim Expert Ltd.

Exporters, however, predict Bangladesh's garment exports to India might face severe challenges due to high duty obligation to be applicable after graduation from the least-developed country (LDC) status.

They think Bangladesh should immediately decide its post-graduation strategy and apply for an extension of the existing preferential trade regime.

বণিক বার্তা
সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২৫ ■ ফাল্গুন ১১, ১৪৩১

চা শ্রমিক সংঘের সম্মেলনে বক্তারা

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছেও চা শ্রমিকরা উপেক্ষিত

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ সিলেট

'দ্রব্যমূল্য বাড়লেও দৈনিক মাত্র ১৭৮ টাকা মজুরিতে চা শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। মজুরি ও নামমাত্র রেশন দিয়ে একজন শ্রমিককে তার পরিবারের পাঁচ-সাতজন সদস্যের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। এর মধ্যে প্রায়ই মজুরি ও রেশন বন্ধ করে দেয়া হয়। শ্রমিক পরিবারে প্রতিনিয়ত অঘোষিত নীরব দুর্ভিক্ষ চলে। অতীতের মতো অন্তর্বর্তী সরকারের কাছেও চা শ্রমিকরা উপেক্ষিত।' গতকাল সিলেটের শারদা স্মৃতি ভবনে চা শ্রমিক সংঘের প্রথম জেলা সম্মেলনে এসব কথা বলেন বক্তারা।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রজত বিশ্বাস এবং প্রধান আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্মসাধারণ সম্পাদক প্রকাশ দত্ত।

প্রধান আলোচক প্রকাশ দত্ত বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রতি বছর ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার এবং ততোধিক ঋণ করে লাখ লাখ কোটি টাকা লুটপাট হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার যে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচেষ্ট, তাতে দেশের শ্রমিক-কৃষক মেহনতি জনগণের কোনো লাভ হবে না। বরং সীমাহীন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মূল্যস্ফীতি-মুদ্রাস্ফীতি, শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি না পাওয়া, জনজীবনের নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি কারণে দুর্ভোগ আরো বেড়ে চলেছে। বিগত সরকারের মতো বর্তমান সরকারও জনগণকে অন্তর্বর্তীকালীনের অজুহাত দেখিয়ে দায়সারা হওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত।'

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৭ ফাল্গুন ১৪৩১

প্লাটিনাম ক্রিয়েশন অ্যান্ড ডিজাইন লিমিটেড

শ্রমিকদের আটকে পেটানোয় কারখানার ৩ কর্মকর্তা গ্রেফতার

যুগান্তর প্রতিবেদন, *ঢাকা উত্তর*

সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বেতন চাওয়ার জেরে ডেকে নিয়ে তিন শ্রমিক নেতাকে আটকে রেখে মারধর করেছে প্লাটিনাম ক্রিয়েশন অ্যান্ড ডিজাইন লিমিটেড কারখানার কর্মকর্তারা। এ সময় সাধারণ শ্রমিকরা সেখানে গেলে তাদেরও মারধর করা হয়। মঙ্গলবারের এ ঘটনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে সেনাবাহিনী। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে তিন শ্রমিক নেতাকেও উদ্ধার করা হয় বলে বুধবার আশুলিয়া থানার এসআই সাইফুল্লাহ আকন্দ নিশ্চিত করেছেন। ভুক্তভোগী শ্রমিক নেতারা হলেন—আশুলিয়া কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, সাধারণ সম্পাদক নাইম শিকদার ও জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ আশুলিয়া কমিটির সভাপতি কামরুল ইসলাম মৃধা। মঙ্গলবার রাতে আশুলিয়ার জিরাবো বড় রাঙ্গামাটিয়া এলাকার ওই কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তরা হলেন—কারখানাটির ডিরেক্টর আরাফাত জান, পিএম মাসুদ রানা ও অ্যাডমিন ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম।

ভুক্তভোগী শ্রমিকরা জানান, কারখানা থেকে ২ মাসের বেতন-পাওনাদি না দিয়েই ৪৫ শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। তারা ফেডারেশনে অভিযোগ করলে সংগঠনের নেতারা কারখানায় আসার কথা বলেন। এরপর কারখানা কর্তৃপক্ষ বেতন দেবে বলে তিন নেতাসহ শ্রমিকদের ভেতরে ডেকে নেয়। একপর্যায়ে মালিকপক্ষের লোকজন ও তাদের ভাড়াকৃত বহিরাগতরা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে শ্রমিক নেতাদের আটকে মারধর করে। সাধারণ শ্রমিকরাও এ সময় মারধরের শিকার হন। অন্যদিকে ফেডারেশনের নেতাদেরও বেধড়ক মারধর করা হয়। এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। এসআই সাইফুল্লাহ আকন্দ বলেন, মামলা হয়েছে। গ্রেফতারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

THE BUSINESS STANDARD
SATURDAY 22.02.2025

Bangladesh's garment sector reforms driven by global supply chain pressure: Debapriya

ECONOMY - BANGLADESH

TBS REPORT

Reforms in South Asian countries like Bangladesh, particularly in its garment industry, have largely been driven by pressure from the global supply chain, according to macro-economist and public policy analyst Debapriya Bhattacharya.

All the reforms that have taken place in the garment industry – in the post-quota phase, in addressing child labour and in ensuring workplace safety after the Rana Plaza tragedy – have been the result of supply chain pressure, he said.

Debapriya, a distinguished fellow of the Centre for Policy Dialogue (CPD), made the remarks speaking at the 8th Sanem Annual Economists' Conference (SAEC) 2025 virtually yesterday.

Debapriya emphasised that Bangladesh's response to global market incentives has also shaped reforms in remittances.

However, he stressed that reforms should be balanced and tailored to sectoral needs, ensuring the development of supply-side capacity. He further said if liberalisation results in Bangladesh merely becoming an import-dependent country, then it has failed to achieve its purpose.

The economist stressed that sustainable reforms should lead to economic diversification, productivity growth, poverty alleviation, and reduced inequality.

"The paper stated that if the South Asian countries do not make the reforms or open up the economy, they will miss the new advantage that will come in the future.

"I am not against reforms, however, if we look into other studies that have been done, under no circumstances countries like Bangladesh or other lower middle income countries will be able to take advantage of so-called new opportunities," the economist added.

Mentioning that some countries are doing good in some cases, Debapriya said, "Even if we do many of the things that have been suggested, are we really ready to do that in a situation when there is such fluidity and flux in the system? The paper talked about economic fragmentation in the global scale, but totally ignored the global frame.

"Sub-regional cooperation could be a solution for low trade problems. This form has been practiced in Bangladesh and elsewhere in the recent past. This is also in line with political alignment. We have gone to Nepal, Bhutan, India and established some form of connectivity."

The keynote session was presented by Dr Franziska Ohnsorge, chief economist for South Asia, World Bank, and delivered a presentation on "Implications of Geoeconomic Fragmentation for South Asia".

While presenting, she said, "Geopolitical differences reduce bilateral trade and investment – but, for now, [there is] mixed evidence on the degree of fragmentation. Geopolitical vulnerability and connectedness is higher for emerging markets and developing economies (EMDEs), lower for trade than finance."

Ohnsorge stated that geopolitical differences are reducing global trade and investment, with emerging markets and developing economies (EMDEs) being the most vulnerable.

বণিক বার্তা সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২৫ ■ ফাল্গুন ১১, ১৪৩১

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ ও ইআরএফের সেমিনারে ব্যবসায়ীরা

গ্যাসের প্রস্তাবিত দাম কার্যকর হলে শিল্প-কারখানা থাকবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শিল্পে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের জন্য গ্যাসের দাম দুই গুণের বেশি বাড়াতে চায় সরকার। এ প্রস্তাব কার্যকর হলে দেশে নতুন কোনো শিল্প গড়ে উঠবে না। সম্প্রসারণ হবে না বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্যের। সার্বিকভাবে দেশে শিল্প-কারখানা থাকবে না। পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ ও ইকোনমিক রিপোর্টারস ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত এক সেমিনারে গতকাল এমন আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন ব্যবসায়ী নেতারা। 'জ্বালানি সহজলভ্যতায় নীতি ও শিল্প প্রতিযোগিতায় প্রভাব' শীর্ষক সেমিনারটি রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত হয়।

জ্বালানি বিভাগের অনুমোদন নিয়ে গ্যাসের দাম বাড়াতে গত ৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)। এ ক্ষেত্রে শিল্পে প্রতি ইউনিট গ্যাসের দাম ৩০ টাকা ৭৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ টাকা ৭২ পয়সা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে পুরো গ্যাস বিল হবে নতুন দামে। তবে পুরনোদের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এ প্রস্তাব আমলে নিয়ে আগামী বুধবার শুনানি ডেকেছে বিইআরসি।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিইআরসির চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ বলেন, 'বর্তমান সরকার গ্যাস সংকট কাটিয়ে উঠতে বেশকিছু উদ্যোগ নিয়েছে।' তবে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে বুধবার শুনানি থাকায় এ বিষয়ে তার বেশি কিছু বলার সুযোগ নেই। তবে তারা (বিইআরসি) যেন যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সে জন্য সব পক্ষের কথা শুনছেন।

গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব প্রসঙ্গে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) বলেন, 'সরকার নতুন শিল্পের জন্য ১৫০ শতাংশ এবং সম্প্রসারণ শিল্পের জন্য ৫০ শতাংশ দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এমন পরিকল্পনার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ; আমরা আর কেউ শিল্প করতে চাই না। তবে বর্তমান শিল্পকে সহায়তা করবেন না, এটা হতে পারে না।'

সস্তা গ্যাসের কারণে দেশে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার নিরাপত্তা দিতে পারছে না। ব্যাংকে সুদের হার বেশি; এনবিআরেও অন্য সমস্যা আছে। এ অবস্থায় অযৌক্তিকভাবে গ্যাসের দাম বাড়ালে উদ্যোক্তারা কেউ নতুন বিনিয়োগ করবে না। বিদ্যমান ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণও হবে না।'

সেমিনারে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, 'গ্যাসের বর্তমান দাম কমানোর উপায় নিয়ে গবেষণা করা দরকার। কমিশন খাওয়ার জন্য স্পট মার্কেট থেকে গ্যাস কিনতে অস্থির ছিল বিগত সরকারের লোকজন। তারা বিদেশে বসে এখনো কমিশন খাচ্ছে। উদ্যোক্তারা মূলত ফেঁসে গেছেন। গ্যাসের দাম বাড়ানো তো দূরে থাক, কমানো না গেলে শিল্প থাকবে না।' সিস্টেমলস কমানোর পাশাপাশি শুল্ক-কর কমিয়ে গ্যাসের দাম কমানোর সুযোগ রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন এ ব্যবসায়ী।

নিট পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের কথা বলে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১১ টাকা ৫৮ পয়সার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে ৩০ টাকা করা হয়। ওই সময় শিল্পে ১৫০-১৭৮ শতাংশ পর্যন্ত দাম বাড়ানো হয়। এরপর গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা আরো খারাপ হয়, পরে প্রকট আকার ধারণ করে।

তিনি বলেন, '২০২২ সালের আগে যে শিল্প ইউনিটে গ্যাস বিল ২ কোটি ১০ টাকা ছিল, মূল্যবৃদ্ধির পর সেটি ৫ কোটি ২৫ লাখ টাকা হয়। প্রস্তাবিত মূল্য কার্যকর হলে সেটি বেড়ে হবে ১৩ কোটি ১৪ লাখ টাকা হবে। এভাবে দাম বাড়তে থাকলে কারখানা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।'

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ হাতেম বলেন, '২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হওয়ার মতো পরিস্থিতি দেশে নেই।' তাই তিনি সরকারকে এ বিষয়ে আরো সময় চাওয়ার অনুরোধ জানান। প্রায় একই কথা বলেন, ইউরোচ্যামের প্রেসিডেন্ট নূরিয়া লোপেজ। তিনি বলেন, 'শুধু রাজনীতিবিদ ও আমলারা প্রস্তুত বললেও বাংলাদেশ উত্তরণের পর্যায়ে নেই।'

ফরেন ইনভেস্টর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ফিকি) সভাপতি জাভেদ আখতার বলেন, 'বিদেশী বিনিয়োগ কম এটি নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার জন্য বিদেশী উদ্যোক্তারা মরিয়া হয়ে নাই। বাংলাদেশ অনেকগুলো বিনিয়োগ গন্তব্যের একটি মাত্র, এটি খেয়াল রাখতে হবে। দেশে জ্বালানির টেকসই ব্যবস্থাপনা ভালো নয়। একই সঙ্গে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি দেশী-বিদেশী উভয় বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করবে।'

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক অধ্যাপক ড. ইজাজ হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশ কখনই জ্বালানি সংকটের বাইরে ছিল না। তবে বর্তমানে এটি দুর্ভিক্ষের দিকে যাচ্ছে। গত ২০১৫-১৬ সালের দিকে দেশে ২ হাজার ৮০০ এমএমসিএফ গ্যাস উৎপাদন হলেও বর্তমানে তা ১ হাজার ৯০০ এমএমসিএফে নেমে এসেছে। এতে যারা বেশি সমস্যায় পড়বে তাদের জন্য কী করা যায়, তা নিয়ে বড় পরিসরে পরিকল্পনা দরকার।'

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাসরুর রিয়াজ। তিনি বলেন, 'এখনকার চ্যালেঞ্জিং সময়ে গ্যাসের দাম দ্বিগুণ করলে পণ্য উৎপাদনের ব্যয় বাড়বে। এতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমবে, নতুন বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একই সঙ্গে সিমেন্ট, ইস্পাত ও সিরামিক খাতে নতুন করে আমদানিনির্ভরতা বাড়বে। ফলে আর্থিক খাতে চাপ পড়বে। কারণ আমদানি বাড়লে বৈদেশিক মুদ্রা বেশি লাগবে। আবার গ্যাসের দাম বাড়ালে অনেক শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে, তখন মন্দ ঋণ বাড়বে।'

সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ইআরএফ সভাপতি দৌলত আকতার মালা। এছাড়া আরো বক্তব্য দেন বিএসআরএমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমীর আলীহোসাইন, ব্যারিস্টার তানিম হোসেন শাওন প্রমুখ।

FEBRUARY 23, 2025
The Daily Star
FOUNDER EDITOR: LATE S. M. ALI

Relocate risky factories from Old Dhaka

The apathy of our authorities is risking countless lives

It is appalling that hazardous chemical warehouses and factories in Old Dhaka have yet to be relocated, despite repeated assurances following several devastating fires that have claimed hundreds of lives. Over the past 15 years, multiple tragic fires have erupted in Old Dhaka, causing massive property damage and affecting thousands of lives due to the presence of highly flammable substances. After each incident, authorities have promised to relocate these dangerous warehouses and factories. However, those promises remain unfulfilled, leaving residents of these congested neighbourhoods in constant fear.

After the devastating Nimtoli fire in June 2010, which claimed 126 lives, the government initiated four projects to relocate the chemical, plastic, printing, and electronics industries from Old Dhaka. Fourteen years later, all but one of these projects remain incomplete, reportedly due to bureaucratic red tape and complications with land acquisition. Even the Churihatta fire in Chawkbazar, which killed at least 71 people on February 20, 2019, failed to prompt authorities to expedite the relocation process. In fact, the authorities have not even updated the list of chemical warehouses in Old Dhaka.

A 2019 survey by the Dhaka South City Corporation (DSCC) identified 1,924 chemical warehouses in Old Dhaka, with 98 percent classified as "moderately risky." However, locals believe the actual number is much higher, as many residential buildings are rented out as warehouses due to lax monitoring by the authorities. According to the Bangladesh Environment Conservation Rules of 1997, industrial units using hazardous chemicals or goods are prohibited from operating in or near residential areas. Following the Nimtoli fire, the DSCC stopped issuing new licenses and renewing old ones for chemical businesses in Old Dhaka. Then, after the Churihatta fire in 2019, the DSCC ceased all chemical trade licensing under its jurisdiction. However, these measures have had little practical impact.

Meanwhile, chemical traders argue they cannot relocate unless the government ensures their resettlement, as outlined in a Memorandum of Understanding signed in 2017. The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation has made 73 percent progress in constructing a Chemical Industrial Park in Sirajdikhan, Munshiganj. Additionally, a temporary project in Shyampur, completed in June 2024, provides space for 54 warehouses. However, these efforts have made little headway in relocating chemical warehouses and factories from Old Dhaka. Similarly, the relocation of plastic and other industries has been slow, plagued by the same bureaucratic delays.

All of this demonstrates an unwarranted apathy on the part of our authorities, putting countless lives at risk for no reason. The fact remains that Old Dhaka is a ticking time bomb due to its congestion and the presence of highly flammable substances. And it is entirely unacceptable for the relocation of these chemical warehouses and factories to take nearly 14 years. The authorities must take immediate action to free the residents of Old Dhaka from such extreme risks.

শোভন কাজ

সময়ের আলো শুক্রবার। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বেক্সিমকোর ১৪ কারখানা স্থায়ী বন্ধ, সব শ্রমিক ছাঁটাই

সরকারকে গুনতে হবে ৫২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা

● গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর মহানগরীর সারাব এলাকার বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেল বিভাগের ১৪টি কারখানা ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ ছাড়া বন্ধ কারখানার সব শ্রমিককে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গত বুধবার প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্বাক্ষরিত এক নোটিসে ওই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন জানান, ৯ মার্চ থেকে এসব প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ শুরু হবে। নিয়মের বাইরে গিয়ে বেক্সিমকোকে ঋণ দেওয়ায় জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তাদেরও 'আইনের আওতায়' আনা হবে বলে জানান তিনি। শ্রমিক, কর্মচারীদের পাওনা বাবদ সরকারকে খরচ করতে হবে ৫২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা।

বেক্সিমকোর নোটিসে লেখা রয়েছে, গাজীপুরে অবস্থিত বেক্সিমকো লিমিটেড (ইয়ার্ন ইউনিট-১ ব্যতীত) ও এর সংশ্লিষ্ট অপর ১৩টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৪টি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শ্রমিকদের বিশেষ অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, কারখানায় কোনো কাজ না থাকার কারণে গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর এবং ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১৮) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক কারখানাগুলোর লে-অফ ঘোষণা করা হয়। কোনোভাবেই কাজের সংস্থান না থাকায় কারখানাগুলো ১৬(৭) ধারা এবং তদনুযায়ী ২০(৩) ধারা মোতাবেক কারখানার সব শ্রমিককে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ছাঁটাই করা হলো এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর সব কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ঘোষণা করা হলো। ছাঁটাই করা সব শ্রমিককে আইন ও বিধি অনুযায়ী তাদের প্রাপ্য দেওয়া হবে। এই প্রাপ্য পাওনাদি আগামী ৯ মার্চ থেকে পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করা হবে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর সালমান এফ রহমান গ্রেফতার হন। অনেক ব্যাংকের সঙ্গে বেক্সিমকোর লেনদেন থাকলেও শুধু জনতা ব্যাংকে ঋণপত্র খোলা হতো। জনতায় গ্রুপটির ২৩ হাজার ৫৫৭ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে বড় অংশই এখন খেলাপি। গ্রুপটির ঋণ একক ঋণগ্রহীতার সীমাও অতিক্রম করায় বেক্সিমকোর নতুন করে ব্যাংক ঋণ নেওয়ার পথও বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে নিয়মিত বেতন-ভাতা দিতে না পারায় বেক্সিমকো গ্রুপের একাধিক কারখানায় শ্রম অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকদের মাসিক বেতন ৬০ কোটি টাকা আর কর্মকর্তাদের বেতন ১৫ কোটি টাকা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ব্যাংক কোম্পানি আইনের দুটি ধারা শিথিল করে জনতা ব্যাংকের মাধ্যমে বেক্সিমকোর কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য ঋণের ব্যবস্থা করে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। সম্প্রতি হাইকোর্টে এক রিটের শুনানিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১৬টি ব্যাংক ও ৭টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বেক্সিমকোর ৭৮টি প্রতিষ্ঠানের দায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি হয়ে গেছে প্রায় ৩২ হাজার কোটি টাকা।

গত ১৫ ডিসেম্বর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বেক্সিমকোর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা-সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পর বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি কারখানা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। বন্ধের কারণ হিসেবে সরকার জানায়, কারখানাগুলোতে অর্ডার না থাকা ও ব্যাংকে ঋণখেলাপি থাকায় প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে না।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চল পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম বলেন, কারখানা এলাকায় কোনো শ্রমিক অসন্তোষ নেই। শান্তিপূর্ণ অবস্থান রয়েছে। সেখানে অতিরিক্ত পুলিশও মোতায়েন রয়েছে। বেক্সিমকোর শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ প্রসঙ্গে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা জানান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ৩২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কেন্দ্রীয় তহবিলের বিভিন্ন হিসাব থেকে ২০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। বেক্সিমকো গ্রুপের পাওনাদারদের মধ্যে শ্রমিক রয়েছেন ৩১ হাজার ৬৭৯ জন। আর কর্মচারী রয়েছেন ১ হাজার ৫৬৫ জন। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বেক্সিমকো শিল্প পার্কের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বেক্সিমকোর ১৪ কারখানা স্থায়ী বন্ধ

গঠন করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়সংক্রান্ত বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী এই ছয় সদস্যবিশিষ্ট কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। এ কমিটিতে সদস্য হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), বাংলাদেশ ব্যাংক ও অ্যাটর্নি জেনারেলের প্রতিনিধিসহ বেক্সিমকো লিমিটেডের রিসিভার। কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান। শ্রম উপদেষ্টা জানান, ৯ মার্চ থেকে বেক্সিমকো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রম উপদেষ্টা বলেন, বেক্সিমকো শিল্প পার্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ২০০৮-২০২৪ সাল পর্যন্ত জনতা ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নিয়মের বাইরে গিয়ে ঋণ প্রদানের জন্য দায়ী ও জড়িত কর্মকর্তা, ব্যাংকের বোর্ড সদস্য, কোম্পানি বোর্ড সদস্য, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্য সবার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যারা এই টাকা দেওয়ায় জড়িত, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে এবং মামলা হবে। সাখাওয়াত হোসেন আরও বলেন, ঋণ প্রদানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা যেন দেশের বাইরে যেতে না পারেন, সে জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হবে। সবাই ব্যাঙের ছাতার মতো পোশাক কারখানা খুলেছে; ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে। তার রপ্তানি আছে কি না, সেটি ব্যাংকগুলোও দেখেনি। উপদেষ্টা প্রশ্ন তোলেন, একটা ব্যাংক হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ দিয়ে দিল! সে দেখবে না, কী আছে, কী নেই? বাংলাদেশ ব্যাংকের লোক ছিল না? হোয়ার দ্য ব্যাংকার্স? বেক্সিমকোর নামি-বেনামি প্রতিষ্ঠানের কাছে ব্যাংকগুলোর প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা পাওনা রয়েছে বলে বিভিন্ন সময় সংবাদমাধ্যমে এসেছে। উপদেষ্টা সাখাওয়াত হোসেন বলেন, কালকের মিটিংয়ে আমরা কঠোরভাবে বলেছি, শুধু বেক্সিমকো নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। এই টাকাগুলো দিল কে? এত ভয়! চাইল আর ৪০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে দিলেন। অর্থ মন্ত্রণালয় তদন্ত করবে। ব্যাংকের অফিসার হোক, কর্মকর্তা হোক আর কর্মচারী হোক; তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া হবে। তিনি বলেন, মনে করার কারণ নেই যে, লোকজন বিদেশে চলে গেছে। বিদেশে যারা গেছে, তারা হয়তো দেশে এসে মামলা-মোকাবিলা করবে। অন্যথায় তারা বিদেশে থেকে নন গ্রাটা হবে। দরকার হলে তাদের পাসপোর্ট বাতিল করার জন্য আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করব। আমরা এভাবে তাদের ছেড়ে দিতে পারি না, যারা এতগুলো শ্রমিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে।

NEWAGE

TUESDAY, FEBRUARY 25, 2025,

INDIAN YARN IMPORTS

Textile millers demand anti-dumping duty

Staff Correspondent

BANGLADESHI textile millers have urged the government to impose anti-dumping duties on Indian yarn to protect the country's textile industry.

They said that Indian mills were a threat to Bangladesh's textile industry because they sold yarn and fabric at prices lower than production costs.

If this continues, they warned, the textile sector could suffer the same fate as jute mills.

They made these remarks during a special press conference organised by the Bangladesh Textile Mills Association in the capital Dhaka on Monday.

According to the Customs Act, 1969, if goods are exported from any country or territory to Bangladesh at less than the normal value, the government may impose an anti-dumping duty.

The textile millers said that the Bangladesh government reduced the incentive on textiles to 1 per cent while the overall incentive on Indian textile exports stood at 3.88 per cent.

In Bangladesh, the production cost per kilogram of yarn is about $4, while it stands at $2.9 after counting all incentives and other facilities.

For this reason, Indian manufacturers are exporting yarn to Bangladesh at dumping prices, which is severely threatening the country's 500 textile millers.

Showkat Aziz Russell, president of the BTMA, said that despite a surge in RMG exports, the country's textile mills were operational at 50-60 per cent of their capacity.

'The reason behind this is that the Indian millers are selling yarn to Bangladesh at less than the production costs or at dumping price,' he added.

He also said that the imports of yarn through land ports had further worsened the situation, as the country's land ports did not have adequate scanners and infrastructural strength to measure and test yarn.

'Some importers open letters of credit to import 30-count yarn, but they bring 60 or 80-count yarn through land port,' he said, adding that there had been no issues in importing yarn through seaports.

Responding to a question, he said that every country had its anti-dumping policy. Other countries can make quick decisions in this regard, but Bangladesh's government is slow to act, he added.

'The government has to act quickly. It will do nothing if the government started to take action after the industries were hampered,' he said.

He said that the import of the yarn through land port witnessed a surge of 40-60 per cent in 2024 compared with that in 2023, which badly impacted the country's textile sector.

BTMA vice-president Abul Kalam said that the previous government opened yarn imports through land ports to serve the interests of the neighbouring country.

He stated that yarn imports through land ports were stopped during the BNP government's time.

BTMA vice-president Saleudh Zaman Khan Jitu said that the yarn usually came to Bangladesh from Gujarat or Tamil Nadu, not Kolkata, so there was no fact of lead time for getting raw materials.

The textile millers said that local mills held Tk 8,000-10,000 crore worth of yarn because the exported items were sold at lower prices in Bangladesh.

কালের কণ্ঠ
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ । ১৫ ফাল্গুন ১৪৩১
২৮ শাবান ১৪৪৬

সহিংসতার শিকার ৭০% নারী

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের ৭০ শতাংশ নারী জীবনে একবার হলেও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। গত এক দশকে নারীর প্রতি যৌন সহিংসতা বেড়েছে ১.৩ শতাংশ। ২০১৫ সালে যৌন সহিংসতার হার ছিল ২৭.২ শতাংশ, ২০২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮.৫ শতাংশ।

গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রকাশিত ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন সার্ভের প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে আসে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বিবিএসের অডিটরিয়ামে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

জরিপে চার ধরনের সহিংসতার তথ্য তুলে ধরা হয়। এগুলো হচ্ছে শারীরিক সহিংসতা, যৌন, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সহিংসতা।

জরিপের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বেশির ভাগ নারী তাঁদের জীবনসঙ্গী বা স্বামীর সহিংসতার শিকার।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সহিংসতার শিকার নারীদের মধ্যে মাত্র ৭.৪ শতাংশ আইনের আশ্রয় নেন। বাকি ৯৩.৬ শতাংশ নারী এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেন না। এ ছাড়া সহিংসতার শিকার ৬৪ শতাংশ নারী তাঁদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সহিংসতার কথা কারো সঙ্গে শেয়ার করেন না।

প্রতিবেদনে বলা হয়, নারীর প্রতি সহিংসতা বাংলাদেশে এতটাই প্রকট যে প্রায় ৭০ শতাংশ নারী তাঁদের জীবদ্দশায় অন্তত একবার হলেও শারীরিক, যৌন, মানসিক ও অর্থনৈতিক সহিংসতার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের শিকার হয়েছেন। ৪১ শতাংশ নারীর ক্ষেত্রে গত ১২ মাসে এই সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য

- ৫৪% নারী জীবনসঙ্গী বা স্বামীর সহিংসতার শিকার
- যৌন সহিংসতা বেড়েছে ১.৩%
- আইনি পদক্ষেপ নেন ৭%
- মুখ বুজে সহ্য করেন ৯৩%
- ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথার অজুহাতে নারীরা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের শিকার

এসব পরিসংখ্যান জাতিসংঘের মানসম্পন্ন পরিমাপের ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা বিশ্বব্যাপী নারীর প্রতি সহিংসতার বিস্তার পর্যবেক্ষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এমন সহিংসতামূলক আচরণ অন্তর্ভুক্ত করলে এই সহিংসতার ব্যাপকতা আরো বেশি হয়।

বিবিএস জানিয়েছে, উত্তরদাতা নারীদের অর্ধেকেরও বেশি (৫৪ শতাংশ) জীবদ্দশায় তাঁদের স্বামীর দ্বারা শারীরিক অথবা যৌন সহিংসতা বা উভয় সহিংসতার সম্মুখীন হলেও ১৬ শতাংশ নারী গত ১২ মাসে এ ধরনের সহিংসতার মুখোমুখি হয়েছেন। এ ছাড়া নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণ এবং মানসিক সহিংসতা সর্বাধিক সংঘটিত সহিংসতার ধরন হিসেবে পাওয়া গেছে। ফলে এটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

জরিপে জীবনসঙ্গী বলতে বর্তমান বা সাবেক স্বামী এবং 'নন-পার্টনার' বলতে বর্তমান বা সাবেক স্বামী ছাড়া উত্তরদাতার ১৫ বছর বয়সের পর থেকে জীবনের যেকোনো সময়ে সংস্পর্শে আসা যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

জরিপে দেখা যায়, নারীদের অন্য কারো তুলনায় তাঁদের স্বামীর কাছ থেকে শারীরিক সহিংসতার শিকার হওয়ার আশঙ্কা তিন গুণ বেশি এবং যৌন সহিংসতার শিকার হওয়ার আশঙ্কা ১৪ গুণ বেশি। এতে প্রতীয়মান হয়, বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শারীরিক ও যৌন সহিংসতার ঝুঁকি অত্যধিক বেশি।

জীবনসঙ্গী বা স্বামীর সহিংসতার মাত্রা বেশি হলেও সহিংসতার শিকার নারীদের প্রায় ৬৪ শতাংশ এসব কথা কাউকে কখনো বলেননি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিবারের সুনাম রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষা, সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ এবং এ ধরনের সহিংসতা স্বাভাবিক বলে মনে করার প্রবণতাসহ বিভিন্ন কারণ থেকে মূলত এই নীরবতা।

জরিপ প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমিন এস মুরশিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ, এনডিসি এবং পরিসংখ্যান ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব আলেয়া আক্তার। ২০২৪ সালের নারীর প্রতি সহিংসতাবিষয়ক জরিপের

সহিংসতার শিকার ৭০% নারী

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মূল ফলাফল উপস্থাপন করেন বিবিএসের প্রকল্প পরিচালক ইফতেখাইরুল করিম।

অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ বলেন, মানসিকতার কারণে ভায়োলেন্স বাড়ে। ইউরোপ-আমেরিকার মতো জায়গায়ও নারীর প্রতি সহিংসতা রয়েছে। তাই নারীর প্রতি সহিংসতা কমাতে মানসিক পরিবর্তন দরকার।

যৌন সহিংসতা সবচেয়ে বেশি শহরে। শহরে এই হার ৩১.৩ শতাংশ নারী। গ্রামে ২৮ শতাংশ নারী তাঁর জীবনে একবার হলেও যৌন সহিংসতার শিকার হন বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। অন্যদিকে গত ১২ মাসে ৮.৯ শতাংশ নারী যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথার অজুহাতে নারী লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের শিকার : বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)-আয়োজিত 'নারী, উত্তরাধিকার ও পারিবারিক সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার' শীর্ষক কর্মশালায় নারী নেত্রীরা বলেছেন, সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ২৮ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সব নাগরিকের জন্য সমান অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করেছে রাষ্ট্র। তবু নারীরা উত্তরাধিকার ও পারিবারিক সম্পত্তিতে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথার অজুহাতে নারীরা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাবর রোডের বিএনপিএস সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালা সঞ্চালনা করেন বিএনপিএস পরিচালক শাহনাজ সুমী। বক্তৃতা করেন গ্রাম বিকাশ সহায়তা কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া পদকপ্রাপ্ত মাসুদা ফারুক রত্না, পার্লামেন্ট নিউজ সম্পাদক সাকিলা পারভীন, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড লবির পরিচালক (লিগ্যাল) দিপ্তী শিকদার, বরিশালের আভাসের নির্বাহী পরিচালক রহিমা সুলতানা কাজল, রংপুরের সিড-এর নির্বাহী পরিচালক সারথী রানী সাহা, কক্সবাজারের অগ্রযাত্রার নির্বাহী পরিচালক মো. হেলাল উদ্দীন প্রমুখ। কর্মশালায় বক্তারা বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো দেশের সব নারীর জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা, যা হবে দেশের উন্নয়ন ও ন্যায্যতার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

DHAKA MONDAY FEBRUARY 24, 2025
FALGUN 11, 1431 BS
The Daily Star

Allowing more women to workforce key to growth

STAR BUSINESS REPORT

Bangladesh's economic growth could face significant challenges unless obstacles to women's participation in the labour market and vocational training are effectively addressed, said Tuomo Poutiainen, country director of the International Labour Organisation (ILO) for Bangladesh.

Gender imbalances and restrictions on women's access to diverse job opportunities may hinder the country's overall progress, he said.

He made the comments at a session titled "Setting the Labour Market Priorities Right for Bangladesh" on the third day of the eighth SANEM Annual Economists' Conference, organised by the South Asian Network on Economic Modeling (SANEM) at the capital's Brac Centre Inn.

Poutiainen further stressed that job creation should be driven through collaborative efforts between the public and private sectors, with foreign direct investment playing a significant role.

"True reform in the private sector is essential to create a path for quality jobs for Bangladeshi graduates."

There is no job that women cannot do but men can, he said.

"We must overcome the mental block that creates obstacles for women in the labour market," he added.

Syed Sultan Uddin Ahmmed, executive director of the Bangladesh Institute of Labour Studies, said, "We can't reform labour rights in isolation; it must be linked to skill development, education, and industry associations."

"Without a living wage, we cannot ensure decent jobs for everyone," he added.

Bangladesh's labour policies are largely shaped by international influences while domestic priorities remain overlooked

Bangladesh's labour policies are largely shaped by international influences while domestic priorities remain overlooked, he said.

He added that the country's own workforce needs and labour rights concerns are often sidelined, as global stakeholders play a dominant role in policy decisions.

Iyanatul Islam, adjunct professor at the Griffith Asia Institute at Griffith University, Australia, said excessive regulations can hinder job creation, but well-designed policies, including minimum wages, effectively protect workers and promote equity.

He also highlighted the need for a strong foundation in labour economics, stating, "If you want to justify minimum wages, safe working conditions, and policies addressing gender disparities in Bangladesh, we need analytically robust and empirically credible labour economics."

Kazi Iqbal, senior research fellow at the Bangladesh Institute of Development Studies, addressed the 13 percent graduate unemployment rate in Bangladesh, attributing it to an oversupply of unskilled tertiary graduates and a lack of technical education.

He stressed the need for expanding affordable polytechnic institutes and targeted skill development programmes to better align the workforce with market demands.

Iqbal pointed out the mismatch between education and industry needs, noting, "There is an oversupply of tertiary graduates in Bangladesh, which is incompatible with the structure of the industry and the country's needs."

Bangladesh's growth has surpassed 6 percent, but labour market performance remains weak, with rising unemployment, increased self-employment, and declining real wages, said Radhicka Kapoor, senior employment specialist at the Decent Work Team for South Asia of the ILO, during her keynote presentation.

Rural female labour force participation surged from 36 percent to 52 percent, adding 4.2 million women.

Youth employment is higher, with educated youth favoured, she added.

Formal paid job growth is minimal, fuelling demand for government jobs. Labour-displacing technology and shifts from high- to low-productivity sectors further strain job creation, she said.

Productivity growth has outpaced real wage growth, while exports and investment as GDP shares are falling. Addressing these challenges requires industrial policy reforms, increased government expenditure, infrastructure development, and a focus on employment-driven growth, she added.

শোভন কাজ

THE BUSINESS STANDARD FRIDAY 28.02.2025

500 RMG factories at risk of unrest over wages, bonuses before Eid-ul-Fitr

RMG - BANGLADESH

JASIM UDDIN

Intelligence report pinpoints factories based on their financial assessments

As many as 500 readymade garment (RMG) factories have been identified as at risk of facing unrest over the payment of wages and festival allowances ahead of Eid-ul-Fitr, according to commerce ministry sources.

An intelligence report based on factory financial assessments and submitted to the commerce ministry has pinpointed 500 factories facing potential difficulties, ministry officials have told TBS.

The report, seen by The Business Standard, also noted that about 200 factories are under close monitoring of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), industrial police and other intelligence agencies.

The report noted that 36 factories have been identified as highly vulnerable to worker unrest and may require financial support to pay their employees' wages and festival allowances on time before the holidays.

According to BGMEA officials, some factories are facing financial difficulties due to several reasons, including last year's worker unrest, energy crisis and order shortages.

The association has already formed 15 teams to monitor the industrial law and order situation in the lead-up to Eid-ul-Fitr, which will be celebrated at the end of March.

At the same time, it plans to request factory owners to pay workers' Eid bonuses before the holidays.

The officials also mentioned that this year they will request factory owners to pay workers half of their March salary before the Eid vacation. However, this will depend on each factory's financial capacity, they say.

The BGMEA officials say the request is likely to be made during a tripartite committee meeting involving the government, labour leaders and association leaders during Ramadan.

As per labour law, factory owners must pay workers' wages within seven working days of the following month.

According to the BGMEA, a total of 28 factories have failed to pay their workers' January salaries, and two factories have not cleared December salaries as of Thursday evening.

Another intelligence report

Another state-run intelligence report seen by TBS mentions that about 170 factories employing over 186,000 people are at high risk regarding paying workers' Eid bonuses and monthly wages before the holidays.

Approximately 68,000 workers are employed at 41 of these factories in the Gazipur industrial zone.

The highest number of 57 factories are located in the Savar-Ashulia industrial zone, where over 60,000 people are employed.

The second highest number of 42 factories are located in the Dhaka zone, employing over 26,000 people.

The Chittagong zone has 17 factories with over 9,000 workers. Seven factories in Narayanganj, four in Mymensingh and two factories in Tangail's Ghatail employ over 8,500, 3,300 and 8,000 people respectively.

The report mentions that of the 170 factories, 128 have BGMEA membership while 16 are Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) members and only four textile mills are associated with the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA).

Nine factories are under the Bangladesh Export Zone Authority (Beza) and 13 are from other industries.

What have BGMEA, Industrial Police done?

According to BGMEA officials, as in previous years, the Ministry of Home Affairs will hold a law and order meeting at the Secretariat ahead of Eid-ul-Fitr. The meeting, to be chaired by the home affairs adviser, will focus on ensuring the timely payment of wages and bonuses to workers.

Additionally, the Ministry of Labour will convene a tripartite meeting to issue directives for the disbursement of wages and bonuses before the Eid holidays.

To facilitate the process, a 30-member BGMEA team, divided into 15 groups, has identified several factories facing challenges and is working to resolve issues through discussions with workers.

To ease traffic congestion on highways, the BGMEA will request all its member factories to grant leave in phases. Factory owners will coordinate holiday schedules with their shipment plans and submit advance reports accordingly.

Furthermore, various state intelligence agencies are keeping certain self-proclaimed labour leaders under surveillance. These individuals have previously attempted to incite labour unrest by turning minor issues into major concerns.

The BGMEA has decided to set up a central control room on the ground floor of its headquarters.

Greater Dhaka has been divided into 15 zones, each with a committee comprising assistant directors, factory owners and BGMEA officials. These committees will work to prevent and resolve labour unrest in their respective areas.

Solutions are being devised based on the nature of the problems. To address these concerns, 15 BGMEA monitoring teams are working in the field round the clock.

As in previous years, the BGMEA is engaging with labour leaders to prevent any untoward incidents, labour unrest or disruption in the export-oriented garment industry. The meeting will be attended by the relevant adviser, secretary and representatives of law enforcement agencies.

Regional crisis committee

The government has formed a regional crisis committee comprising local public representatives, the Ministry of Labour, BGMEA, BKMEA, law enforcement agencies and labour leaders.

Additionally, to ensure a smooth disbursement of wages and allowances and facilitate the safe travel of workers during the Eid season, the BGMEA has urged the relevant district administrations and law enforcement agencies to take necessary measures.

According to a recent audit report by Hoda Vasi Chowdhury & Co, the BGMEA has 1,806 active member factories.

Of the active members, 1,482 are from the Dhaka zone and 324 are from the Chattogram zone.

Financial support

Talking with TBS, BKMEA President Mohammad Hatem emphasised that banks must cooperate with factory owners to help them pay workers.

Citing an example, he said, "Recently, we communicated with the authorities to facilitate the release of Mahmud Denim's pending cash incentive of Tk8.30 crore to pay its workers. Unfortunately, one bank adjusted the amount against its pending payments."

The country's exporters have pending cash incentive claims of over Tk5,000 crore. The Ministry of Finance should take the initiative to release these funds as it would help the workers receive their wages and Eid benefits before the holidays.

The BKMEA president also mentioned that the association would write to the ministry, requesting the release of the funds by the second week of Ramadan.

Hatem added, "As we know, the interim government is pro-worker, and we hope it will take immediate steps to address these issues."

THE FINANCIAL EXPRESS February 27, 2025

Home-based RMG workers largely invisible: BLF Study

MONIRA MUNNI

Home-based garment workers, who mostly work on a piece-rate basis for export-oriented apparel factories across the country, especially the subcontracting ones, remain largely invisible, according to a latest study.

These workers are unorganised and lack bargaining power, often unaware of labour laws, wages and working conditions, leading them to accept unfair terms and endure poor working conditions, long hours, and delayed payments, frequently involving middlemen.

The majority, or 50.6 per cent, of the surveyed workers left factories for reasons like pregnancy, child-care responsibility, marriage, high work pressure, factory closure, long working hours, workplace abuse or harassment and automation.

The findings of the report styled 'Assessment on the Socio-economic Condition of Home-based Ready-made Garment Workers in the RMG Supply Chain' by the Bangladesh Labour Foundation funded by Oxfam and the European Union were presented at a city hotel on Wednesday.

"About 93.6 per cent of the surveyed workers are working on a piece-rate basis, while the average piece rate is Tk 5.25 (ranging from Tk 0.60 to Tk 30). And the average monthly salary ranges between Tk 4,000 and Tk 5,000," shares Mir Mohammad Ali, lead researcher and assistant professor in aquaculture at Sher-e-Bangla Agricultural University.

Almost all or nearly 99 per cent of workers are paid in cash with no bargaining power over wages in fear of losing works, according to him.

Many workers and their families are illiterate or less literate, with little understanding of health, safety and gender-related issues at work, the researcher says, adding that this vulnerability is compounded by a lack of organising skills and official recognition.

Furthermore, the government is still to ratify ILO Convention 177, he notes while explaining to address these pressing issues.

The BLF conducted the study on 362 home-based garment workers who work for export-oriented apparel factories mostly subcontracting ones.

The BLF shows about 15,000 home-based workers are rife at Ashulia, Savar and Gazipur industrial zones, while county data is unavailable with possibility of existence of such workers in Narayanganj, Chattogram and Tangail.

About 80 per cent of the workers are climate-displaced migrants, while only 15.5 per cent migrated for family reasons and the rest 7.5 per cent are staying in their native homes like Gazipur areas.

Around 55 per cent of the surveyed workers engage in seasonal work (five to six months yearly), while 45 per cent work regularly, with higher rates in Ashulia and Gazipur, according to the study.

The average working hour is 6.89 hours per day, with a maximum of 13 hours and a minimum of 2 hours, it revealed.

The study also found 12 types of work they performed, including hand stitching, tipping, stone work, linking, mending, crocheting, embroidery, lace and button work, stickers, sequin work and cutting thread.

Again, 93 per cent of the workers in question are women, mostly married, with over 50 per cent being young adults.

They mostly depend on middlemen who take a substantial share of their earnings, further limiting fair wage distribution, disclose the findings.

The supply chain is dominated by subcontractors (53 per cent) and vendors (35 per cent) with factories directly managing only 18.8 per cent of work orders.

Workers typically receive orders on a piece-rate basis with 93.6 per cent paid per piece and only 6.4 per are found receiving fixed monthly salaries.

The study also revealed that their workplace safety remains inadequate, with limited access to protective equipment and first-aid facilities and they face limited access to healthcare, relying mostly on pharmacies and public hospitals.

Most workers operate from home, often involving family members in production.

Addressing the event, labour secretary AHM Shafiquzzaman acknowledged the vital contribution of these workers and, on behalf of the government, pledged to prioritise their formal recognition.

He stressed that the apparel sector trade body-BGMEA-should ask its members especially those do subcontracting to offer work orders to licensed vendors to initially ensure better pay.

He also accentuated the need for collaborative efforts, calling upon civil-society organisations, development partners and trade unions to support.

Speakers stressed the importance of recognising home-based workers within the formal labour framework and emphasised the need for policy interventions to safeguard their rights and the necessity to ensure fair wages and improved working conditions for such workers in alignment with global labour standards.

They also pressed for ratifying ILO Convention 177.

The report's recommendations included legal recognition and protection, expanding DIFE inspection to subcontracting factories and home-based garment workers in the RMG sector.

It also called for buyers to adopt fair pricing strategies that enable suppliers to pay living wages to all workers.

Vanessa, Contract Management, OXFAM Australia, AKM Nasim, member of Labour Reform Commission and AKM Ashraf Uddin, executive director of the BLF, among others, spoke there.

munni_fe@yahoo.com

বণিকবার্তা
মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ২৫, ২০২৫ ■ ফাল্গুন ১২, ১৪৩১

গৃহকর্মীদের অবসর জীবনের নিশ্চয়তার সুপারিশ করবে শ্রম সংস্কার কমিশন

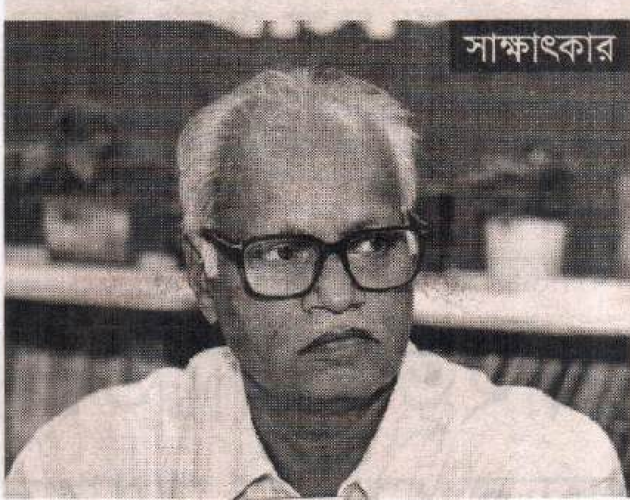

সাক্ষাৎকার রাজেকুজ্জামান রতন

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক **রাজেকুজ্জামান রতন**। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে কাজ করছেন। একাধারে তিনি শ্রমিক নেতা, লেখক ও শ্রম খাতের বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। একই সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের একজন সদস্য। শ্রম আইন, শ্রমিক অধিকার, গৃহকর্মী সুরক্ষা নীতি এবং শ্রম সংস্কার কমিশন নিয়ে কথা বলেছেন *বণিক বার্তার* সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **এবিএস ফরহাদ**

শ্রম খাতের অন্যতম একটি অংশ গৃহকর্ম বা কেয়ার ওয়ার্ক। এ কাজে নিয়োজিত গৃহকর্মীদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাষ্ট্রের উদাসীনতার কারণ কী?

শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী দেশের শ্রমশক্তির পরিমাণ ৭ কোটি ৩৭ লাখ। এ শ্রমশক্তি বিভক্ত হয়ে আছে ৪০৫ ধরনের কাজে। সেখানে সরকার মজুরি বোর্ড গঠন করেছে ৪৬টি খাতে। বাকিগুলো সরকারি হিসাবে নেই। অর্থাৎ তারা কাজে আছে কিন্তু স্বীকৃতিতে নেই। রাষ্ট্র প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমজীবীদের নিয়ে চিন্তা করে। এর পরিমাণ শ্রমশক্তির মাত্র ১৫ শতাংশ। বাকি ৮৫ শতাংশের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। আরেকটি বিষয় হচ্ছে সমাজে যে কাজগুলো সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেখানে অপমানও বেশি। যেমন পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও গৃহকর্মীরা সমাজে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। আমরা শ্রমিকদের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করি। সমাজের একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হচ্ছে যে শ্রমিকের ঘামে সমাজটা টিকে আছে, তাকে পায়ের নিচে রাখার প্রবণতা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেশের শ্রমশক্তির বড় একটি অংশ গৃহকর্মে যুক্ত আছে। এর পরিমাণ ২০ থেকে প্রায় ৪০ লাখ। এ গৃহকর্মীরা দেশের অর্থনৈতিক প্রবাহকে সচল রাখে। সরকারকে ৩ হাজার কোটি টাকা ভ্যাট হিসেবে দেয়। অন্যদিকে গৃহকর্মীদের নীরব ভূমিকা অন্যদের সরব থাকতে সহযোগিতা করে। এখানে কাজ করছে শ্রম সংস্কার কমিশন। তাদের সমাজের স্বীকৃতির জায়গায় নিয়ে আসতে চাই। সংস্কার কমিশন মনে করে এখানে সমাজের অবজ্ঞা, রাষ্ট্রের অবহেলা ও গৃহকর্মীদের সংগঠিত হওয়ার দুর্বলতা আছে। অবজ্ঞা, উদাসীনতা ও দুর্বলতা খাতটিকে জটিল করে রেখেছে। সমাজের একজন মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তাদের কাজের মর্যাদা, মজুরির নিশ্চয়তা, কর্মকালীন সুরক্ষা এবং অবসরে বাকি জীবনের নিশ্চয়তা এসব বিষয় কমিশনের সুপারিশে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছি আমরা।

এ কর্মে নিয়োজিতদের জন্য গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ কতটুকু কার্যকর হয়েছে এবং রাষ্ট্র এখানে কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

আমাদের গৃহকর্মী সুরক্ষা নীতিমালা হয়েছে। নীতিমালা একটি সদিচ্ছা। নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে আইন তৈরি হয়। আইন প্রয়োগে বিধিমালার প্রয়োজন। নীতিমালা, আইন ও বিধিমালার সমন্বয়ে আইন কার্যকর হয়। দেশে রাষ্ট্র নীতিমালা করেছে, আইন করেনি। যার কারণে বোঝা যাচ্ছে রাষ্ট্র দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে না। সমাজ দুটি জায়গায় ভয় পায়। প্রথমত গৃহকর্মীদের আইনের আওতায় আনলে তারা কি মজুরি ও অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হবে? সমাজ চায় তাদের অধিকার না দিয়ে কাজে লাগাতে। এটি সমাজের সুবিধাবাদী মানসিকতা। দ্বিতীয়ত আর্থিক বিষয়। আবার শ্রম আইনেও গৃহকর্মীদের সুরক্ষা দেয়া হয়নি। অথচ আইনের ভূমিকায় বলা হয়েছে সবার জন্য প্রযোজ্যের কথা। আবার আইনের একটি উপধারায় বলা হয়েছে গৃহকর্মীরা আইনের সুরক্ষায় পড়বে না। তাহলে রাষ্ট্রই প্রথমে আইনে তাদের সুরক্ষা দেয়নি। আইনে সুরক্ষা না দিলে অধিকারের সুরক্ষা আর থাকে না। সমাজও এ পেশার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেবে না কিন্তু প্রয়োজনীয়তা আছে। যার ফলে স্বীকৃতি না দিয়ে প্রয়োজনীয়তা দেখার অদ্ভুত এক জটিলতা আছে সমাজে। এটা ভাঙতে দরকার আইন। কিন্তু রাষ্ট্র সেখানে উদাসীনতা দেখাচ্ছে। যার কারণে এখনো আমরা এটিকে আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি।

শ্রম খাতের অংশ হওয়া সত্ত্বেও এ পেশাকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ও আইনে অন্তর্ভুক্তির পথে কী কী বাধা আছে বলে আপনি মনে করেন?

দেখা উচিত, যে আইনটি করছি সেটি সমাজের মানুষকে সুরক্ষা দিতে নাকি বঞ্চিত করার জন্য। সর্বজনীন করছি, নাকি নির্দিষ্ট মানুষের জন্য করছি। অথচ আমাদের স্বাধীনতার মূলকথাই ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার। তাহলে রাষ্ট্রকে এসব জায়গায় নজর দেয়ার দরকার। কিন্তু রাষ্ট্র তার ঘোষিত দায়িত্বে সুবিচার করেনি। অন্যদিকে সমাজে মানুষ গৃহকর্মীর প্রয়োজন বোধ করে, কিন্তু সুরক্ষা দেয়ার প্রয়োজনটা বোধ করে না। আরেকটি বিষয় অর্থনৈতিক বৈষম্য। আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে একজন গৃহকর্মীর আর্থিক খরচ মেটানোর সক্ষমতা নেই। সে প্রয়োজন অনুভব করে, কিন্তু সক্ষমতা নেই। এখানেও একটি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা আছে। সমাজের সব মানুষের স্বীকৃতি দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শ্রমিক হিসেবে রাষ্ট্র তাদের সুরক্ষা ও স্বীকৃতি দেবে। স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ঘোষণা আর সুরক্ষার জন্য আইন লাগবে। এ দুটির মধ্যে একটি ঘাটতি রয়ে গেছে। তারা যদি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তারা স্বীকৃতি ও সুরক্ষার আওতায় আসবে। তাদের আইনের স্বীকৃতির আওতায় আনতে হবে।

গৃহকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের অধিকার আদায়ে অক্সফামের সুনীতি প্রকল্প ও সার্বিক উদ্যোগকে কীভাবে দেখেন আপনি?

অক্সফাম বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের জন্য কাজ করে। শ্রমজীবীরা মজুরি না পাওয়ার কারণে বঞ্চিত হয়। আর এ কারণে সে সমাজের অন্যান্য অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। আমরা মনে করি সমাজের প্রতিটি জিনিসকে এগিয়ে নিলেই কিন্তু সমাজটা এগিয়ে যায়। আমাদের সমাজে অন্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা আছে। সেখান থেকে অধিকার আদায়ে আন্দোলন ও আইন লাগে। আন্দোলন দাবি তুলে ধরে। আর আইন সে অধিকারকে সুরক্ষিত করে। অক্সফাম, ট্রেড ইউনিয়নসহ এ রকম সংগঠনগুলোর একটি সমন্বিত দাবি হচ্ছে যে গৃহকর্মীর আইনি স্বীকৃতি, সুরক্ষা ও অধিকারের নিশ্চয়তা। গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের জন্য প্রথমত প্রয়োজন আইন এবং মানসিক জগতের উন্নয়ন। আইনে সুরক্ষা থাকলে মানুষ অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়।

শ্রম খাত সংস্কারে গঠিত কমিশনের একজন সদস্য আপনি। কমিশনের প্রস্তাবে কী কী সুপারিশ থাকা প্রয়োজন? এর মাধ্যমে শ্রম খাতের সংস্কার কি কার্যকর হবে?

আমাদের কার্যপরিধিতে শ্রমিকের আইনি অধিকার, সুরক্ষার অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার কথা বলব। সেখানে আমরা শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, বৃদ্ধ বয়স, মাতৃত্বকালীন, আন্তর্জাতিক নীতি-বিধিমালা অনুযায়ী আইনি কাঠামো তৈরির কথা বলব। কাজ হবে মর্যাদার অংশ। মজুরি ভিক্ষা নয় শ্রমের হিসেবে প্রাপ্য। কাজকে মর্যাদা ও মজুরিকে অধিকার হিসেবে দেখার জায়গা থেকে সুপারিশগুলো তৈরি হবে। এছাড়া চাকরির পর তার সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে আসব। আমরা সব খাতের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। সব সেক্টরের দাবিগুলো আমরা নিয়ে আসার চেষ্টা করব। কমিশনের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রস্তাব তিনটা জায়গায় ভূমিকা রাখবে। প্রথমত রাষ্ট্র মেনে চলার ব্যবস্থা করবে। মালিকদের কাছে দায়বদ্ধতা এবং শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখা দেবে। সংস্কার কমিশন সুপারিশ দিতে পারে, বাস্তবায়নের অধিকার নেই।

শ্রম আইন, বিধিমালা প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে মালিকপক্ষের আধিপত্য বেশি থাকে। সেখানে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ কম। এসব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শ্রমিক নির্যাতন আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন কী কী সুপারিশ করতে পারে?

দেশের মোট শ্রমশক্তি ৭ কোটি ৩৭ লাখ। এর মধ্যে ৩৪ লাখ ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। অন্যরা এখনো এর বাইরে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ১৫ শতাংশ। আর ৮৫ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক। তারা শ্রম আইনের সুরক্ষায় পড়েনি। এখানে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৪৬ হাজার। ইউনিয়ন করতে পারে ২ লাখ। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা মাত্র দশ হাজার। যা মোট প্রতিষ্ঠানের ৫ শতাংশ। মোট শ্রমিকের ৪-৫ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। ফলে বোঝা যায় শ্রমিকরা অসংগঠিত। আর অসংগঠিত মানেই অসহায়। ফলে দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলন করার জন্য এবং দাবিকে যুক্তিসংগত করার মতো শক্তি তাদের থাকে না। অন্যদিকে মালিকরা পুঁজি, রাষ্ট্রের সহায়তা ও সংগঠনের শক্তিতে বলীয়ান। শ্রমিকদের একমাত্র শক্তি সাংগঠনিক হওয়া। কিন্তু সেখানে তারা দুর্বল। এছাড়া তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমেও নানা রকম বিধিনিষেধ থাকে। এটি একটি অসম পরিস্থিতি হয়ে গেছে।

সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত ও প্রয়োজনীয় অংশ গৃহকর্মীরা যাতে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা পায়, সে লক্ষ্যে আমরা সংস্কার কমিশন সুপারিশ দেব। আমরা কর্মজীবনে নিরাপত্তা, অবসরের পরে বাকি জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার আলোকে সুপারিশটা তৈরি করব। যাতে তাদের আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং স্বীকৃতি দেয়া হয়।

গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর শ্রম খাতে অস্থিতিশীল অবস্থা দেখা যায়। যা অনেক স্থানে এখনো বিরাজমান। সংশ্লিষ্ট অনেকে মনে করেন এ অস্থিতিশীলতার পেছনে বিগত সরকার ও কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের ইন্ধন রয়েছে। আপনি কী মনে করেন?

এ যাবৎকাল যারাই সরকারে ছিল তারা শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে ষড়যন্ত্র খুঁজেছে। কিন্তু কেউ পায়নি। ষড়যন্ত্রে ট্যাগ দেয়াটা খুব সহজ কাজ। মজুরি, চাকরির নিরাপত্তার জন্য শ্রমিকরা আন্দোলনে নেমেছে। সেখানে কেউ কেউ মদদ দিতেও পারে। সেখানে যদি মদদ দেয়াটাকে প্রধান করে শ্রমিকদের মূল দাবিকে আড়াল করি তাহলে এ অসন্তোষ থেকে সরকার বাঁচতে পারবে না। এখানে আন্দোলনের মূল কারণটিকে দেখা হলে শ্রমিক অসন্তোষ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এখানে মূল জায়গায় যদি শ্রমিকরা সন্তুষ্ট থাকত, তাহলে বিদেশী রাষ্ট্র বা অন্য কেউ তাদের বিশৃঙ্খল করতে পারত না। এসব দোষ দেয়ার খেলায় শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলা না হয় সেটাই আমরা চাই। বিশ্বায়নের যুগে দেখা যায় দেশের ভেতরে অসন্তোষ থাকলে বাইরের দেশ নাক গলাতে চায়। তাই সেটিকে না দেখে ভেতরের সন্তুষ্টিকে দেখা দরকার।

দেশ রূপান্তর সোমবার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

৭ মাসে রেমিট্যান্স এসেছে ১৫ বিলিয়ন ডলার

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য

গত জানুয়ারি মাসে ২১৯ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রবাসী আয়ের ইতিবাচক ধারা অব্যাহত থাকলেও চলতি বছরের প্রথম মাসে কিছুটা কমেছে রেমিট্যান্স। জানুয়ারি মাসের পুরো সময়ে ২১৯ কোটি (২.১৯ বিলিয়ন ডলার) ডলারের রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা। দেশীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে) যার পরিমাণ প্রায় ২৬ হাজার ৭১৮ কোটি টাকা। সে হিসেবে প্রতিদিন এসেছে প্রায় ৮৬১ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। তবে গত ডিসেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৬৩ কোটি ডলার। সে হিসেবে ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারিতে রেমিট্যান্স কমেছে ৪৪ কোটি ডলার। তবে গত ৭ মাসে ১৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন সূত্রে এ তথ্য উঠে এসেছে।

মাসের শুরু থেকেই রেমিট্যান্স আসার গতি কিছুটা ভালো ছিল। এ কারণে সদ্য বিদায়ী মাসটিতেও দুই বিলিয়ন ডলার ছাড়ালেও তার আগের মাসের তুলনায় বেশ কম। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আগস্ট মাস থেকে টানা ৬ মাস দুই বিলিয়ন ডলার করে রেমিট্যান্স এসেছে দেশে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, সদ্য বিদায়ী জানুয়ারি মাসের পুরো সময়ে এসেছে প্রায় ২১৮ দশমিক ৫২ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স। আলোচিত সময়ের মধ্যে সরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৫১ কোটি ১১ লাখ ৩০ হাজার ডলার, বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের মধ্যে এক ব্যাংকের (কৃষি ব্যাংক) মাধ্যমে এসেছে ১১ কোটি ৬০ লাখ ৪০ হাজার ডলার। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৫৫ কোটি ১৫ লাখ ৭০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স। এছাড়া বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে প্রায় ৬৫ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স।

তবে আলোচিত সময়ে কোনো রেমিট্যান্স আসেনি এমন ব্যাংকের সংখ্যা ৮টি। এসব ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে– রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা বিডিবিএল, বিশেষায়িত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে– কমিউনিটি ব্যাংক, আইসিবি ইসলামী ব্যাংক এবং পদ্মা ব্যাংক। আর বিদেশি খাতের ব্যাংকের মধ্যে রয়েছে– হাবিব ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান এবং স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।

এর আগে ডিসেম্বর মাসে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ২ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলার বা ২৬৩ কোটি ৯০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। দেশীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৩১ হাজার ৬৬৮ কোটি টাকার বেশি। একক মাস হিসেবে আগে কখনোই এত পরিমাণ রেমিট্যান্স আসেনি। এর আগে করোনাকালে ২০২০ সালের জুলাই ২ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। এবার সেই রেকর্ড ভাঙল ২০২৪ সালের বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের শেষ মাস ডিসেম্বরের পুরো সময়ে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ২৬৪ কোটি ডলার। যা গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৬৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার বেশি। গত বছরের ডিসেম্বরে এসেছিল ১৯৯ কোটি ১০ লাখ ডলার। ২০২৪ সালের জুলাই মাস বাদে বাকি ১১ মাসই দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এসেছে।

তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছর ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত সাত মাসে দেশে ১ হাজার ৫৯৬ কোটি ১৮ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। আগের বছর একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ২৯১ কোটি ২৮ লাখ মার্কিন ডলার। আলোচ্য সময়ের ব্যবধানে রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০৫ কোটি ডলার।

চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাইয়ে ১৯১ কোটি ৩৭ লাখ ৭০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে এবং আগস্টে এসেছে ২২২ কোটি ১৩ লাখ ২০ হাজার ডলার, সেপ্টেম্বরে ২৪০ কোটি ৪১ লাখ, অক্টোবরে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ডলার এবং নভেম্বর মাসে ২২০ কোটি ডলার, ডিসেম্বরে এসেছে ২৬৪ কোটি ডলার রেমিট্যান্স। অর্থাৎ বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর টানা ছয় মাস দুই বিলিয়নের বেশি রেমিট্যান্স এলো বাংলাদেশে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাইয়ে ১৯৭ কোটি ৩১ লাখ, আগস্টে ১৫৯ কোটি ৯৪ লাখ, সেপ্টেম্বর মাসে ১৩৩ কোটি ৪৩ লাখ, অক্টোবরে ১৯৭ কোটি ১৪ লাখ, নভেম্বর ১৯৩ কোটি, ডিসেম্বরে ১৯৯ কোটি ১২ লাখ, জানুয়ারিতে ২১১ কোটি ৩১ লাখ, ফেব্রুয়ারিতে ২১৬ কোটি ৪৫ লাখ, মার্চ মাসে ১৯৯ কোটি ৭০ লাখ, এপ্রিলে ২০৪ কোটি ৪২ লাখ, মে মাসে ২২৫ কোটি ৩৮ লাখ এবং জুন মাসে এসেছিল ২৫৪ কোটি ১৬ লাখ মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স।

বণিক বার্তা শনিবার, ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৫

দূতাবাসের সতর্কবার্তা

কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নারী কর্মীদের অবৈধভাবে নেয়া হচ্ছে মালয়েশিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বিদেশী কর্মীদের কাজে যোগ দেয়ার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছিল মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ভিসা ও বিএমইটি ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতারণার কারণে বাংলাদেশের প্রায় ১৮ হাজার কর্মী তখন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশটিতে যেতে পারেনি। বিষয়টি সমাধান হওয়ার আগেই এরই মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে প্রতারক চক্র। মালয়েশিয়া সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের নারী কর্মী পাঠানোর বিষয়ে কোনো চুক্তি না থাকলেও বিভিন্ন ভিসায় নারীদের দেশটিতে পাঠিয়ে প্রতারণা করছে চক্রটি। এতে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বাংলাদেশী নারী কর্মীরা। বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সবাইকে সতর্ক করেছে কুয়ালালামপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন।

হাইকমিশন জানিয়েছে, ট্যুরিস্ট কিংবা অন্যান্য ভিসায় নারীদের মালয়েশিয়া নিয়ে কাজ দেয়ার নামে প্রতারণা করছে কয়েকটি চক্র। মালয়েশিয়ার সঙ্গে নারী কর্মী পাঠানোর বিষয়ে কোনো চুক্তি না থাকায় বাংলাদেশী নারীদের কর্মী হিসেবে দেশটিতে না যেতে অনুরোধ করেছে তারা। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানায় মালয়েশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র নারী কর্মীদের বিভিন্নভাবে কর্মসংস্থান নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ট্যুরিস্ট বা অন্যান্য ভিসায় মালয়েশিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশী নারী কর্মীদের আর্থিক ও মানসিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রথম আলো • রোববার, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

নতুন কারখানা চালু করল বিএসআরএম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

পরিবেশবান্ধব নতুন ইস্পাত কারখানা চালু করেছে দেশের ইস্পাতশিল্পের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্টিল রি-রোলিং মিলস বা বিএসআরএম। চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে গতকাল শনিবার এই কারখানার উদ্বোধন করা হয়। ২ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে কারখানাটি গড়ে তোলা হয়েছে। তাতে নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে পাঁচ শতাধিক লোকের।

কোম্পানি-সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নতুন এ কারখানায় ১০ কোটি ৮০ লাখ মার্কিন ডলার বা প্রায় ১ হাজার ৩০০ কোটি টাকা ঋণসহায়তা দিয়েছে দেশি-বিদেশি সংস্থা ও ব্যাংক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৫ কোটি মার্কিন ডলার বা ৬০০ কোটি টাকা ঋণসহায়তা দিয়েছে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি বা জাইকা। এ ছাড়া ডলারে ঋণ দিয়েছে এক্সিম ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ (এসসিবি) ও ব্র্যাক ব্যাংক।

কোম্পানিটি জানিয়েছে, নতুন এ কারখানার আওতায় দুটি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে একটিতে মেল্টিং-সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অন্যটিতে নতুন করে রি-রোলিং মিল স্থাপন করা হয়েছে। গতকাল এ দুটি ইউনিটেরই বাণিজ্যিক উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। নতুন এ দুটি ইউনিট চালুর ফলে বছরে ৫ লাখ মেট্রিক টন রেবার, ১ লাখ মেট্রিক টন রড ও আড়াই লাখ মেট্রিক টন এক্সপান্ড বিলিট উৎপাদনের সক্ষমতা বেড়েছে বিএসআরএমের।

কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালে নতুন কারখানাটি স্থাপনের কাজে হাত দেয় বিএসআরএম। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মিলিয়ে নতুন এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা বাড়তি সময় লেগেছে।

নতুন কারখানা উদ্বোধনের পর গতকাল শনিবার কোম্পানিটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশে জাইকার বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ অর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় এটিই প্রথম করপোরেট ঋণসহায়তা। ২০২৩ সালের অক্টোবরে এই ঋণচুক্তি করেছিল কোম্পানি। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে বেসরকারি খাতে সহযোগিতার নজির স্থাপন করেছে জাইকা।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বিএসআরএমের নতুন কারখানার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহদাত হোসেন। এ সময় বিএসআরএমের চেয়ারম্যান আলী হোসেন আকবর আলী ও জাইকা বাংলাদেশ কার্যালয়ের প্রধান ইচিগুচি তোমোহিদে উপস্থিত ছিলেন।

কোম্পানিটি জানিয়েছে, পরিবেশবান্ধব এ কারখানায় পরিচ্ছন্ন বাতাস নিঃসরণ নিশ্চিত করতে আধুনিক এয়ার পলিউশন কন্ট্রোল (এপিসি) ব্যবস্থা ও পানির শতভাগ পুনর্ব্যবহার নিশ্চিত করতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটিসহ সর্বাধুনিক পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া কারখানার ছাদে স্থাপিত সৌরবিদ্যুৎ প্ল্যান্ট ও জ্বালানি সাশ্রয়ী উৎপাদন পদ্ধতির কারণে প্রতিবছর ১০ হাজার টন গ্রিনহাউস গ্যাস (কার্বন ডাই-অক্সাইডের মতো) নিঃসরণ কম হবে। কারখানায় উৎপাদিত স্ল্যাগ (ধাতুমল) নির্মাণকাজে পুনর্ব্যবহারের উপযোগী করা হবে। এসব ব্যবস্থা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) বিভিন্ন অভীষ্ট পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কালের কণ্ঠ
ঢাকা । রবিবার । ২ ফেব্রুয়ারি ২০২

পোশাক খাতে যোগসাজশে বিদেশি বায়ারদের প্রতারণা

দেশে আসছে না ২০ হাজার কোটি টাকা

৩০ হাজার রপ্তানি চালানের বিপরীতে এই অর্থ জমা হয়েছে

অভিযোগের তীর বিদেশি বায়ার, রপ্তানিকারক শিপিং লাইন ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্সের বিরুদ্ধে

- এ অর্থ দেশে এলে ডলার সংকট কিছুটা হলেও সহনীয় হতো
- টাকা ফেরত না এলে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারে
- রপ্তানিকারকরা বারবার হয়রানি ও প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ দাবি

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব, চট্টগ্রাম ▷

বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে তৈরি পোশাক। রপ্তানির বিপরীতে দেশে ডলার এলেও ৩০ হাজার রপ্তানি চালানের বিপরীতে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা দেশে আসছে না। এ অর্থ দেশে এলে ডলার সংকট কিছুটা হলেও সহনীয় হতো। পোশাক রপ্তানি করে অর্থ না পাওয়ায় এখন অনেক পোশাক রপ্তারিকারক লোকসানে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত তৈরি পোশাক কারখানার মালিকদের মতে, রপ্তানি চালানের টাকা ফেরত না এলে বাংলাদেশ ব্যাংক সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারে। বিদেশি বায়ারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে বিদেশে দূতাবাসগুলোকে ব্যবহার এবং ক্ষেত্র বিশেষে মামলা করলে অসাধু বায়ার কিংবা রপ্তানিকারক শিপিং লাইন ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অবৈধ কাজ করা থেকে বিরত থাকবে।

জানা যায়, অনেক বছর ধরে এমন জালিয়াতির ঘটনা ঘটলেও বিষয়টি নিয়ে টনক নড়ে ২০২১ সালে। ওই বছরের ২৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, তৈরি পোশাক খাতের ৩০ হাজার চালানের বিপরীতে কোনো অর্থই দেশে আসেনি। বিষয়টি তদন্ত করতে কাস্টমকে চিঠি দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এনবিআরের তাগাদার ফলে কাস্টম হাউসগুলো তদন্ত শুরু করলেও একসময় বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। চার বছর পর ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বিষয়টি নিয়ে আবারও তাগাদা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এরপর একের পর এক জালিয়াতির বিষয়টি উঠে আসে।

পোশাক রপ্তানিকারকরা জানিয়েছেন, পণ্য রপ্তানির প্রক্রিয়ায় জড়িত থাকে শিপিং এজেন্ট ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডাররাসহ নানা প্রতিষ্ঠান। অনেক সময় সরাসরি যোগাযোগ হয় না রপ্তানিকারকদের সঙ্গে। মাঝখানে মধ্যস্থতা করে একজন বায়িং এজেন্ট। রপ্তানি পণ্য বুঝে নিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয় জাহাজ কম্পানিগুলো। আর ডেলিভারি এজেন্ট হিসেবে আমদানিকারকের হাতে সে পণ্য তুলে দেয় ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার। এ ক্ষেত্রে আমদানিকারককে পণ্য ডেলিভারি নেওয়ার আগে ব্যাংকে রপ্তানি পণ্যের মূল্য পরিশোধসহ সব প্রক্রিয়া শেষ করে শিপিং এজেন্টকে মূল বিল অব এক্সপোর্ট (রপ্তানি বিল) কপি জমা দিতে হয়। আইন অনুযায়ী সব কাগজ বুঝে নিয়ে পণ্য ডেলিভারি দেওয়ার দায়িত্ব শিপিং এজেন্ট ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারের। অনেক সময় মূল রপ্তানি বিল ও ব্যাংকের কাগজপত্র ছাড়াই কপি দিয়ে পণ্য ডেলিভারি নিয়ে নিচ্ছে। অথচ ওই ক্রেতা ব্যাংকে টাকা পরিশোধ করেনি। এ জন্য ক্রেতা, শিপিং কম্পানি ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারদের যোগসাজশকে দায়ী করছেন ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিকারকরা।

সম্প্রতি এমন এক জালিয়াতির ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে চার লাখ ডলারের পোশাক রপ্তানি করেও মূল্য পায়নি চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠান মেলো ফ্যাশন। আমেরিকার বায়ার ব্যাংক ডকুমেন্ট দাঁড় না করালেও শিপিং কম্পানি ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স কর্তৃক ব্যাংক ডকুমেন্ট ছাড়াই বায়ারকে পণ্য সরবরাহ করা হয়। এদিকে মেলো ফ্যাশন চট্টগ্রাম আদালতে শিপিং কম্পানি ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্সের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করলে আদালত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্ত শেষে শিপিং কম্পানি ও ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্সকে দায়ী করে যোগসাজশে পণ্য খালাস নেয় বলে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেছে পিবিআই।

মেলো ফ্যাশনের পরিচালক সাইফুল্লাহ মনসুর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে গত বছরের জুন মাসে ত্রিপক্ষীয় সালিস করে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস। স্থগিত হয় অভিযুক্ত ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার রেজর ফ্রেইট সার্ভিসের লাইসেন্স। ওই সময় তিন মাসের মধ্যে রপ্তানির টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় রেজর ফ্রেইট। প্রতিশ্রুতি অনুসারে অর্থ না পাওয়ায় আদালতে মামলা করলে আদালত পিবিআইকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে বলেন। পিবিআই গত ১ জানুয়ারি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে। তারা আইনের বাইরে গিয়ে কাগজপত্র ছাড়া পণ্য বায়ারকে হ্যান্ডওভার করে ফেলেছে। এখন তারা তাদের দোষ স্বীকার না করে উল্টো প্রতারণার মামলা করছে। এ জন্য আমরা এর প্রতিকার চাই। এটা নিয়ে আমরা বিজিএমআই ও মেট্রোপলিটন চেম্বারের সঙ্গে কাজ করছি।' তিনি বলেন, 'দেশের টাকা এভাবে বিদেশি প্রতারকরা লুটে নিয়ে বিপুলসংখ্যক গার্মেন্ট মালিককে পথে বসিয়ে দিয়েছে।' তিনি এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর, বিজিএমইএ, কাস্টম, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ও প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

এদিকে এমন ঘটনার দায় নিতে নারাজ শিপিং কম্পানিগুলো। তাদের দাবি, ক্যারিয়ার হিসেবে তারা শুধু পণ্যটি বায়ারদের কাছে পৌঁছে দেয়। এ ঘটনায় উল্টো রপ্তানিকারক, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার ও বায়িং এজেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করেছে শিপিং কম্পানি।

এ ধরনের জালিয়াতির কারণে ২০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ রপ্তানি মূল্য দেশে আসেনি। এই অর্থ উদ্ধারে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মামলার সাধারণ অনুমতি চেয়ে গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর এনবিআর ও বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বার। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট এবং শিপিং কম্পানী কর্তৃক বিদেশে ব্যাংক ডকুমেন্ট ছাড়া রপ্তানি চালান ডেলিভারির কারণে দেশের প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ফেরত আনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করা হয়। চিঠিতে স্বাক্ষর করেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বারের সহসভাপতি এবং গার্মেন্টস ব্যবসায়ী এ এম মাহবুব চৌধুরী। তিনি বলেন, 'গত ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩০ হাজার রপ্তানি চালানের বিপরীতে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা দেশে আসেনি।' তাঁর নিজের একটি রপ্তানি চালানের বিপরীতে টাকা না পেয়ে চট্টগ্রামে স্থানীয় আদালতে মামলা করেন বলে জানান। কিন্তু ১২-১৩ বছর ধরে কোনো সিদ্ধান্ত পাননি তিনি। তিনি আরো বলেন, 'সরকারের রপ্তানি গাইডলাইন অনুযায়ী পণ্য রপ্তানির ছয় মাসের মধ্যে রপ্তানিমূল্য দেশে ফেরত আসার কথা।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

দেশের অর্থনীতিতে আশা জাগাচ্ছে রফতানি আয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের অর্থনীতির অধিকাংশ সূচকই সন্তোষজনক নয়। রীতিমতো খারাপ সময় পার করছে অর্থনীতি। তবে একমাত্র রফতানি আয় আশা জাগাচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে পণ্য রফতানি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। টানা চার মাস ধরে ৪ বিলিয়ন মানে ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য রফতানি হচ্ছে। সবশেষ জানুয়ারি মাসে ৪৪৪ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। এই রফতানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ৭০ শতাংশ বেশি। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল সোমবার পণ্য রফতানি আয়ের এই হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে।

এদিকে ইপিবির তথ্যে দেখা যায়, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম সাত মাস জুলাই-জানুয়ারিতে দেশ থেকে মোট ২ হাজার ৮৯৭ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি হয়েছে। ফলে এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১ দশমিক ৬৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের আগের ছয় মাসের মধ্যে প্রথম তিন মাস প্রবৃদ্ধি খুবই কম হলেও পরের তিন মাসে ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। যেমন, জুলাই মাসে রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল মাত্র ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ। এ ছাড়া জুলাই-আগস্টে প্রবৃদ্ধি হয় ৪ দশমিক ২৯ শতাংশ, জুলাই-সেপ্টেম্বরে প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ৬৮ শতাংশ, জুলাই-অক্টোবরে প্রবৃদ্ধি হয় ১০ দশমিক ৮০ শতাংশ, জুলাই-নভেম্বরে প্রবৃদ্ধি হয় ১১ দশমিক ৭৬ শতাংশ, জুলাই-ডিসেম্বরে প্রবৃদ্ধি হয় ১২ দশমিক ৮৪ শতাংশ।

ইপিবির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সদ্য সমাপ্ত জানুয়ারি মাসে তৈরি পোশাক, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, চামড়াবিহীন জুতা, হিমায়িত খাদ্য ও প্রকৌশল পণ্যের রফতানি বেড়েছে। তবে চামড়াজাত পণ্য, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল ও প্লাস্টিক পণ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের রফতানি কমেছে। কিন্তু রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি যেহেতু তৈরি পোশাক খাত থেকে আসে, সেহেতু এই খাতের রফতানির ওপরই নির্ভর করে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি। এই খাতে জানুয়ারি মাসের রফতানিতে ৫ দশমিক ৫৭ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ফলে সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিও এর কাছাকাছিই রয়েছে।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, কোটা সংস্কার আন্দোলন ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের কারণে গত জুলাই ও আগস্টে পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি কমেছিল। সেপ্টেম্বরে অবশ্য ১৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়; রফতানির পরিমাণ ছিল ৩৮৬ কোটি ডলার। অক্টোবর ও নভেম্বরে যথাক্রমে ৪১৩ ও ৪১১ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি হয়। তার মধ্যে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় অক্টোবরে ১৮ দশমিক ৬৮ শতাংশ ও নভেম্বরে সাড়ে ১৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়। আর ডিসেম্বরে ৪৯১ কোটি ডলারের পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১৮ শতাংশ।

এদিকে রফতানিতে আবার চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে টপকে দ্বিতীয় শীর্ষ স্থানে চলে এসেছে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ৬৭ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রফতানি হয়েছে। এই রফতানি গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১০ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি। জানুয়ারিতে ৭ কোটি ৮৩ লাখ ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রফতানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২১ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

চলতি অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সাত মাসে ৬৬ কোটি ৯০ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি হয়। এই রফতানি গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৮ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া শুধু জানুয়ারিতে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রফতানি হয়েছে ৯ কোটি ডলারের, যা গত বছরের একই মাসের চেয়ে পৌনে ৫ শতাংশ কম।

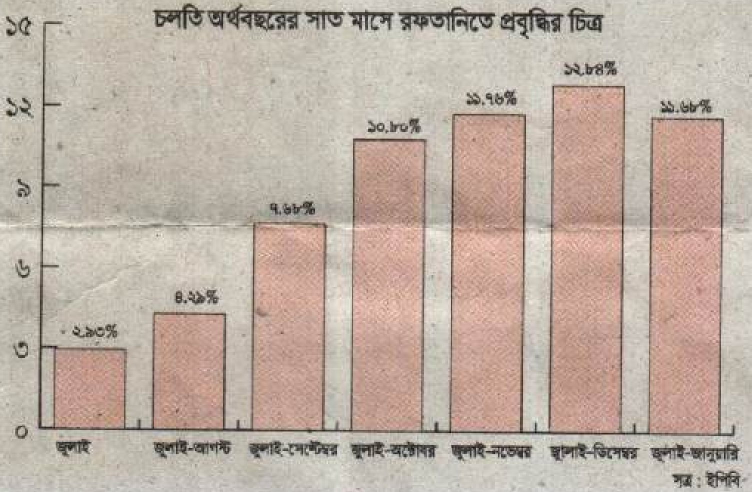

তৈরি পোশাক রফতানি আয় বেড়েছে ১২ শতাংশ :
এদিকে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে তৈরি পোশাক (আরএমজি) রফতানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ শতাংশ বেড়েছে। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে তৈরি পোশাক রফতানি আয় ১২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৩৫৫ কোটি ২০ লাখ ডলারে। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারিতে এ আয় ছিল ২ হাজার ১০২ কোটি ৭৯ লাখ ডলার।

তৈরি পোশাক খাতের রফতানি আয়ের মধ্যে ১ হাজার ২৬৮ কোটি ৭৬ লাখ ডলার এসেছে নিটওয়্যার রফতানি থেকে, যা বছর ব্যবধানে ১২ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ বেড়েছে। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারিতে এ আয় ছিল ১ হাজার ১৩২ কোটি ৫২ লাখ ডলার। এ ছাড়া ১ হাজার ৮৬ কোটি ৪৩ লাখ ডলার এসেছে ওভেন পোশাক রফতানি থেকে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ১১ দশমিক ৯৭ শতাংশ। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারিতে এ আয় ছিল ৯৭০ কোটি ২৭ লাখ ডলার।

এদিকে সদ্য বিদায়ি জানুয়ারি মাসের মধ্যে তৈরি পোশাক রফতানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬৬ কোটি ৪৩ লাখ ডলারে। আর ২০২৪ সালে এ আয় ছিল ৩৪৭ কোটি ১০ লাখ ডলার। তৈরি পোশাক খাতের রফতানি আয়ের মধ্যে ১৮৫ কোটি ২ লাখ ডলার এসেছে নিটওয়্যার রফতানি থেকে, যা বছর ব্যবধানে ৬ দশমিক ৬২ শতাংশ বেড়েছে। এ ছাড়া ১৮১ কোটি ৪০ লাখ ডলার এসেছে ওভেন পোশাক রফতানি থেকে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ৪ দশমিক ৫২ শতাংশ।

কালের কণ্ঠ বৃহস্পতিবার। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ইউরোপ ভিসাপ্রত্যাশী ঐক্য পরিষদ

শ্রমবাজার রক্ষায় দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইউরোপের শ্রমবাজার রক্ষায় অতি দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে ইউরোপ ভিসাপ্রত্যাশী ঐক্য পরিষদ। গতকাল বুধবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটি এ দাবি জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইউরোপ ভিসাপ্রত্যাশী ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক নাফিজা ইসলাম খান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাওয়া নাগরিকদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। কিন্তু অতি সম্প্রতি ইউরোপ শ্রমবাজারের দেশগুলোতে বেশ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করতে যাচ্ছে। কোনো কোনো দেশ এরই মধ্যে আনঅফিশিয়ালি বাংলাদেশিদের ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া কমিয়ে দিয়েছে। কোনো কোনো দেশ একদম বন্ধ করে দিয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'ইউরোপের দ্বার বাংলাদেশিদের জন্য রুদ্ধ হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ অবৈধ অভিবাসন। এক দেশের ভিসা নিয়ে সেই দেশ ও নিয়োগদাতা কম্পানি কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বেঈমানি করে অন্য দেশে পালিয়ে গিয়ে মিথ্যা অ্যাসাইলামের আবেদন করা হচ্ছে। ফলে ইউরোপের সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে চলেছে। এমন অবস্থায় ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে অতি দ্রুত যোগাযোগ করে তাদের আশ্বস্ত করতে হবে যে বাংলাদেশ সরকারও এমন অবৈধ অভিবাসনের বিপক্ষে।

কালের কণ্ঠ ঢাকা। মঙ্গলবার। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

গ্যাসের দাম বাড়ালে সিরামিকশিল্পে খরচ বাড়বে ৩৫ শতাংশ

বিসিএমইএর সংবাদ সম্মেলন

- ৯ বছরে শিল্প খাতে গ্যাসের দাম প্রায় ৩৪৫ শতাংশ বেড়েছে
- সিরামিক খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা
- রপ্তানি আয় বার্ষিক প্রায় ৫০০ কোটি টাকা

গ্যাসের স্বল্প চাপে কারখানায় দৈনিক সব মিলিয়ে ২০ কোটি টাকার বেশি উৎপাদন ক্ষতি হচ্ছে

গ্যাসসংকটের কারণেই নিবন্ধিত ৫০টির বেশি সিরামিক কম্পানি তাদের বিনিয়োগ স্থগিত রেখেছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের সিরামিকশিল্প রক্ষায় গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি না করা, সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং সিরামিক টাইলস ও স্যানিটারি পণ্যের ওপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ সিরামিক ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমইএ)। গতকাল সোমবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) মিলনায়তনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান বিসিএমইএর নেতারা। অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মইনুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'সিরামিক একটি গ্যাসনির্ভর শিল্প। গ্যাসকে এ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে গণ্য করা হয়। সিরামিক পণ্য প্রস্তুত করতে নির্দিষ্ট মাত্রার চাপে কারখানায় ২৪ ঘণ্টাই নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহ থাকতে হয়। নির্দিষ্ট মাত্রার চাপে গ্যাসের সরবরাহের ঘাটতি হলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় থাকা সব পণ্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়। বিগত বছরগুলোয় প্রয়োজনীয় গ্যাসের চাপের অভাবে সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে না পারায় বিশ্ববাজারে নামিদামি কম্পানি ফরমাশ বাতিল করেছে।'

মইনুল ইসলাম লিখিত বক্তব্যে বলেন, 'গত ৯ বছরে শিল্প খাতে গ্যাসের দাম প্রায় ৩৪৫ শতাংশ বেড়েছে। শুধু ২০২৩ সালে শিল্প খাতে প্রায় ১৫০ শতাংশ গ্যাসের দাম বেড়েছিল। এর ফলে প্রতি কেজি সিরামিক পণ্যের গড় উৎপাদন খরচ ১৮ থেকে ২০ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু গ্যাসের দাম বাড়লেও পণ্যের দাম সেই অনুসারে বাড়ানো যায়নি। এ পরিস্থিতিতে সম্প্রতি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, সরকার গ্যাসের দাম আরেক দফায় গড়ে ১৫২ শতাংশ বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এটি করা হলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় আরো ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বাড়বে। বিগত সরকারের সময়ে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক ধাপে গ্যাসের দাম তিন গুণ বাড়ানো হয়েছিল। তবে দাম বাড়লেও গ্যাসের সরবরাহ আজও ঠিক হয়নি।'

বিসিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরো বলেন, 'এমনিতেই দেশের গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সিরামিক কারখানাগুলোতে প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ করতে পারছে না, সেখানে সরকার গ্যাসের মূল্য আবার বৃদ্ধি করলে দেশীয় সিরামিকশিল্প সংকটের মধ্যে পড়বে। এতে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে রুগ্ণ শিল্পে পরিণত হবে। শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হবে, বেকারত্ব বাড়বে। সময়মতো ব্যাংকঋণ পরিশোধের ব্যর্থতায় ঋণখেলাপি বৃদ্ধি পাবে। এটি সরকারের শিল্পবান্ধব নীতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।'

সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন বিসিএমইএর উপদেষ্টা ও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি, মীর নাসির হোসেন, সহসভাপতি মো. মামুনুর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক ইরফান উদ্দিন, সহসভাপতি আবদুল হাকিম এবং পরিচালক রাশীদ মাইমুনুল ইসলাম ও ফারিয়ান ইউসুফ।

সংবাদ সম্মেলনে বিসিএমইএর পক্ষ থেকে জানানো হয়, গত প্রায় এক বছরে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও ময়মনসিংহ জেলার ২২ থেকে ২৫টি সিরামিক তৈজসপত্র, টাইলস ও স্যানিটারিওয়্যার সিরামিক ব্রিকস কারখানায় তীব্র গ্যাসসংকটে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। সিরামিক কারখানায় যেখানে গ্যাসের ১৫ পিএসআই চাপ থাকা প্রয়োজন হয়, সেখানে গ্যাসের চাপ কখনো কখনো ২-৩ পিএসআই থেকে শূন্যের কোঠায় নেমে যায়। এতে এসব কারখানায় দৈনিক সব মিলিয়ে ২০ কোটি টাকার বেশি উৎপাদন ক্ষতি হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, শুধু গ্যাসসংকটের কারণে নিবন্ধিত ৫০টিরও বেশি সিরামিক কম্পানি তাদের বিনিয়োগ স্থগিত রেখেছে। আর নতুন স্থাপিত পাঁচটি কারখানা উৎপাদন শুরু করতে পারছে না। অর্থাৎ এই খাতের বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে বিপুল পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগও নষ্ট হচ্ছে। এমন বাস্তবতায় দেশের সিরামিকশিল্পকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার দাবি জানান শিল্প মালিকরা।

বণিক বার্তা মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০২৫

কুয়েতকে আরো বেশি জনশক্তি নেয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ থেকে কুয়েতকে আরো বেশি জনশক্তি নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। উপদেষ্টার সঙ্গে গতকাল বিকালে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তার অফিস কক্ষে কুয়েতের রাষ্ট্রদূত আলী থুনাইয়ান আব্দুল ওয়াহাব হামাদাহ সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ আহ্বান জানান।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ ও কুয়েতের গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে। কুয়েতে প্রায় ২ লাখ ৮০ হাজার বাংলাদেশী কর্মরত। আরো বেশি জনশক্তি নেয়ার জন্য কুয়েত সরকারকে আহ্বান জানাই। কুয়েত বাংলাদেশ থেকে আরো নারী গৃহকর্মী নিতে আগ্রহী। আমি তাদের নারীর পাশাপাশি পুরুষ কর্মী নেয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি আমদানি বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'কুয়েত মুসলিম ও এশিয়ান মিত্র হিসেবে সবসময় বাংলাদেশের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ-পরবর্তী পুনর্বাসন ও মাইন অপসারণে কুয়েতকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ। স্থলমাইন অপসারণে ২৭০ জন বাংলাদেশী সৈন্য নিহত ও ৫৬ জন আহত হয়েছিল।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ও কুয়েতের মধ্যে জনশক্তি আমদানি-রফতানি সংক্রান্ত কোনো চুক্তি নেই। এ ধরনের চুক্তি দ্রুত করা দরকার।'

বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে জনশক্তি রফতানি, মিলিটারি ও নিরাপত্তা ইস্যু, রোহিঙ্গাদের সহায়তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে পারস্পরিক সহযোগিতাসহ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

TUESDAY FEBRUARY 4, 2025
MAGH 21, 1431 BS
The Daily Star

Apparel leads 5.7% export growth in January

REFAYET ULLAH MIRDHA

The country's merchandise exports increased by 5.7 percent year-on-year in January, driven by higher shipments of Bangladesh's key export item, readymade garments.

The country shipped $4.43 billion worth of goods in January, up from $4.19 billion in the same month a year ago, according to Export Promotion Bureau (EPB) data released yesterday.

Garment exports rose 5.57 percent year-on-year to $3.66 billion during the month. However, exports of other traditional items like leather and leather goods, and jute declined.

January's receipts brought total export earnings nearly 12 percent higher, to $28.96 billion in the first seven months of fiscal year (FY) 2024-25. In the same period of FY24, exports stood at $25.93 billion.

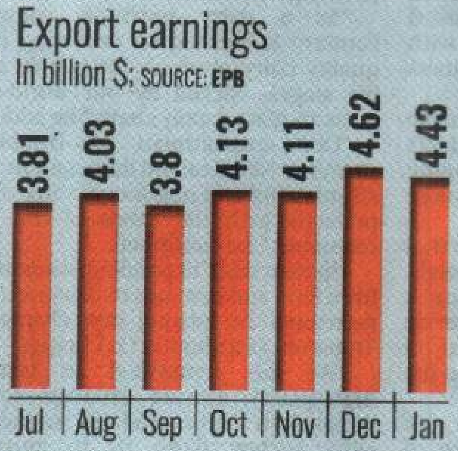

Apart from apparel, some products also performed well during the July-January period.

For example, frozen fish shipments increased by 13.19 percent year-on-year to $283.54 million.

During the July-January period, agro exports grew by 10.59 percent to $673.84 million, according to EPB data.

In the first seven months of FY25, shipments of pharmaceuticals also increased by 11.29 percent to $132.44 million.

Plastic goods exports grew by 24.32 percent to $181.79 million. Leather and leather goods exports grew by 34.77 percent to $669.03 million in the July-January period of the current fiscal year.

In the July-January period, bicycle exports increased by 63.95 percent to $63.04 million. Non-leather footwear exports grew by 34.21 percent to $318.09 million.

Home textile exports grew by 6.22 percent to $493.86 million, and specialised textile shipments increased by 20.19 percent to $229.70 million, according to EPB data.

Man-made filament exports edged up by 24.91 percent to $231.18 million, and cotton and cotton product exports grew by 13.74 percent to $369.39 million.

Handicraft exports grew by 15.18 percent to $23.82 million in July-January of the current fiscal year, EPB data also show.

Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said apparel exports continued to grow, defying "a lot of domestic and international challenges."

He said that Donald Trump's second term in the White House may benefit apparel exports to the American market from Bangladesh.

During his election campaigns, the US president vowed to impose punishing import tariffs on some countries, including the garment manufacturing powerhouse China.

After assuming office in January this year, he has already levied a 10 percent duty on US imports from China, which pushes up the effective tariff rates to as high as 35 percent.

Hassan said the imposition of a 25 percent duty on Mexican goods will also benefit Bangladesh, as Mexico has become a major garment-producing nation in recent years.

This change followed Trump's decision to impose a 25 percent duty on Chinese goods during his first term. Subsequently, Chinese manufacturers flocked to Mexico to invest and take advantage of duty-free trade benefits under the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA).

From July to January, Bangladesh's RMG exports to the global market saw a 12 percent growth, reaching a total of $23.55 billion.

However, when comparing the July-January RMG export figures of FY 2024-2025 with those from the same period in FY 2022-23, the growth over the two-year period was only 1.38 percent, said Mohiuddin Rubel, a former director of BGMEA, in a written comment.

Apparel leads

FROM PAGE B1

After experiencing consecutive double-digit growth in the past four months (September-December), the growth in January slowed to 5.57 percent, with a single-month export value of $3.66 billion.

The knitwear sector posted relatively higher growth of 6.62 percent, while woven garment export growth recorded 4.52 percent.

While the growth figures are encouraging, they do not fully reflect the challenges faced by the industry, especially the pressure on prices and costs, said Rubel.

He said further analysis is required to identify the specific factors influencing this trend, such as market-specific performance, product and market concentration, and other variables.

Global trade is estimated to have shrunk considerably last year, leading to intense price competition.

Rubel said that amid the looming trade war, there are some opportunities for the RMG sector.

However, several priorities need to be set to support business operations, including a consistent energy supply and stable financial and banking sectors, he added.

THURSDAY FEBRUARY 6, 2025
MAGH 23, 1431 BS
The Daily Star

Migration drops by 27pc

Political, economic instability to blame, reveals Ami Probashi's 2024 report

STAFF CORRESPONDENT

Bangladesh experienced a significant decline in overseas migration last year, primarily due to changes in the political and economic landscape.

The total number of migrant workers dropped to 10,09,146 in 2024, marking a 27.4 percent decrease from 13,90,811 in 2023, according to the Annual Report 2024 by Ami Probashi, a digital platform supporting migrant workers.

The report was launched yesterday at an event held at a city hotel.

The decline was attributed to political and subsequent economic instabilities in July 2024, which likely contributed to the slowdown in migration.

Uncertainty over job security and future opportunities also discouraged many potential workers from seeking employment abroad.

A notable decline in migration numbers was observed between May and September 2024, with 54,725 migrants going abroad in June, 71,080 in July, 52,818 in August, and 64,157 in September.

However, the numbers surged to 104,811 in October, maintaining a steady rate from October to December.

Meanwhile, despite the overall decline, female participation in Bureau of Manpower, Employment, and Training (BMET) registration nearly doubled compared to the previous year.

Female registration increased from 2.78 percent in 2023 to 4.79 percent in 2024.

"For females, Jordan seems to be a very popular destination for work, as over 13,000 female migrants travelled to the country last year, particularly for employment in the garment sector," said M Tanvir Siddique, group head of innovation at Bangla Trac Group.

Saudi Arabia remained the top destination for Bangladeshi migrants, accounting for 62.17 percent of the total migration, with approximately 627,000 workers departing for the kingdom.

This continued preference is driven by a high demand for both skilled and unskilled labour, particularly in infrastructure development.

In contrast, Malaysia, the second-largest destination, saw a decline in migration numbers, with only 93,000 workers moving there in 2024. The drop is attributed to changes in Malaysia's foreign labour policies.

Additionally, General Training Enrolment, a key indicator of skilled workforce preparation, fell sharply, decreasing from 236,270 enrolments in 2023 to 112,166 in 2024, pointing to shifting trends in job preparedness and overseas employment demand.

"The rise in female BMET registration shows a growing confidence of Bangladeshi women in pursuing employment overseas. With the right training and support, we can ensure a stronger, more skilled workforce abroad," said Tarique E Haque, founder and managing director of Ami Probashi.

Last year, 798,276 individuals registered with BMET, an increase from 660,088 in 2023. While men continue to dominate the overseas labour force, the rise in female participation highlights a growing acceptance of women in skilled and semi-skilled professions abroad.

- Saudi Arabia remains top destination
- Migration to Malaysia declines due to stricter policies
- Jordan emerges as key destination for female RMG workers
- Female BMET registrations nearly doubles

The report also highlights a changing preference among female workers, with more women enrolling in tech-related training courses such as computer operation, graphics design, and AutoCAD drafting, rather than traditional domestic work.

Over 700 female workers migrated as skilled professionals last year.

The report shows that Dhaka division sent the highest number of migrants abroad last year, totalling 2.64 lakh, followed by Chattogram with 2.31 lakh, Khulna with 72,000, and Rajshahi with 66,000.

Experts at the event suggested that enhanced training programmes, gender-inclusive policies, and better foreign labour agreements could help revitalise the migration sector and boost skilled labour exports, ensuring

যুগান্তর
শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১ ফাল্গুন ১৪৩১

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন ১৪৫ বাংলাদেশি

যুগান্তর প্রতিবেদন

লিবিয়ার বেনগাজী এলাকায় আটকে পড়া ১৪৫ জন অনিয়মিত বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টায় বুরাক এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। প্রত্যাবাসন করা অসহায় এ সব বাংলাদেশি নাগরিককে বিমানবন্দরে অবতরণের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা অভ্যর্থনা জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহযোগিতায় তাদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ গমনের উদ্দেশে মানব পাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করেন। তাদের অধিকাংশই লিবিয়াতে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। দেশে ফেরত আসার পর এই ভয়ঙ্কর পথ পাড়ি দিয়ে আর যেন কেউ লিবিয়াতে না যায় এ বিষয়ে তাদের সচেতন হওয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সবাইকে আহ্বান জানান।

THURSDAY FEBRUARY 6, 2025
MAGH 23, 1431 BS
The Daily Star

Migration drops by 27pc

Political, economic instability to blame, reveals Ami Probashi's 2024 report

STAFF CORRESPONDENT

Bangladesh experienced a significant decline in overseas migration last year, primarily due to changes in the political and economic landscape.

The total number of migrant workers dropped to 10,09,146 in 2024, marking a 27.4 percent decrease from 13,90,811 in 2023, according to the Annual Report 2024 by Ami Probashi, a digital platform supporting migrant workers.

The report was launched yesterday at an event held at a city hotel.

The decline was attributed to political and subsequent economic instabilities in July 2024, which likely contributed to the slowdown in migration.

Uncertainty over job security and future opportunities also discouraged many potential workers from seeking employment abroad.

A notable decline in migration numbers was observed between May and September 2024, with 54,725 migrants going abroad in June, 71,080 in July, 52,818 in August, and 64,157 in September.

However, the numbers surged to 104,811 in October, maintaining a steady rate from October to December.

Meanwhile, despite the overall decline, female participation in Bureau of Manpower, Employment, and Training (BMET) registration nearly doubled compared to the previous year.

Female registration increased from 2.78 percent in 2023 to 4.79 percent in 2024.

"For females, Jordan seems to be a very popular destination for work, as over 13,000 female migrants travelled to the country last year, particularly for employment in the garment sector," said M Tanvir Siddique, group head of innovation at Bangla Trac Group.

Saudi Arabia remained the top destination for Bangladeshi migrants, accounting for 62.17 percent of the total migration, with approximately 627,000 workers departing for the kingdom.

This continued preference is driven by a high demand for both skilled and unskilled labour, particularly in infrastructure development.

In contrast, Malaysia, the second-largest destination, saw a decline in migration numbers, with only 93,000 workers moving there in 2024. The drop is attributed to changes in Malaysia's foreign labour policies.

Additionally, General Training Enrolment, a key indicator of skilled workforce preparation, fell sharply, decreasing from 236,270 enrolments in 2023 to 112,166 in 2024, pointing to shifting trends in job preparedness and overseas employment demand.

"The rise in female BMET registration shows a growing confidence of Bangladeshi women in pursuing employment overseas. With the right training and support, we can ensure a stronger, more skilled workforce abroad," said Tarique E Haque, founder and managing director of Ami Probashi.

Last year, 798,276 individuals registered with BMET, an increase from 660,088 in 2023. While men continue to dominate the overseas labour force, the rise in female participation highlights a growing acceptance of women in skilled and semi-skilled professions abroad.

- Saudi Arabia remains top destination
- Migration to Malaysia declines due to stricter policies
- Jordan emerges as key destination for female RMG workers
- Female BMET registrations nearly doubles

The report also highlights a changing preference among female workers, with more women enrolling in tech-related training courses such as computer operation, graphics design, and AutoCAD drafting, rather than traditional domestic work.

Over 700 female workers migrated as skilled professionals last year.

The report shows that Dhaka division sent the highest number of migrants abroad last year, totalling 2.64 lakh, followed by Chattogram with 2.31 lakh, Khulna with 72,000, and Rajshahi with 66,000.

Experts at the event suggested that enhanced training programmes, gender-inclusive policies, and better foreign labour agreements could help revitalise the migration sector and boost skilled labour exports, ensuring

যুগান্তর
শুক্রবার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১ ফাল্গুন ১৪৩১

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরলেন ১৪৫ বাংলাদেশি

যুগান্তর প্রতিবেদন

লিবিয়ার বেনগাজী এলাকায় আটকে পড়া ১৪৫ জন অনিয়মিত বাংলাদেশিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টায় বুরাক এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। প্রত্যাবাসন করা অসহায় এ সব বাংলাদেশি নাগরিককে বিমানবন্দরে অবতরণের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তারা অভ্যর্থনা জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) সহযোগিতায় তাদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, প্রত্যাবাসিত বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই সমুদ্রপথে অবৈধভাবে ইউরোপ গমনের উদ্দেশে মানব পাচারকারীদের প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় লিবিয়ায় অনুপ্রবেশ করেন। তাদের অধিকাংশই লিবিয়াতে বিভিন্ন সময়ে অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। দেশে ফেরত আসার পর এই ভয়ঙ্কর পথ পাড়ি দিয়ে আর যেন কেউ লিবিয়াতে না যায় এ বিষয়ে তাদের সচেতন হওয়ার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা সবাইকে আহ্বান জানান।

সমকাল শুক্রবার । ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

লিবিয়ায় যা ঘটেছিল তাদের ভাগ্যে

■ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবি

■ তিনজনের লাশ ফিরে পেতে পরিবারের আকুতি

■ প্রশাসন বলছে, সম্ভাবনা কম

সংসারে সচ্ছলতা ফেরাতে অবৈধভাবে ইতালি যাওয়ার জন্য দালালকে টাকা দিয়েছিলেন গোপালগঞ্জের সাত্তার খন্দকার, আরাফসান আশিক ও রফিকুল শেখ। কিন্তু ইতালি যাওয়া হয়নি তাদের। গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবিতে প্রাণ হারান তারা। এর আগে তাদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা।

স্বজনরা জানান, ডিসেম্বর মাঝামাঝি সময়ে ইতালির উদ্দেশে পাড়ি জমান সাত্তার, আশিক ও রফিকুল। প্রথমে ঢাকা থেকে দুবাই যান তারা। সেখানে কয়েক দিন থেকে সৌদি ও মিসর হয়ে লিবিয়া পৌঁছান। কথা ছিল লিবিয়ার ত্রিপোলি থেকে তাদের সরাসরি ইতালি পাঠানো হবে। কিন্তু দালাল কথা রাখেনি। আজদাবিয়া শহরের বন্দিশালায় জিম্মি করে আদায় করা হয় লাখ লাখ টাকা। পড়ে ইতালির উদ্দেশে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকায় তুলে দেওয়া হয় তাদের। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালি যাওয়ার পথে সলিল সমাধি হয় তিন তরুণ ও কিশোরের। তাদের বাড়ি গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে।

রাঘদী ইউনিয়ন চর প্রসন্নদী গ্রামে সাত্তারের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, সন্তান আব্দুল্লা আল সাইদ (৪) ও হালিমাকে (৮) সান্ত্বনা দিচ্ছে এলাকাবাসী। পাশেই বাকরুদ্ধ স্ত্রী লাবনী বেগম। থেকে থেকে বিলাপ করছেন ভাই আবুল খায়ের খন্দকার। স্বজনের আহাজারিতে ভারি হয়ে উঠছে পরিবেশ।

স্বজনরা জানান, মোল্লাদী গ্রামের শহীদ শেখের সঙ্গে সাত্তারের ১৬ লাখ টাকায় ইতালি যাওয়ার চুক্তি হয়। প্রথমে ৫ লাখ টাকা দেওয়া হয়। বাকি টাকা ইতালি পৌঁছানোর পরে পরিশোধের কথা ছিল। গত বছরের ১৭ নভেম্বর ইতালির উদ্দেশে বাড়ি ছাড়েন সাত্তার। ২১ ডিসেম্বর লিবিয়া পৌঁছান। সেখানে বন্দিশালায় জিম্মি করে ২৬ লাখ টাকা আদায় করে দালাল চক্র। ভিটেমাটি বিক্রি ও চড়া সুদে ঋণ নিয়ে শহীদ শেখকে সেই টাকা দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার তারা নিশ্চিত হন, সাত্তার আর নেই।

সাত্তারের বড় ভাই আবুল খায়ের খন্দকার বলেন, ২৮ জানুয়ারি ফেসবুকে জানতে পারি ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবির কথা। দালাল শহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানায়, সাত্তার ইতালি পৌঁছেছে। ২৮ জানুয়ারি লিবিয়ার একটি পেজের মাধ্যমে দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আইয়ুব শেখের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি উপকূলের এক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন। ওই কর্মকর্তা নিহতদের ছবি মেসেঞ্জারের পাঠিয়ে দিলে সাত্তারকে শনাক্ত করি।

সাত্তার খন্দকারের মতো হতভাগ্য একই গ্রামের মেহেদী হাসানের ছেলে আরাফসান আশিক। তিন ভাইবোনের মধ্যে দ্বিতীয় তিনি। ২০২৪ সালে ঢাকার ধামরাইর জালশাহ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করেছেন। আশিকের স্বপ্ন ছিল ইউরোপে গিয়ে অনেক টাকা আয় করবেন। বোনকে ধুমধাম করে বিয়ে দেবেন। স্বপ্ন পূরণে শ্রীচাদপুর গ্রামের বাবু হাওলাদারকে ১৭ লাখ টাকা দিয়ে ইতালি যাওয়ার চুক্তি করেন। ধারদেনা করে বাবা ১৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা দালালকে দিয়েছেন।

আশিকের বাড়ি গিয়ে দেখা যায়, উঠানে হেলান দিয়ে বসে আছেন হতবিহ্বল বাবা মেহেদী হাসান। কাঁদতে কাঁদতে চোখে পানি শুকিয়ে গেছে তাঁর। ছেলের মৃত্যুর কথা শোনার পর থেকে বাকরুদ্ধ মা খাদিজা বেগম।

বাবা মেহেদী হাসান বলেন, দালাল বাবু বলেছিল ছেলেকে নিরাপদে ইতালি পৌঁছে দেবে। সে বেইমানি করেছে। এ ঝুঁকি জানলে ছেলেকে পাঠাতাম না। এখন অন্তত সরকার লাশ ফেরত আর দালালদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করুক।

নৌ দুর্ঘটনার শিকার আরেক তরুণ রফিকুল শেখ মোল্লাদী গ্রামের আব্দুল মজিদ শেখের ছেলে। আট মাসের মধ্যে তাঁর বাবা, মা ও ভাই মারা গেছেন। সেই শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আরও একটি শোক পরিবারটিকে তছনছ করে দিয়েছে।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে রফিকের বড় ভাই ফিরোজ শেখ বলেন, বাবা, মা ও ভাই কেউ নেই। এখন আমি কী নিয়ে বাঁচব। আপন বলতে কেউ রইল না। আমি দালাল বাবুর দৃষ্টান্তমূক শাস্তি চাই।

এসব বিষয়ে কথা বলতে দালাল শহীদ শেখ ও বাবু হাওলাদারের বাড়ি গেলে সেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি। তাদের মোবাইল ফোনে কল দিলে তা বন্ধ পাওয়া যায়।

জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ষষ্ঠী পদ রায় বলেন, সৈকতে ভেসে আসা মরদেহগুলো অর্ধগলিত ছিল। সেখানেই তাদের সমাহিত করা হয়েছে বলে জেনেছি। অবয়ব দেখে ধারণা করা হয়েছিল, লাশগুলো বাংলাদেশিদের। বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়েছিল। তাদের ওই এলাকা পরিদর্শন করতে দেওয়া হয়নি। এসব কারণে দেশে মরদেহ আনতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম।

সময়ের আলো সোমবার। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

ধুঁকছে শিল্প-কারখানা

● এসএম আলমগীর

বেকার হয়ে যাচ্ছেন লাখ লাখ শ্রমিক

■ গ্যাস সংকট চরমে বন্দরগুলোতে কাটেনি স্থবিরতা

■ শিল্পের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে ২০-২৫ শতাংশ

■ গত ছয় মাসে প্রায় ৩০০ পোশাক কারখানা বন্ধ

দিন দিন একের পর এক থেমে যাচ্ছে শিল্প-কারখানার চাকা। বহুমুখী সংকট একেবারে ঘিরে ধরেছে দেশের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের মেরুদণ্ড শিল্প খাতকে। বড় সংকট এখন দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি। এতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থাহীনতা বাড়ছে। দফায় দফায় ব্যাংক ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি ও ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়ানোও ব্যবসায়ীদের ওপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিয়েছে। শিল্পে গ্যাস সংকট এখনও প্রকট। গরম না আসতেই শুরু হয়ে গেছে লোডশেডিং। এসব কারণে শিল্পের উৎপাদন কমেছে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। আর সংকটে পড়ে গত ছয় মাসে শুধু পোশাক কারখানাই বন্ধ হয়েছে প্রায় ৩০০টির মতো। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা যে কত বন্ধ হয়েছে, তার সঠিক তথ্য জানেন না কেউ। একের পর এক শিল্প-কারখানা বন্ধ হওয়ায় গত ছয় মাসে ৫ থেকে ৬ লাখ শ্রমিক বেকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন শিল্প মালিকরা। বেকার হয়ে পড়ায় শ্রমিকদের আয়-রোজগারও বন্ধ হয়ে গেছে। আর কর্মহীন হয়ে পড়ায় আহার জোটাতে অনেক শ্রমিক ছিনতাই-রাহাজানিতে জড়িয়ে পড়ছে। তার প্রমাণ মিলবে-সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দেশে ছিনতাই-ডাকাতি যে হারে বেড়েছে সেদিকে তাকালে।

শিল্প মালিকরা বলছেন, বহুমুখী সংকটে পড়ে শিল্প-কারখানা চালু রাখাসহ ব্যবসা করা এখন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আস্থাহীনতা এখন চরম পর্যায়ে। এভাবে চলতে থাকলে থেমে যাবে শিল্পের চাকা। তখন ভঙ্গুর অর্থনীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়বে।

শিল্প-কারখানার সংকটের বিষয়ে বিজিএমইএর সাবেক সহ-সভাপতি ও সংগঠনটির আসন্ন নির্বাচনে ফোরাম প্যানেল লিডার মাহমুদ হাসান খান বাবু সময়ের আলোকে বলেন, শিল্প-কারখানায় উৎপাদন পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নত হয়নি। গত আগস্টের পর থেকে টানা তিন মাস শিল্পে যে অস্থিরতা চলেছে, সেটি হয়তো এখন নেই; কিন্তু পোশাক শিল্পসহ পুরো শিল্প খাতের

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

কালের কণ্ঠ মঙ্গলবার। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

রপ্তানি আয়ে সুবাতাস

পণ্য রপ্তানি জানুয়ারিতে বেড়ে ৪৪৪ কোটি ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের পণ্য রপ্তানি ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। চার মাস ধরে টানা ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। সর্বশেষ জানুয়ারি মাসে ৪৪৪ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি আয় গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৭০ শতাংশ বেশি।

গতকাল সোমবার পণ্য রপ্তানি আয়ের এই হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)। এতে দেখা যায়, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) দেশ থেকে মোট দুই হাজার ৮৯৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি আয় আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৬৮ শতাংশ বেশি।

রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) আয় বেড়েছে ১২ শতাংশ। এ সময় রপ্তানি হয়েছে দুই হাজার ৩৫৫ কোটি ডলারের পণ্য। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারিতে এই আয় ছিল দুই হাজার ১০২ কোটি ৭৯ লাখ ডলার। এ ছাড়া গত জানুয়ারি মাসে পোশাক খাতে রপ্তানি আয় এসেছে ৩৬৬ কোটি ডলার।

সাত মাসে তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি আয়ের মধ্যে এক হাজার ২৬৮ কোটি ৭৬ লাখ ডলার এসেছে নিটওয়্যার রপ্তানি থেকে, যা বছর ব্যবধানে ১২.০৩ শতাংশ বেড়েছে। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারিতে এই আয় ছিল এক হাজার ১৩২ কোটি ৫২ লাখ ডলার।

এ ছাড়া এক হাজার ৮৬ কোটি ৪৩ লাখ ডলার এসেছে ওভেন পোশাক রপ্তানি থেকে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ১১.৯৭ শতাংশ। আর ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারিতে এই আয় ছিল ৯৭০ কোটি ২৭ লাখ ডলার।

এদিকে রপ্তানিতে আবার চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে টপকে দ্বিতীয় শীর্ষ স্থানে চলে এসেছে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে ৬৭ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় ১০.৫ শতাংশ বেশি। জানুয়ারিতে সাত কোটি ৮৩ লাখ ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২১.৩৫ শতাংশ।

জুলাই-জানুয়ারি সাত মাসে ৬৬ কোটি ৯০ লাখ ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৮ শতাংশ বেশি। এ ছাড়া শুধু জানুয়ারিতে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে ৯ কোটি ডলারের, যা গত বছরের একই মাসের চেয়ে পৌনে ৫ শতাংশ কম।

বিজিএমইএর পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, 'পোশাক খাতের রপ্তানির ইতিবাচক ধারা লক্ষ করা গেলেও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিভিন্ন কাঁচামাল যেমন—টেক্সটাইল, পণ্য জাহাজীকরণ খরচ এবং রং ও রাসায়নিক দ্রব্যের বাজার অনেক চড়া। অথচ পণ্য উৎপাদন খরচ বাড়ার অনুপাতে পোশাকের দাম সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাড়ছে না।

চলতি অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ বিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১২.৪৪ শতাংশ বেশি।

ধুঁকছে শিল্প-কারখানা

অবস্থা এখনও খুবই নাজুক। তিনি বলেন, 'সারা দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। দেশের অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষের মতো আমরা ব্যবসায়ীরাও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন এবং শুধু আমরা না, আমাদের যারা বিদেশি ক্রেতা রয়েছেন তারাও উদ্বেগ জানাচ্ছেন। তাই বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে আমাদের দাবি, যেকোনো মূল্যে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করুন।' শিল্পের চলমান অন্যান্য সংকটের বিষয়ে মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেভাবে দফায় দফায় ব্যাংক ঋণের সুদহার বাড়াচ্ছে, তাতে শিল্প মালিকদের কারখানা চালু রাখাসহ ব্যবসা করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনিতেই দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিনিয়োগ থমকে আছে। এর মধ্যে যদি ব্যাংকের সুদ বেড়েই চলে তা হলে পুরোনো ব্যবসায়ীদের ব্যবসা পরিচালনা করা যেমন কঠিন হচ্ছে, তেমনি যারা নতুন করে বিনিয়োগ করবেন বলে ভাবছেন তারাও হাত গুটিয়ে নেবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণখেলাপির সময়সীমায় যে ছাড় দিয়েছে, তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে আগামী মার্চে। দেশের এ পরিস্থিতির মধ্যে অন্তত খেলাপির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়াতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে। যদি সেটি না করে তা হলে অনেক ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যাবেন।'

তৈরি পোশাক খাতের সার্বিক চিত্র বিষয়ে তিনি সময়ের আলোকে বলেন, কারখানাগুলোতে এখন রফতানি আদেশ বেশ ভালোই আসছে, কিন্তু গ্যাস সংকটের কারণে সময়মতো ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছে পণ্য পাঠানো কঠিন হচ্ছে। বন্দরগুলোতে স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল সেখানেও খুব একটা গতি সঞ্চার হয়নি। এ রকম বহুমুখী সংকটের কারণে গত ছয় মাসে কয়েকশ গার্মেন্টস কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এর পেছনে বড় আরও কয়েকটি কারণের একটি হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি। এ ছাড়া কিছু কারখানা বন্ধ হয়েছে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে। বিগত সরকারের সময় অনেক ব্যবসায়ীই সরকারের সঙ্গে সখ্য গড়ে অনৈতিক সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন। সরকার পতনের পর তাদের অনেকেই পলাতক, জেলে থাকায় তাদের অনেকেরই কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং বিটিএমএ সূত্রে জানা গেছে, সংকটের কারণে ঢাকার সাভার, আশুলিয়া, ধামরাই ও গাজীপুরে গত ছয় মাসে প্রায় ৩০০টির মতো শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়েছে। এর মধ্যে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বন্ধ তৈরি পোশাক কারখানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতগুলো হচ্ছে–গাজীপুর মহানগরীর সারাব এলাকার বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি, টঙ্গীর সাতাইশ এলাকার টিএমএস অ্যাপারেলস, চন্দ্রা এলাকার নায়াগ্রা টেক্সটাইল, মাহমুদ জিনস ও হার্ডি টু এক্সেল, কোনাবাড়ীর পলিকন লিমিটেড, অ্যাপারেল প্লাস, টিআরজেড ও দি ডেল্টা নিট অন্যতম।

সাভার, আশুলিয়া ও ধামরাইয়ে শিল্প-কারখানা রয়েছে ১ হাজার ৮৬৩টি। এর মধ্যে তৈরি পোশাক কারখানা ৭৪৫টি। শিল্প পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাক শিল্পের কারখানার মধ্যে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে ১৭টি। এতে ১০ হাজার ৮১ জন চাকরি হারিয়েছেন। এর মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৫ হাজার ৭৫, পুরুষ শ্রমিক ৪ হাজার ৪১ জন এবং কর্মচারী-কর্মকর্তা রয়েছেন ৯৬৫ জন। গাজীপুর নগরের জরুন এলাকার কেয়া গ্রুপ প্রায় ২০ বছর ধরে ব্যবসা করে আসছে। গত ২ জানুয়ারি গ্রুপ কর্তৃপক্ষ এক নোটিসে জানায়, আগামী ১ মে থেকে চারটি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হবে। এরপর তারা আরও দুটি কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেয়।

গার্মেন্টস ছাড়াও সিমেন্ট, ইস্পাত ও কাগজ শিল্পের অনেক কারখানা বন্ধ হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা, বাজার অস্থিতিশীলতা, সুদহার বৃদ্ধি, ঋণপত্র খোলার (এলসি) অভাবে কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা, শ্রমিক অসন্তোষ ও কারখানার উৎপাদন কার্যক্রমের অপ্রতুলতার কারণে এসব কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। আবার নতুন করে বিনিয়োগের সাহস পাচ্ছেন না উদ্যোক্তারা। এ ছাড়া পরিস্থিতি এতটাই নাজুক যে, সিটি গ্রুপ, বিএসআরএম, ইউএস-বাংলাসহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গ্রুপের দেড় শতাধিক কোম্পানি ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরও ১৬০টি কোম্পানি বন্ধের প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। বন্ধের তালিকায় ছোট প্রতিষ্ঠান শুধু নয়, বড় গ্রুপের প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এসব কোম্পানির মধ্যে পণ্য সরবরাহ ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়াও নতুন নিবন্ধন নেওয়া কোম্পানিও রয়েছে। এ অবস্থায় ব্যবসার পরিবেশের উন্নতি না হলে আরও কোম্পানি বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিনিয়োগ আকর্ষণে উদ্যোগ না থাকায় নতুন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। সমস্যা সমাধানে সরকারের সহযোগিতা চান ব্যবসায়ীরা। বন্ধ হচ্ছে বিদেশি কোম্পানিও। দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক কোম্পানি ব্রাইট মেডিকেল অ্যান্ড এডুকেশন সার্ভিস লিমিটেড ও ভারতভিত্তিক আন্তর্জাতিক কোম্পানি শিপকার্ড মেরিন বাংলাদেশ লিমিটেড স্বেচ্ছায় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বন্ধ হতে যাচ্ছে তাইওয়ানভিত্তিক মেরিল্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিসহ আরও অনেক বিদেশি কোম্পানি।

এদিকে শিল্প এলাকার কারখানাগুলো তীব্র গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকটে ভুগছে। ডিজেল দিয়ে চলছে কারখানাগুলো। ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। গ্যাস সংকটের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছেন না। এশিয়া অঞ্চলে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনামের চেয়ে ব্যবসায়িক পরিবেশ বিচারে পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ।

গ্যাস সংকটের কারণে শিল্প-কারখানার সার্বিক উৎপাদন ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। ডাইং ও শিল্প-কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় সময়মতো শিপমেন্ট (রফতানি প্রক্রিয়া) করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বিভিন্ন বিদেশি বায়ার ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। এভাবে চলতে থাকলে নিটওয়্যার এক্সপোর্ট কার্যক্রমে ধস নামার আশঙ্কা করছেন তারা।

নারায়ণগঞ্জের গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তিতাস অফিসের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, নারায়ণগঞ্জসহ আশপাশের পাইপলাইনে গ্যাসের চাহিদা ৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট। ২৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সংকট আছে। নারায়ণগঞ্জসহ আশপাশের শিল্প-কারখানা ও বাসাবাড়িতে গ্যাসের চাহিদা ১ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ন্যাচারাল বা পাইপলাইনে গ্যাসের চাহিদা ৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট। আর এলএনজির চাহিদা ৬৫০ মিলিয়ন ঘনফুট। কিন্তু চাহিদার তুলনায় ন্যাচারাল গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট। এলএনজি মোটেও পাওয়া যাচ্ছে না। গ্যাস সংকটের বিষয়ে নিট পোশাক রফতানিকারকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, তীব্র গ্যাস সংকট রয়েছে। দিনে বা রাতে কোনো সময়ই গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। এ কারণে উৎপাদন একেবারেই বন্ধ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের এখন এমন পরিস্থিতি হয়েছে, যেন নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে পালাতে পারলেই বাঁচে। আরেক শীর্ষ ব্যবসায়ী ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি তাসকিন আহমেদ দেশের বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের উৎপাদন পরিস্থিতি বিষয়ে সময়ের আলোকে বলেন, 'দিন দিন দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে হারে অবনতি হচ্ছে তাতে ব্যবসায়ীদের আস্থাহীনতা বাড়ছে। বলা যায় ব্যবসায়ীদের আস্থাহীনতা এখন চরমে। এভাবে চলতে থাকলে তো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখাই কঠিন হবে।'

এই ব্যবসায়ী বলেন, 'শিল্পের অবস্থা আরও কঠিন করে তোলা হচ্ছে যখন-তখন এবং অপরিকল্পিতভাবে ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়িয়ে। এভাবে ভ্যাট-ট্যাক্স বৃদ্ধিতে শুধু আমরা দেশি ব্যবসায়ীরাই যে উদ্বিগ্ন তা কিন্তু না; বিদেশি ক্রেতা এবং উদ্যোক্তা উভয়েই আমাদের কাছে উদ্বেগ জানাচ্ছেন। তারা আমাদের বলছেন, তোমাদের দেশের ভ্যাট-ট্যাক্স পলিসিসহ অন্যান্য পলিসি ভালো না। সুতরাং অপরিকল্পিতভাবে ভ্যাট-ট্যাক্স বাড়ানোয় বিদেশেও এখন দেশ সম্পর্কে এখন নেতিবাচক ম্যাসেজ যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।'

শিল্প-বাণিজ্যের অন্যান্য সংকটের বিষয়ে ঢাকা চেম্বারের সভাপতি বলেন, 'দফায় দফায় ব্যাংক ঋণের সুদের হার বাড়ানো ঠিক হচ্ছে না। মূলত ব্যাংক ঋণের সুদ বৃদ্ধির জন্যই অনেক শিল্প মালিক কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। গত ছয় মাসে শুধু গার্মেন্টস কারখানাই বন্ধ হয়েছে প্রায় ৩০০টি। এর বাইরে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প কারখানা যে কতটা বন্ধ হয়েছে, তার সঠিক হিসাব কারও কাছে নেই। শিল্প উদ্যোক্তারা এর থেকে খারাপ পরিস্থিতিতে আর কখনো পড়েনি। বলা হচ্ছে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে সুদের হার বাড়াতে হচ্ছে; কিন্তু সুদ বাড়াতে গিয়ে তো ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধের উপক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পের এত এত সংকটের বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা কথা বলছি; কিন্তু কোনো সাড়া পাচ্ছি না।'

তিনি আরও বলেন, একের পর এক শিল্প-কারখানা বন্ধ হওয়ায় লাখ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে যাচ্ছেন। তাদের আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে পেটে তো খাবার দিতে হবে। আর কর্মহীন হয়ে পড়া এসব মানুষ মুখের আহার জোটাতে ছিনতাই-রাহাজানিতে জড়িয়ে পড়ছে। এ কারণেই ইদানীং দেশে ছিনতাই-ডাকাতি বেড়ে গেছে বলে আমরা পত্রপত্রিকা খুললেই দেখতে পাচ্ছি।'

অর্থনীতিবিদ ও সিপিডির সম্মানীয় ফেলো প্রফেসর ড. মুস্তাফিজুর রহমান সময়ের আলোকে বলেন, 'বিগত ছয় মাস ধরে দেশের শিল্প খাতে যে দুর্দশা চলছে তা রীতিমতো চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একসঙ্গে অনেক সংকট শিল্পকে ঘিরে ধরায় ব্যবসায়ীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্প-কারখানা সচল রাখা না গেলে অর্থনীতি ধসে পড়বে।'

বণিক বার্তা শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ৭, ২০২৫

মাস্টারকার্ড, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ও ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ

রেমিট্যান্সের বাজারে অলিগোপলি তৈরি করেছে কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

ইমামুল হাছান আদনান ■

কাগজে-কলমে এ মুহূর্তে দেশের রেমিট্যান্সের প্রধান উৎস যুক্তরাষ্ট্র। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ২৪৯ কোটি ৫৩ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে দেশটি থেকে ১১২ কোটি ৫১ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২২ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা রেমিট্যান্সের এ উল্লম্ফন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বেশ কয়েক বছর ধরে। তবে এ প্রশ্নের সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারছিলেন না সংশ্লিষ্টরা। বিষয়টিতে বিস্মিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীরাও। তাদের ভাষ্য ছিল, দেশটিতে বসবাসকারী বাংলাদেশীরা এখনো জীবনধারণের ব্যয় মেটাতেই হিমশিম খাচ্ছে। এ অবস্থায় বৈধ আয় থেকে এত পরিমাণ রেমিট্যান্স বাংলাদেশে পাঠানো কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বিষয়টি নিয়ে অন্ধকারে ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকও।

তবে বণিক বার্তার অনুসন্ধান বলছে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা রেমিট্যান্সের বড় অংশই দেশটিতে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের পাঠানো নয়। বরং সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, কুয়েত, বাহরাইনসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী অনেক বাংলাদেশীর পাঠানো রেমিট্যান্সও যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে দেখানো হচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্য ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর এবং ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী প্রবাসীদের পাঠানো অর্থও যুক্তরাষ্ট্রের রেমিট্যান্স হিসেবে বাংলাদেশে ঢুকছে। মূলত বাংলাদেশী রেমিট্যান্সের বাজার থেকে মাস্টারকার্ড, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নসহ মার্কিন বিভিন্ন মানি এক্সচেঞ্জ ও অ্যাগ্রিগেটরের (যেসব বড় প্রতিষ্ঠান অন্যান্য ছোট এক্সচেঞ্জের কাছ থেকে রেমিট্যান্স বা আন্তঃদেশীয় লেনদেনের অর্থ সংগ্রহ করে একত্র করে) সংগৃহীত রেমিট্যান্স যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে দেখানোর কারণেই পরিসংখ্যানে বড় ধরনের গড়বড় দেখা দিয়েছে।

একইভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) বাংলাদেশে আসা রেমিট্যান্সের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উৎস হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে দুবাইভিত্তিক অ্যাগ্রিগেটর প্রতিষ্ঠান ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে দেশটি থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০২ কোটি ৭২ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। এখানেও দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রকৃতের চেয়ে বেশি দেখানো হচ্ছে বলে সন্দেহ ব্যাংকারদের। তাদের ভাষ্যমতে, দেশের রেমিট্যান্সের বাজারে এখন আধিপত্য করছে হাতেগোনা কয়েকটি অ্যাগ্রিগেটর প্রতিষ্ঠান। এর মধ্য দিয়ে রেমিট্যান্সের বাজারে এখন আর প্রতিযোগিতামূলক নেই। বরং এর বদলে তা রূপ নিয়েছে অলিগোপলিতে।

একটি বাজারের নিয়ন্ত্রণ হাতেগোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে গেলে অর্থনীতির পরিভাষায় সেটিকে বলা হয় অলিগোপলি। এ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলোর বাজারে মূল্যকেও প্রভাবিত করার ক্ষমতা তৈরি হয়। একই সঙ্গে বাজারের পরিস্থিতিও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রতিযোগী ও ভোক্তাদের জন্যও ক্রমেই প্রতিকূল হয়ে উঠতে থাকে।

বাংলাদেশে রেমিট্যান্সের বাজারে এখন অনেকটা এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে উল্লেখ করে ব্যাংকার ও স্থানীয় মানি এক্সচেঞ্জগুলোর নির্বাহীরা বলছেন,

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স প্রবাহ (কোটি ডলার)

Western Union

MasterCard

INSTANT CASH

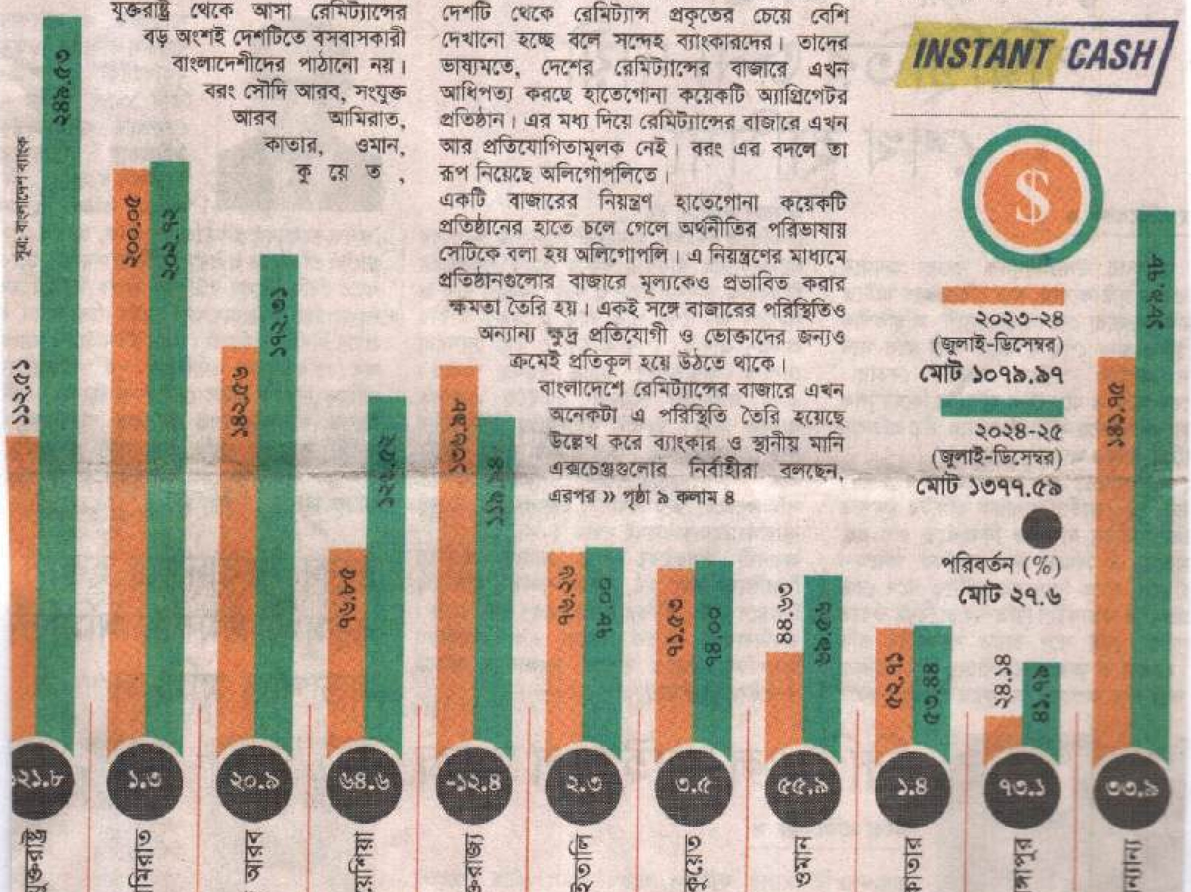

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

রেমিট্যান্সের বাজারে অলিগোপলি

১ম পৃষ্ঠার পর

আগে রেমিট্যান্সের বাজার ছিল ছোট ছোট মানি এক্সচেঞ্জনির্ভর। এসব মানি এক্সচেঞ্জের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে ব্যাংক রেমিট্যান্স সংগ্রহ করত। কিন্তু এখন রেমিট্যান্সের বাজার অ্যাগ্রিগেটর-নির্ভর হয়ে উঠেছে। ছোট মানি এক্সচেঞ্জগুলো ব্যাংকের কাছে রেমিট্যান্স বিক্রি না করে অ্যাগ্রিগেটরদের দিচ্ছে। তারা সংগৃহীত রেমিট্যান্স দরকষাকষি করে বেশি মূল্যে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর কাছে বিক্রি করছে। মূলত এ কারণেই এখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউএই থেকে রেমিট্যান্স বেশি দেখাচ্ছে। আর সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরসহ ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশের রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি ধারাবাহিকভাবে শ্লথ হয়ে আসছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে রেমিট্যান্স বেশি দেখানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা মাস্টারকার্ডের। ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড নেটওয়ার্কের জন্য বিখ্যাত এ মার্কিন প্রতিষ্ঠানটি এখন বৈশ্বিক রেমিট্যান্সের বাজারেরও জায়ান্ট হয়ে উঠেছে। ২০১৯ সালে মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানি ট্রান্সফার্স্ট অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে রেমিট্যান্সের বাজারে প্রবেশ করে মাস্টারকার্ড। এরপর থেকেই প্রতিষ্ঠানটির আন্তঃদেশীয় রেমিট্যান্স ব্যবসা দ্রুত বিস্তৃত হয়েছে। মাস্টারকার্ড বর্তমানে বিশ্বের ২১০টি দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গ্রাহকদের কাছ থেকে সরাসরি রেমিট্যান্সের অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি এখন অ্যাগ্রিগেটর হিসেবেও ভূমিকা রাখছে। আর গত কয়েক বছরে মাস্টারকার্ড বাংলাদেশে রেমিট্যান্স আসার বড় মাধ্যমও হয়ে উঠেছে। দেশের রেমিট্যান্সের বাজারে মাস্টারকার্ডের বাজার অংশীদারত্ব যত বাড়ছে, ঠিক ততটাই উল্লম্ফন ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা রেমিট্যান্সে।

বাংলাদেশে মাস্টারকার্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স আসছে, তার উৎস নিয়ে আমাদের মধ্যেও প্রশ্ন আছে। আমরা দেখছি, মধ্যপ্রাচ্যে সৌদি আরবের মতো দেশগুলোয় মিলিয়ন মিলিয়ন বাংলাদেশী থাকার পরও সেসব দেশ থেকে রেমিট্যান্স কমে যাচ্ছে। আমার ধারণা, মাস্টারকার্ড, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নসহ আমেরিকান মানি এক্সচেঞ্জগুলোর মাধ্যমে আসা রেমিট্যান্স যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে দেখানো হচ্ছে। এর কারণে রেমিট্যান্সের উৎস দেশগুলোর বিষয়ে ভুল তথ্যও যাচ্ছে। মাস্টারকার্ড এখন বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের বাজারের সবচেয়ে বড় অংশীদার।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১ হাজার ৩৭৭ কোটি ৫৯ লাখ ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে ১ হাজার ৭৯ কোটি ৯৭ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স দেশে এসেছিল। সে হিসাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৭ দশমিক ৬ শতাংশ। তবে গড় এ প্রবৃদ্ধির চেয়েও কয়েক গুণ বেশি রেমিট্যান্স এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৪৯ কোটি ৫৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স আসে। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২১ দশমিক ৮ শতাংশ। গত ছয় মাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২০২ কোটি ৭২ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। এক্ষেত্রে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স বেড়েছে ১ দশমিক ৩ শতাংশে। আর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার সৌদি আরব থেকে মাত্র ১৭২ কোটি ৩১ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে উঠে এসেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মাস্টারকার্ড রেমিট্যান্সের বাজারে আসার বছর তথা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১৮৪ কোটি ডলার। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে দেশটি থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা রেমিট্যান্স দেখানো হয় ২৪০ কোটি ডলার। আর ২০২০-২১ অর্থবছরে এ রেমিট্যান্স বেড়ে ৩৪৬ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা রেমিট্যান্স দেখানো হয় যথাক্রমে ৩৪৪ কোটি ও ৩৫২ কোটি ডলার। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এটি কিছুটা কমলেও দেশটি থেকে ২৯৬ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছিল। আর সর্বশেষ চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২৪৯ কোটি ৫৩ লাখ ডলার রেমিট্যান্স এসেছে বলে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র থেকে এক অর্থবছরে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স আসত, এখন ছয় মাসেই তার চেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসছে।

যদিও শ্রমশক্তির বিচারে দেশের সবচেয়ে বড় বাজার হলো সৌদি আরব। কেবল ২০২৪ সালের প্রথম ১১ মাসেই ৫ লাখ ৪১ হাজারের বেশি বাংলাদেশী শ্রমিক সৌদি আরব গেছেন, যা গত বছর মোট অভিবাসী শ্রমিকের প্রায় ৬০ শতাংশ। আর ২০২১ থেকে ২০২৪-এ চার বছরে দেশ থেকে সৌদি আরব গেছেন ২১ লাখ ৯ হাজার বাংলাদেশী।

এত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী নতুন করে সৌদি অভিবাসী হলেও এ সময়ে দেশটি থেকে আসা রেমিট্যান্সের পরিমাণ কমে গেছে বলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে তুলে ধরা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ৫৭২ কোটি ডলার। কিন্তু এরপর ২০২১-২২ অর্থবছরে এটি কমে ৪৫৪ কোটিতে নেমে আসে। আর ২০২২-২৩ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে রেমিট্যান্স এসেছে মাত্র ৩৭৬ কোটি ডলার। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে আসা রেমিট্যান্স আরো কমে ২৭৪ কোটি ডলারে নেমে যায়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সৌদি আরবে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী শ্রমিক অভিবাসী থাকলেও সেখানে তাদের আয় সন্তোষজনক নয়। আবার অনেক বাংলাদেশী শ্রমিক বেকার বসে আছেন। দেশে ফেরার মতো আর্থিক সামর্থ্যও অনেক শ্রমিকের নেই। তবে দেশটি থেকে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স দেখানো হচ্ছে, সেটিও বাস্তবসম্মত নয়। মাস্টারকার্ডসহ মার্কিন বড় এক্সচেঞ্জ হাউজগুলো সৌদি আরব থেকে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকে দরকষাকষি করে তারা বাংলাদেশী ব্যাংকগুলোর কাছে ডলার বিক্রি করছে। এ কারণে সৌদি আরবসহ অন্যান্য দেশের অনেক রেমিট্যান্স যুক্তরাষ্ট্রের হিসাবে চলে যাচ্ছে।

একই ধরনের বক্তব্য মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সৈয়দ মাহবুবুর রহমানেরও। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'রেমিট্যান্সের বাজার এখন অ্যাগ্রিগেটররা নিয়ন্ত্রণ করে। এর বড় অংশই যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক। তারা বিভিন্ন দেশ থেকে রেমিট্যান্স সংগ্রহ করে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর কাছে বিক্রি করে। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের রেমিট্যান্স এত বেশি দেখাচ্ছে। অ্যাগ্রিগেটরদের পাঠানো রেমিট্যান্সের উৎস দেশ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন।'

নাম অপ্রকাশিত রাখার শর্তে প্রথম সারির একটি বেসরকারি ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের প্রধান বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশের রেমিট্যান্সের বাজার এখন মাস্টারকার্ডের নিয়ন্ত্রণে। কোনো ব্যাংকের যদি ১০ মিলিয়ন ডলারও প্রয়োজন হয়, তাহলে মাস্টারকার্ড সেটি ১০ মিনিটের মধ্যে সরবরাহ করতে সক্ষম। তবে এক্ষেত্রে তাদের দেয়া বিনিময় হারে ডলার নিতে হবে। সেক্ষেত্রে ব্যাংকের পক্ষে দরকষাকষি করার কোনো সুযোগ থাকে না। ব্যাংকগুলোর বেশি দরে ডলার না কিনলে মাস্টারকার্ডসহ বড় অ্যাগ্রিগেটররা তা ধরে রাখে। সংকটে পড়লে ব্যাংক তখন বেশি দর দিয়ে হলেও ডলার কিনতে বাধ্য হয়।'

রেমিট্যান্স কেনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন ব্যাংকগুলোর জন্য প্রতি ডলারের সর্বোচ্চ বিনিময় হার ১২২ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কোনো ব্যাংক এ দরের বেশি দিয়ে ডলার কিনলে সে ব্যাংকে নিরীক্ষা দল পাঠিয়ে জরিমানা করা বা সতর্ক বার্তা দেয়া হচ্ছে। দর নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে গত সপ্তাহের চার কর্মদিবসে মাস্টারকার্ড থেকে রেমিট্যান্স কিনতে নিষেধ করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। মৌখিক নির্দেশের কারণে দেশের প্রথম সারির ব্যাংকগুলো ওই চারদিন মাস্টারকার্ড থেকে রেমিট্যান্স কেনেনি বলে একাধিক ব্যাংকের শীর্ষনির্বাহী ও ট্রেজারি বিভাগের প্রধান বণিক বার্তাকে জনিয়েছেন।

তবে ডলারের দরে অস্থিরতার পেছনে মাস্টারকার্ডের ভূমিকা থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন সৈয়দ মোহাম্মদ কামাল। মাস্টারকার্ডের কান্ট্রি ম্যানেজার বণিক বার্তাকে বলেন, 'এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই। আমরা সরকারি ব্যাংকগুলোর কাছে প্রচুর ডলার বিক্রি করছি। এ শ্রেণীর ব্যাংকগুলো সাধারণত বাড়তি দরে রেমিট্যান্স কেনে না। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স মাস্টারকার্ডের মাধ্যমে আসে। আমরা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির পর্যায়ে পাঠানো রেমিট্যান্সও আনি। আবার অন্য মানি এক্সচেঞ্জের সংগ্রহ করা বড় অংকের রেমিট্যান্সও আনি।'

তিনি বলেন, 'বিশ্বের ২১০টি দেশে মাস্টারকার্ডের ব্যবসা রয়েছে। এমন অনেক দেশ আছে, যেখান থেকে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য বিকল্প কোনো মাধ্যম নেই। এ কারণে সেখান থেকে মাস্টারকার্ডের মাধ্যমে রেমিট্যান্স আসছে। আবার কিছু দেশের ছোট মানি এক্সচেঞ্জগুলো রেমিট্যান্স সংগ্রহ করে আমাদের মতো বৈশ্বিক জায়েন্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠায়। শুধু আমরাই নই, বিশ্বের অনেক প্রতিষ্ঠানই এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে।'

দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে ২০২৪ সালের শেষ মাস তথা ডিসেম্বরে। ওই মাসে প্রবাসী বাংলাদেশীরা ২৬৪ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স দেশে পাঠান। তবে জানুয়ারিতে এসে এ রেমিট্যান্স প্রবাহ কিছুটা কমে গেছে। গত মাসে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ২১৮ কোটি ৫২ লাখ ডলার।

ডলারের দর নিয়ে চাপ থাকার কারণেই গত মাসে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে গেছে বলে একাধিক ব্যাংক নির্বাহী অভিযোগ করেছেন। তারা বলেছেন, 'বাংলাদেশ ব্যাংক হস্তক্ষেপ করার কারণে জানুয়ারিতে রেমিট্যান্স কমে গেছে। এটি আমাদের অর্থনীতির জন্য আত্মঘাতী। সামনে রোজা আসছে। রমজানে প্রবাসীরা বেশি রেমিট্যান্স পাঠান। এখন দর নিয়ে চাপাচাপি করলে রেমিট্যান্স হুন্ডির বাজারে চলে যাবে। বাজারের ওপর ছেড়ে দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসত। অর্থনীতির স্বার্থেই এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা দরকার।'

রেমিট্যান্সের উৎস দেশের তথ্যে বিভ্রান্তির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা বণিক বার্তাকে বলেন, 'গত কয়েক মাস আগে বিষয়টি আমারও নজরে এসেছে। তখন আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে বলেছিলাম। কিন্তু তারা কোনো কিছু করেছে বলে মনে হয় না। রেমিট্যান্স আনার ক্ষেত্রে মার্কিন ও আরব আমিরাতভিত্তিক অ্যাগ্রিগেটরদের আধিপত্য বাড়ায় দেশ দুটি থেকে রেমিট্যান্স বেশি দেখাচ্ছে। অথচ বাস্তব পরিস্থিতি সেটি নয়। তথ্যের এ অসামঞ্জস্য দূর করার উদ্যোগ নেয়া দরকার।'

THE FINANCIAL EXPRESS
Saturday • February 8, 2025

Garment export to US posts meagre growth

- 2024 saw measly 0.75pc rise to fetch $7.34b
- BD's share in US market fell to 9.26pc
- Buyers take India as more competitive than most Asian peer

MONIRA MUNNI

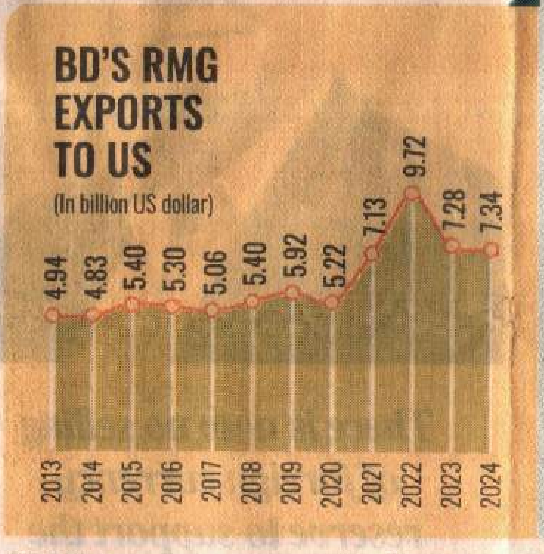

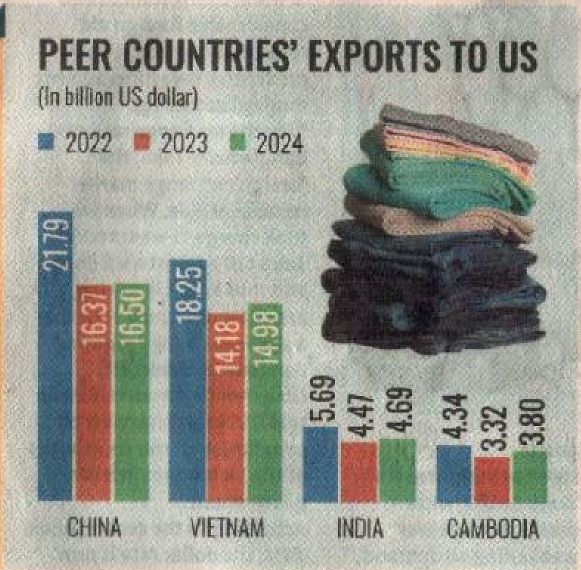

Apparel export to the United States–the single-largest destination of Bangladesh–grew a paltry 0.75 per cent to fetch $7.34 billion in 2024.

The earnings were $7.28 billion in 2023, according to the data released on Thursday by OTEXA, an affiliate of the US Department of Commerce.

In 2022, however, the country's ready-made garment (RMG) exports to the US hit an all-time high of $9.73 billion.

In terms of volume, apparel exports in 2024 increased by 4.89 per cent to 2.37-billion square metres, which were 2.26-billion square metres in 2023, according to OTEXA data.

Amid the slow growth rate, Bangladesh's apparel export share in the US market fell to 9.26 per cent in 2024, which was 9.7 per cent in 2022.

But suppliers like Cambodia, Pakistan, Vietnam and India recorded 14.4 per cent, 7.3 per cent, 5.6 per cent and 4.9 per cent growth respectively in 2024.

According to some exporters, while Vietnam is always doing better in the US, India will be the new concern and challenge for Bangladesh as India is shipping higher volume of apparel there offering lower price with its own raw materials.

According to OTEXA, India fetched $4.69 billion making shipments of 1.37 billion square metres of apparel in 2024. In quantity, India's shipment was 13.1 per cent higher compared to that of 2023.

Meanwhile, a US Fashion Industry Association (USFIA) 2024 benchmark study finds that American fashion companies are diversifying their apparel sourcing and exploring opportunities in emerging destinations, especially India, amid growing risks and market uncertainty in Bangladesh.

Citing shipping delays, supply-chain disruptions, and 'managing geopolitics and other political instability' related to sourcing as top five concerns among US brands and retailers in 2024, it said buyers consider India to be more competitive than most other Asian suppliers regarding vertical integration capability, manufacturing flexibility and agility.

Mahmud Hasan Khan Babu, former vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said Bangladesh saw an eventful 2024 with polls, wage hike and labour unrest along with the July uprising.

"Bangladesh is facing tough competition with India, which is offering goods at lower prices than Bangladesh," he told the FE.

India has its own raw materials from cotton to yarn, man-made fabric and others, while Bangladesh is largely dependent on imported cotton and fabrics, mostly woven items.

Besides, the lead time is almost same for both India and Bangladesh, said Mr Babu, terming India a 'concern' for Bangladesh.

Cost of production and doing business has been going up in Bangladesh significantly mainly because of gas and electricity price hike and other complexities, he noted.

"Business has been becoming more challenging day by day and we are losing competitiveness mainly because of the increasing cost of production due to internal factors."

When asked, former BGMEA president Faruque Hassan said they should be happy for sustaining growth, though meagre, despite multiple challenges like gas and electricity crisis, lost production and a massive political transformation.

He said Bangladesh could perform better provided with uninterrupted gas supply and no production loss due to labour unrest last year as there were work orders while industry has invested in environment-friendly processes, product diversification and value-added items.

Mr Hassan, managing director of Giant Group, said 2025 would be good as demands from western market is increasing with improved inflationary pressure and reduced interest rate.

"Besides, Bangladesh could be one of the beneficiaries of the ongoing China US trade war provided with improved internal factors like political stability and improved law and order situation."

Fazlul Hoque, former president of the Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, said how much Bangladesh could grab the opportunity of shifting work orders from China due to a trade war between China and US, and seize the orders coming here depends on internal factors.

There is hardly any fresh investment and so no capacity enhancement, he said, adding many factories were closed due to many reasons like banking issues, labour unrest and inefficiency while many more are on the verse of closure.

Labour situation has improved but not fully controlled and there is no guarantee that there would be no such incident in coming months leading to uncertainty, according to Mr Hoque.

The industry is suffering due to poor gas supply and banking issues as factories are not getting support from banks, including those in trouble, as received during the pre-August period, he claimed.

Mr Hoque, however, expects more work orders in 2025.

Regarding price, he, shifts blame on poor negotiating skills of local exporters, saying they need improved skills to be able to say no to buyers who are offering price below production costs.

According to OTEXA data, Vietnam fetched $14.98 billion recording 5.6-per cent growth in 2024 over that of $14.18 billion earnings in 2023.

The US imports 4.16 billion square metres of garment from Vietnam in 2024, which was 9.52 per cent higher.

Meantime, China recorded meagre growth of 0.79 per cent to fetch $16.50 billion during the January-December period of the year.

China shipped 9.29-billion square metres of apparel to the US, marking 5.91-per cent growth during the period.

Overall US apparel imports stood at $79.25 billion, marking 1.71-per cent growth in 2024, according to OTEXA data.

munni_fe@yahoo.com

ঢাকা : রোববার ২৬ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Sunday 9 February 2025
সংবাদ
e-mail : sangbadeco

ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ১৮ শতাংশ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

গত বছরের শেষ চার মাস-সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বড় প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে গত বছরের ডিসেম্বরে রপ্তানি করেছে ৫৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এটি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ১৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ বেশি। যদিও গত নভেম্বরে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছিল ৪১ শতাংশ।

এভাবেই এক বছরের ব্যবধানে তৈরি পোশাকের বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। সার্বিকভাবে ২০২৪ সালে অবশ্য তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধি হয়নি, তবে ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে। সব মিলিয়ে গত বছর বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা এর আগের ২০২৩ সালের তুলনায় দশমিক ৭৫ শতাংশ বেশি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ওই বছর রপ্তানি ২৫ শতাংশ কমে ৭২৯ কোটি ডলারে নেমেছিল।

একাধিক উদ্যোক্তা জানান, শুল্ক আরোপের আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো বাড়তি ক্রয়াদেশ দেওয়া শুরু করেছে। নতুন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও আলোচনা করছেন কিংবা বাংলাদেশে আসছেন। এমনকি চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে, এমন প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশের বায়িং হাউস ও পোশাক কারখানাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

অটেক্সার তথ্যানুযায়ী, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে ৭ হাজার ৯২৬ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছিল যা ২০২৩ সালের তুলনায় ১ দশমিক ৭১ শতাংশ বেশি। ওই বছর যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো আমদানি করেছিল ৭ হাজার ৭৯৩ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক।

> গত বছরের ডিসেম্বরে রপ্তানি করেছে ৫৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক। এটি ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় ১৮ দশমিক ৩৬ শতাংশ বেশি। যদিও গত নভেম্বরে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছিল ৪১ শতাংশ

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বরাবরের মতো শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে চীন। দেশটি গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৬৫১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এতে প্রবৃদ্ধি হয় দশমিক ৭৯ শতাংশ। একই বছর যুক্তরাষ্ট্রে ১ হাজার ৪৯৮ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ভিয়েতনাম। এই রপ্তানি ২০২৩ সালের তুলনায় ৫ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি। বাজারটিতে ভিয়েতনামের পর তৃতীয় শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ বাংলাদেশ।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের আওতাধীন অফিস অব টেক্সটাইল অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (অটেক্সা) হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সংস্থাটির তথ্যানুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি গত সেপ্টেম্বরে ১৮ শতাংশ, অক্টোবরে ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ ও নভেম্বরে ৪১ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়েছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দুই সপ্তাহের মাথায় কানাডা, মেক্সিকো ও চীন থেকে পণ্য আমদানিতে বাড়তি শুল্ক আরোপ করায় বাজারটি নিয়ে নতুন করে সম্ভাবনা দেখছেন বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্পের উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, চীনা পণ্যে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক বসানো হয়েছে। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরাবে। ফলে বাংলাদেশের সামনে বাড়তি ক্রয়াদেশ বা অর্ডার পাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। এমনকি বিনিয়োগকারীরা চীন থেকে কারখানা সরিয়ে এখন অন্য দেশে নিতে আগ্রহী হতে পারেন। সেই বিনিয়োগ বাংলাদেশও নিতে পারেন।

অটেক্সার তথ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে ভারতের। গত বছর দেশটি ৪৬৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানি ২০২৩ সালের চেয়ে ৪ দশমিক ৯৪ শতাংশ বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে পঞ্চম শীর্ষ পোশাক রপ্তানিকারক ইন্দোনেশিয়া। তারা গত বছর ৪২৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে যা আগের বছরের চেয়ে ১ দশমিক ৪০ শতাংশ বেশি।

প্রথমবার ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকার সময় ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়। পরের বছর থেকে চীন থেকে ক্রয়াদেশ সরতে থাকে। চীনের হারানো ক্রয়াদেশের একটি অংশ বাংলাদেশে আসে। ওই বছর যুক্তরাষ্ট্রে ৫৯৩ কোটি ডলারের পোশাক রপ্তানি হয়, যা সাত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। মধ্যে করোনার কারণে রপ্তানি কমলেও ২০২২ সালে এই বাজারে ৯৭২ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ। যদিও পরের বছর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রপ্তানি আবার কমে।

THE BUSINESS STANDARD SUNDAY 09.02.2025

Apparel exports to US grow slightly to $7.34b in 2024

RMG - BANGLADESH

JASIM UDDIN

Bangladesh's apparel exports to the United States grew by 0.75% year-on-year to $7.34 billion in 2024, despite fluctuations throughout the year.

However, the country's share of the US apparel market slightly declined to 9.26% from 9.37% in 2023.

In volume, ready-made garment (RMG) shipments rose by 4.89%, reaching 2.37 billion square metres compared to 2.26 billion in 2023, according to the US Department of Commerce's Office of Textiles and Apparel.

The year began with a challenging 36.73% drop in January exports to $547.96 million, and further declines were recorded in March, April, May, June, and July, with August showing a marginal dip of 0.20%.

Despite early setbacks, exports rebounded in the second half of the year, with robust growth starting in September. November saw the highest single-month I SEE PAGE 4 COL 2 increase at 42.14%, followed by a 16.52% rise in December, leading to a positive overall outcome for the year.

Faruque Hassan, former president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, told The Business Standard that despite challenges such as gas and electricity shortages, labour unrest, and political transitions, the industry should take satisfaction in sustaining modest growth.

He expressed optimism for 2025, citing rising demand from Western markets, easing inflation, and lower interest rates, while emphasising Bangladesh's potential to benefit from the China-US trade war, provided internal factors like political stability improve.

Echoing Faruque's comments, Abdullah Hil Rakib, managing director of Team Group, agreed, noting the opportunity for Bangladesh to expand in the US market as businesses shift from China.

He highlighted that the US government's plan to impose a 10% import duty on Chinese goods could further benefit Bangladesh.

However, Rakib criticised the lack of government support, saying, "The government has shown no intention of aligning policies with the industry's needs."

He urged a review of policies based on IMF recommendations, warning that without reforms, the industry could stagnate. Drawing from Singapore's growth without IMF prescriptions, Rakib suggested Bangladesh explore alternative strategies.

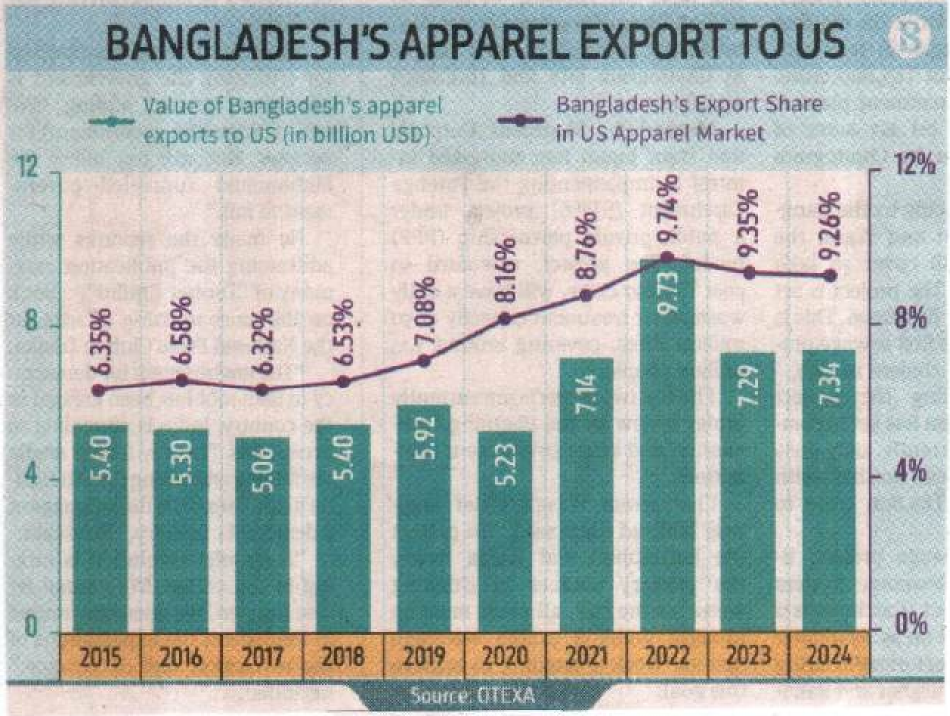

Apparel exports to US see steady rise over the decade

Over the past decade, Bangladesh's apparel exports to the US have steadily increased, solidifying its position as a key supplier.

From 2015 to 2024, shipments grew by 35.87% in value and 26.62% in volume, reaching $7.34 billion in 2024. Exports fluctuated from $5.40 billion in 2015 to a dip in 2016 and 2017, before recovering in 2018 and 2019.

A decline to $5.23 billion in 2020 was followed by a strong rebound in 2021, rising 36% to $7.14 billion, according to the government data.

The peak came in 2022, with exports hitting $9.73 billion, before dipping 25% to $7.29 billion in 2023 due to global economic factors.

Bangladesh remains the third-largest apparel exporter to the US, with a 9.26% market share, while China and Vietnam dominate with 20.83% and 18.90% shares, respectively.

Total US apparel imports reached $79.26 billion in 2024, a 1.71% increase from the previous year.

কালের কণ্ঠ

রবিবার । ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ।

মালয়েশিয়ায় অবৈধ ৭৪ বাংলাদেশি আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

মালয়েশিয়ায় অবৈধ অভিবাসী দমন অভিযানে ৭৪ জন বাংলাদেশি আটক হয়েছেন। গত শুক্রবার দেশটির সেরেম্বান প্রদেশের নেগেরি সেম্বিলানের কুয়ালা পিলাহে এক অভিযানে তাঁদের আটক করে মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিভাগ। এ সময় বিভিন্ন দেশের আরো ৪২ জন অবৈধ নাগরিককে আটক করা হয়। গতকাল শনিবার সেরেম্বান রাজ্যের অভিবাসন পরিচালক কেনিথ তান আই কিয়াং এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নেগেরি সেম্বিলানের কুয়ালা পিলাহের একটি ইট কারখানা এবং পোর্ট ডিকসনের একটি শিল্প ভবনের নির্মাণস্থলে আলাদা অভিযান চালানো হয়।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

চীনকে ছাড়াবে বাংলাদেশ

তুলা আমদানি

চলতি বাণিজ্য বছর শেষে বাংলাদেশের তুলা আমদানি ৮০ লাখ বেলে দাঁড়াতে পারে। চীনের আমদানি কমে দাঁড়াতে পারে ৭৩ লাখ বেলে।

শুভংকর কর্মকার, *ঢাকা*

তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের প্রধান কাঁচামাল তুলা আমদানিতে চলতি ২০২৪-২৫ বাণিজ্য বছরে (আগস্ট-জুলাই) চীনকে ছাড়িয়ে যাবে বাংলাদেশ—এমন পূর্বাভাস দিয়েছে মার্কিন কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ)। শেষ পর্যন্ত সেটি হলে আবারও বিশ্বে শীর্ষ তুলা আমদানিকারক দেশ হবে বাংলাদেশ। করোনার আগে ও পরে একাধিকবার বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ তুলা আমদানিকারক দেশ হয়েছিল।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত ইউএসডিএর প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত আগস্টে শুরু হওয়া দেশটির ২০২৪-২৫ বাণিজ্য বছর শেষে বাংলাদেশের তুলা আমদানি বেড়ে ৮০ লাখ বেলে দাঁড়াতে পারে। যদিও গত অক্টোবরে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল, চলতি বাণিজ্য বছরে বাংলাদেশের তুলা আমদানি হতে পারে ৭৮ লাখ বেল। এখন সেটি আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। মূলত তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ বাড়তে থাকায় দেশে তুলা আমদানির প্রবণতা বেড়েছে। গত ২০২৩-২৪ বাণিজ্য বছরে ৭৫ লাখ ৭৫ হাজার বেল তুলা আমদানি করেছিল বাংলাদেশ। প্রসঙ্গত, এক বেল সমান ৪৮০ পাউন্ড বা ২১৮ কিলোগ্রাম (কেজি)।

মার্কিন সংস্থা থেকে তুলা আমদানি বৃদ্ধির পূর্বাভাস পাওয়া গেলেও দেশের বস্ত্রকল মালিকেরা বলছেন, গ্যাস-সংকটে দেশের অধিকাংশ বস্ত্রকলই পূর্ণ সক্ষমতায় চালানো যাচ্ছে না। এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। গত বছর প্রণোদনাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভারতীয় সুতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারছে না দেশীয় সুতা উৎপাদনকারীরা। সে জন্য ভারত থেকে সুতা আমদানি বাড়ছে।

ইউএসডিএর গত অক্টোবরের প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ চলতি বাণিজ্য বছরে ৪ কোটি ২৪ লাখ বেল তুলা আমদানি করতে পারে। তার ৬৫ শতাংশই আমদানি করবে চীন, ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান। চীন ৮০ লাখ, ভিয়েতনাম ৭১ লাখ, বাংলাদেশ ৭৮ লাখ ও পাকিস্তান ৪৮ লাখ বেল তুলা আমদানি করবে বলে ওই পূর্বাভাসে বলা হয়।

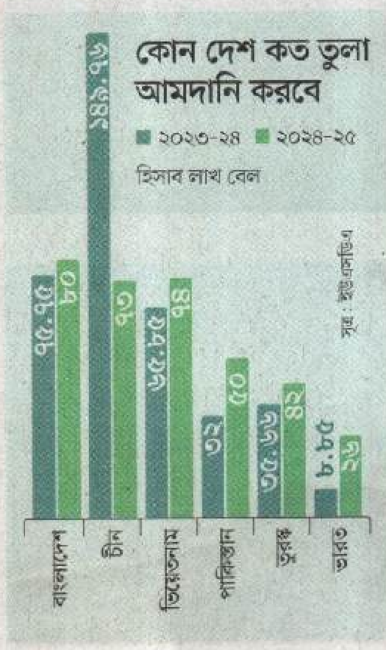

অবশ্য চলতি ফেব্রুয়ারির প্রতিবেদনে সংস্থাটি বলেছে, আগের পূর্বাভাসের তুলনায় চীনের তুলা আমদানি সাত লাখ বেল পর্যন্ত কমতে পারে। তবে ভিয়েতনাম তিন লাখ, বাংলাদেশ দুই লাখ এবং পাকিস্তান দুই লাখ বেল তুলা আমদানি বেশি করবে। এতে করে চীনের তুলা আমদানি দাঁড়াতে পারে ৭৩ লাখ বেলে। ভিয়েতনাম ও পাকিস্তানের তুলা আমদানি হবে যথাক্রমে ৭৪ লাখ ও ৫০ লাখ বেল।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর পরিচালক মোহা. খোরশেদ আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, ইউএসডিএর পূর্বাভাস তাত্ত্বিকভাবে ঠিক আছে, তবে বাস্তবতা ভিন্ন। আমাদের কারখানার সক্ষমতা অনুযায়ী এই হিসাবটি করা হয়েছে। বর্তমানে গ্যাস-সংকটের কারণে অধিকাংশ কারখানার উৎপাদন সক্ষমতার ৪০-৫০ শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফলে শেষ পর্যন্ত এত তুলা আসবে না। যেটুকু কম আসবে, তার বড় অংশই সুতা আকারে ভারত থেকে আসবে।

নিজের কারখানার উদাহরণ দিয়ে মোহা. খোরশেদ আলম বলেন, 'আমার দুটি স্পিনিং মিলে সব সময় তিন মাসের তুলা মজুত থাকে। যেহেতু উৎপাদন সক্ষমতার ৫০-৫৫ শতাংশ ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলে গত চার মাস কোনো তুলা আমদানি করিনি।'

ইউএসডিএ বলছে, প্রধান রপ্তানি খাতের চাহিদা পূরণে ২০২১-২২ বাণিজ্য বছরে বাংলাদেশ ৮৪ লাখ বেল তুলা আমদানি করেছিল। সেবার চীনের আমদানি ছিল ১ কোটি ২৭ লাখ বেল। পরের বছর থেকে চীনের আমদানি ব্যাপকভাবে কমে যায়। ২০২৩-২৪ বাণিজ্য বছরে চীন ১ কোটি ৪৯ লাখ বেল তুলা আমদানি করে ঘুরে দাঁড়ায়। তবে চলতি বছরে আবার তাদের তুলা আমদানি উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) তথ্যানুযায়ী, বস্ত্র খাতের ব্যবসায়ীরা গত বছর ১৮ লাখ ৮৯ হাজার টন তুলা আমদানি করে, যা আগের বছরের তুলনায় ৩৯ শতাংশ বেশি। এতে ব্যয় হয়েছে ৪৫ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা। এ ছাড়া সুতা আমদানি হয় ১২ লাখ টন। এতে ব্যয় হয়েছে ৪৫ হাজার ৭১৩ কোটি টাকা।

বস্ত্রকল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএর তথ্যানুযায়ী, দেশে ৫১৯টি স্পিনিং মিল রয়েছে। তার মধ্যে কিছু মিল বন্ধ রয়েছে। এসব স্পিনিং মিল নিট কাপড়ের ৮৫-৯০ শতাংশ এবং ওভেন কাপড়ের প্রায় ৪০ শতাংশ সুতা সরবরাহ করে থাকে।

বিটিএমএর সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল গত মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে বলেন, সুতা উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে গ্যাস-সংকটের কারণে বস্ত্রকলগুলো অর্ধেক চলে, অর্ধেক চলে না। কিছু বন্ধও হয়েছে। এদিকে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে আগামী তিন-চার মাস ভালো ক্রয়াদেশ আছে; কিন্তু গ্যাস-সংকটের কারণে তাঁদের প্রয়োজনীয় সুতা সরবরাহ করতে পারছে না দেশি বস্ত্রকলগুলো।

কালের কণ্ঠ
বৃহস্পতিবার। ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ইতালি নেওয়ার কথা বলে লিবিয়ায় নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ইতালিতে উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে লিবিয়ায় আটকে নির্যাতন করে মুক্তিপণ দাবি ও মৃত্যুর ঘটনায় পৃথক দুটি মামলায় দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গত মঙ্গলবার রাতে এবং গতকাল বুধবার সকালে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন বলে র‍্যাব জানিয়েছে।

গ্রেপ্তার দুজন হলেন মাদারীপুরের রাজৈর থানার মানবপাচার মামলার প্রধান আসামি লিপন মাতুব্বর (৩৫) ও ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার মানবপাচার মামলার প্রধান আসামি আনোয়ার ওরফে আলো মাতুব্বর (৪৫)। র‍্যাব সদর দপ্তরের গোয়েন্দা শাখা, র‍্যাব-৩ ও র‍্যাব-১০-এর যৌথ আভিযানিক দল ঢাকার ভাটারায় মঙ্গলবার রাতে অভিযান চালিয়ে লিপনকে গ্রেপ্তার করে। আর গতকাল সকালে ঢাকার দোহার থেকে আনোয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

র‍্যাব জানায়, সম্প্রতি ভাঙ্গা ও রাজৈরের ইতালিতে যাওয়া ব্যক্তিদের মৃতদেহের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখতে পেয়ে ভুক্তভোগী পরিবার ঘটনায় জড়িতদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের বিষয়ে জানতে চায়। তাঁরা তাদের বিভ্রান্তিকর তথ্য দেন এবং আত্মগোপনে চলে যান। পরে এ ঘটনায় মিন্টু হাওলাদার বাদী হয়ে ভাঙ্গা থানায় মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২-এ একটি মামলা করেন। নাজমিন বেগম বাদী হয়ে রাজৈর থানায় মানবপাচারের আরেকটি মামলা করেন।

প্রাথমিক অনুসন্ধানে র‍্যাব জানতে পেরেছে, গ্রেপ্তার লিপনের ভাই তপন ওরফে মাসুদ মাতুব্বর লিবিয়াপ্রবাসী। লিপন তাঁর ভাইয়ের মাধ্যমে অবৈধ পথে লিবিয়া হয়ে ইতালিতে লোক পাঠাতেন। লিপন ইতালিতে উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে বাংলাদেশ থেকে লোক সংগ্রহ করতেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে জনপ্রতি ১৬ লাখ টাকা চুক্তি করতেন। বিভিন্ন ধাপে ভুক্তভোগীদের পরিবারের কাছ থেকে টাকা নিতেন। এরপর তাঁদের মাদারীপুর থেকে সার্বিক বাস দিয়ে ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে আসতেন। লিপন বিমানবন্দরে অবস্থান করা দালালচক্রের অন্য সদস্যদের কাছে ভুক্তভোগীদের হস্তান্তর করতেন। পরে তাঁরা (দালাল) তাঁদের অবৈধ পথে লিবিয়ায় নিয়ে আটকে রেখে ব্যাপক নির্যাতন করে ভিডিও ধারণ করতেন। ওই ভিডিও ভুক্তভোগীদের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে টাকা দাবি করতেন। টাকা পাওয়ার পর তাঁদের ভূমধ্যসাগরে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় তুলে দেওয়া হতো। জানা গেছে, ভূমধ্যসাগরে নৌকাডুবির ঘটনায় অনেকে মারা যান। নির্যাতনের কারণেও অনেকে মারা গেছেন।

জিজ্ঞাসাবাদে লিপন জানিয়েছেন, তিনি প্রতিজন ইতালি গমনপ্রত্যাশী সংগ্রহের বিনিময়ে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা করে পেতেন। পেশায় রং মিস্ত্রি লিপন রাজধানীর ভাটারায় বসবাস করতেন। তিনি গত তিন-চার মাস ধরে মানবপাচার চক্রটির সঙ্গে জড়িত। এ পর্যন্ত ছয়-সাত জনকে ইতালি পাঠানোর উদ্দেশ্যে লিবিয়ায় পাঠিয়েছেন।

গ্রেপ্তার আনোয়ার ওরফে আলো মাতুব্বরকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, আনোয়ার ও ভিকটিম হৃদয় হাওলাদার একই এলাকার বাসিন্দা। হৃদয় বাড়িতে বেকার থাকায় তাঁকে উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে সাড়ে ১৬ লাখ টাকার বিনিময়ে দুই মাসের মধ্যে ইতালিতে পাঠানোর প্রস্তাব দেন আনোয়ার। হৃদয় প্রস্তাবে রাজি হন। হৃদয়ের বাবা গত বছরের ১ নভেম্বর আনোয়ারকে দেড় লাখ টাকা ও হৃদয়ের পাসপোর্ট দেন।

সংবাদ
ঢাকা : শুক্রবার ১ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Friday 14 February 2025

লিবিয়ায় বিক্রি হওয়া দুই বাংলাদেশির বাঁচার গল্প

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঝিনাইদহের মতিউর রহমান সাগর ও কুষ্টিয়ার তানজির শেখ। ৯ মাস ধরে লিবিয়ায় বন্দী ছিলেন। লিবিয়ায় দালালরা তাদের অসহ্য নির্যাতন করতো। নির্যাতনের এক পর্যায়ে দালালরা ধরেই নিয়েছিল তারা মারা যাবেন।

তাই তাদের ফেলে রেখে চলে যায়। এই ভয়াবহ গল্প শেয়ার করেছেন ব্র্যাক মাইগ্রেশন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থাপক আল আমিন নয়ন। গতকাল নিজের ফেইসবুকে ভুক্তভোগী দুই জনের ছবিসহ একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন।

ওই স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, 'আজ সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের গল্প দেখার পর খোঁজ নিতে শুরু করি।

অনেক চেষ্টার পর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। জানা গেল ভয়ংকর এক বাস্তবতা ভালো চাকরির স্বপ্ন দেখিয়ে প্রতারণার ফাঁদ।'

পরে সংবাদের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় ঝিনাইদহের মতিউর রহমান সাগরের পিতা ইসা নবীর সঙ্গে। তিনি কৃষি কাজ করেন। দুই ছেলে সন্তানের বাবা। সাগরই বড় ছোট ছেলে মারুফ। নিজের জমানো সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে ছেলেকে পাঠান

>> সাগরের মুক্তিপণ হিসেবে ৩২ লাখ টাকা নিয়ে তার পর ছাড়ছে। ওই টাকা আমার ও সাগরের মায়ের জমি বিক্রি ও এনজিও থেকে লোন নিয়ে তাদের পরিশোধ করি : সাগরের পিতা ইসা নবী

লিবিয়ায়। তিনি বলেন, 'মাসে বেতন ৮০ হাজার টাকা দেয়ার কথা থাকলেও প্রথম দুই মাসে ২০ হাজার করে ৪০ হাজার টাকা পাঠান।'

'ওরা আরও বেশি টাকা বেতনে চাকরি' দেয়ার নামে আমার ছেলেকে মাফিয়াদের কাছে বিক্রি করে দিছে। ওদের (দালাল) বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে আমার ছেলেকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তাই আমরা থানা-পুলিশ মামলা বা জিডি কোনো কিছুই করতে পারি নাই।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা তাদের চিনিনা। তারা টাকাটা নেয়ার সময় মোবাইলে জানাইছে ওমুক (ওখানে) জায়গায় দিয়ে আয়। এর মধ্যে নয়-দশ লাখ টাকা দিয়েছি গোরস্তানে গিয়ে। ব্যাংকে নিছে ৩

লাখ আর ডাচ বাংলায় নিছে ১ লাখ।

তিনি আরও বলেন, 'আমার ছেলেকে বন্দী করে মুক্তিপণ হিসেবে টাকা ৩২ লাখ টাকা নিয়ে তারপর ছাড়ছে। আমি এই ৩২ লাখ টাকা আমার আর সাগরের মায়ের জমি বিক্রি ও এনজিও থেকে লোন নিয়ে তাদের পরিশোধ করি।'

আল আমিন নয়ন তার স্টাটাসে আরও লিখেন, 'গ্রামের দালালরা প্রতিজনের কাছ থেকে চার লাখ টাকা নিয়ে ২০২৩ সালে তাদের লিবিয়ায় পাঠায়, প্রতিশ্রুতি ছিল কম্পানির ভালো কাজের। কিন্তু কাজের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এরপর দালালরা তাদের ইতালি পাঠানোর লোভ দেখান। বাধ্য হয়ে সেই ফাঁদে পা দেন তারা। কিন্তু বাস্তবতা ছিল আরও ভয়ংকর। দালালরা তাদের মাফিয়াদের হাতে বিক্রি করে দেন। অন্ধকার এক ঘরে ৮০ বাংলাদেশিকে বন্দী করে রাখা হয়।'

'শুরু হয় অমানবিক নির্যাতন। রড, লাঠি, বৈদ্যুতিক শকসহ প্রতিদিন চলত অসহ্য অত্যাচার। চোখের সামনে মৃত্যু দেখেছেন তারা, লাশ পড়ে থাকতে দেখেছেন অনেক বাংলাদেশির। একসময় মাফিয়ারা নিশ্চিত হয় যে সাগর ও তানজিরের আর বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা নেই। মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা এই দুই তরুণকে ফেলে চলে যায় নির্যাতনকারীরা। ভাগ্য সহায় ছিল, তাই তারা বেঁচে গেছেন।'

'আজ দুপুরে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বর্ণনা করেছেন সেই দুঃসহ দিনগুলোর কথা। ছবিগুলো ভয়ানক, চোখ ফিরিয়ে নেয়ার মতো। তাদের ক্ষতবিক্ষত শরীরই বলে দেয়, কেমন নরক পেরিয়ে এসেছেন তারা। এই প্রতারণার জাল গুটিয়ে দিতে হবে। দালালদের প্রতিরোধ করতে হবে। নয়তো আরও কতো সাগর, কতো তানজির এভাবে হারিয়ে যাবে, আমরা জানতেই পারব না!'

বণিক বার্তা সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০২৫

তৈরি পোশাক রফতানি বাড়ছে অপ্রচলিত বাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারতসহ অপ্রচলিত বাজারগুলোয় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের রফতানি আশা জাগাচ্ছে। গত অর্থবছরের প্রথম সাত মাসের তুলনায় চলতি অর্থবছরের একই সময়ে জাপানে ৬ দশমিক ২৭ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ায় ৬ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ এবং ভারতে রফতানি বেড়েছে ১৮ দশমিক ৭০ শতাংশ। সম্প্রতি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রকাশিত পরিসংখ্যান থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে রয়েছে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, তুরস্ক, ব্রাজিল, চীন, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মেক্সিকো, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, চিলিসহ কয়েকটি দেশ।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, অপ্রচলিত বাজারগুলোয় বাংলাদেশের পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্যের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিলে রফতানি বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব। তবে এসব বাজারে প্রবেশের জন্য স্থানীয় ভোক্তাদের রুচি ও পোশাকের ধরন সম্পর্কে বিশদ গবেষণা প্রয়োজন। কোন দেশে কোন পণ্যের চাহিদা বেশি সেটি বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা করে পণ্য উৎপাদন করতে হবে। একই সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। অপ্রচলিত বাজারগুলোর সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের পোশাক খাত একটি স্থায়ী বাজার তৈরি করতে পারে।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, অস্ট্রেলিয়ায় চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে রফতানি হয়েছে ৫১২ দশমিক ৮৮ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৪৮৩ দশমিক ৫২ মিলিয়ন ডলার। ভারতে চলতি অর্থবছরে রফতানি হয়েছে ৪২৭ দশমিক ৬২ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৩৬০ দশমিক ২৬ মিলিয়ন ডলার। অস্ট্রেলিয়া ও ভারতে রফতানি বাড়লেও কমেছে রাশিয়ায়। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে দেশটিতে রফতানি হয়েছে ১৮৪ দশমিক ৮১ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২০৯ দশমিক ৮৪ মিলিয়ন ডলার।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে জাপান। দেশটি গুণগত মানের পোশাকের জন্য ভালো মূল্যও প্রদান করে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি পর্যন্ত জাপানে সর্বোচ্চ ৭২১ দশমিক ৫০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের পোশাক রফতানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৬৭৮ দশমিক ৯৫ মিলিয়ন ডলার।

অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে প্রবৃদ্ধির দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে তুরস্ক। দেশটির বাজার ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশী পোশাকের জন্য একটি সম্ভাবনাময় গন্তব্য হয়ে উঠছে। তুরস্কে গত অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে রফতানি হয়েছে ১৯১ দশমিক শূন্য ৬ মিলিয়ন ডলারের পণ্য, যা চলতি অর্থবছরের একই সময়ে ৩৭ দশমিক ৬৯ শতাংশে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশে।

এছাড়া মেক্সিকোয় রফতানি প্রায় ১৬৩ মিলিয়ন থেকে ২৭ দশমিক ৮২ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৮ মিলিয়ন ডলারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ৬২ দশমিক ১২ মিলিয়ন থেকে সাড়ে ৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭ দশমিক ৩৯ মিলিয়ন ডলারে। চিলিতে ৮৩ দশমিক ৫৩ থেকে ১০ দশমিক ৫৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২ দশমিক ৩৫ মিলিয়ন ডলারে। আর ব্রাজিলে রফতানি ৮৪ মিলিয়ন থেকে ৩১ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১১০ মিলিয়ন ডলার।

প্রথম আলো • সোমবার, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ভারী শিল্পের রাজধানী সীতাকুণ্ড

চট্টগ্রামের এই উপজেলায় দুই শতাধিক শিল্পকারখানা রয়েছে। তার মধ্যে ভারী শিল্পের কারখানা ১৫০টি। সেই হিসাবে এই উপজেলার প্রতি দুই বর্গকিলোমিটারে গড়ে একটি ভারী শিল্পের কারখানা গড়ে উঠেছে।

মাসুদ মিলাদ ও শুভংকর কর্মকার

পাহাড়ঘেরা সীতাকুণ্ডের ওপর দিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক। চট্টগ্রাম শহর থেকে এই মহাসড়ক ধরে এগিয়ে যেতে ডান পাশে একের পর এক ভারী শিল্প। যার মধ্যে রয়েছে সিমেন্ট, রড, ঢেউটিন, ইস্পাত, কনটেইনার ডিপো, গাড়ি সংযোজন, কাচসহ ভারী শিল্পের বহু কারখানা। বাঁ পাশে সাগর উপকূলে তাকালে চোখে পড়ে পুরোনো জাহাজের ফানেল বা চিমনি। এখানেই গড়ে উঠেছে দেশের একমাত্র জাহাজভাঙা শিল্প। এলপি গ্যাসের একাধিক কারখানাও রয়েছে মহাসড়কের দুই পাশে। এত এত শিল্প এক উপজেলায়, যেন এটি ভারী শিল্পের রাজধানী।

চট্টগ্রাম থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে ২৭৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই উপজেলায় দুই শতাধিক শিল্পকারখানা রয়েছে। তার মধ্যে ভারী শিল্পের অন্তত ১৫০টি কারখানার নাম পাওয়া গেছে। সেই হিসাবে এই উপজেলার প্রতি দুই বর্গকিলোমিটারে গড়ে একটি করে ভারী শিল্পের কারখানা গড়ে উঠেছে।

সীতাকুণ্ডের একাধিক শিল্পকারখানার উদ্যোক্তারা জানান, চট্টগ্রাম বন্দরের খুব কাছে হওয়ায় সহজেই পণ্য আনা-নেওয়া করা যায় সীতাকুণ্ড উপজেলায়। আবার রয়েছে মহাসড়ক। তাতে কারখানায় উৎপাদিত পণ্য ঢাকাসহ সারা দেশে সহজে ও দ্রুত পরিবহন করা যায়। এই দুই সুবিধার কারণে ভারী শিল্প গড়ে তোলার জন্য উদ্যোক্তাদের মনোযোগ কেড়েছে সীতাকুণ্ড।

অবশ্য ভারী শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক সুযোগ-সুবিধা নেই সীতাকুণ্ডে। তা নিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে হাহাকারও আছে। খুব সহজে কাঁচামাল আনার সুবিধা থাকলেও উৎপাদিত পণ্য সারা দেশে সরবরাহে খরচ বেশি চট্টগ্রাম থেকে। কারণ, ছয় চাকার গাড়িতে ১৩ টনের বেশি পণ্য পরিবহন যায় না। গ্লাস, ইস্পাতের মতো ভারী শিল্পে প্রচুর মিঠাপানির প্রয়োজন হয়। কিন্তু সীতাকুণ্ডের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যাওয়ায় উদ্যোক্তাদের বিপুল অর্থ খরচ করে পানির বিকল্প ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এ ছাড়া চাঁদাবাজিও বড় সমস্যা উদ্যোক্তাদের জন্য।

এক উপজেলায় দেড় শ ভারী শিল্প

শিল্পনীতি ২০২২ অনুযায়ী, ভারী শিল্প বলতে এমন শিল্পপণ্যের উৎপাদনপ্রক্রিয়াকে বোঝায়, যেখানে বৃহৎ আকারের উদ্যোগ, বড় যন্ত্রপাতি, ভূমির বৃহৎ এলাকা, উচ্চ খরচ ইত্যাদি বিষয় জড়িত থাকবে। সেই হিসেবে জাহাজভাঙা, রড, ঢেউটিন ও ইস্পাত কারখানা, কাচ, সিমেন্ট, এলপিজি, পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াজাতকরণ, মোটরগাড়ি নির্মাণ ইত্যাদি কারখানা ভারী শিল্পের আওতায় রয়েছে।

সীতাকুণ্ডের স্থানীয় প্রশাসন ও উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সীতাকুণ্ডের দুই শতাধিক কারখানার অধিকাংশই ভারী শিল্প। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জাহাজভাঙা শিল্প ৭৫টি, রড-ঢেউটিনের ৪৩টি, এলপিজি ৯টি, বস্ত্রকল ৫টি, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন ৪টি, সিমেন্ট ৩টি, গাড়ি সংযোজন ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন কারখানা ৩টি, গ্লাস ও টাইলসের একটি করে মোট ২টি কারখানা রয়েছে। এর বাইরে অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাস উৎপাদনের ১০টি, পোলট্রি খাতের ১১টি ও ভোগ্যপণ্যের ৬টি কারখানা রয়েছে।

বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানি খাতে বিলিয়ন বা ১০০ কোটি মার্কিন ডলার লেনদেন করে, এমন শিল্প গ্রুপের সংখ্যা আট। শুধু সীতাকুণ্ডে কারখানা রয়েছে বিলিয়ন ডলার ক্লাবের তিনটি শিল্প গ্রুপের। শিল্প গ্রুপ তিনটি হলো—আবুল খায়ের, বিএসআরএম এবং টি কে গ্রুপ।

সীতাকুণ্ডের উল্লেখযোগ্য শিল্পকারখানার মধ্যে রয়েছে ইস্পাত খাতের পিএইচপি স্টিল কমপ্লেক্স, জিপিএইচ স্টিল মিলস, আবুল খালের স্টিল মিলস, আবুল খায়ের স্টিল মেল্টিং মিলস, কেএসআরএম, বিএসআরএম স্টিল, কে আই ওয়াই স্টিল মিলস ইত্যাদি। আর সিমেন্ট কারখানার মধ্যে রয়েছে মোস্তফা হাকিম সিমেন্ট, কনফিডেন্স সিমেন্ট ও রয়েল সিমেন্ট।

এ ছাড়া কাচশিল্পের মধ্যে পিএইচপি গ্লাস ফ্যাক্টরি, টাইলসে বিল্ড কম, অটোমোবাইলে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ ও আফতাব অটোমোবাইল, পাটকলের যন্ত্রাংশ উৎপাদনে গালফ্রা হাবিব, এলপি গ্যাস ও সিলিন্ডার খাতে টোটাল গ্যাস বাংলাদেশ, ওমেরা গ্যাস কোম্পানি, বিএমএলপি গ্যাস, ইউরো পেট্রো প্রোডাক্টস, ইউনিগ্যাস সিলিন্ডার, জেএমআই গ্যাস, পদ্মা গ্যাস, বসুন্ধরা গ্যাস এবং ইউনিভার্সেলের কারখানা রয়েছে। বস্ত্র খাতের কারখানার মধ্যে রয়েছে স্যানম্যান টেক্সটাইল, ডং বিং টেক্সটাইল, ইউনিটেক্স স্পিনিং, বেঙ্গল সিনথেটিক, ডিজিটাল অ্যাকসেসরিস ইত্যাদি।

এই উপজেলায় জাহাজভাঙা শিল্পের মধ্যে রয়েছে এইচ এম শিপব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রি, পিএইচপি শিপব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রিজ, এস এন করপোরেশন, কবির শিপ রিসাইক্লিং, কে আর শিপ রিসাইক্লিং, তাহের শিপব্রেকিং অ্যান্ড রিসাইক্লিং, এনবি স্টিল, যমুনা শিপ ব্রেকার্স, ফোর স্টার শিপ ব্রেকিং ইন্ডাস্ট্রিজ, এস এইচ এন্টারপ্রাইজ ইত্যাদি।

রড-ঢেউটিনের বড় উৎস

ইস্পাত খাতের চারটি বৃহৎ কোম্পানির কারখানা রয়েছে সীতাকুণ্ডে। কোম্পানি চারটি হলো বিএসআরএম গ্রুপ, আবুল খায়ের গ্রুপ, জিপিএইচ গ্রুপ ও কেএসআরএম গ্রুপ। এর বাইরে রয়েছে রড উৎপাদনের ৩৩টি সনাতন ও আধা স্বয়ংক্রিয় কারখানা। সব মিলিয়ে সীতাকুণ্ডের কারখানাগুলোর মোট রড উৎপাদনের সক্ষমতা প্রায় ৬০ লাখ টন। তবে কাঁচামাল আমদানি ও কোম্পানিগুলোর প্রাথমিক হিসাবে, গত বছর অন্তত ৩৩ লাখ টন রড উৎপাদন হয়েছে এসব কারখানায়, যা দেশের মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশের বেশি।

রড ছাড়া সারা দেশের ঢেউটিনের কাঁচামাল ইস্পাতের পাত এবং ঢেউটিনের বড় অংশ আসে সীতাকুণ্ড থেকে। যেমন ঢেউটিনসহ ইস্পাতের আসবাব ও গৃহস্থালি পণ্য তৈরির মধ্যবর্তী কাঁচামাল পরিশোধিত ইস্পাত পাত তৈরির ছয়টি কোম্পানির মধ্যে চারটিই সীতাকুণ্ডে। এগুলো হলো আবুল খায়ের, পিএইচপি, কেডিএস ও টি কে গ্রুপ। সব মিলিয়ে ঢেউটিন তৈরির মধ্যবর্তী কাঁচামাল ইস্পাত পাত তৈরির ৭০ শতাংশ সীতাকুণ্ডে উৎপাদিত হচ্ছে। ঢেউটিনেও রয়েছে সীতাকুণ্ডের সিংহভাগ বাজার হিস্যা।

শীতলপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে আধা কিলোমিটারের ভেতরে ৭৫০ একর জমিতে আবুল খায়ের স্টিল মেল্টিং মিল গড়ে উঠেছে। গত ২৭ জানুয়ারি কারখানাটি ঘুরে দেখা যায়, স্ক্র্যাপ থেকে আধুনিক প্রযুক্তি ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেসে (ইএএফ) বিলেট উৎপাদন হয়। তারপর সেই বিলেট থেকে হয় রড। নতুন রোলিং ইউনিটের কল্যাণে তাদের বার্ষিক রড উৎপাদন সক্ষমতা বেড়ে হয়েছে ৩০ লাখ টন। যদিও তাদের বিলেট উৎপাদন সক্ষমতা ২০ লাখ টন।

গত ২৮ জানুয়ারি সীতাকুণ্ডের মাদামবিবিরহাট এলাকায় আবুল খায়ের স্টিল প্রোডাক্টসের ঢেউটিন কারখানাও ঘুরে দেখি আমরা। ৩০০ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ৬ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন। তাদের উৎপাদিত গরু মার্কা ঢেউটিন ২০ বছরের বেশি সময় ধরে বাজারের শীর্ষ স্থান দখল করে আছে।

জাহাজভাঙার রমরমা আর নেই

বাংলাদেশে জাহাজভাঙা শিল্প আছে শুধু সীতাকুণ্ডে। আটকে পড়া একটি জাহাজ কাটার মাধ্যমে ১৯৬৫ সালে এই শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। সীতাকুণ্ড উপকূলের সলিমপুর থেকে কুমিরা পর্যন্ত প্রায় ২৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছিল এই শিল্পের কাজকারবার। একসময় এখানে কমবেশি দেড় শতাধিক জাহাজভাঙা কারখানা থাকলেও এখন এই সংখ্যা কমেছে। চট্টগ্রাম কাস্টমসের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর ৪১টি ইয়ার্ড পুরোনো জাহাজ আমদানি করেছে। অর্থাৎ সচল থাকা জাহাজভাঙা কারখানার সংখ্যা ৪১।

জাহাজভাঙা শিল্প ঘিরে সীতাকুণ্ডের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। একটি জাহাজ থেকে হাজারো পণ্য পাওয়া যায়। ইস্পাত খাতের কাঁচামাল থেকে শুরু করে আলপিন—সবই মেলে এই খাতে। শিল্পের কাঁচামাল ও বাণিজ্যিক পণ্য ঘিরে এখানে অসংখ্য দোকান ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। রপ্তানিও হচ্ছে জাহাজভাঙা শিল্পের নানা পণ্য। অবশ্য পরিবেশদূষণসহ নানা কারণে এই খাতের রমরমা অবস্থা আর নেই। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এই শিল্পে নিরাপদ পরিবেশ তৈরির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত সাতটি প্রতিষ্ঠান সবুজ শিল্প বা গ্রিন ইয়ার্ড হিসেবে সনদ পেয়েছে।

প্রধান সমস্যা 'পানির সংকট'

সীতাকুণ্ডের বাড়বকুণ্ডে পিএইচপি ফ্লোট গ্লাস কারখানার কাচ উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন এক হাজার টন মিঠাপানি দরকার। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সেখান থেকে পানি পাওয়া

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

খানা

৭৫টি
৪৩টি
৫টি
৩টি
১টি
১টি
৩টি
৯টি
৪টি

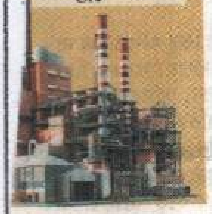

যায় না। এ জন্য প্রতিষ্ঠানটি বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সাত মাস কারখানা চালু রাখতে পারে। বাকি সময় আশপাশের এলাকা থেকে ভাউজার (পানিবাহী বড় গাড়ি) করে পানি এনে ব্যবহার করা হয়। এতে পণ্য উৎপাদনে বাড়তি খরচ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির।

পিএইচপির ফ্লোট গ্লাস কারখানা ছাড়াও সীতাকুণ্ডের বাড়বকুণ্ডে অ্যালুমিনিয়ামের একটি কারখানা, কুমিরায় ঢেউটিনের দুটি এবং ইস্পাত পাত প্রক্রিয়াকরণের দুটি কারখানা রয়েছে। এসব কারখানাকেও পানির চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

জানতে চাইলে পিএইচপি ফ্লোট গ্লাস ইন্ডাস্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আমির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, বন্দরের কাছাকাছি হওয়ায় সীতাকুণ্ড অঞ্চলে শিল্পকারখানা স্থাপনের উদ্যোক্তাদের পছন্দের এলাকা। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কও প্রশস্ত হয়েছে। তবে পানিসংকটের কারণে এই এলাকায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। পানির সংকটে অনেক সময় কারখানাও বন্ধ রাখতে হয়। তাই পানি সমস্যার সমাধানে সরকারের উদ্যোগ দরকার।

পিএইচপির মতো আবুল খায়ের, জিপিএইচ, কেএসআরএম, কেডিএস, টি কেসহ বিভিন্ন শিল্প গ্রুপের কারখানায় মিঠাপানি লাগে। দীর্ঘদিন পানিসংকটে ভোগার পর আবুল খায়ের ও জিপিএইচ ইস্পাত নিজ উদ্যোগে পাহাড়ে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার বন্দোবস্ত করেছে।

পানির সংকট দূর করতে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে পানি সরবরাহের যে পরিকল্পনা রয়েছে, তাতে সীতাকুণ্ডকেও যুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছেন উদ্যোক্তারা। এ নিয়ে সমন্বিত সমীক্ষা করারও কথা বলেছিল ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার। যদিও ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মাকসুদ আলম প্রথম আলোকে বলেন, সীতাকুণ্ডে পানি দেওয়ার জন্য কোনো প্রকল্প নেওয়া হয়নি।

পানি ছাড়া সীতাকুণ্ড শিল্পাঞ্চলে চাঁদাবাজি নতুন সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। প্রকাশ্যে কেউ স্বীকার না করলেও উদ্যোক্তারা বলছেন, চাঁদাবাজির কথা বললে বিপদে পড়তে হবে। সরকারের পটপরিবর্তনের পর অনেকগুলো গ্রুপ নানা অজুহাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদা আদায় করছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তা বলেন, এখন অনেকগুলো গ্রুপকে চাঁদা দিতে হয়। চাঁদা না দিলে ক্ষতি হতে পারে, এমন আশঙ্কায় চাঁদাবাজদের সঙ্গে সমঝোতা করতে হচ্ছে উদ্যোক্তাদের।

গত ২৯ জানুয়ারি কুমিরা এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে জিপিএইচ ইস্পাতের কারখানা ঘুরে দেখা যায়, বাংলাদেশের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি কোয়ান্টাম আর্ক ফার্নেসে স্ক্র্যাপ থেকে বিলেট উৎপাদন হচ্ছে। সেই বিলেট থেকে রড বানানো হচ্ছে। বর্তমানে বাজারে চাহিদা বেশি থাকায় উৎপাদনের পর ট্রাকে তুলে দেওয়া হচ্ছে টনকে টন রড।

জানতে চাইলে জিপিএইচ গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম প্রথম আলোকে বলেন, মিরসরাই থেকে পাহাড়তলী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে থাকা পাহাড়ে ছড়া আছে। সেখানে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করলে সীতাকুণ্ডের শিল্পের পাশাপাশি স্থানীয় কৃষি খাতেও বিপ্লব ঘটবে। তার জন্য সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়া সীতাকুণ্ডে চার-পাঁচটি জেটি করা গেলে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ছোট ছোট জাহাজে করে কম সময় ও খরচে কাঁচামাল কারখানায় আনা যাবে। এতে বন্দরের ওপর চাপ কমবে। একই সঙ্গে ঢাকা, বরিশালসহ বিভিন্ন নৌপথে কম খরচে পণ্য পরিবহনের সুযোগ তৈরি হবে। তাতে মহাসড়কের ওপর থেকেও চাপ কমে আসবে।

সমকাল ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিমানবন্দর থেকে ৪৫ বাংলাদেশিকে ফেরত মালয়েশিয়ার

সমকাল ডেস্ক

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটক ৪৫ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে দেশটির সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা সংস্থা একেপিএস। বিমানবন্দরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার কারণে সব মিলিয়ে ৬৮ বিদেশিকে আটক করা হয়। এরমধ্যে বাংলাদেশি ছাড়াও পাকিস্তানের ১৬ ও সাতজন ভারতীয় আছেন। স্থানীয় সময় বুধবার তাদের ফেরত পাঠানো হয়।

একেপিএস জানায়, আটকের পর তাদের কেএলআইএ ইমিগ্রেশন অপারেশন অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বৈধতার কাগজপত্র যাচাই শেষে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে নোটিশ টু লিভ (এনটিএল) দেওয়া হয়। সংস্থাটি জানায়, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বোচ্চ সংখ্যক এনটিএল রেকর্ড করা হয়। ১ জানুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেএলআইএ'র নজরদারি দল ২৬৫৪ বিদেশিকে যাচাই করেছে, যার মধ্যে ৯০০ জন পর্যটক না হওয়ায় প্রবেশের অনুমতি হয়নি।

SUNDAY FEBRUARY 23, 2025
FALGUN 10, 1431 BS
The Daily Star

Large listed RMG makers secure higher profits

AHSAN HABIB

Most listed readymade garment (RMG) producers secured higher profits during the October-December period of this fiscal year, buoyed by global demand even amidst the myriad challenges plaguing Bangladesh's overall business climate.

Companies that are relatively large, based on their export volume and capital, staged improved performances but small companies continued to struggle.

Among the 40 listed companies from this sector that published the data, 25 saw higher profits while 15 saw lower profits. However, 15 companies that have been in the Z category for many years have not published any data yet.

The combined profit of the 40 companies that shared reports showed the continuation of a rising trend after being hit hard during the politically volatile July-September quarter last year.

Their total profit soared 50 percent year-on-year to Tk 197 crore in the October to December period of last year, according to data compiled by Sandhani Asset Management Ltd.

The RMG sector has been facing difficulties since 2023 when salaries were hiked and energy prices almost doubled, said Shams Mahmud, managing director of Shasha Denims Ltd.

That year, it was decided that the RMG workers would get a 9 percent annual wage increment whereas earlier it was 5 percent, he said.

Simultaneously, the minimum wage for an entry-level garment worker was raised to Tk 12,500 from Tk 8,000, he added.

Many companies, especially small establishments, could not absorb the rise in costs.

Their situation deteriorated further as political and industrial unrest and floods hampered production last year, Mahmud said.

Above all, factories were not supplied with adequate gas and electricity, so most fell into "deep problems", he said.

Only large companies managed to absorb the shock, continued to get export orders and shipped products properly, he said.

Bangladesh's RMG exports grew 13.28 percent year-on-year to $19.88 billion in the current financial year of 2024-25, according to Export Promotion Bureau.

Envoy Textiles Ltd saw a 161 percent rise in profits, while Square Textiles Ltd reported 58 percent and Malek Spinning Mills Ltd 22 percent.

One of the ways that large companies managed to absorb the shock was by using their financial strength, said Mahmud, who is also a former president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry.

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

THE BUSINESS STANDARD
FRIDAY 21.02.2025

Large listed RMG

Large companies usually keep a huge amount of cash on hand and can also borrow funds from their sister concerns. So, they have low dependency on bank loans, which charge high interest rates, he said.

Spinners struggling

An analysis of the financials of the sector's companies shows that spinning mills struggled the most.

The spinning mills were troubled by a gas supply shortage. As they did not perform well, the country had to import yarn from India to meet demand, added Mahmud.

Bangladesh's textile sector experienced profit fluctuations in 2024, reflecting challenges in global trade, inflationary pressures, and shifting demand patterns.

While some companies demonstrated resilience, others struggled to maintain profitability amid economic uncertainties.

An analysis of quarterly profit data for major textile companies reveals the stark contrast.

Stylecraft Limited suffered significant losses in the first half of 2024 before rebounding slightly in the two subsequent quarters with profits.

Saiham Textile Mills Ltd exhibited a more stable trajectory, recovering from moderate losses in early 2023 to post a steady rise in profits.

However, companies such as Tallu Spinning Mills Ltd faced persistent financial difficulties and widening losses, highlighting ongoing operational challenges.

Meanwhile, Dulamia Cotton Spinning Mills Ltd displayed an inconsistent profitability trend.

Why Saudi remittances are slipping despite a record surge in workers

REMITTANCE - BANGLADESH

KAMRAN SIDDIQUI

Bangladesh has been sending more workers to Saudi Arabia than any other destination. The numbers tell the story – 5.26 lakh in FY24, 4.52 lakh in FY23, and 6.53 lakh in FY22. Over the last three fiscal years, nearly half of all Bangladeshis who went abroad for work landed in the Gulf kingdom.

But here's where the puzzle begins. Despite this massive outflow of workers, remittances from Saudi Arabia have been in freefall. The inflow peaked at $5.72 billion in FY21, then started tumbling – $4.54 billion in FY22, $3.77 billion in FY23, and down to just $2.74 billion in FY24.

Meanwhile, the United Arab Emirates (UAE), which recruited only 2.46 lakh Bangladeshi workers in the last three years – less than half of Saudi Arabia's intake – sent back $4.64 billion in remittances in FY24. That's almost double the amount coming from Saudi Arabia.

So, where is the money going?

Experts point to several factors. The first is the growing number of undocumented Bangladeshi workers in Saudi Arabia. Many employers are unwilling to pay the high cost of Iqama (residence permits for foreign workers),

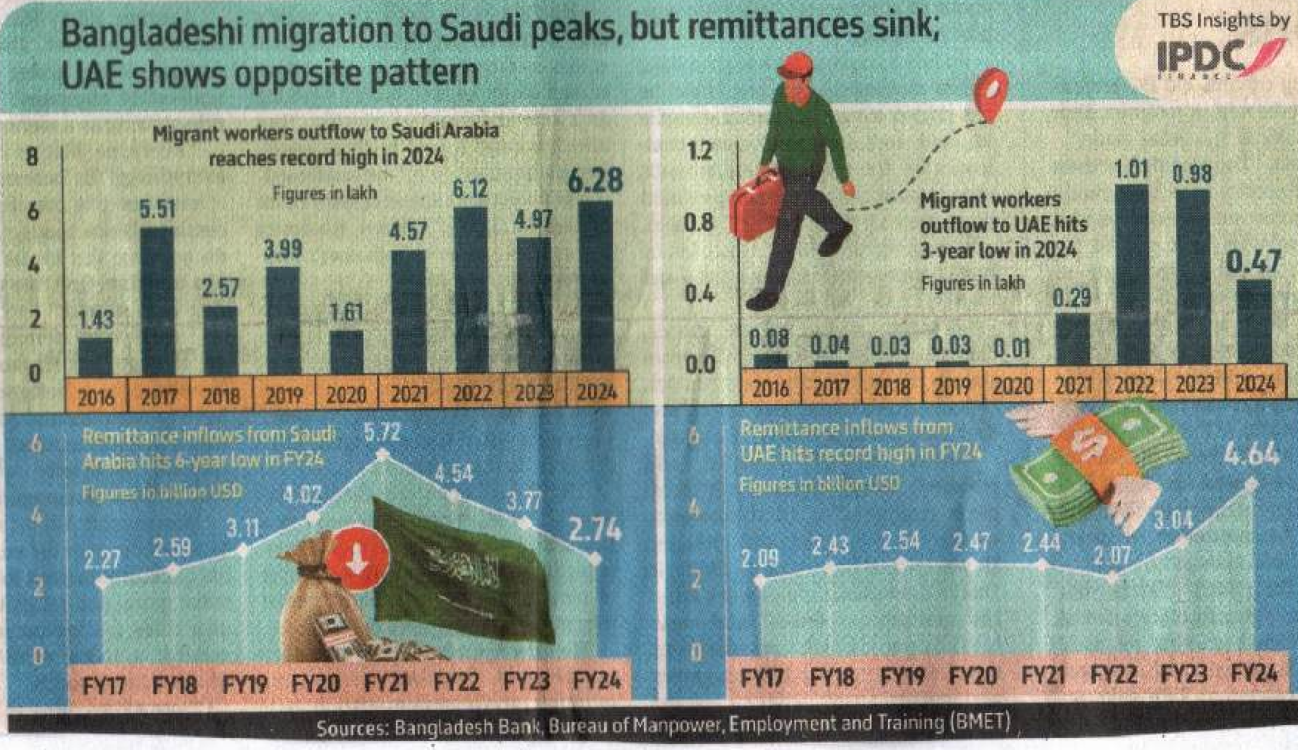

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

Why Saudi remittances are slipping despite a record surge in workers

leaving workers in legal limbo.

Sources from the Bangladesh Association of International Recruiting Agencies (Baira) say as many as 60-70% of Bangladeshi workers in Saudi Arabia failed to secure their Iqama in the last three years.

Without legal status, these workers earn less and cannot send money home through official banking channels. Instead, they turn to hundi, an informal money transfer system that keeps remittances off the books.

A report by Migrant-Rights.org, a GCC-based advocacy group, suggests that most workers using hundi are undocumented. Some families also prefer hundi over banks simply because they find it easier.

But there's more to the story.

Bangladesh Bank officials and analysts suggested that the rising trend of money laundering from Saudi Arabia to the UAE – and its subsequent re-entry into Bangladesh as remittances – may have something to do with the remittance disparity.

"Why are remittances from the UAE rising while those from Saudi Arabia are falling? This needs a serious investigation," said Professor Mustafizur Rahman, a distinguished fellow at the Centre for Policy Dialogue.

He said, "If laundered money from Dubai is returning as remittances, that is not a simple matter either. No conclusion can be drawn without a proper investigation."

Bangladesh Bank Governor Ahsan H Mansur has also raised similar concerns. At an event for non-resident Bangladeshis on 11 January, he warned that a fraudulent syndicate is manipulating remittances.

"Not all remittances from Saudi Arabia are coming directly to Bangladesh now. They are being routed through Dubai," he said.

"A group is buying remittances from Saudi Arabia, stockpiling them, and selling them to Bangladeshi banks at higher rates, thereby destabilising Bangladesh's dollar market from abroad. Under pressure to settle payments, banks sometimes agree to pay a premium, pushing up the cost of the dollar in Bangladesh," said the governor.

Beyond the numbers

The fall in official remittances from Saudi Arabia is not just about undocumented workers or illegal money transfers. Sector insiders say there are other factors at play.

The dollar crisis in Bangladesh has forced some large conglomerates to engage with hundi networks to secure foreign currency. Meanwhile, higher payments for Hajj and Umrah also contribute to the rising use of hundi channels.

The numbers may not add up, but the impact is real. If left unchecked, this trend could further squeeze Bangladesh's foreign exchange reserves, making it even harder for businesses to operate and imports to flow, experts say.

How high Iqama fees make workers undocumented

Noman Chowdhury, immediate past vice president of Baira, told TBS, "Over the past three to four years, 60-70% of Bangladeshis who went to Saudi Arabia have faced Iqama issues. I send workers to reputed Saudi companies, but even then, at least 10% of them face Iqama problems. Because of this, they are forced to send money through hundi."

Iqama must be renewed every year, with the fee paid by the employer.

Typically, workers entering Saudi Arabia on an employment visa receive a three-month temporary permit. Employers are required to secure a work permit within this period by paying an 11,000-riyal Iqama fee for workers in non-industrial, low-wage sectors like construction, cleaning, and agriculture. Without this, workers become undocumented.

Employers currently pay 8,600 riyals per year to Saudi's labour ministry for each worker's Iqama. Additionally, they must also cover insurance and an extra 600 riyals for the interior ministry, bringing the total annual cost to 11,000 riyals per worker.

Fazlur Rahman, a Bangladeshi who has been living in Riyadh for over a decade and now works in a supermarket, has not had a valid work permit for the last two years because his employer did not pay the Iqama fee.

"As I do not have Iqama, I cannot send money through banking channels to my family. I have to use other people or non-banking channels," Fazlur Rahman told TBS over the phone on Tuesday.

"I have frequently requested my employer to renew my Iqama, but he has not taken any action," he added.

Bangladeshi migrants who faced job-related issues in various destinations have submitted around 6,755 complaints over the last year, representing a 184% increase compared to the previous year, according to the Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET).

Approximately 80% of these complaints have come from Saudi-based jobs, according to sector insiders.

Bangladeshi workers bound for Saudi Arabia face challenges with work permits, job security, delayed salaries, and wage theft. BMET sources say 50% of issues involve Iqama, as many employers fail to provide the required residence permits.

In response, the Ministry of Expatriate Welfare blacklisted 24 Saudi companies for fraudulent practices, banning them from hiring through Bangladeshi agencies.

Bangladesh and Saudi Arabia recently discussed Iqama renewal fees and job losses due to non-renewals. On 30 January, Saudi Vice Minister Abdullah Abuthnain and Bangladesh's Expatriates' Welfare Adviser Asif Nazrul met in Riyadh to address these concerns, according to the foreign ministry.

Earlier in an interview with TBS in late 2024, Saudi Ambassador to Bangladesh Essa Youssef Essa Al Duhailan said, "Bangladeshi migrant workers in Saudi Arabia facing issues like unpaid salaries or missing iqamas can seek legal redress, contact their embassy or work with Saudi authorities to protect their rights."

Regarding curbing hundi, he said, "This is an issue that concerns both workers and the governments of both countries. We now have digital financial platforms that allow for instant, secure remittances. If workers resort to informal systems like Hundi, it not only harms Bangladesh's economy but also the host country's economy."

Saudi hiring more workers, but mostly less skilled

Saudi Arabia has continued to be the largest overseas labour market for Bangladeshi workers, but the majority of recent recruits fall into the less-skilled category.

According to an Ami Probashi Platform report, Saudi Arabia hired more general workers than any other category last year, while the United Arab Emirates (UAE) recruited more accountants and skilled professionals.

Umrah payments contribute to more hundi transactions

Applicants for an Umrah visa to Saudi Arabia must pay fees to the Ministry of Hajj and Umrah, including transportation charges.

A Hajj and Umrah agency owner, requesting anonymity, said, "I send money through banks when the riyal rate is low, but use other channels when bank rates are higher."

Each year, 450,000-500,000 Bangladeshis perform Umrah, spending nearly Tk1,000 crore, with half sent via banks and the rest through hundi. While Hajj payments are now strictly routed through banks, hundi remains prevalent for Umrah.

Meanwhile, large Bangladeshi exporters struggling to access dollars have turned to hundi, setting up offices in remittance-rich countries to collect funds informally. "This is an open secret, especially in Saudi Arabia, Oman, Dubai, and Qatar," said Munshi Md Ashfaqul Alam, a remittance and Islamic banking expert at Bangladesh Finance Ltd.

সমকাল রোববার । ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

‘আম্মা আমারে মাফ করছোনি আর আধা ঘণ্টা বাঁচুম’

লিবিয়ায় বাংলাদেশিকে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে হত্যা

নিহত রাসেল মিয়া

নির্যাতনের ভিডিও দেখিয়ে দু'দফা নেওয়া হয় ৩০ লাখ টাকা

দালালের বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর

ছেলেকে হারিয়ে মায়ের আহাজারি

■ মুরাদ মৃধা, নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)

পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ফেরাতে পৈতৃক ঘরবাড়ি বিক্রি করে ইতালি যেতে ১৫ লাখ টাকা দালালের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলার রাসেল মিয়া। ২০২৪ সালের শুরুর দিকে দেশও ছাড়েন। দালালরা তাঁকে নিয়ে যায় লিবিয়া। কিন্তু সেখানে গিয়েই স্থানীয় মানব পাচার চক্রের হাতে বন্দি হন রাসেল। জিম্মি করে মুক্তিপণের জন্য রাসেলের ওপর চলে অমানুষিক নির্যাতন। ফলে দেশ থেকে দুই দফায় চক্রটির কাছে আরও অন্তত ৩০ লাখ টাকা পাঠায় রাসেলের পরিবার। কিন্তু আরও ১০ লাখ টাকার দাবিতে রাসেলের ওপর নির্যাতন অব্যাহত রেখেছিল চক্রটি। কিন্তু সেই টাকা দিতে না পারায় ২১ ফেব্রুয়ারি লিবিয়ায় দালালরা বিষাক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করে রাসেলকে হত্যা করে। গতকাল শনিবার এক প্রবাসীর মাধ্যমে রাসেলের মৃত্যুর খবর জানতে পারে পরিবার।

রাসেল নাসিরনগর উপজেলার ধরমণ্ডল ইউনিয়নের ধরমণ্ডল গ্রামের লাউস মিয়ার ছেলে। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে রাসেল সবার বড়।

ধরমণ্ডল গ্রামের স্থানীয়রা জানান, ২০২৪ সালের শুরুর দিকে ইতালি পাড়ি জমাতে রাসেল পৈতৃক ভিটা বিক্রি করে ১৫ লাখ টাকা তুলে দেন একই গ্রামের দালাল লিলু মিয়ার হাতে। কথা ছিল, লিবিয়া থেকে রাসেলকে ইতালি পাঠানো হবে। কিন্তু বিদেশের মাটিতে পৌঁছে তাঁর কপালে জোটে ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। লিবিয়া নিয়ে লিলু মিয়ার লোকজন ১০ লাখ টাকায় দেশটির মানব পাচার চক্রের কাছে রাসেলকে বিক্রি করে দেয়। এর পরই শুরু হয় দুঃস্বপ্নের অধ্যায়। মানব পাচার চক্র রাসেলকে নির্যাতন করে একাধিকবার ভিডিও পাঠিয়ে পরিবারের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় ৩০ লাখ টাকা। সর্বশেষ গত সপ্তাহে আরও ১০ লাখ টাকা দাবি করে চক্রটি। পরিবারের দাবি, টাকা না দেওয়ায় গত শুক্রবার বিষাক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করে রাসেলকে হত্যা করা হয়।

গতকাল ধরমণ্ডল গ্রামে রাসেলের বাড়ি গিয়ে দেখা যায় শোকের মাতম। কাঁদতে কাঁদতে রাসেলের মা আউলিয়া বেগম বলেন, ‘আমার পুতরে তোমরা আইন্যা দেও। কই যাইলে আমার পুতের খোঁজ পামু। আমার পুত আমারে ফোন দিয়া কইছে, আম্মা আমারে মাফ করছোনি? আম্মা আমি আর আধা ঘণ্টা বাঁচুম। আমারে শরীরে কিতা যান দিছে গো। আমি মইরা যাইতেছি।’ এভাবে ফোনের অপর পাশ থেকে হঠাৎ কথা আসা বন্ধ হয়ে যায়। ছেলের মৃত্যুর বর্ণনা দিতে দিতে একসময় জ্ঞান হারান আউলিয়া বেগম।

নিহতের বোন ফাহিমা বেগম বলেন, আমার ভাই আমাকে সব সময় ফোন করত। কিছুদিন পরপর দালালরা ভিডিও কলে ভাইকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে দেখাত আর টাকা চাইত। ভাইকে বাঁচানোর জন্য আমরা সব চেষ্টা করেছি। কিন্তু দালাল আমার ভাইকে বাঁচতে দেয়নি। টাকা নেওয়ার পরও কেন আমার ভাইকে ওরা হত্যা করল? আমি আমার ভাইয়ের হত্যায় জড়িত মানব পাচারকারী লিলু মিয়ার ফাঁসি চাই।

রাসেলের বাবা আউয়াল মিয়া বলেন, ‘আমার শেষ সম্বল বসতভিটা ও ফসলি জমি বিক্রি কইরা ৫০ লাখ টাকা দিছি। দালালরা আরও টাকা চায়। কিন্তু দিতে না পারায় রাসেলরে হত্যা করছে দালাল লিলু মিয়া ও মাফিয়া চক্র।’

এদিকে রাসেলের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই গতকাল ধরমণ্ডল গ্রামে দালাল লিলু মিয়ার বাড়িতে হামলা করেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এ সময় বিক্ষুব্ধরা লিলু মিয়ার বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। তবে বাড়িতে সে সময় লিলু মিয়ার স্বজন কেউ ছিলেন না। বাড়িটি থেকে লিবিয়ায় পাঠানোর জন্য আরও দেড় শতাধিক মানুষের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি ও ছবি পাওয়া যায়।

রাসেলের মৃত্যুর বিষয়ে কথা বলতে দালাল লিলু মিয়ার পরিবারের কাউকে পাওয়া যায়নি। লিলু মিয়ার ব্যবহৃত ফোন নম্বরে একাধিকবার কল করলেও তা বন্ধ পাওয়া যায়।

লিবিয়াফেরত ধরমণ্ডল গ্রামের ভুক্তভোগী মাসুক মিয়া ও মমিন মিয়া বলেন, আমাদের গ্রামে বেশ কয়েকজন মানব পাচারকারী আছে। এর মধ্যে লিলু মিয়া, শামীম ও শাফি আলম অন্যতম। ওরা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ২০০ লোককে একসঙ্গে ইতালি পাঠানোর কথা বলে লিবিয়ায় নিয়ে একটি মরুভূমিতে আটকে রাখে। আমাদের কাছ থেকে প্রায় ৩০ লাখ টাকা নিয়ে লিবিয়ার মাফিয়া চক্রের কাছে বিক্রি করে দেয়। আমরা চোখের সামনে মানুষকে টাকার জন্য পিটিয়ে হত্যার করতে দেখেছি। আমরা কীভাবে বেঁচে ফিরেছি, আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।

ধরমণ্ডল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সফিকুল ইসলাম মানব পাচারে জড়িত লিলু মিয়াসহ অন্যদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

নাসিরনগর থানা ওসি খায়রুল আলম বলেন, ভুক্তভোগীর পরিবারের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইউএনও শাহীনা নাসরিন বলেন, বিষয়টি খুবই দুঃখজনক। যারা মানব পাচারে জড়িত, তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

সময়ের আলো | সোমবার। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

গত বছর ৩১৬৪ বাংলাদেশি ফিরেছে লিবিয়া থেকে

■ অবৈধভাবে ইউরোপে যাওয়ার সময় আটকদের মধ্যে বাংলাদেশিদের অবস্থান তৃতীয়

● এমএকে জিলানী

উন্নত জীবনের আশায়, দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে প্রতিনিয়ত একাধিক বাংলাদেশি অবৈধ পথ পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে প্রায় সবাই লিবিয়ার মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করে এবং বেশিরভাগ সময়েই লিবিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠী বা দেশটির সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাতে জিম্মি হয়ে অমানুষিক নির্যাতনের পর মুক্তিপণের বিনিময়ে দেশে ফিরে আসেন। এদের মধ্যে অনেকে নির্যাতন সইতে না পারায় মৃত্যুবরণ করেন এবং তাদের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। এভাবে ইউরোপে পাড়ি দিতে গিয়ে লিবিয়ায় আটকে পড়া ৩ হাজার ১৬৪ জন বাংলাদেশিকে ২০২৪ সালে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। ২০১১ থেকে গত ২০২৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে প্রায় ৪৩ হাজার বাংলাদেশি নাগরিককে লিবিয়া থেকে ফেরত আনা হয়। প্রতি বছর লিবিয়া থেকে প্রায় ৪০০ বাংলাদেশির মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, অবৈধ উপায়ে ইউরোপ বা বিদেশযাত্রায় আটকে পড়া ৪ হাজার ৮৬৫ জন বাংলাদেশিকে ২০১৪ সালে সরকার বিদেশি দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় দেশে ফিরিয়ে আনে। যার মধ্যে লিবিয়া থেকে ৩ হাজার ১৬৪ জন, লেবানন থেকে ১ হাজার ২৯২, ওমান থেকে ১৮১, তিউনিশিয়া থেকে ১১৭, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ৭০, কম্বোডিয়া থেকে ৩০ এবং জর্ডান থেকে ১১ জন বাংলাদেশিকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। এ ছাড়া ২০২৪ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে ৮৫ জন বাংলাদেশির মরদেহ দেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

ঢাকার একজন কূটনীতিক বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ এবং ২০২২ সালে রেমিট্যান্স প্রাপ্তির তালিকায় অষ্টম স্থান অর্জন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে যে, ভালো চাকরি, বেশি বেতন, উন্নত জীবনযাপনের মিথ্যা প্রলোভনের মাধ্যমে দালাল চক্র অবৈধ পথে বিদেশগামী যাত্রীদের একটি অংশকে বিপদগ্রস্ত করছে। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে ইউরোপ গমনকালে আটক হওয়া মানুষের মধ্যে বাংলাদেশিদের অবস্থান তৃতীয়।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ফেসবুক, টিকটক, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে দালাল চক্র প্রচারণার জন্য নতুন কৌশল হিসেবে ব্যবহার করছে। আন্তর্জাতিক দালাল চক্র অবৈধ পথে ইউরোপে মানব পাচারের জন্য লিবিয়া, আলজেরিয়া, মৌরিতানিয়াকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করছে। এই অবৈধ পথে বিদেশ গমনেচ্ছু অনেকেই জেলখানায় আটক হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। কেউ নির্মম শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আবার মুক্তিপণের মোটা অঙ্কের টাকা পরিশোধ করে নিঃস্ব হচ্ছে। অনেকে ভূমধ্যসাগরে নৌযান ডুবে মারা যাচ্ছে। জাতিসংঘের অভিবাসনবিষয়ক সংস্থা আইওএমের প্রতিবেদন অনুযায়ী ঢাকা, খুলনা, সিলেট, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, শরীয়তপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং হবিগঞ্জ থেকে সবচেয়ে বেশি মানব পাচারের ঘটনা ঘটছে।

নিরাপদ বিদেশ গমনের আগে অনেক বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এগুলো হচ্ছে–ভ্রমণ ভিসায় বিদেশ গমনকালে আপনার আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণপত্রসহ ফেরত টিকেট গন্তব্য দেশের ইমিগ্রেশন বিভাগকে প্রদর্শন করতে হবে। অন্যথায় ওই ইমিগ্রেশন পুলিশ আপনাকে ফেরত পাঠাতে পারে। বিদেশে শ্রমিক হিসেবে গমনের আগে অবশ্যই ভিসার সঠিকতা যাচাই, নিয়োগকৃত পদের দায়িত্ব, কর্মঘণ্টা, ছুটি, বেতনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিশ্চিত হয়ে বিদেশ গমন করবেন। পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশ বিশেষ করে ক্রোয়েশিয়া থেকে প্রাপ্ত ওয়ার্ক পারমিট যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাইপূর্বক গমন করবেন। সম্প্রতি ওই দেশের ভুয়া ওয়ার্ক পারমিট তৈরি করে প্রতারণা করছে একটি দালাল চক্র। দাফতরিক কাজে বিদেশ ভ্রমণের আগে অবশ্যই আমন্ত্রণপত্রের সঠিকতা যাচাই করে নেবেন। ভিসা, পাসপোর্ট ও ওয়ার্ক পারমিটসহ যাবতীয় কাগজের এক সেট ফটোকপি নিজের কাছে এবং এক সেট ফটোকপি পরিবারের কাছে সংরক্ষণ করে রাখবেন। এসব কাগজপত্র পরবর্তীতে সৃষ্ট কোনো সমস্যায় প্রয়োজন হতে পারে।

দুবাই, আবুধাবী, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ওমান, বাহরাইন, ইরান, ইরাকসহ অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলো থেকে অন্য কোনো দেশের জন্য ভ্রমণ ভিসা বা কাজের প্রস্তাব প্রাপ্ত হলে প্রয়োজনে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য তা ওই দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রস্তাবের সঠিকতা যাচাই করে গমন করবেন।

সম্প্রতি থাইল্যান্ডে লোভনীয় কাজের প্রস্তাব দিয়ে দুবাই থেকে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিককে মিয়ানমারস্থ স্ক্যাম সেন্টারে আটকে রেখে জোরপূর্বক অনলাইনভিত্তিক আর্থিক প্রতারণার কাজে নিয়োজিত করেছে বা শারীরিক নির্যাতন করে মুক্তিপণ দাবি করছে। বিদেশ গমনের নিমিত্তে এজেন্সি বা ব্যক্তির সঙ্গে যাবতীয় আর্থিক লেনদেন বাংলাদেশ ব্যাংকের তফসিলভুক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে করবেন এবং লেনদেন সম্পর্কিত সব কাগজপত্র অবশ্যই সংরক্ষণ করে রাখবেন। ইউরোপ গমনের লক্ষ্যে ভিসায় আবেদন করার জন্য নেপালে গমন করলে অবশ্যই সতর্ক থাকবেন। সম্প্রতি নেপালে ভিসার আবেদন করতে যাওয়া বাংলাদেশি নাগরিকরা অপহরণের শিকার হচ্ছে। চীনের হংকং ও ভিয়েতনামে কোনো কাজের অফার পেলে অবশ্যই যাচাইপূর্বক গমন করবেন। সম্প্রতি ভিয়েতনাম ও হংকংয়ে চাকরির প্রলোভনে ভিজিট ভিসায় গমন করে অনেকেই প্রতারণার শিকার হচ্ছে। নৌপথে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড অথবা ইন্দোনেশিয়া হয়ে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার প্রস্তাব পেলে অবশ্যই যাচাইপূর্বক গমন করবেন। সম্প্রতি মানব পাচারের এই রুটে গমন করে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশি নাগরিক অস্ট্রেলিয়ান কোস্ট গার্ড কর্তৃক আটক হয়ে দেশে ফেরত এসেছে। নাবিকদের লাইসেন্স নকল করে জাহাজে করে বিভিন্ন দেশের বন্দরে এনে মাফিয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি ৪১ জন বাংলাদেশিকে এভাবে ইরানে পাঠানো হয়েছে। একটি দালাল চক্র ওমরাহ ভিসার মাধ্যমে এ দেশের নাগরিকদের সৌদি আরবে নিয়ে অবৈধ কাজে অন্তর্ভুক্ত করছে বা ভিজিট ভিসায় রাশিয়ায় নিয়ে জোরপূর্বক ইউক্রেন যুদ্ধে নিয়োজিত করছে। ভ্রমণভিসায় গমনকারীরা অবশ্যই ভিসার মেয়াদ থাকাকালে দেশে ফেরত আসবেন।

লিবিয়া একটি অস্থিতিশীল দেশ। সেখানে দেশি-বিদেশি চক্রের বাণিজ্য আছে। সেখান থেকে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশিদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। প্রশ্নটি হচ্ছে যে গত ছয় মাসে এমন কতজন বাংলাদেশিকে ফেরত আনা হয়েছে? লিবিয়া থেকে বাংলাদেশিদের মৃতদেহ বা অর্ধমৃতদের ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে আমাদের স্বার্থ কী? পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে এমন প্রশ্নের জবাব চাইলে মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম দৈনিক সময়ের আলোকে বলেন, আপনার প্রশ্নটি খুবই কঠিন। আমরা (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) কাউকেই লিবিয়া যেতে উৎসাহিত করি না। আপনারা জানেন যে, লিবিয়াতে কীভাবে মানুষজন যাচ্ছে। সরাসরি বাংলাদেশ থেকে কেউ লিবিয়া যায় না। এখান থেকে অন্য কোনো দেশে যায়, তারপর সেখান থেকে আরেকটি দেশে যায়, এমন পদ্ধতিতে লোকজন লিবিয়া যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে যারা লিবিয়া যাচ্ছে তাদের ঠেকানো মুশকিল। কাজেই কেন আমরা যেতে দিচ্ছি এই প্রশ্নের জবাব আপনি পেয়ে গেলেন। কেন আমরা ফেরত আনছি? রাষ্ট্র হিসেবে এটি আমাদের দায়িত্ব। আমাদের নাগরিকরা যখন বিপদে পড়ে তখন আমাদের দেশে ফেরত নিয়ে আসার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বাংলাদেশের নাগরিক যখনই দেশের বাইরে বিপদে পড়বে বাংলাদেশ যথাযথভাবে সাহায্য করবে।

লিবিয়ায় বাংলাদেশের স্বার্থ কী? এমন প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র মোহাম্মদ রফিকুল আলম বলেন, পৃথিবীর যেসব দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস আছে, প্রতিটি জায়গাতে বাংলাদেশের স্বার্থ আছে বলেই সেখানে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। লিবিয়াতে বাংলাদেশ দূতাবাস আছে বলেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়া বাংলাদেশিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফেরত নিয়ে আসছে। আপনি জানেন কি না জানি না, ২০১১ থেকে ২০২৫ সালের (১৩ ফেব্রুয়ারি) প্রায় ৪৩ হাজার বাংলাদেশি নাগরিককে লিবিয়া থেকে ফেরত আনা হয়েছে।

ব্র্যাকের অভিবাসন কর্মসূচির সহযোগী পরিচালক শরিফুল হাসান দৈনিক সময়ের আলোকে বলেন, পৃথিবীর যে দেশগুলোর নাগরিকরা ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে অবৈধভাবে ইতালি বা ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করে বাংলাদেশ সেই তালিকায় সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শীর্ষে। এটি আমাদের জন্য লজ্জাজনক। ইউরোপে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে যাদের লিবিয়ায় নেওয়া হয় তাদের সবাইকে ভালো চাকরির প্রলোভন দেখালেও তারা চাকরি পায় না। উল্টো অধিকাংশকেই লিবিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পে বন্দি রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। এরপর তাদের জিম্মি করে পরিবারের কাছ থেকে আদায় করা হয় অর্থ। তবে এতকিছুর পরেও ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইউরোপের স্বপ্নে লিবিয়া যাওয়ার এই প্রবণতা থামছে না। সমস্যা সমাধানে সাধারণ মানুষ ও বিদেশগামীদের সবার আগে সচেতন হতে হবে। এলাকার স্থানীয় দালাল ও মানব পাচার চক্রকে চিহ্নিত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সমন্বিত অভিযান চালাতে হবে। বিশেষ করে অর্থের লেনদেন খুঁজে বের করতে হবে। সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে গত ২০১৫ সালে লিবিয়ায় কর্মী পাঠানো বন্ধ করেছিল বাংলাদেশ। প্রায় সাত বছর পর গত ২০২২ সালে বাংলাদেশ আবার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। তখন মিডিয়ায় অনেক কথা বলা হলেও ওই সময়ের সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলেনি। যা এখনও এই সময়ে একই আছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের কর্মকাণ্ডকে কীভাবে দেখছেন জানতে চাইলে শরিফুল হাসান বলেন, লিবিয়ার যে পরিস্থিতি তাতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা ঠিক হয়নি। তবে নিষেধাজ্ঞার চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন

সাত মাসে ভারতে পোশাক রপ্তানি ৪২৭ মিলিয়ন ডলার

শাহেদ আলী ইরশাদ

অপ্রচলিত বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি আশাব্যঞ্জক ভাবে বেড়েছে। এর মধ্যে গত সাত মাসে প্রতিবেশী দেশ ভারতে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১৯ শতাংশ। যদিও গত অর্থবছরের একই সময়ে দেশটিতে রপ্তানি কমেছিল। রপ্তানিকারকরা মনে করেন, বিশ্ববাজারের পরিস্থিতির উন্নতি এবং চাহিদা বৃদ্ধির ফলে প্রতিবেশী দেশে পোশাকের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা বলেন, অনেক পশ্চিমা ব্র্যান্ড ভারতে তাদের শোরুম চালু করেছে এবং তারা বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি পোশাক আমদানি করছে। একই সঙ্গে ভারতেরও চাহিদা বেড়েছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য মতে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) ভারতে পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ৪২ কোটি ৭৬ লাখ ২০ হাজার (৪২৭ মিলিয়ন) ডলারে পৌঁছেছে। যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮ দশমিক ৭০ শতাংশ বেশি। মোট রপ্তানি আয়ের মধ্যে ১৪ কোটি ৭৮ লাখ ডলারের নিটওয়্যার পোশাক এবং ২৭ কোটি ৯১ লাখ ৬০ হাজার ডলারের ওভেন পোশাক রপ্তানি হয়েছে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে ভারত থেকে পোশাক রপ্তানি আয় ছিল ৩৬ কোটি ২৬ লাখ ডলার। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ভারতে পোশাক রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৫৪ কোটি ৮৮ লাখ ৩০ হাজার ডলার, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৬৮ কোটি ৩৪ লাখ ৭০ হাজার ডলারের চেয়ে ১৯ দশমিক ৭০ শতাংশ কম। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, গত অর্থবছরে ভারতের সামগ্রিক আমদানি কম ছিল। কারণ দেশটি স্থানীয় উৎপাদনের দিকে বেশি মনোনিবেশ করছে। এ ছাড়াও মুদ্রা সমস্যার কারণে তাদের জন্য আমদানি ব্যয়বহুল হয়ে গেছে। বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, বিশ্বব্যাপী চাহিদা বৃদ্ধির কারণে গত দুই অর্থবছরে হ্রাস সত্ত্বেও চলতি অর্থবছরে ভারতে পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। অনেক মার্কিন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কোম্পানি ভারতের বাজারে তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করছে। তারা ভারতের জন্য তাদের দোকানে পণ্য সংগ্রহ করতে বাংলাদেশ থেকে আমদানি করছে, যা বিশ্ব অর্থনীতির উন্নতিকে অনুসরণ করে। চট্টগ্রামের ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেডের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল আরও বলেন, একটি উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে ভারত বৈশ্বিক বাজার বাড়ানোর লক্ষ্যে রপ্তানিতে বেশি মনোনিবেশ করেছে এবং এটি স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোকে আবার বাংলাদেশের মতো দেশ থেকে আমদানি করার দিকে বাধ্য করছে।

> “রপ্তানি বৃদ্ধির আশাব্যঞ্জক ব্যাখ্যা করে পোশাক কারখানার মালিকরা জানিয়েছেন, ভারতে অনেক পশ্চিমা ব্র্যান্ড তাদের নিজস্ব দোকান পরিচালনা করে এবং চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি তারা বাংলাদেশ থেকে আরও বেশি আমদানি করছে

তবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণকে ভারতে পোশাক রপ্তানি কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। তারা মনে করেন, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পরবর্তী কৌশল নির্ধারণ করা উচিত এবং বিদ্যমান বাণিজ্যিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে উত্তরণের সময় পেছানোর আবেদন করা উচিত। উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় অপ্রচলিত বাজারগুলোর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির আলোচনা শুরু করা উচিত।

প্রচলিত বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কানাডার মতো পোশাক রপ্তানিতে অপ্রচলিত বাজারেও পোশাক রপ্তানিতে উচ্চ আমদানি শুল্কের সম্মুখীন হতে পারে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী ভারতে পোশাক রপ্তানিতে ২০ শতাংশ শুল্কের মুখোমুখি হতে পারে। উচ্চ শুল্কের কারণে ভারত এবং জাপানে পোশাক রপ্তানির ওপর গুরুতর প্রভাব পড়বে এবং উত্তরণের পর ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি প্রাথমিকভাবে হ্রাস পাবে। একাধিক রপ্তানিকারক মনে করেন, যেহেতু গত দশকে অর্থনৈতিক সূচকগুলো অতিরিক্ত ছিল এবং অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাই উত্তরণের সময় পেছানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এজন্য ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে। তারা বলেন, সরকারকে ক্রেতাদের কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করার জন্য উত্তরণের সময় পেছানোর আবেদন করা উচিত। কারণ শুল্কমুক্ত বাজারের প্রবেশাধিকার সুবিধার ফলে ক্রেতারা বাংলাদেশ থেকে পণ্য সংগ্রহ করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সময় ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর। অপ্রতুল অবকাঠামো, প্রশাসনিক অকার্যকারিতা, ধীর কাস্টমস প্রক্রিয়া এবং খারাপ লজিস্টিকের কারণে বাংলাদেশে ব্যবসার খরচ অত্যন্ত বেশি, যা সম্মিলিতভাবে প্রতিযোগিতা কমিয়ে দেয় এবং বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে। বাংলাদেশের নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সাবেক সভাপতি ফজলুল হক বলেন, উত্তরণের পরে শুল্ক সুবিধা বজায় রাখতে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশি পোশাকের জন্য শুল্ক সুবিধা দেওয়া প্রধান অপ্রচলিত বাজারগুলোর মধ্যে ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার কথা উল্লেখ করেন। যদি সুবিধাগুলো অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে ভারতে রপ্তানি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

ইত্তেফাক
সোমবার
১১ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

রেমিট্যান্স প্রবাহ ও অভিবাসী শ্রমিকদের সমস্যা

আফিফা জাহান পুষ্প

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হলো রপ্তানি আয় এবং প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। দেশের পুরো অর্থনীতির অধিকাংশ দায়ভারটাই যেন বহন করে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের এক বিরাট অংশ। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীসময়ে এটি বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ভঙ্গুর ব্যাংক খাতকে পুনরায় উজ্জীবিত করে জনমনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। গত সরকারের আমলের-শেষের দিকে যেন এক ধরনের হাহাকার চলছিল ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের মধ্যে। ডলার সংকটের কারণে ব্যাংকগুলো এলসি খুলতে দিচ্ছিল না। এ কারণে সরকারকেও বিপাকে পড়তে হয়েছিল। কারণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জ্বালানি, কয়লা ইত্যাদি সরকারকে আমদানি করতে হয়, যা করতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। ভারতের আদানি গ্রুপের সঙ্গে এক অন্যায্য চুক্তিতে বিদ্যুৎ আমদানির পাশাপাশি পেট্রোলিয়াম বাবদ ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন পড়েছে, যা দিতে বিপাকে পড়তে হয়েছিল।

২০২৪ সালের আগস্টের পর থেকে রপ্তানি-আমদানির বাণিজ্যিক বাজারে ডলারের অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধিতে অস্থিরতা দেখা যায়। ২০২৪ সালে মে মাসে ছিল ডলার রেট ১১৭ টাকা প্রতি ডলার। কিন্তু আগস্ট পরবর্তী সময় তা দাঁড়ায় ১২১ ডলারে।

গেল বছর রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের মতে, ২০২৪ সালের রেমিট্যান্স প্রবাহ আগের বছরের তুলনায় ২৩ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এসেছে ২ দশমিক ৬৩ বিলিয়ন ডলার এবং আগের বছরের ডিসেম্বর মাসের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেশি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কিছু কার্যকরী সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাংকিং খাতে, যার ফলে গ্রাহকদের সাময়িক সময়ের জন্য ভোগান্তি হলেও পরবর্তীকালে ব্যাংকের ক্যাশ ফ্লো সচল হয়। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স লিগ্যাল চ্যানেলের মাধ্যমে পাঠাতে উৎসাহ দিতে নানা স্কিম চালু করা হলে এতে বিপুল পরিমাণে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে যায় আর সবশেষ রেমিট্যান্সের কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভে হাত না দিয়েই বকেয়া পৌনে ২ বিলিয়ন পরিশোধ করা হয়েছে এবং এখন আর মাত্র ৪০০ মিলিয়ন মতো বকেয়া আছে, আশা করা যায়, খুব শিগগির পরিশোধিত হয়ে যাবে। এতসব কৃতিত্বের পরেও যেন আমাদের প্রবাসীদের কষ্ট কমছে না।

আগস্ট-পরবর্তী সময় দেখা যাচ্ছিল প্রবাসীরা এয়ারপোর্টে সন্তোষজনক সার্ভিস পেয়েছেন। কিন্তু বিভিন্ন স্কিমের কারণে সুবিধা পেলেও তাদের অভিবাসী সংক্রান্ত জটিলতা ও দালাল চক্রের ফাঁদ থেকে তারা যেন রেহাই পাচ্ছেন না। কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সচ্ছলতার অভাব, অভিবাসী এবং নিয়োগকারী কোম্পানির স্বৈরাচারিতা কর্মীসুলভ কাজের পরিবেশকে নষ্ট করছে, যা দুঃখজনক। নারী প্রবাসীরা পড়েন আরো বিড়ম্বনায় ও বিপাকে। তারা কোনো কোনো সময় শিকার হন শারীরিক ও মানসিক হেনস্তার। তাদের সাহায্যের জন্য নেই কোনো বিশেষ সুবিধাও। প্রবাসীদের ক্ষেত্রে প্রায় শোনা যায়, তাদের সারা জীবনের সঞ্চয় পরিবারের বিশস্ত কারোর কাছে রেখেছেন আর পরবর্তীকালে তারা তা ফেরত দিতে অস্বীকার করেছেন। এ ধরনের প্রতারণা থেকে বাঁচতে নেই কোনো আইন বা কোনো কার্যকর পদক্ষেপ। ইদানীং তারা অনেকে দেশে এসে খুনের শিকার হচ্ছেন। অর্থাৎ যে দেশের কল্যাণের জন্য তারা কাজ করছেন বিদেশের মাটিতে, নিজ দেশে ফিরে এলে তারা নিরাপত্তা সংকটে ভুগছেন। এসব প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যখন কোনো প্রবাসী পড়েন, তখন তাদের আর কিছুই করার থাকে না শুধু আর্তচিৎকার করা ছাড়া। তাই অভিবাসী শ্রমিকদের সমস্যাগুলোর ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। সরকার প্রবাসী কল্যাণের দিকে অধিক নজর দিলে তাতে দেশেরই কল্যাণ ও লাভ হবে।

● লেখক : শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বণিক বার্তা
শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৫

বেক্সিমকোর ১৪ প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা

শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে ৫২৫ কোটি টাকা দেবে সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বন্ধ হওয়া বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৪টি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের আগামী ৯ মার্চ পাওনা পরিশোধ শুরু হবে। পাওনা পরিশোধে সরকারের খরচ হবে ৫২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেতন পাবেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বেক্সিমকো লিমিটেডের ১৪টি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা।

গতকাল সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান নৌ-পরিবহন ও শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন।

শ্রম উপদেষ্টা বলেন, 'বেক্সিমকোর বন্ধ কারখানার ৩১ হাজার ৬৬৯ শ্রমিক ও ১ হাজার ৫৬৫ কর্মকর্তাকে ৫২৫ কোটি ৪৬ লাখ টাকা পরিশোধ করা হবে। এজন্য অর্থ বিভাগ তাদের পরিচালন ব্যয় থেকে ৩২৫ কোটি ৪৬ লাখ ও শ্রম মন্ত্রণালয় ঋণ হিসেবে বাকি ২০০ কোটি টাকা দেবে। শুক্রবার (আজ) বেক্সিমকো শিল্প পার্কের ১৪টি প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি বন্ধ ঘোষণা করা হবে। ৯ মার্চ থেকে বেক্সিমকো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।'

তিনি আরো বলেন, 'বেক্সিমকো শিল্প পার্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ২০০৮-২০২৪ পর্যন্ত জনতা ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের জন্য দায়ী ও জড়িত কর্মকর্তা, ব্যাংকের বোর্ড সদস্য, কোম্পানির বোর্ড সদস্য, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনসহ (বিএসইসি) সংশ্লিষ্ট অন্য সবার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

সাখাওয়াত হোসেন আরো বলেন, 'ঋণ প্রদানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা যেন দেশের বাইরে যেতে না পারেন, সেজন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয়া হবে।'

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে বেক্সিমকোর লে-অফকৃত প্রতিষ্ঠান নিয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে ছয় সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী এ কমিটির নেতৃত্ব দেবেন। কমিটিতে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অ্যাটর্নি জেনারেলের একজন করে প্রতিনিধি এবং বেক্সিমকোর রিসিভারকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে। কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান।

গত বছরের আগস্টে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গ্রেফতার হয়ে বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন বেক্সিমকো গ্রুপের অন্যতম কর্ণধার ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান। তিনি গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই সংকটের মধ্যে পড়েছে গ্রুপটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

দেশের সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক থেকে বিপুল অংকের ঋণ নিয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে সালমান এফ রহমানের বেক্সিমকো গ্রুপ। এক্ষেত্রে প্রভাব খাটিয়ে প্রয়োজনীয় জামানত ছাড়াই ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া হয়েছে। এমনকি বেক্সিমকো গ্রুপের তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর উদ্যোক্তা পরিচালক ও সহযোগী কোম্পানির কাছে থাকা শেয়ার বন্ধক রেখেও ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশের পুঁজিবাজারে বেক্সিমকো গ্রুপের তিনটি কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে। কোম্পানি তিনটি হচ্ছে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানি (বেক্সিমকো) লিমিটেড ও শাইনপুকুর সিরামিকস লিমিটেড।

বেক্সিমকো গ্রুপের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিক্রি করে শ্রমিকদের পাওনা মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি। পরে শেয়ার বিক্রিতে জটিলতা দেখা দেয়ায় সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের সিদ্ধান্ত হয়।

বণিক বার্তা বুধবার, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০২৫

শিল্পে বছরের পর বছর কালো টাকা সাদা করার সুযোগেও সাড়া মেলেনি

মেহেদী হাসান রাহাত ও নজরুল ইসলাম

২০১৯ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত পাঁচ বছর দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাই-টেক পার্কে অর্থায়নের উৎস ও পণ্য উৎপাদন বিষয়ে বিনা প্রশ্নে মাত্র ১০ শতাংশ কর দিয়ে বিনিয়োগের সুযোগ দিয়েছিল সরকার। তবে তাতে খুব একটা সাড়া মেলেনি। একইভাবে নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও মাত্র ১০ শতাংশ করের বিনিময়ে আয়ের উৎস নিয়ে বিনা প্রশ্নে বিনিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছিল। ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত এ সুবিধা বহাল রাখা হয়। এক্ষেত্রেও তেমন সাড়া মেলেনি। এখন পর্যন্ত দেশে সরকারের দেয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে কালো টাকা সাদা করা হয়েছে মূলত জমি, ফ্ল্যাট, এফডিআর, পুঁজিবাজার, সঞ্চয়পত্রে ব্যক্তি পর্যায়ের বিনিয়োগের মাধ্যমে।

শিল্প খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনীতির মূল ধারায় অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার নজির তেমন একটা না থাকার কারণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ খাতে যে কালো টাকা তৈরি হয়, সেটি দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায়। ফলে শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া হলেও এতে সাড়া পাওয়া যায় না। আবার বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে সরকারি সংস্থাগুলোর নজরে পড়তে না চাওয়ার বিষয়টিও এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য বলছে, দেশে এখন পর্যন্ত ৫০ হাজার কোটি টাকার মতো কালো টাকা সাদা করা হয়েছে। তবে কালো টাকার প্রকৃত পরিমাণ এর চেয়ে অনেক বেশি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২০১১ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, দেশের অর্থনীতিতে ১৯৭৩ সালে কালো টাকা ছিল জিডিপির ৭ শতাংশের সমপরিমাণ। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত গড়ে কালো টাকার পরিমাণ ছিল জিডিপির ৩৬ দশমিক ৬ শতাংশে। ২০১০ সালে তা সর্বোচ্চ প্রায় ৬৩ শতাংশে দাঁড়ায়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক গবেষণার তথ্য অনুসারে, দেশে কালো টাকার পরিমাণ জিডিপির ১০ থেকে ৩৮ শতাংশের মধ্যে ওঠা-নামা করে থাকে। ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কর্মকর্তা লিয়ান্দ্রো মেডিনা ও অস্ট্রিয়ার অধ্যাপক ফ্রেডারিক স্নাইডার 'শেডিং লাইট অন দ্য শ্যাডো ইকোনমি: এ গ্লোবাল ডাটাবেজ অ্যান্ড দ্য ইন্টারঅ্যাকশন উইথ দ্য অফিশিয়াল ওয়ান' নামে একটি গবেষণা করেন। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে ১৯৯১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গড়ে জিডিপির ৩৩ শতাংশের মতো কালো টাকা ছিল। সে হিসেবে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন রক্ষণাত্মক দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হলে দেশে কালো টাকার পরিমাণ ৮ থেকে ১০ লাখ কোটি টাকার মতো হবে।

এনবিআর-সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর ভাষ্যমতে, এখন পর্যন্ত আর্থিক ও প্রপার্টি খাতে ব্যক্তি পর্যায়ের বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থ বৈধ করেছেন মূলত প্রান্তিক ধনীরা। তাদের এসব অর্থবিত্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই ছিল। তা রক্ষা করার জন্যই সেটি বৈধ করার পথে হেঁটেছেন তারা। অন্যদিকে শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে অপ্রদর্শিত অর্থ বৈধ না হওয়ার বড় একটি কারণ হলো এ খাতের কালো টাকা মূলত দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায়। সেটি দেশে ফেরত এনে নতুন করে ব্যবসায় নেমে লোকসানে পড়ার ঝুঁকি নিতে চায় না কেউ। আবার সরকারি সংস্থাগুলোর নজরে পড়ার আশঙ্কাও থাকে।

শিল্প খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে কী পরিমাণ কালো টাকা সাদা করা হয়েছে এবং এ খাতে কী পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়েছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কথা বলা মুশকিল। রেকর্ডপত্রগুলো ডিজিটালাইজড হয়নি। বেশির ভাগ তথ্য-উপাত্ত ম্যানুয়ালি জোগাড় করতে অনেক সময় লাগে। এখন আমরা সব কাজ ডিজিটালাইজ করব, তারপর সহজে তথ্য পাওয়া যাবে। তবে বৃহৎ পরিসরে বলতে গেলে এগুলো (কর অব্যাহতি, করছাড় ও বিশেষ কর সুবিধা) খুব কাজে আসছে, তা বলা যাবে না শুধু ইপিজেড ছাড়া। হাই-টেকেও খুব একটা সাড়া পাওয়া যায়নি।'

২০১৯ সালের জুলাই থেকে ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত পাঁচ বছর দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাইটেক পার্কে অর্থায়নের উৎস ও পণ্য উৎপাদন বিষয়ে বিনা প্রশ্নে মাত্র ১০ শতাংশ কর দিয়ে বিনিয়োগের সুযোগ দিয়েছিল সরকার। তবে তাতে খুব একটা সাড়া মেলেনি। একইভাবে নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও মাত্র ১০ শতাংশ করের বিনিময়ে আয়ের উৎস নিয়ে বিনা প্রশ্নে বিনিয়োগের সুযোগ রাখা হয়েছিল। ২০২১ সালের জুলাই থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত এ সুবিধা বহাল রাখা হয়। এক্ষেত্রেও তেমন সাড়া মেলেনি। এখন পর্যন্ত দেশে সরকারের দেয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে কালো টাকা সাদা করা হয়েছে মূলত জমি, ফ্ল্যাট, এফডিআর, পুঁজিবাজার, সঞ্চয়পত্রে ব্যক্তি পর্যায়ের বিনিয়োগের মাধ্যমে

সময়ের আলো বুধবার। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

তৈরি পোশাক রফতানি

ইউরোপের বাজারে চীনের চেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক

সারা বিশ্বে তৈরি পোশাক রফতানিতে শীর্ষ দেশ চীন। বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। তবে বিদায়ি ২০২৪ সালে ইউরোপের বাজারে পোশাক রফতানির প্রবৃদ্ধিতে চীনকে টপকে গেছে বাংলাদেশ। গত বছরের বারো মাসে ইউরোপের বাজারে পোশাক রফতানিতে চীনের প্রবৃদ্ধি যেখানে ২ দশমিক ৬১ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৮৬ শতাংশ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের সবশেষ প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

গত বছরের অধিকাংশ সময়জুড়ে ওঠানামা সত্ত্বেও শেষ প্রান্তিকে উল্লেখযোগ্য রফতানির ফলেই এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের। পরিসংখ্যান বলছে, গত বছরের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়ে বাংলাদেশের পোশাক রফতানি ১৯ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০২৩ সালের ১৮ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বাংলাদেশের তুলনায় চীন ২০২৪ সালে ২ দশমিক ৬১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। যেখানে পাকিস্তান ও কম্বোডিয়া যথাক্রমে ১২ দশমিক ৪১ শতাংশ এবং ২০ দশমিক ৭৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। চীনের তৈরি পোশাক রফতানি ২০২৪ সালে ২৬ দশমিক শূন্য ৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়, যা ২০২৩ সালের ২৫ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় বেশি।

অন্যদিকে তুরস্ক ২০২৪ সালে ইইউতে ৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ পোশাক রফতানি হ্রাস পেয়েছে, যা ১০ দশমিক শূন্য ৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ভিয়েতনাম ৪ দশমিক ২১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে ৪ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার রফতানি করেছে। আর পাকিস্তান এবং কম্বোডিয়া যথাক্রমে ৩ দশমিক ৭৯ বিলিয়ন ও ৪ দশমিক ২২ বিলিয়ন ডলার রফতানি করেছে। অন্যদিকে ২০২৪ সালে ভারত ইইউতে ৪ দশমিক ৫২ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রফতানি করেছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ১ দশমিক ৯৭ শতাংশ বেশি।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মূল্য সংযোজিত পোশাক উৎপাদন, শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকার, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা মান মেনে চলা এবং নির্মাতা ও শ্রমিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাসহ বেশ কয়েকটি কারণ এই স্থিতিশীল বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। এ উন্নয়নগুলো ক্রেতাদের আস্থা বাড়িয়েছে, ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত করেছে এবং রফতানি বাজারে বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অবস্থান দিয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, এটি ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক পূর্বাভাস। কারণ, ২০২৫ সালে এই রফতানি আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি ক্রেতাদের আস্থা ফিরে আসছে এবং এখানে সোর্সিং কার্যক্রম বাড়াচ্ছে, যা রফতানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখবে। তিনি আরও বলেন, আমরা আশাবাদী সামনে কাজের অর্ডার আরও পাবে। ফলে এ বছরও গতবারের মতো প্রবৃদ্ধির গতি ধরে রাখা সম্ভব হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এর আগে গত সপ্তাহের প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, শীর্ষ বাজারগুলোতে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানিতে উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বিশেষ করে একক দেশ হিসেবে সর্ববৃহৎ বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ। এ ছাড়া কানাডায় পোশাক রফতানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫ দশমিক ২৯ শতাংশ, ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবৃদ্ধি ১৩ দশমিক ৯১ শতাংশ এবং যুক্তরাজ্যে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ।

নতুন বাজারের মধ্যে প্রতিবেশী দেশ ভারতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৮ দশমিক ৭০ শতাংশ। মেক্সিকোতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৭ দশমিক ৮২ শতাংশ এবং জাপানে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ২৭ শতাংশ। তবে রাশিয়ায় পোশাক রফতানি কমেছে ১১ দশমিক ৯৩ শতাংশ। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ের দেশভিত্তিক রফতানির যে তথ্য প্রকাশ করেছে ইপিবি তাতে এমন চিত্র দেখা যায়।

রফতানি উন্নয়ন ব্যুরোর দেশভিত্তিক পোশাক রফতানির তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের সাত মাসে বাংলাদেশের মোট পোশাক রফতানির ৫০ দশমিক ১৫ শতাংশই গেছে ইইউর বাজারে। যার মোট মূল্য ১১ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই সময়ে পোশাক রফতানি থেকে আয় হয়েছে ৪ দশমিক ৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা মোট রফতানির ১৮ দশমিক ৯৯ শতাংশ। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের বাজারেও উল্লেখযোগ্য হারে পোশাক রফতানি হয়েছে। দেশটিতে এই সাত মাসে পোশাক রফতানি হয়েছে ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার।

এদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে জার্মানি আরেক বড় বাজার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেশটিতে বাংলাদেশের পোশাক রফতানির পরিমাণ ২ দশমিক ৯৭ বিলিয়ন ডলার। এ ছাড়া স্পেনে ২ বিলিয়ন, ফ্রান্সে ১ দশমিক ২৮ বিলিয়ন এবং নেদারল্যান্ডসে ১ দশমিক ২৫ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রফতানি হয়েছে। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে চলতি অর্থবছরের সাত মাসে জার্মানিতে পোশাক রফতানির প্রবৃদ্ধি ১৩ দশমিক ৪৭ শতাংশ, নেদারল্যান্ডসে ২৭ দশমিক ৩ শতাংশ, পোল্যান্ডে ১৩ দশমিক ৭ শতাংশ, ডেনমার্কে ১৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ এবং সুইডেনে ২৬ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যদিকে অপ্রচলিত বাজার বা নতুন বাজারেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রফতানিতে ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। নতুন বাজারগুলোতে সামগ্রিকভাবে ৬ দশমিক ৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও আলাদাভাবে কয়েকটি দেশে বেশ ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। নতুন বাজারগুলোর মধ্যে জাপানে রফতানি হয়েছে ৭২১ মিলিয়ন ডলারের পোশাক। এ ছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় ৫১২ মিলিয়ন, ভারতে ৪২৭ মিলিয়ন, তুরস্কে ২৬৩ মিলিয়ন এবং মেক্সিকোতে ২০৮ মিলিয়ন ডলারের পোশাক রফতানি হয়েছে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

ভারতীয় সুতার কারণে বন্ধ হচ্ছে টেক্সটাইল মিলস

● নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের বিভিন্ন স্থলবন্দর দিয়ে আমদানিকৃত ভারতীয় সুতা ডাম্পিং মূল্যে প্রবেশ করায় দেশীয় টেক্সটাইল মিলস ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল এ দাবি করেছেন। দেশীয় টেক্সটাইল শিল্পের সংকটাবস্থার ওপর গতকাল সোমবার রাজধানীর গুলশান ক্লাবে বিশেষ সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন বিটিএমএ সহ-সভাপতি সালেউদ জামান খান, মো. আবুল কালামসহ অন্যরা।

টেক্সটাইল শিল্পের উল্লেখিত সমস্যাবলি ছাড়াও ভারত থেকে বিভিন্ন স্থলবন্দর-কাস্টমস হাউস ব্যবহার করে ডাম্পিং মূল্যে সুতা ও কাপড় স্থানীয় বাজারে প্রবেশের ফলে দেশীয় টেক্সটাইল শিল্পের চ্যালেঞ্জে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে বলে দাবি করেন এ ব্যবসায়ী নেতা। শওকত আজিজ রাসেল বলেন, আমরা যেটুকু সুতা উৎপাদন করছি তা বিক্রি করতে পারছি না। এলসি ও বিনা এলসিতে ভারত থেকে সুতা আসছে। অন্যদিকে ভারত যে দামে সুতা বিক্রি করছে তা ডাম্পিং। ফলে আমাদের উৎপাদিত সুতা গুদামে অবিক্রিত পড়ে আছে। বর্তমানে আট থেকে দশ হাজার কোটি টাকার সুতা আমাদের সদস্যদের গুদামে অবিক্রিত পড়ে আছে।

বিটিএমএ সভাপতি বলেন, জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে গঠিত সরকারের কাছে আমরা সব বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেশের স্বার্থে অনতিবিলম্বে দেশীয় টেক্সটাইল খাতের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে আমাদের দাবিগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করার দাবি জানাচ্ছি। সব স্থলবন্দর/কাস্টমস হাউস ব্যবহার করে সুতা আমদানি বন্ধ করে শুধু সমুদ্রবন্দর দিয়ে সব ধরনের সুতা আমদানির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি তথা রফতানি আয়ের প্রধান চালিকাশক্তি দেশের টেক্সটাইল সেক্টর দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এর মধ্যে গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, ডলার সংকট, ব্যাংক সুদের হার ১৮ শতাংশে পর্যন্ত বৃদ্ধি, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের শর্তাবলি পূরণের অজুহাতে রফতানির বিপরীতে নগদ প্রণোদনার অস্বাভাবিক হ্রাস এবং টাকার অবমূল্যায়নের কারণে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সংকট ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন কর্তৃক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির সাম্প্রতিক উদ্যোগ অবিলম্বে বন্ধ করে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক। সেই সঙ্গে অবিলম্বে বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের প্রক্রিয়া স্থগিত করার দাবি জানান বিটিএমএ সভাপতি। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বিটিএমএ প্রাইমারি টেক্সটাইল সেক্টরের সর্ববৃহৎ সংগঠন, এর সদস্য সংখ্যা ১ হাজার ৮৫৪। এর মধ্যে স্পিনিং ৫২৭টি, উইভিং ৯৮৬টি এবং ডাইং-প্রিন্টিং-ফিনিশিং ৩৪১টি মিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক যা বেসরকারি খাতে একক বিনিয়োগ হিসেবে সর্বাধিক। জিডিপিতে টেক্সটাইল এবং অ্যাপারেল সেক্টরের অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ। দীর্ঘদিন ধরে দেশের মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৮৫ শতাংশ টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল সেক্টর থেকে অর্জিত হচ্ছে যাতে বিটিএমএ সদস্যরা প্রায় ৭০ শতাংশের জোগানদাতা এবং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার রিটেনশন হচ্ছে প্রায় ৩০ শতাংশ। বর্তমানে বিটিএমএর সদস্য মিলগুলো তৈরি পোশাক শিল্পের মধ্যে নিট খাতের প্রয়োজনীয় সুতার প্রায় ১০০ শতাংশ এবং উইভিংয়ে ৫০ শতাংশ সরবরাহ করছে। এ ছাড়াও বিটিএমএর সদস্য মিলগুলো ডেনিম, হোম টেক্সটাইল ও টেরিটাওয়ালের শতভাগ দেশীয় চাহিদা পূরণ করে রফতানি আয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশের টেক্সটাইল সেক্টর দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এর মধ্যে গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, ডলার সংকট, ব্যাংক সুদের হার ১৮ শতাংশে পর্যন্ত বৃদ্ধি, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের শর্তাবলি পূরণের অজুহাতে রফতানির বিপরীতে নগদ প্রণোদনার অস্বাভাবিক হ্রাস এবং টাকার অবমূল্যায়নের কারণে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সংকট ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টেক্সটাইল শিল্পের উল্লেখিত সমস্যাবলি ছাড়াও ভারত থেকে বিভিন্ন স্থলবন্দর-কাস্টমস হাউস ব্যবহার করে ডাম্পিং মূল্যে সুতা ও কাপড় স্থানীয় বাজারে প্রবেশের ফলে দেশীয় টেক্সটাইল শিল্পের চ্যালেঞ্জে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এ বিষয় বিটিএমএর পক্ষ থেকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বিটিএমএ সভাপতি আরও বলেন, দেশের অর্থনীতিতে টেক্সটাইল সেক্টরের অবদান অপরিসীম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সেক্টরটি বিগত তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে জ্বালানি সংকটের জন্য স্বাভাবিক উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না। বিগত কয়েক মাস ধরে তীব্র গ্যাস সংকটের কারণে মিলগুলো তাদের উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৪০-৫০ শতাংশের বেশি ব্যবহার করতে পারছে না। এর ফলে সুতা ও কাপড়ের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদন খরচ প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায় প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে এ সেক্টরের প্রতিযোগিতার সক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করছে। টেক্সটাইল শিল্পে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের স্থানীয় বাজারও বিদেশিদের হাতে চলে যাচ্ছে। টেক্সটাইল সেক্টরের মিলগুলো দেশের ১৭ কোটি জনগোষ্ঠীর বস্ত্রের মৌলিক চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণই জোগান দিচ্ছে। এতে দেশের ১২ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে।

■ বিভিন্ন স্থলবন্দর ও কাস্টম হাউস ব্যবহার করে ভারত থেকে ডাম্পিং মূল্যে সুতা ও কাপড় স্থানীয় বাজারে প্রবেশ করছে

■ এলসি ও বিনা এলসিতেও ভারত থেকে সুতা আসছে

■ দেশীয় মিলে উৎপাদিত সুতা বিক্রি হচ্ছে না, গুদামে পড়ে থাকছে

বণিক বার্তা শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৫।

ইবিএল ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাকশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫

১০ বছরের মধ্যে সব পোশাক কারখানা পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠবে : গভর্নর

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দেশের তৈরি পোশাক খাত অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে সাড়া দিয়েছে। আগামী ১০ বছরের মধ্যে এ খাতের প্রায় সব কারখানাই পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠবে।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর গতকাল এসব কথা বলেন। সন্ধ্যায় ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির উদ্যোগে রাজধানী একটি হোটেলে আয়োজিত 'ইবিএল ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাকশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫' শীর্ষক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে দেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উদ্ভাবনী, কার্যকর ও সফল উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এ অনুষ্ঠানের গণমাধ্যম সহযোগী ছিল ডেইলি স্টার।

পাঁচটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে গ্রিন ম্যানুফ্যাকচারিং ক্যাটাগরিতে 'পালকি মোটরস লিমিটেড, এনার্জি এফিশিয়েন্সি ক্যাটাগরিতে 'সেন্টার ফর হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার ক্যাটাগরিতে 'ড. চাষী', ক্লাইমেট এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ক্যাটাগরিতে 'জলের ছবি মাটির ছবি ও ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স ক্যাটাগরিতে 'ব্র্যাক মাইক্রো ফাইন্যান্স'।

গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'সবুজ অর্থনীতি এবং টেকসই অর্থনৈতিক রূপান্তরের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের বিশাল সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের এটি করতেই হবে।'

তিনি বলেন, 'আমি বিশ্বাস করি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ আমাদের আর্থিক খাত উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা এবং বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের গতি কাজে লাগিয়ে এ রূপান্তরকে এগিয়ে নিতে পারবে।'

> 'সরকারও সবুজ অর্থনীতির প্রতি পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য আমরা এরই মধ্যে একটি সুদৃঢ় কৌশল গ্রহণ করেছি। আমরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও আমি আশাবাদী যে ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একসঙ্গে কাজ করলে এ রূপান্তর আরো মসৃণ, দ্রুত ও লাভজনক হবে।' নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ২০৪০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ আসবে। এটি সম্পন্ন হতে আরো ১০ বছর লাগতে পারে, তবে এটি অবশ্যই অর্জনযোগ্য, সম্ভবত আরো দ্রুত'

তিনি আরো উল্লেখ করেন, যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ প্রাথমিকভাবে দায়ী নয়, বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে দেশটি নির্গমন নিয়ন্ত্রণে তার অবদান বাড়াতে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পোশাক খাত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার প্রচেষ্টায় অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে। সনদপ্রাপ্ত সবুজ পোশাক কারখানার সংখ্যা এরই মধ্যে ২০০ ছাড়িয়ে গেছে, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ এবং তাদের গুণগত মানও চমৎকার। এ কারণে আগামী ১০ বছরের মধ্যে এ খাতের প্রায় সব কারখানাই পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠবে বলে তিনি আত্মবিশ্বাসী। ছাদে থাকা নিজস্ব সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের বিদ্যুতের চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পূরণ করবে যোগ করেন তিনি।

গভর্নর আরো বলেন, 'সরকারও সবুজ অর্থনীতির প্রতি পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য আমরা এরই মধ্যে একটি সুদৃঢ় কৌশল গ্রহণ করেছি। আমরা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও আমি আশাবাদী যে ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একসঙ্গে কাজ করলে এ রূপান্তর আরো মসৃণ, দ্রুত ও লাভজনক হবে।'

নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ২০৪০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ আসবে এ লক্ষ্যের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে গভর্নর বলেন, 'আমরা নিশ্চিত যে এ লক্ষ্য অর্জিত হবে। এটি সম্পন্ন হতে আরো ১০ বছর লাগতে পারে, তবে এটি অবশ্যই অর্জনযোগ্য সম্ভবত আরো দ্রুত।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী আলী রেজা ইফতেখার, জার্মান রাষ্ট্রদূত অখিম ট্রস্টার, ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টিয়ান ব্রিকস মোলার, ইউএনডিপির ডেপুটি-রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ সোনালী দয়ারত্নে প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হোটেল কর্মচারীর মৃত্যু

■ নাটোর প্রতিনিধি

নাটোরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক হোটেল কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম তানভীর আহমেদ। গতকাল শনিবার দুপুর ১২টার দিকে শহরের চকরামপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত তানভীর আহমেদ নাটোর শহরের চকরামপুর এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে। তিনি পচুর হোটেলের কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন।

নাটোর সদর থানার ওসি মাহবুর রহমান জানান, শনিবার দুপুরে তানভির হোটেলের টেবিল পরিষ্কার করছিলেন। এ সময় অসাবধানতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে যান। হোটেলের অন্য কর্মচারীরা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

যুগান্তর | শনিবার ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৮ মাঘ ১৪৩১

রংপুরে সড়কে ঝরল ৫ প্রাণ

সিরাজগঞ্জে বাসচাপায় প্রাণ গেল একই পরিবারের তিনজনের

যুগান্তর ডেস্ক

রংপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। শুক্রবার ঘন কুয়াশা ও গাড়ির বেপরোয়া গতির কারণে জেলার তিন স্থানে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। যমুনা সেতু পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কের মুলিবাড়িতে শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় বাসচাপায় স্বামী-স্ত্রীসহ একই পরিবারের তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে নিহত হয়েছেন আরও আটজন। তাদের মধ্যে ময়মনসিংহে দুই বন্ধু, বগুড়ায় চালকের সহকারী, চাঁদপুরে বৃদ্ধ, কুষ্টিয়ায় দুজন, টাঙ্গাইলে যুবক এবং কিশোরগঞ্জে গৃহবধূ রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সাত স্থানে
রও ৮

বগুড়া : নন্দীগ্রামে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে চালকের সহকারী যুবক শাহাফুর মন্ডলের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় চালক মিরাজ মন্ডল গুরুতর আহত হয়ে শজিমেক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার উপজেলার রণবাঘা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

চাঁদপুর : ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী বৃদ্ধ নূরুল ইসলাম ভূঁইয়ার মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার সকালে চাঁদপুর সদরের বাগাদী চৌরাস্তা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নূরুল ফরিদগঞ্জ উপজেলার বোলদানা এলাকার বাসিন্দা।

কুষ্টিয়া ও ভেড়ামারা : মিরপুরে ট্রাকের ধাক্কায় নিহত দুজনের মধ্যে একজন চালক ও আরেকজন যাত্রী। নিহত যাত্রীর নাম তানিয়া খাতুন। তিনি ভেড়ামারা উপজেলার গোপিনাথপুর গ্রামের আবুল কালামের মেয়ে। শুক্রবার ভোরে কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কের রানাখড়িয়া এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৮ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Saturday 1 February 2025

ভবন থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, সিলেট

সিলেটে ভবন থেকে পড়ে মো. রুবেল মিয়া (১৮) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। কাজ করার সময় হঠাৎ নিচে পড়ে গিয়ে মারা যান তিনি। গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় সিলেটের এয়ারপোর্ট থানার বাইপাস মোড়ে এই ঘটনা ঘটে। নিহত মো. রুবেল মিয়া সিলেটের মহলির পাড় এলাকার আসাদ আলীর ছেলে।

এয়ারপোর্ট থানার ওসি সৈয়দ আনিসুর রহমান বলেন, ভবন থেকে পড়ে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়টি শুনেছি। তার মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়েছে পুলিশ।

যুগান্তর | রোববার ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৯ মাঘ ১৪৩১

মোরেলগঞ্জে বাসচাপায় ঝরল ভাই-বোনের প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে বাসচাপায় ইজিবাইক যাত্রী ভাই-বোন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন তিনজন। শনিবার বিকালে উপজেলার সাইনবোর্ড-বগী আঞ্চলিক মহাসড়কের মোরেলগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া চার স্থানে দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে নওগাঁয় দুই বন্ধু, পাবনায় শিক্ষার্থী, জামালপুরে বৃদ্ধা এবং রংপুরে মোটরসাইকেল চালক রয়েছেন। এদিন রংপুরে দুর্ঘটনায় অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বাগেরহাট ও মোরেলগঞ্জ : নিহতরা হলেন—মোরেলগঞ্জের উবদইবুনিয়া ইউনিয়নের দোনা গ্রামের ইজিবাইকচালক বৃদ্ধ মজলু মোল্লা ও তার বোন সুমি বেগম। দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে সুমি বেগমের ৩ মাস বয়সি শিশু মিলি আক্তার ও একই পরিবারের ঝুমুর বেগম এবং সিয়াম খান। তাদেরকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

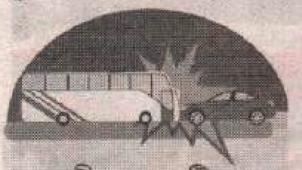

রাণীনগরে ছুটিতে বাড়ি এসে দুই বন্ধু পরপারে

তিন স্থানে সড়কে নিহত আরও ৩

রাণীনগর (নওগাঁ) : রাণীনগরে মোটরসাইকেল-অটো সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু জাহিদ ও এমদাদুল শেখ নিহত হয়েছেন। শনিবার সকালে উপজেলার রাণীনগর-আবাদপুকুর সড়কের সোনাকানিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জাহিদ উপজেলার পারইল ইউনিয়নের বড়গাছা সরদারপাড়া গ্রামের জামিলের ছেলে এবং এমদাদ লোহাচুড়িয়া গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে। দুই বন্ধু ঢাকায় চাকরি করতেন। দুদিন আগে তারা বাড়িতে আসেন। সকালে দুই বন্ধু কাজে মোটরসাইকেলে রাণীনগর আসেন। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে রাণীনগর-আবাদপুকুর সড়কের সোনাকানিয়া এলাকায় পৌঁছলে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

ফরিদপুর(পাবনা) : অটোর ধাক্কায় শিক্ষার্থী তোহা খাতুনের মৃত্যু হয়েছে। তোহা উপজেলার মৃধাপাড়া গ্রামের মোতালেব হোসেনের নাতনি এবং পশ্চিম মৃধাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। সে তার নানার বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত। পাবনার ফরিদপুর উপজেলার মৃধাপাড়া সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সে।

দেওয়ানগঞ্জ (জামালপুর) : দেওয়ানগঞ্জে মাহিন্দ্রার চাপায় বৃদ্ধা সাহারা আক্তারের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুরে দেওয়ানগঞ্জ চিকাজানী চন্দ্রাপাড়া গ্রামে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

রংপুর ও পীরগঞ্জ : পীরগঞ্জে মিশুক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে চালক যুবক আরিফ মিয়া নিহত হয়েছেন। শুক্রবার পীরগঞ্জ-মাদারগঞ্জ রাস্তার হাসানপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনি গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার মিঠিপুর গ্রামের নাছির দেওয়ানীপাড়ার মোস্তাক আলীর ছেলে। এছাড়া ঘন কুয়াশায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে মিঠাপুকুরের রংপুর-ঢাকা মহাসড়কে গড়ের মাথা মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাকবলিত পরিবহণগুলোর মধ্যে দুটি বাসসহ ট্রাক, পিকআপ ও কাভার্ডভ্যান রয়েছে।

বণিকবার্তা রোববার, ফেব্রুয়ারি ২, ২০২৫

রংপুরে ঘন কুয়াশায় ছয় গাড়ির সংঘর্ষ, পাঁচ জেলায় নিহত ৭

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ঘন কুয়াশায় রংপুরের মিঠাপুকুরে একে একে ছয়টি গাড়ির সংঘর্ষ হয়েছে। তবে এ ঘটনায় প্রাণহানি না হলেও অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছে। এছাড়া গতকাল ও আগের দিন রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় ১০ জন নিহত হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

বাগেরহাট : মোরেলগঞ্জে যাত্রীবাহী বাসচাপায় ইজিবাইকের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন ইজিবাইকের আরো তিন যাত্রী। গতকাল বিকালে সাইনবোর্ড-বগি আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন ইজিবাইক চালক মজনু মোল্লা (৪৫) ও তার বোন সুমি বেগম (৩৬)। আহত হয়েছেন সুমি বেগমের চার মাস বয়সী শিশু মিলি আক্তার, একই পরিবারের ঝুমুর বেগম (৪৮) ও সিয়াম খান (৩৫)। হতাহতদের বাড়ি মোরেলগঞ্জ উপজেলার বলইবুনিয়া ইউনিয়নের দোনা গ্রামে।

মোরেলগঞ্জ থানার ওসি মো. রাকিবুল হাসান জানান, দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেয়া হয়েছে। ইজিবাইককে চাপা দেয়া বাসটি জব্দ করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ইজিবাইক উদ্ধার করা হয়েছে। তবে চালক, হেলপার ও সুপারভাইজার পালিয়ে গেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ১৮ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Saturday 1 February 2025

চার জেলায় সড়কে ঝরল শিশুসহ ৪ জনের প্রাণ

সংবাদ জাতীয় ডেস্ক

গাজীপুরের শ্রীপুরে অটোরিকশা চাপায় এক শিশু, নোয়াখালীর সেনবাগে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় এক সিএনজিচালক, কক্সবাজারের চকরিয়ায় সিমেন্ট বোঝাই কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের মাছের ঘেরে পড়ে কাভার্ড ভ্যানের চালক এবং মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় যাত্রীবাহী বাস উল্টে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

শ্রীপুর (গাজীপুর) : গাজীপুরের শ্রীপুরে অটোরিকশা চাপায় মিরাজ নামে ৭ বছর বয়সি এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মায়ের সঙ্গে নানাবাড়ি যাওয়ার পথে বেপরোয়া গতির একটি অটোরিকশার চাপায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১টায় উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেংরা বাজারে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মিরাজ শ্রীপুর পৌরসভার ভাংনাহাটি গ্রামের মো. রুহুল আমিনের ছেলে। সে ভাংনাহাটি গ্রামের বনরুপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল। তার রোল নম্বর ছিল ১। শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডাক্তার রোকসানা বলেন, গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে স্বজনরা ওই শিশুকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তার মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত রয়েছে। মাথার পিছনের অংশ থেঁতলে গেছে। পরে পুলিশকে খবর দেয়া হয়। শ্রীপুর থানার এসআই সুজন কুমার পণ্ডিত বলেন, খবর পেয়ে হাসপাতালে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছি আমরা। ঘাতক অটোরিকশাটিসহ এর চালককে আটক করা হয়েছে।

সেনবাগ (নোয়াখালী) : নোয়াখালীর সেনবাগে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মো. হাকিম নামে এক সিএনজি চালকের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার কল্যাণদী ভূঁইয়া দিঘী এলাকায় নোয়াখালী-ফেনী মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. হাকিম উপজেলার কাদরা ইউনিয়নের নজরপুর গ্রামের আব্দুল বারেকের ছেলে। চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মো. রুহুল আমিন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। তবে এর আগেই নিহতের স্বজনরা তার মরদেহ বাড়িতে নিয়ে যায়।

চকরিয়া (কক্সবাজার) : কক্সবাজারের চকরিয়ায় সিমেন্ট বোঝাই কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের মাছের ঘেরে পড়ে যায়। এতে কাভার্ড ভ্যানের ভেতরে আটকা পড়ে মারা যান চালক হরমত আলী। গত বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় উপজেলার বরইতলী পুরাতন রাস্তার মাথা এলাকায় কক্সবাজার-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ৫ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে দুপুর ২টায় উল্টে থাকা কাভার্ড ভ্যানের ভেতর থেকে মৃত অবস্থায় চালকের মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত চালক হরমত আলীর বাড়ি ময়মনসিংহে এবং আহত হেলপার দিলহাজ উদ্দিনের বাড়ি ভোলায়। চিরিঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি মো. আরিফুল আমিন বলেন, সিমেন্টবোঝাই কাভার্ড ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে সড়কের পাশের একটি মাছের ঘেরে পড়ে যায়। কাভার্ড ভ্যানটির সামনের অর্ধেক অংশ পানিতে ডুবে ছিল। চালক এবং হেলপার দুজনই কাভার্ড ভ্যানের ভিতরে আটকা পড়েন। পরে হেলপার বের হতে পারলেও চালক ভেতরে আটকে মারা যান। কাভার্ড ভ্যানটিকে উদ্ধার করা হয়েছে।

মুন্সীগঞ্জ : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় জলঢাকা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে মো. সুমন নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৫ জন। গত বুধবার রাত ১০টায় উপজেলার বাউশিয়া পাখির মোড় এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মো. সুমন কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার বাসিন্দা। ভবেরচর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, কুমিল্লা থেকে গজারিয়া হয়ে ঢাকা যাচ্ছিল জলঢাকা পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসটি। পথে বাউশিয়া পাখির মোড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রোড ডিভাইডারে আঘাত করে বাসটি উল্টে যায়। এতে বাসটির এক যাত্রী নিহত এবং ১৫ জন যাত্রী গুরুতর আহত হন। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ এবং আহতদের উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রেরণ করেছে। এই ঘটনায় এএসআই মো. আনিসুল হক বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার। ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

খিলগাঁওয়ে ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

খিলগাঁও বনশ্রীর ত্রিমোহনী এলাকায় নির্মাণাধীন ৯ তলা ভবনের ছাদ থেকে পড়ে রাসেদ মিয়া (২২) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুমন মিয়া বলেন, 'কাজের সময় অসতর্কতাবশত ছাদ থেকে নিচে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।'

মৃত রাশেদ পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার আবু বকর সিদ্দিক বাহাদুরের ছেলে। বনশ্রী রিং রোড ত্রিমোহনী এলাকায় থাকতেন তিনি।

বণিকবার্তা
সোমবার, ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৫

সিলেটে প্রাইভেট কারে ট্রাকের ধাক্কায় মা-ছেলেসহ নিহত ৪

সাত জেলায় আরো নয়জনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সিলেটের ওসমানীনগরে ট্রাকের ধাক্কায় প্রাইভেট কারে থাকা মা-ছেলেসহ চারজন নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে উপজেলার সাতমাইল এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় বান্দরবান, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজধানীর টিকাটুলী, ফেনী, জয়পুরহাট, মেহেরপুর ও দিনাজপুরে আরো নয়জন নিহত হয়েছেন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে-

মেহেরপুর : মোটরসাইকেলের ধাক্কায় জিল্লুর রহমান গাজী (৫০) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। গতকাল বিকালে মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়ক পার হওয়ার সময় এ দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। জিল্লুর রহমান গাজী মুজিবনগর উপজেলার গৌরীনগর গ্রামের বাসিন্দা।

দিনাজপুর : ফুলবাড়ীতে মোটরসাইকেলে ট্রাক্টরের ধাক্কায় সাগর হোসেন (২৪) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন মোটরসাইকেলের আরো দুই আরোহী। গতকাল সকাল ৯টার দিকে উপজেলার বেতদিঘী ইউনিয়নের চিন্তামন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত সাগর হোসেন উপজেলার বেতদিঘী ইউনিয়নের হরগোবিন্দপুর গ্রামের আবু তালেবের ছেলে। তিনি মালঞ্চা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অফিস সহায়ক পদে চাকরি করতেন। ফুলবাড়ী থানার ওসি খন্দকার মুহিব্বুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সোমবার
৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

ভূমধ্যসাগরে মোট ২৩ বাংলাদেশির মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

লিবিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবুল হাসনাত মোহাম্মদ খায়রুল বাশার রবিবার এক ফেসবুক লাইভে বলেন, লিবিয়ার উপকূলে মোট ২৩টি বাংলাদেশি লাশ ভেসে গেছে এবং আরো অনেকের নিখোঁজ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

তিনি বলেন, ৫৬ জন অভিবাসীর একটি দল ২৫ জানুয়ারি লিবিয়ার উপকূল ছেড়ে যায়। একই রাতে নৌকাটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ২৮ জানুয়ারি তীরে ভেসে গেছে সাতটি লাশ, ২৯ জানুয়ারি ১১টি লাশ, ৩০ জানুয়ারি দুইটি এবং ৩১ জানুয়ারি আরো তিনটি লাশ পাওয়া গেছে বলে রাষ্ট্রদূত জানান। মৃতদেহগুলো পূর্ব লিবিয়ার ব্রেগায় উপকূলে ভেসে গেছে।

রেড ক্রিসেন্ট এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিরা মৃতদেহ দাফনের জন্য প্রক্রিয়াকরণের দায়িত্বে ছিলেন জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, মৃতদেহগুলো দেখতে বাংলাদেশি। যেহেতু মৃতদেহগুলোর কাছে তাদের কাগজপত্র ছিল না, পাসপোর্ট ছিল না, তাই তারা চেহারা দেখে বাংলাদেশি ঠিক করা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত আরো জানান, দুই জনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে এবং তারা পুলিশ বা সেনাবাহিনীর অধীনে একটি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে রয়েছে। তবে তারা কোথায় আছে আমরা নিশ্চিত নই। আমরা এখনো এই অঞ্চলে ভ্রমণের জন্য একটি ছাড়পত্রের জন্য অপেক্ষা করছি।

মৃতদেহগুলোকে শুক্রবার লিবিয়ার ব্রেগা থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে আজদাবিয়াতে দাফন করা হয়েছে। কারণ লাশগুলো পচে যাচ্ছিল।

এদিকে, নরসিংদীর গৌরীপুরের সাকিব চৌধুরী বলেন, নিখোঁজদের মধ্যে তার ভাইও রয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন। তিনি বলেন, আমার ভাই রাকিব মিয়া ২৫ জানুয়ারি ভোরে একটি নৌকায় চড়ে রওনা হয়েছিল। লিবিয়ার সময় আনুমানিক সকাল ৩টা হবে। তাকে 'গেম' দেওয়ার পরে আমরা লিবিয়ার একজন ব্যক্তির কাছ থেকে একটি ফোন পেয়েছি যিনি আমাদের বলেছিলেন যে আমাদের ভাইকে দুই ঘণ্টা আগে নৌকায় তুলে দেওয়া হয়েছিল।

সাকিব বলেন, গেম হল একটি কথোপকথন শব্দ যা লিবিয়া থেকে একজন অভিবাসীকে নৌকায় করে ইউরোপে পাচার করার প্রক্রিয়া বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে, ২৫ অভিবাসী বহনকারী আরেকটি নৌকা এনজিও অ্যালার্ম ফোন দ্বারা মাল্টার উপকূলে উদ্ধার করা হয়েছে। ঐ নৌকা থেকে ২৩ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছে মাল্টা কোস্ট গার্ড। দুই জন মারা গেছেন। তারা বলেছে যে এই গ্রুপের দুজন সমুদ্রে মারা গেছেন।

নিহত দুজনের মধ্যে ফয়সাল আহমেদ রিয়াদ নামে একজন বাংলাদেশি বলে দাবি করা হচ্ছে। রিয়াদের চাচাতো ভাই তুষার বলেছেন যে লিবিয়াতে তাদের দালাল পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাদের জানায় যে তাদের পরিবারের সদস্য জাহাজে মারা গেছে। পরে অবশ্য নৌকাটি মাল্টায় পৌঁছেছে।

তুষার বলেন, রিয়াদকে ২৫ জানুয়ারি গেম দেওয়া হয়েছিল। দালাল ২৯ জানুয়ারি ফোন করে আমাদের খবর জানাতে বলেন।

যে দালাল গেম আয়োজন করেছিল সে কুমিল্লার একজন বাংলাদেশি বলে দাবি করেছেন তুষার। তুষার এখনো তার চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যুর বিষয়ে মাল্টা দূতাবাস থেকে কোনো তথ্য পাননি।

তিনি আরো জানান, দালাল চক্রের একজন ফোন করে মারা যাওয়া অপর ব্যক্তির নাম সুমন বলে জানিয়েছেন। সুমনের বাড়ি ভৈরবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
২০ মাঘ ১৪৩১, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

গাজী কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ১৮২ নিখোঁজ বেঁচে আছেন দাবি স্বজনদের

■ হাবিবুর রহমান বাদল, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গাজী টায়ার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে ১৮২ জন নিখোঁজ রয়েছেন বলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল জেলা প্রশাসকের গঠিত তদন্ত কমিটি। পাঁচ মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও নিখোঁজদের এক জনেরও সন্ধান মেলেনি। পুড়ে যাওয়া ভবন ঝুঁকিপূর্ণ আখ্যা দিয়ে ফায়ার সার্ভিস, প্রশাসন ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) টিম উদ্ধার কাজ বন্ধ রেখেছে। তবে নিখোঁজরা বেঁচে আছেন বলে দাবি করেছেন স্বজনরা। অজ্ঞাত নম্বর থেকে কল করে স্বজনদের জানানো হয়েছে, 'নিখোঁজ সবাই ভালো আছেন। খুব শিগগিরই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে।' এরপর ঐ মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিং করে নিখোঁজদের উদ্ধার করতে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন স্বজনরা। যদিও এখনো কাজ শুরু করেনি পুলিশ। গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জ শহরে নিখোঁজদের তিন স্বজনের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

'নিখোঁজরা বেঁচে আছেন' অজ্ঞাত স্থান থেকে কল করে এমন তথ্য জানানোর পর গত ২৭ জানুয়ারি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন নিখোঁজ আমান উল্লাহর মা রাশিদা বেগম। গতকাল সন্ধ্যায় রাশিদা বেগম বলেন, 'গাজী টায়ার কারখানায় যেদিন আগুন লেগেছিল, সেদিন আমান তার বন্ধু নাহিদকে সঙ্গে নিয়ে কারখানা দেখতে গিয়েছিল। এরপর দুজনের কেউ ফিরল না। আজও তাদের সন্ধান পাইনি।' নিখোঁজদের স্বজন সিনথিয়ার সঙ্গে আরেকটি নম্বরে ফোন করে এক লোক নিয়মিত কথা বলেন। ঐ লোক জানিয়েছে, তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। আগামী রমজানের আগে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে বলেছে।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. আলমগীর হুসাইন বলেন, স্বজনদের দাবি, অজ্ঞাত ফোন নম্বর থেকে কল করে তাদের জানানো হয়েছে, নিখোঁজ ব্যক্তিরা জীবিত আছেন। স্বজনদের ঐ বক্তব্য রেকর্ড করেছি আমরা। এ বিষয়ে পুলিশ সুপারকে জানানো হয়েছে। আলমগীর হুসাইন বলেন, 'অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদনে ১৮২ জনের নিখোঁজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।' নিখোঁজ ব্যক্তিরা জীবিত আছেন, স্বজনদের এমন দাবির বিষয়ে জানতে চাইলে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার বলেন, 'অজ্ঞাত নম্বর থেকে স্বজনদের কাছে কল আসার বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই। স্বজনরা যদি আমার অফিসে লিখিত অভিযোগ দিয়ে থাকে, তাহলে অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা হবে।'

যুগান্তর | সোমবার ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
২০ মাঘ ১৪৩১

ওসমানীনগরে ট্রাক-কার সংঘর্ষ

একই পরিবারের ৪ জন নিহত

ওসমানীনগর (সিলেট) ও রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ): নিহতরা হলেন—ঢাকার আগুলিয়ার সায়মা আক্তার, তার ছেলে আয়ান, সায়মার বোন শামীমা ইয়াসমিন ও খালাতো ভাই সোহেল ভূঁইয়া। সোহেল নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার মোগড়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। শনিবার রাতে ঢাকা থেকে প্রাইভেটকারে সিলেটের উদ্দেশে বের হন সায়মা ও তার স্বজনরা। সকালে ওসমানীনগর উপজেলার ওই স্থানে পৌঁছালে ট্রাক-কারের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই কারচালক সোহেল ও যাত্রী আয়ানের মৃত্যু হয়।

কালাই (জয়পুরহাট) : কালাইয়ে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে চালক এনামুল হক প্রাণ হারিয়েছেন। তিনি জয়পুরহাট সদর উপজেলার একাডেমি নগর এলাকার মোহাম্মদ আলীর ছেলে। রোববার সকালে কালাই পৌরসভার টুলিগাড়ী নামকস্থানে ব্রাক অফিসের সামনে এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সারা দেশে সড়কে গেল ৯ প্রাণ

আহত ১০

● সময়ের আলো ডেস্ক

সারা দেশে এক দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। এর মধ্যে চট্টগ্রামে ডাম্প ট্রাকের পেছনে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় একই পরিবারের দুজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া রাজশাহীতে দুজন, মাদারীপুরে দুজন, দিনাজপুরে দুজন ও নারায়ণগঞ্জে একজন নিহত হয়েছেন। সময়ের আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধির পাঠানো খবর–

চট্টগ্রাম : জেলার সীতাকুণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ডাম্প ট্রাকের পেছনে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় একই পরিবারের দুজন নিহত হয়েছেন। এ সময় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন। সোমবার সকাল ৬টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সলিমপুরস্থ ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন–নারায়ণগঞ্জের সৈয়দপুর এলাকার হাজি কালামিয়ার ছেলে আনোয়ার হোসেন এবং আনোয়ার হোসেনের শ্যালিকা ঢাকার বংশাল থানার নাজিরা বাজার এলাকার মো. ইমতিয়াজ হোসেনের স্ত্রী বিবি রহিমা হোসেন। আহতরা হলেন–একই পরিবারের কাজী রিয়াদ ও মাইক্রোবাস চালক।

স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে কক্সবাজারগামী মাইক্রোবাস সকাল ৬টায় দ্রুতগতিতে ফৌজদারহাট বাংলাবাজার অতিক্রম করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ড্রাম ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মাইক্রোবাসটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে উল্টে গেলে ঘটনাস্থলেই গাড়িতে থাকা বৃদ্ধ আনোয়ার হোসেন মারা যান। খবর পেয়ে কুমিরা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত আরও তিনজনকে চমেক হাসপাতালে পাঠালে সেখানে বিবি রহিমাও মারা যান। এ ছাড়া চালকসহ দুজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।

বারআউলিয়া হাইওয়ে থানার ইনচার্জ মো. আবদুল

দিনাজপুর : জেলার বিরামপুর ঘোড়াঘাট রেলঘুনটি রেলক্রসিংয়ে ট্রেন ও ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকের চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন। রোববার রাত ২টার দিকে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালক পঞ্চগড় সদর উপজেলার মাহবুব হোসেন ও হেলপার একই জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার আশরাফুল ইসলামের ছেলে। বিরামপুর থানার ওসি মো. মমতাজুল হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মাদারীপুর : ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের মাদারীপুরের শিবচরে বাসচাপায় ট্রাকের চালক ও হেলপার নিহত হয়েছেন। সোমবার ভোরে শিবচর উপজেলার মুন্সিবাজার নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত বাচ্চু মিয়া ঢাকার পশ্চিম ভাসানটেক এলাকার মৃত হাসেম খাঁর ছেলে ও মানিক ঢাকার কাঁচপুর এলাকার মান্নান বেপারির ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোররাতে একটি পিকআপ নিয়ে রাজধানী ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন চালক বাচ্চু ও হেলপার মানিক। পিকআপটি এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিবাজার নামক স্থানে এলে ইঞ্জিন নষ্ট হলে পার্কিং করে রাখা হয়। এরপর সড়কে দাঁড়িয়ে ছিলেন চালক ও হেলপার। হঠাৎ একটি যাত্রীবাহী বাস তাদের চাপা দিলে ঘটনাস্থলে বাচ্চু মারা যায় ও গুরুতর আহত হয় মানিক। খবর পেয়ে ভোর ৬টার দিকে শিবচর হাইওয়ে থানার পুলিশ মানিককে উদ্ধার করে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে সেখানে তারও মৃত্যু হয়। শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাইনুল ইসলাম মাহিন বলেন, ভোরে সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে একজন ও হাসপাতালে আনার পর মারা যায় আরও একজন।

ইত্তেফাক মঙ্গলবার ২১ মাঘ ১৪৩১, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

শিবচরে এক্সপ্রেসওয়েতে বাস পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ২

বিভিন্ন স্থানে আরো তিন জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরো ১০ জন। রবিবার রাতে ও সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

শিবচর (মাদারীপুর) সংবাদদাতা জানান, শিবচরে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়েতে বাসের ধাক্কায় পিকআপ ভ্যানের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। সোমবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের পাঁচ্চর-সংলগ্ন মুন্সীরবাজার এলাকায় ঢাকামুখী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মানিক বেপারী এবং বাচ্চু মিয়া। শিবচর হাইওয়ে থানার ওসি জহুরুল হক বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের লাশ উদ্ধার করে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় যাত্রীবাহী বাস উলটে সেলিম রেজা (৪৬) নামে এক যাত্রী নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় পাঁচ যাত্রী আহত হয়েছেন। সোমবার সকালে হাটিকুমরুল-বনপাড়া মহাসড়কের হরিশচড়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ওসি আব্দুর রউফ জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

মহেশপুর (ঝিনাইদহ) সংবাদদাতা জানান, মহেশপুরের খালিশপুর-জীবননগর হায়ওয়ে রোডে সোমবার সকালে সড়ক দুর্ঘটনায় নাজিম উদ্দিন (৪৫) নামে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস লাশ উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। ফতেপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম হায়দার নান্টু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) সংবাদদাতা জানান, ফরিদপুরের সদরপুরে রবিবার দিবাগত রাতে মাহিন্দ্রার সঙ্গে নছিমনের মুখোমুখি সংঘর্ষে নছিমনচালক সঞ্জয় দরানী (২৪) নিহত হয়েছেন। সদরপুর থানার ওসি আব্দুল মোতালেব (খোকন) বলেন, এ ব্যাপারে থানায় একটি সাধারণ ডায়ারি করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কাউখালী (রাঙ্গামাটি) সংবাদদাতা জানান, রাঙ্গামাটির কাউখালীতে ট্রাক সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখী সংঘর্ষে এক শিশুসহ পাঁচজন গুরুতর আহত হয়েছেন। সোমবার সকালে উপজেলার কাশখালী-বটতলী সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাউখালী থানার ওসি সাইফুল ইসলাম সোহাগ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বণিক বার্তা বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৫

গাজীপুরে তিনজনসহ সড়কে ঝরল ৯ প্রাণ

গাজীপুর : গতকাল ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সিলেট থেকে শসা নিয়ে গাজীপুরের জয়দেবপুর যাচ্ছিল একটি পিকআপ। কালীগঞ্জের নোয়াপাড়া মৈশাইর এলাকায় পৌঁছলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এ সময় পিকআপটি সড়কের পাশের ডোবায় পড়ে পানিতে ডুবে যায়। এতে গাড়ির ভেতরে আটকা পড়ে ঘটনাস্থলেই পিকআপ চালক, হেলপার ও এক ব্যবসায়ী নিহত হন।

নিহতরা হলেন মাদারীপুরের ডাসার থানার মেধাকুল এলাকার মো. নাসিরের ছেলে পিকআপ চালক মো. সাকিব (২২), খুলনার সোনাডাঙ্গা থানার সোনারবাংলা পলি এলাকার আব্দুস সোবহানের ছেলে আল-আমিন (২৪) ও সিলেটের ওসমানীনগর থানার দক্ষিণ কালনীরচর এলাকার আব্দুল নূরের ছেলে আব্দুল কাইয়ুম (২৬)। আল-আমিন পিকআপের হেলপার ছিলেন।

কালীগঞ্জ থানার এসআই সুশান্ত চন্দ্র সরকার জানান, নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গোপালগঞ্জ : ট্রাকচাপায় রাশেদ মোল্লা (২৫) নামে এক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাতে গোপালগঞ্জ-কোটালীপাড়া সড়কের সদর উপজেলার কাজুলিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত রাশেদ মোল্লা কোটালিপাড়া উপজেলার আগুতিয়া গ্রামের শাহাদাত মোল্লার ছেলে।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি মীর মো. সাজেদুর রহমান জানান, কাজ শেষে সাইকেলে গোপালগঞ্জ শহর থেকে কোটালীপাড়া যাচ্ছিলেন শ্রমিক রাশেদ। এ সময় কাজুলিয়া এলাকায় পৌঁছলে একটি ট্রাক তাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
২৩ মাঘ ১৪৩১

গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা আঞ্চলিক মহাসড়ক

পিকআপ খাদে, নিহত ৩

যুগান্তর ডেস্ক

গাজীপুরের কালীগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ খাদে পড়ে তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার ভোরে উপজেলার মুক্তারপুর ইউনিয়নের মৈশাইর এলাকায় গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া সাত স্থানে দুই শিক্ষার্থীসহ আরও ৮ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকা ও পিরোজপুরে দুই শিক্ষার্থী, নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায়ী, চাঁদপুরে বৃদ্ধা, কুমিল্লায় যুবক এবং জামালপুর ও ময়মনসিংহে দুই আরোহী রয়েছেন। এদিকে ভোলায় দুই বাসের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) : নিহতরা হলেন—খুলনার সোনাডাঙ্গা থানার সোনার বাংলা এলাকার আব্দুস সোবাহান মোড়লের ছেলে আল-আমিন, সিলেটের ওসমানী নগর থানার দক্ষিণ কালনীর চর এলাকার মৃত আব্দুল নূরের ছেলে আব্দুল কাইয়ুম এবং পিকআপ চালক মাদারীপুরের ডাসরা থানার মেধাকুল এলাকার নাছিরের ছেলে সাকিব। বুধবার ভোরে গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা আঞ্চলিক মহাসড়কে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এদিকে কালীগঞ্জে দুই অটোর সংঘর্ষে যুবক আল-আমিন প্রাণ হারিয়েছেন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে কালীগঞ্জ বাইপাস সড়কের বালীগাঁও এলাকায় নাভানা প্লাস্টিক কারখানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আল-আমিন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলার কাতলসার এলাকার নুরুল ইসলামের ছেলে। তিনি নরসিংদীর সরকার টেক্সটাইল মিলে মিস্ত্রি হিসাবে কাজ করতেন।

বণিক বার্তা
শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ৭, ২০২৫।

সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল চারজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ঘন কুয়াশায় গোপালগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস ও কাভার্ড ভ্যানসহ চারটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে একজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন। গতকাল ভোরে সদর উপজেলার ঘোষগাতি বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া সড়ক দুর্ঘটনায় বরিশাল, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়ায় আরো তিনজনের প্রাণহানি হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে

গোপালগঞ্জ : খুলনা থেকে ছেড়ে আসা টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের একটি যাত্রীবাহী বাস গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোষগাতি এলাকায় পৌঁছালে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা গোপালগঞ্জগামী একটি কাভার্ড ভ্যান দুর্ঘটনাকবলিত বাস ও ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এছাড়া গোপালগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী আরেকটি ট্রাক আগের তিন যানবাহনে ধাক্কা খায়। কাভার্ডভ্যানের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে কাভার্ডভ্যানচালক মো. আলী রাজ ঘটনাস্থলেই মারা যান। তিনি পিরোজপুরের গেন্ডারিয়া এলাকার মো. মিজানুর রহমানের ছেলে। এছাড়া আহত ২০ জনের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় তিনজনকে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের সড়কে প্রায় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার এসআই রুমান মোল্লা জানান, ঘন কুয়াশার মধ্যে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ঘোষগাতি এলাকায় চারটি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হন। আহত হয়েছেন আরো ২০ জন।

বরিশাল : সিএনজিচালিত অটোরিকশায় সবজি নিয়ে বরিশালে ফেরার পথে ট্রাকচাপায় এক পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশার আরো দুই যাত্রী আহত হয়েছেন। গতকাল সকালে বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের দপদপিয়া ডিগ্রি কলেজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে নলছিটি থানার ওসি আব্দুস সালাম জানিয়েছেন। নিহত মো. বাকিয়ার হোসেন (৩৭) বরিশাল সেনানিবাসে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর কাজ করতেন।

সিরাজগঞ্জ : এনায়েতপুরে ট্রাকচাপায় শামীম হোসেন (৩৫) নামে এক প্রকৌশলী নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ১০টার দিকে এনায়েতপুর উপজেলার কেজির মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শামীম টাঙ্গাইল সদরের বেতরাইল ছিলিমপুর গ্রামের আব্দুল হাকিমের ছেলে। তিনি মেরিন প্রকৌশলী ছিলেন।

এনায়েতপুর থানার ওসি রওশন ইয়াজদানী জানান, শামীম হোসেন শ্বশুরবাড়ি বেলকুচি থেকে এনায়েতপুর হাসপাতাল এলাকায় গিয়েছিলেন। কাজ শেষে মোটরসাইকেলে শ্বশুরবাড়ি ফেরার পথে কেজির মোড়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি।

বগুড়া : শহরের মালতিনগর শান্তিবাগ এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় মোছা. হুমাইরা (১) নামে এক শিশু নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে তার বড় ভাই আব্দুল্লাহ। গতকাল সকাল ১০টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হুমাইরা শান্তিবাগ এলাকার সুলতান আহমেদের মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সকালে বাড়ির পাশের সড়কে হুমাইরা ও আব্দুল্লাহ খেলা করছিল। সেখানে একটি অটোরিকশা মেরামতের জন্য রাখা ছিল। পাশে কয়েকটি শিশু অটোরিকশা ঘিরে খেলছিল। এ সময় অটোরিকশাটি সচল হয়ে হুমাইরা ও আব্দুল্লাহকে ধাক্কা দেয়। এতে হুমাইরা ঘটনাস্থলে মারা যায়। বগুড়া বনানী ফাঁড়ির এসআই আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৬ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Sunday 9 February 2025

ডিমলায় গাছ থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, ডিমলা (নীলফামারী)

নীলফামারীর ডিমলায় গাছ থেকে পড়ে সাদিকুল ইসলাম নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, উপজেলার পশ্চিম ছাতনাই ইউনিয়নের মধ্য ছাতনাই গ্রামের মৃত তমিজ উদ্দিনের ছেলে সাদিকুল ইসলাম গত শুক্রবার সকাল ১১টায় একই গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে মিলন ইসলামের একটি ইউক্লিপটাস গাছ কাটার জন্য যান। গাছ কাটার আগে গাছের ডালপালা কাটার জন্য গাছে ওঠেন তিনি। ডালপালা কাটার সময় তার বা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলে কুঠারের কোপ লেগে আঙ্গুলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময় গাছের ওপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সাদিকুল ইসলামের।

ডিমলা থানার ওসি ফজলে এলাহী জানান, এই ঘটনায় থানায় একটি ইউডি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

যুগান্তর
শুক্রবার ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
২৪ মাঘ ১৪৩১

মেরিন ইঞ্জিনিয়ারসহ সড়কে ঝরল ১৩ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১৩ জন নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে রাজধানীতে পথচারী, ঢাকার ধামরাই ও চট্টগ্রামে দুই শিক্ষার্থী, গোপালগঞ্জে দুই বন্ধুসহ তিনজন, সিরাজগঞ্জে প্রকৌশলী, টাঙ্গাইলে শিক্ষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কিশোর, জয়পুরহাটে যাত্রী, গাজীপুরে আরোহী, বগুড়ায় শিশু এবং ঝালকাঠিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

ঢাকা ও ধামরাই : কাকরাইলে বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধ পথচারী বাবুল ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। তিনি দোকানের কর্মচারী ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে কাকরাইল মোড়ে রাস্তা হওয়ার সময় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। বাবুল ঘোষ পুরান ঢাকার তাঁতিবাজার গোয়ালনগর এলাকায় থাকতেন। তার বাবার নাম লক্ষণ ঘোষ।

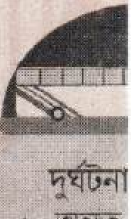

এছাড়া ধামরাইয়ে পিকআপ চাপায় স্কুলছাত্র শুভঙ্করের মৃত্যু হয়েছে। সন্ধ্যায় উপজেলার সুয়াপুর ইউনিয়নের সুয়াপুর বাজারে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শুভঙ্কর সুয়াপুর বাজার এলাকার বাবু নালের ছেলে।

গোপালগঞ্জ : নিহতরা হলেন সদর উপজেলায় বাস-ট্রাক-কাভার্ডভ্যান সংঘর্ষে অজ্ঞাতনামা একজন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। বৃহস্পতিবার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ঘোষগাতি বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া সদর উপজেলায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে দুই বন্ধু নিহত হয়েছেন। বুধবার রাতে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের গোপীনাথপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারা হলেন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামের ইরাজ খানের ছেলে ওয়ালিদ খান ও হুমায়ুন মোল্লার ছেলে সিয়াম মোল্লা। তারা কাশিয়ানী উপজেলার রামদিয়া সরকারি এসকে কলেজের উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয়বর্ষের শিক্ষার্থী।

নলছিটি (ঝালকাঠি) : নলছিটিতে ট্রাক-অটো সংঘর্ষে লেবুখালী সিএমএইচের বেসামরিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী বাকিয়ার মোল্লা প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোরে বরিশাল-পটুয়াখালী আঞ্চলিক সড়কে উপজেলার ভরতকাঠি গ্রামের দপদপিয়া ইউনিয়ন ডিগ্রি কলেজসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

বণিক বার্তা
শনিবার, ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৫

নারায়ণগঞ্জে তিনজনসহ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৫

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুরে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মা-ছেলেসহ অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া চাঁদপুর ও টাঙ্গাইলে সড়ক দুর্ঘটনায় আরো দুজনের প্রাণহানি হয়েছে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

নারায়ণগঞ্জ : ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ঢাকাগামী লেনে উল্টোপথে আসছিল ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশা। এ সময় একটি বাস সামনে থেকে অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে মা-ছেলে ও অটোরিকশার চালক নিহত হন। কাঁচপুর হাইওয়ে পুলিশের ওসি গাজী ওয়াহিদ মোরশেদ দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন অটোরিকশার যাত্রী গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার কাকলি বেগম (৩৫) ও তার ছেলে আরিয়ান আহম্মেদ রাফি (৫) এবং রংপুরের পীরগাছা থানার আব্দুল ওহাবের ছেলে অটোরিকশার চালক আনিছুর রহমান (২৩)।

চাঁদপুর : সড়কে গাছ ফেলে রাখা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পিকআপ ভ্যান উল্টে মহসিন (৩৮) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন পিকআপ চালক লোকমান হোসেন। গতকাল ভোরে চাঁদপুরের কচুয়া-গৌরিপুর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মহসিন কুমিল্লার তিতাস থানার রঘুনাথপুর গ্রামের বাচ্চু মিয়ার ছেলে। আহত চালক লোকমান বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার বালিগ্রামের মোতালেবের ছেলে।

পুলিশ জানায়, ডাকাতির উদ্দেশে ১০-১২ জন সড়কে গাছ ফেলে রাস্তা অবরোধ করে। অবরোধের কারণে লোকমান পিকআপের গতিরোধ করলে ডাকাত দলের সদস্যরা তাকে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কোপাতে শুরু করে। এ সময় পিকআপটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে মহসিনের ওপর উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

টাঙ্গাইল : ভূঞাপুরে নসিমনের ধাক্কায় হুজাইফা আলিফ মণ্ডল (১২) নামে এক স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলা গোবিন্দাসী ইউনিয়নের বাগবাড়ী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হুজাইফা উপজেলার গোবিন্দাসী ইউনিয়নের ভাদুরীচর পশ্চিম পাড়া গ্রামের এখলাছের ছেলে।

রোববার, ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৫ ■ মাঘ ২৬, ১৪৩১ বণিক বার্তা

তিন জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ছয়জনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় রাজধানীর হাজারীবাগে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় একজন নিহত হয়েছেন। দোহার নবাবগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছেন এক বৃদ্ধ। এছাড়া সুনামগঞ্জে দুজন ও মাদারীপুরে একজন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে-

সুনামগঞ্জ : শান্তিগঞ্জে মাহফিল থেকে ফেরার পথে বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল ভোরে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের শান্তিগঞ্জ আহসানমারা সেতু এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় চালকসহ আহত হয়েছেন আরো তিন যাত্রী।

নিহতরা হলেন সদর উপজেলার মোল্লাপাড়া ইউনিয়নের দুলভপুর ফিরোজ আলীর ছেলে আলী নূর (৩৫) ও একই গ্রামের মৃত গোলাপ হোসেনের ছেলে জমির হোসেন (৩৩)।

ঢাকা : রাজধানীর হাজারীবাগে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় অপর একটি কাভার্ড ভ্যানের চালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বেলা পৌনে ২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। লিটন দাস (৪০) রিয়া পরিবহন কোম্পানির কাভার্ড ভ্যানচালক।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে দোহার নবাবগঞ্জের বেড়িবাঁধ এলাকায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় পরান শাখারী (৮০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল সকাল ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢামেকে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুপুর ১২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

মাদারীপুর : শিবচরে এক্সপ্রেসওয়েতে বাসচাপায় শুক্কুর খান (৭০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার পাঁচ্চর গোল চত্বরের কাছে রাস্তা পার হওয়ার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শুক্কুর খান উপজেলার চরজানাজাত ইউনিয়নের মলফতখাঁর কান্দি গ্রামের দানেশ খানের ছেলে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
২৮ মাঘ ১৪৩১

রূপগঞ্জে কারখানার ট্যাংকির গরম পানিতে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

যুগান্তর প্রতিবেদন, রূপগঞ্জ (না.গঞ্জ)

উপজেলার গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের কেশরাবো এলাকায় ডাইং কারখানার গরম পানির ট্যাঙ্কিতে পড়ে আহত শরিফ মিয়ার ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার মৃত্যু হয়েছে। গত ৯ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় শ্রমিক হিসাবে ডাইং কারখানায় কাজ করতে গিয়ে গরম পানিভর্তি ট্যাঙ্কিতে ডুবে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শরিফ মিয়ার বাড়ি রূপগঞ্জের কেশরাবো গ্রামে। তার বাবার নাম মো. সিরাজুল হক।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ২৬ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Sunday 9 February 2025

রংপুরে তুলার কারখানায় ভয়াবহ আগুন

প্রতিনিধি, গঙ্গাচড়া (রংপুর)

রংপুর নগরীর বুড়িহাট বাজারে হবিবার রহমান হবি (৭৫) এর তুলার কারখানাসহ ৪টি ওষুধের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার বিকেল ৪টায় এ ঘটনা ঘটে। এতে করে প্রায় ৫০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করছে স্থানীয়রা। তবে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তুলার কারখানার পাশে একটি ৪ তলা ভবনের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছিল সেখানে ক্রাং এর মাধ্যমে নিচ থেকে নির্মাণসামগ্রী ছাদে তোলার সময় পাশে থাকা বিদ্যুতের তারের সঙ্গে ক্রাংটি বেঁধে গেলে সেখান থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে এরপর পাশে থাকা তুলার কারখানাটিতে আগুন লেগে যায়।

বুড়িরহাট বাজারে হোমিও চিকিৎসক আবদুল হাকিম বলেন, আমরা দেখতেছি একটি বালুর ট্রাক থেকে ক্রাং দিয়ে ছাদের উপরে বালু তোলা হচ্ছে এমন সময় ক্রাংটি পাশে থাকা বিদ্যুতের তারের সঙ্গে যায় তাৎক্ষণিক সেখানে আগুন লেগে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পাশের তুলার কারখানাটি থেকে বিকট শব্দ হয়ে ধোয়া উঠা শুরু হয় এবং সেখান থেকে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আমরা উপায় না পেয়ে ফায়ার সার্ভিসকে ফোন দেই। এরপর ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট চলে আসে প্রায় আড়াই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।

কারখানা মালিকের ছেলে মাসুদ বলেন, কারখানাটিতে প্রায় সব মিলে ৪০ লাখ টাকার মালামাল ছিল। সব কিছু পুড়ে গেছে ভাই। আমরা এসে দেখি ফায়ার সার্ভিস এর লোকজন আগুন নিভাচ্ছে। এখন শুধু ছাই ছাড়া আর কিছুই দেখতেছি না।

গঙ্গাচড়া ফায়ার সার্ভিসের টিম লিডার আরিফুল ইসলাম বলেন, আমরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি এবং আগুনের ধরন দেখে পাশে রংপুর সদরের ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতা চাই। তারাও দ্রুত সেখানে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে, এরপর প্রায় আড়াই ঘন্টার চেষ্টা আমরা আগুন নিভাতে সক্ষম হই। তবে আগুন কিভাবে লাগলো এবং কতো টাকা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখন তদন্ত ছাড়া বলা যাচ্ছে না।

রংপুর মেট্রোপলিটন পশুরাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাজান বলেন, আমরা খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। যেন অগ্নিকাণ্ড এলাকা থেকে কোন কিছু কেউ নিয়ে যেতে না পারে।

দেশ রূপান্তর শুক্রবার, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে অর্ধশত পোশাক শ্রমিক

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

ঢাকার আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকায় অবস্থিত মেডলার অ্যাপারেলস লিমিটেড নামের একটি কারখানার অর্ধশত শ্রমিক কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এ ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষ ও সহকর্মীরা তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় নারী ও শিশু হাসপাতালে ভর্তি করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কারখানাটির অষ্টমতলায় এ অসুস্থ হওয়ার ঘটেছে। এর আগে বুধবারও মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব ও অস্থিরতা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন অনেকে।

কারখানাটির শ্রমিকরা জানান, বৃহস্পতিবার সকালে প্রতিদিনের মতো শ্রমিকরা কারখানায় কাজে যোগ দেন। এর কিছু সময় পর হঠাৎ করে একে একে ৩০ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে কারখানা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় নারী ও শিশু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগে হঠাৎ বুধবার বমি-মাথাব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে কারখানার ভেতরে ১৮ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাদের হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসা শেষে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে কী কারণে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেননি চিকিৎসক ও শ্রমিকরা।

আশুলিয়ার নারী ও শিশু হাসপাতালের ম্যানেজার অপারেশন হারুন-অর-রশিদ বলেন, আশুলিয়ার নরসিংহপুর এলাকার মেডলার অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বুধবার দুপুর থেকেই মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব ও অস্থিরতা নিয়ে হাসপাতালে আসতে থাকে। সব মিলিয়ে এদিন ১৮ জন রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরদিন বৃহস্পতিবার আরও ৩০ জন রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে তিন থেকে চার ঘণ্টা চিকিৎসা নিয়ে অনেকেই সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছেন। তবে ভর্তি রোগীদের তেমন কোনো শারীরিক সমস্যা নেই। ধারণা করা হচ্ছে, ভয় ও মানসিক সমস্যা থেকে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক রবিবার
২৬ মাঘ ১৪৩১, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

হানিফ ফ্লাইওভারে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় এক ব্যক্তি নিহত

হাজারীবাগে ধাক্কায় নিহত কাভার্ড ভ্যানচালক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে গাড়ির চাপায় অজ্ঞাতনামা (৪৫) এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। গতকাল শনিবার মরদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মর্গে আনা হয়। এর আগে রাত সোয়া ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রাবাড়ী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. নাহিদ হাসান খান জানান, আমরা খবর পেয়ে রাত সোয়া ৪টার দিকে যাত্রাবাড়ী মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের ওপরে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ সংলগ্ন পাকা রাস্তার ওপর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, ঘাতক গাড়ি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। ফিংগারপ্রিন্টের মাধ্যমে নিহতের পরিচয় শনাক্ত করা যাবে।

কাভার্ড ভ্যানচাপায় চালক নিহত : রাজধানীর হাজারীবাগে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় লিটন দাস (৪০) নামের এক কাভার্ড ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল সকালের দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুপুর পৌনে ২টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন। তাকে নিয়ে আসা সহকর্মী রবিউল জানান, নিহত লিটন দাস রিয়া পরিবহন কোম্পানির কাভার্ড ভ্যানচালক। সকালে হাজারীবাগে অন্য একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় একটি দ্রুতগামী কাভার্ড ভ্যান ধাক্কা দেয়। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে সিকদার মেডিক্যালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে ঢামেকে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ইত্তেফাক মঙ্গলবার
২৮ মাঘ ১৪৩১, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছে আরো সাত জন। রবিবার দিবাগত রাতে ও সোমবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) সংবাদদাতা জানান, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় লালন শাহ সেতুতে বিকল ট্রাক মেরামতের সময় আরেক ট্রাকের ধাক্কায় হেলপার নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় দুজন আহত হন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম ইলিয়াস হোসেন (২৫)। ইলিয়াস দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের চালকের হেলপার ছিলেন। ভেড়ামারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ তুহিন হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

চকরিয়া (কক্সবাজার) সংবাদদাতা জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের চকরিয়ার লক্ষ্যারচর ইউনিয়নের নলবিলা এলাকায় বাসচাপায় মো. জিসান (২২) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। সোমবার সকাল পৌনে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। চিরিংগা হাইওয়ে থানার পুলিশ পরিদর্শক আরিফুল আমিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) সংবাদদাতা জানান, কিশোরগঞ্জ থানা মোড়ে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে রিয়াজউদ্দিন (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কিশোরগঞ্জ থানার ওসি আশরাফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন জানান, ট্রাকটি আটক করা হয়েছে।

সৈয়দপুর (নীলফামারী) সংবাদদাত : সৈয়দপুরে ট্রাকের ধাক্কায় ওয়াহিদুজ্জামান (২৮) নামে এক মোটরসাইকেল চালক নিহত হয়েছে। গত রবিবার দিবাগত রাতে সৈয়দপুর-রংপুর মহাসড়কের কামারপুকুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সৈয়দপুর থানার ওসি ফইম উদ্দিন নিশ্চিত করে জানান, নিহত ওয়াহিদুজ্জামান নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার পশ্চিম বালাগ্রামের উত্তরপাড়া গ্রামের সফিয়ার রহমানের ছেলে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভাঙ্গা (ফরিদপুর) সংবাদদাতা জানান, ভাঙ্গায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় ইজিবাইকের পাঁচ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে। সোমবার দুপুরে ভাঙ্গা গোলচত্বর ইন্টারচেঞ্জ এলাকার সার্ভিস লেনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ইজিবাইকের চালক ও যাত্রীদের স্থানীয় জনতা উদ্ধার করে ভাঙ্গা ও ফরিদপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রকিবউদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ডিমলায় আহত নারীর মৃত্যু

ডিমলা (নীলফামারী) সংবাদদাতা জানান, ডিমলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আনজুয়ারা (৪৫) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। রংপুর মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার ভোরে তার মৃত্যু হয়। জানা যায়, রবিবার ডিমলা উপজেলার সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ তিতপাড়া গ্রামের মইনুদ্দিনের স্ত্রী আনজুয়ারা বেগম তার ছোট ভাই হাবিবুর রহমানকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী ডোমার উপজেলা মৃত নিকট আত্মীয়ের বাড়ি যান। দাফন শেষে বিকালে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে ডিমলা সরকারি পলি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে পৌঁছলে মোটরসাইকেলের পেছন থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন। আহত আনজুয়ারাকে প্রথমে ডিমলা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ২৭ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Monday 10 February 2025

আক্কেলপুরে দুর্ঘটনায় ভ্যানচালকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, আক্কেলপুর (জয়পুরহাট)

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় রবিউল ইসলাম (৩৫) নামের এক ব্যাটারিচালিত অটোভ্যান চালকের মৃত্যু হয়েছে। বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন চলাকালে গত শনিবার রাত ১০ঘটিকায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন। গত শনিবার ভোর ৬টায় উপজেলার আক্কেলপুর-বগুড়া সড়কের তিকনী নামক স্থানে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত রবিউল ইসলাম উপজেলার রুকিন্দীপুর ইউনিয়নের আওয়ালাগাড়ী নদীরকূল গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের পুত্র ও দুই সন্তানের জনক।পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, আক্কেলপুর-বগুড়া সড়কের তিকনী নামক স্থানে রাস্তার পার্শ্বে কর্তনকৃত সরিষা ভ্যানে ওঠানোর সময় আক্কেলপুর থেকে ছেড়ে আসা একটি প্রাইভেট কার ভ্যানে ধাক্কা দিলে ভ্যানটি রাস্তার পার্শ্বে খাদে পড়ে যায়। এতে ভ্যানচালক রাস্তায় ছিটকে পড়লে প্রাইভেট কারটি তার পায়ের উপর দিয়ে চালিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

যুগান্তর | মঙ্গলবার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
E-mail : sportsjugantor@e

চিকিৎসক দেখিয়ে বাড়ি ফেরা হলো না বৃদ্ধের

যুগান্তর ডেস্ক

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে চিকিৎসক দেখানোর পর বাড়ি ফেরা হলো না বৃদ্ধ রেয়াজ উদ্দিনের। ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে রোববার রাতে তিনি নিহত হন। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে ভ্যানচালকসহ দুজন, কিশোরগঞ্জের ডিমলায় নারী, ঝালকাঠির রাজাপুরে যুবক, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় হেলপার ও হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে এক ব্যক্তি রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

কালিহাতী (টাঙ্গাইল) : টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে বাসের চাপায় ভ্যানচালক আব্দুল হালিম ও ভ্যানের যাত্রী আব্দুল রাজ্জাক নিহত হয়েছেন। সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-যমুনা সেতু মহাসড়কের কালিহাতীর জোকারচর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আব্দুল হালিম কালিহাতীর গোহালিয়াবাড়ী ইউনিয়নের কুর্শাবেনু গ্রামের মকবুল হোসেনের ছেলে ও আব্দুল রাজ্জাক গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত আবুল মিয়ার ছেলে।

জোকারচর ১৮নং ব্রিজের কাছে পৌঁছালে একটি বাস তাদের চাপা দিয়ে চলে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তারা নিহত হন।

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) : ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নবীগঞ্জ উপজেলার বড়চর নামক স্থানে ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষে ময়না চাষা নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও ১০ জন। রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বড়চর নামক স্থানে একটি ট্রাক ও পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে পিকআপে থাকা চালকসহ ১১ জন গুরুতর আহত হন। আহতদের বাহুবল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে পিকআপচালক ময়না চাষাকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কাউনিয়া (রংপুর) : কাউনিয়ায় ট্রাক-বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে ড্রাইভার হেলপারসহ ৯ জন আহত হয়েছেন। সোমবার সকালে তিস্তা সড়ক সেতুর মাঝে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কালের কণ্ঠ
সোমবার। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

রাজধানীতে বহুতল ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

রাজধানীর সবুজবাগ এলাকায় গতকাল রবিবার সকালে বহুতল ভবন থেকে পড়ে মো. জাহিদ মিয়া (২২) নামের এক শ্রমিক মারা গেছেন। জানা গেছে, রাজধানীর সবুজবাগের নন্দিপাড়া এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ ভবনের ষষ্ঠতলা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন জাহিদ। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতের স্বজনরা হাসপাতালে নিয়ে এসে প্রথমে জানিয়েছে, জাহিদ হোসেন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা গেছেন। পরবর্তী সময়ে সবুজবাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. এনামুল হক প্রাথমিক তদন্তের পর নিশ্চিত করেন জাহিদ ভবন থেকে পড়ে মারা গেছেন। নিহতের শ্যালক মো. রিয়াজ বলেন, তাঁকে ওই নির্মীয়মাণ ভবনের ফোরম্যান জানিয়েছেন, জাহিদ দুর্ঘটনায় শিকার হয়ে মারা গেছেন। জাহিদ ভোলা লালমোহন উপজেলার দাউরি গ্রামের কৃষক রবিউল মিয়ার ছেলে। তিনি নন্দীপাড়া লালমসজিদ এলাকায় থাকতেন।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৩০ মাঘ ১৪৩১

পাংশায় সড়কে ২ বন্ধু নিহত

যুবদল নেতাসহ ৯ স্থানে ঝরল আরও ১১ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

রাজবাড়ীর পাংশায় মোটরসাইকেল-ইজিবাইক সংঘর্ষে দুই বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন। বুধবার বিকালে উপজেলার লাঙ্গলবাধ সড়কের মৌরাট ইউনিয়নের রুপিয়াট মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এছাড়া নয় স্থানে আরও ১১ জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ঢাকার ধামরাইয়ে এনজিও কর্মী, ফরিদপুরে দুই যুবক, চট্টগ্রামে আরোহীসহ দুজন, চুয়াডাঙ্গায় যুবদল নেতা, গোপালগঞ্জে রাজমিস্ত্রি, বগুড়ায় যাত্রী এবং সুনামগঞ্জে বৃদ্ধ, মাদারীপুরে নসিমনচালক ও নরসিংদীতে শিক্ষার্থী রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

ধামরাই (ঢাকা) : ধামরাইয়ে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় এনজিওকর্মী মোহাম্মদ আলী আজগর মারা গেছেন। বুধবার ধামরাইয়ের ঢুলিভিটা-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কের ভারারিয়া এলাকায় মোটরসাইকেল-মাইক্রোবাস সংঘর্ষে তিনি প্রাণ হারান। আজগর উপজেলার সুতিপাড়া গ্রামের নুরুল হক মাস্টারের ছেলে।

রাজবাড়ী : নিহতরা হলেন—উপজেলার সরিষা ইউনিয়নের শরিফুল ইসলামের ছেলে শুভ ও মৌরাট ইউনিয়নের খাল্দুয়া গ্রামের মিলনের ছেলে নিলয়। তিন বন্ধু মোটরসাইকেলে স্থানীয় বৃত্তিডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। পথে ওই স্থানে ইজিবাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে পাংশা উপজেলা কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক শুভ ও নিলয়কে মৃত ঘোষণা করেন।

ফরিদপুর : ট্রাক-অটোবাইক সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—সদর উপজেলার খলিল মণ্ডলের হাট এলাকার আলী পাঠানের ছেলে হাসেম ও লালমিয়া শেখের ছেলে লাভলু। বুধবার ফরিদপুর শহরের চুনাঘাটা বেড়িবাঁধ ব্রিজ এলাকায় তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

রাঙ্গুনিয়া ও মীরসরাই (চট্টগ্রাম) : রাঙ্গুনিয়ায় জিপগাড়ি-অটো সংঘর্ষে উপজেলার চন্দ্রঘোনা-কদমতলি ইউনিয়নের কালুগোত্রী এলাকার হোসেনের ছেলে বৃদ্ধ মোহাম্মদ ফোরকানের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের মরিয়মনগর ইউনিয়নের চৌমুহনী বৌদ্ধ বিহারসংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এদিকে মীরসরাইয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেল আরোহী আক্তার হোসেন নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নিজামপুর কলেজ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। আক্তার উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের মধ্যম ওয়াহেদপুর গ্রামের মরহুম রবিউল হোসেনের ছেলে।

দামুড়হুদা (চুয়াডাঙ্গা) : দামুড়হুদা উপজেলার কুতুবপুরগাছিতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় যুবদল নেতা রাশেদুজ্জামান হিরো নিহত হয়েছেন। বুধবার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি মারা যান। সোমবার রাতে দর্শনা-মজিবনগর সড়কে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারালে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তিনি দামুড়হুদা উপজেলার কুতুবপুরগাছি আনন্দবাজার পাড়ার আসাদুল হকের ছেলে ও ইউনিয়ন যুবদল নেতা।

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) : কাশিয়ানীতে বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রি হাসমত শেখের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ভাটিয়াপাড়া-ব্যাসপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার খায়েরহাট বেলতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাসমত উপজেলার সাজাইল ইউনিয়নের ডাঙ্গা মাজড়া গ্রামের মৃত ফজলু শেখের ছেলে।

বগুড়া : নন্দীগ্রামে বাসের ধাক্কায় ভ্যান যাত্রী আবুল হোসেন নিহত হয়েছেন। বুধবার উপজেলার কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ডে বগুড়া-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি উপজেলার কাথম গ্রামের রহমতুল্লাহর ছেলে।

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) : জগন্নাথপুরে দুই অটোর সংঘর্ষে বৃদ্ধ যাত্রী হবিগঞ্জ সদর থানার উমেদ নগর গ্রামের রায় মোহন রায়ের ছেলে রাকেশ রায় মারা গেছেন। বুধবার পাগলা-জগন্নাথপুর-আউশকান্দী আঞ্চলিক মহাসড়কের জগন্নাথপুর অংশের গন্ধবপুর শেখপাড়া মার্কেটের সামনে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

শিবচর (মাদারীপুর) : শিবচরে ট্রাকচাপায় নসিমনচালক সাগর সরদার নিহত হয়েছেন। বুধবার উপজেলার দ্বিতীয়খণ্ড ইউনিয়নের নদীর পাড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। সাগর শরীয়তপুরের পালং উপজেলার রুদ্রকর গ্রামের কুদ্দুস সরদারের ছেলে।

মনোহরদী (নরসিংদী) : মনোহরদীতে সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী হিমেল নিহত হয়েছেন। বুধবার দুপুরে উপজেলার কাচিকাটা ইউনিয়নের শেখের বাজারের এ দুর্ঘটনায় ঘটে। হিমেল উপজেলার গোতাশিয়া ইউনিয়নের কোনাপাড়া গ্রামের সুলতান উদ্দিনের ছেলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৪ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল আট প্রাণ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় আট জনের মৃত্যু হয়েছে। গত শনিবার রাত ও রবিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

গোবিন্দগঞ্জ (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা : গোবিন্দগঞ্জে পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় পিকআপ চালক, হেলপার ও এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন—আশরাফুল আলম (৩৫), জিহাদ হোসেন (২১) এবং তারাজুল ইসলাম তারা (৩৫)।

গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোজাফফর হোসেন জানান, গত শনিবার রাত ১১টার দিকে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের চাপড়ীগঞ্জ নামক স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢাকামুখী সবজিবাহী পিকআপ সড়ক বিভাজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে উলটে যায়। এ সময় পেছনে থাকা একটি যাত্রীবাহী বাস পিকআপের পেছনে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপের হেলপার জিহাদ মারা যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় চালক আশরাফুল আলমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রবিবার ভোরে তার মৃত্যু হয়। অন্যদিকে শনিবার রাত ৮টার দিকে দ্রুতগামী মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে তারাজুল ইসলাম তারা নামের এক আরোহী মারা গেছে। ঐ তিন জনের লাশ তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শিবচর (মাদারীপুর) সংবাদদাতা : শিবচরে একটি ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের সংযোগ সড়কের শিবচর উপজেলার বন্দরখোলা নামক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত লিমন বেপারী (২১) শিবচর পৌরসভার ঠেঙ্গামারা এলাকার নুর মোহাম্মদ বেপারীর ছেলে। সে উপজেলার সূর্যনগর বাজারে একটি মোটরসাইকেলের গ্যারেজে কাজ করত। অপরজন হলো শিবচর উপজেলার বাখরেরকান্দি গ্রামের রুস্তম হাওলাদারের ছেলে নয়ন হাওলাদার (১৯)। শিবচর হাইওয়ে থানার ওসি জহিরুল ইসলাম দুই জন নিহত হওয়ার বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা : আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় এক মাদ্রাসাছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম শিহাব (২৩)। গতকাল রবিবার বিকালে উপজেলার কালীবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিহাব উপজেলার শিবপুরে একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। বিকালে রূপগঞ্জের ভুলতা এলাকায় পরীক্ষা শেষে ফেরার পথে তার মোটরসাইকেলটি একটি বালুবাহী ডাম্প ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই সেটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং শিহাব ছিটকে পড়ে তার মাথা থেঁতলে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। আড়াইহাজার থানার ওসি দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ায় বালুবাহী ট্রলির ধাক্কায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম ইব্রাহিম হোসেন (৫)। এতে নিহতের দাদি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ৮টার দিকে দুর্ঘটনায় এ হতাহতের ঘটনা ঘটে। কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি শেহাবুর রহমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ঐ শিশুর লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন বলেও তিনি জানান।

চাটমোহর (পাবনা) সংবাদদাতা : চাটমোহরে সিএনজি ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার সকালে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত যুবক হলো উপজেলার মথুরাপুর গ্রামের দুলাল হোসেনের ছেলে রুবেল হোসেন (২২)। দুর্ঘটনা ঘটে গত শনিবার বিকালে চাটমোহর-পাবনা সড়কের চাটমোহর উপজেলার শিমুলতলা এলাকায়।

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনা

আড়াইহাজারে মাদ্রাসা ছাত্র ও আশুলিয়ায় নারী শ্রমিকের মৃত্যু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট ও আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় শিহাব (২৩) নামে এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত হয়েছেন। গতকাল রবিবার দুপুরে উপজেলার কালীবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিহাব উপজেলার শিবপুরে একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতেন।

রূপগঞ্জের ভুলতা এলাকায় পরীক্ষা শেষে ফেরার পথে বালুবাহী একটি ডাম্পট্রাক তার মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই সেটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং শিহাব ছিটকে পড়ে তার মাথা থেঁতলে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সে মাদ্রাসায় পড়ার পাশাপাশি স্থানীয় একটি মসজিদে ইমামতি করতেন।

সাভারের আশুলিয়ায় রাস্তা পারাপারের সময় অজ্ঞাত পরিবহনের চাপায় রাবেয়া আক্তার নামে এক নারী পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার সকালে নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের গনকবাড়ী ডিইপিজেড এলাকার নতুন জোনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহটি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নিহত রাবেয়া (২৮) রংপুর জেলার পীরগাছা থানার দাদন দোলাপাড়া এলাকার আবু বক্কর ছিদ্দিকের মেয়ে। তিনি আশুলিয়ায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থেকে ডিইপিজেডের একটি পোশাক কারখানায় কর্মরত ছিলেন। পুলিশ জানায়, সকালে রাস্তা পারাপারের সময় ঐ নারী শ্রমিককে একটি অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ি চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। সাভার হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) হাসেম আলী জানান, নিহতের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘটনাস্থলের সিসি ক্যামেরা দেখে গাড়ি শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে।

যুগান্তর
বৃহস্পতিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৩০ মাঘ ১৪৩১

মেঘালয় পাহাড়ে ফের বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত

আট মাসে প্রাণ গেছে ১৬ জনের

যুগান্তর প্রতিবেদন, *তাহিরপুর (সুনামগঞ্জ)*

ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের গহিনে চোরাচালানের কয়লা আনতে গিয়ে বুধবার কোয়ারি ধসে রজব আলী নামে এক বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তিনি তাহিরপুরের সীমান্তবর্তী গ্রাম লাকমা পশ্চিমপাড়ার মৃত সমশের আলীর ছেলে। জানা গেছে, উপজেলার চারাগাঁও সীমান্তের আওয়াল মিয়া, সংসার পাড়ের ইউনিয়ন যুবদল নেতা হাবিবুর রহমান হবি, শফিকুল ইসলাম ভৈরব্যা, নওমুসলিম দিপকসহ বেশ কয়েকজনের অধীনে মঙ্গলবার মধ্যরাতে সীমান্ত পার হয়ে চোরাচালানের কয়লা আনতে যান রজব আলী। বুধবার কোয়ারি ধসে রজব আলী নিহত ও কয়েকজন আহত হন। টেকেরঘাট অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের টুআইসি বলেন, ভারতে কয়লা আনতে গিয়ে কোয়ারি ধসে রজব আলী নিহত হয়েছেন। গত ৮ মাসে রজব আলীসহ কমপক্ষে ১৬ শ্রমিক মেঘালয় পাহাড়ের গহিনে চোরাচালানের কয়লা আনতে গিয়ে নিহত হয়েছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৩০ মাঘ ১৪৩১, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

মুন্সীগঞ্জে বাসে আগুন ঘুমন্ত হেলপারের মৃত্যু

■ মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জের টঙ্গীবাড়িতে রাস্তার ধারে থেমে থাকা একটি বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাতের এ অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হয়ে বাসে ঘুমিয়ে থাকা শাহাবির মিয়া (১৪) নামের হেলপারের মৃত্যু হয়েছে। নিহত শাহাবির লৌহজং উপজেলার পালগাঁও গ্রামের সোহেল মিয়ার ছেলে।

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ১৭, ২০২৫ ■ ফাল্গুন ৪, ১৪৩১ বণিক বার্তা

ছয় জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১০

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জেলায় নয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে গাইবান্ধায় তিনজন, নারায়ণগঞ্জ ও মাদারীপুরে চারজন রয়েছে। এছাড়া কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী ও সিরাজগঞ্জে আরো তিনজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে কয়েকজন। গতকাল ও আগের দিন রাতে এসব দুর্ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

গাইবান্ধা : গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার চাঁপড়ীগঞ্জ এলাকায় যাত্রীবাহী বাস ও পিকআপের সঙ্গে সংঘর্ষে দুজন নিহত হয়েছেন। শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন পিকআপচালক আনোয়ার হোসেন মিলন ও তার সহকারী আশরাফুল আলম।

পুলিশ জানায়, ঢাকাগামী সবজিবাহী পিকআপটি অতিরিক্ত লোভের কারণে মহাসড়কে উল্টে যায়। এ সময় যাত্রীবাহী একটি বাস পেছন থেকে পিকআপটিকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যান। অন্যদিকে রাত ৮টার দিকে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ফাঁসিতলা ১৮ মাইল নামক স্থানে মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষে তারা মিয়া (৩৮) নামে এক অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার কামারদহ ইউনিয়নের মোগলটুলি গ্রামের হাছেন আলীর ছেলে। গোবিন্দগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি মোজাফফর আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সিরাজগঞ্জ : শাহজাদপুরে লরির ধাক্কায় এক নসিমনচালক নিহত হয়েছেন। গতকাল বেলা ৩টার দিকে উপজেলার তালগাছি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইউসুব আলী (৩০) উল্লাপাড়া উপজেলার রাজমান বাড়ি গ্রামের রাজা শেখের ছেলে।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সাত জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১০

প্রতিদিন ডেস্ক

দিনাজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নানি-নাতনিসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া মাগুরা, মুন্সিগঞ্জ রাজবাড়ী, সিরাজগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ফরিদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন শিশুসহ আরও ছয়জন। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

দিনাজপুর : শুক্রবার বিকালে কাহারোল উপজেলার গড়নাড়পুরে অটোরিকশাকে যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দিলে নিহত হন নারগিস বেগম (৪০) ও তার নাতনি হুমায়রা (দুই মাস)। অন্যদিকে ফুলবাড়ী উপজেলার রাঙ্গামাটি বিজিবির ক্যাম্পের সামনে ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছে সিমায় (১৩) নামের কিশোর। গতকাল পার্বতীপুর-ফুলবাড়ী মহাসড়কের ভবানীপুরে ট্রাকের পেছনে পিকআপের ধাক্কায় শফিকুল ইসলাম নামে এক ব্যবসায়ী মারা গেছেন। **মাগুরা :** শ্রীপুরে গতকাল নসিমনের নিচে চাপা পড়ে মরিয়ম খাতুন নামে দেড় বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মরিয়ম খাতুন ওই গ্রামের মুরাদ বিশ্বাসের মেয়ে।

মুন্সিগঞ্জ : ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের শ্রীনগরে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জামাল শেখ (৪০) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। জামাল উপজেলার রাঢ়ীখাল ইউনিয়নের বাসিন্দা। এদিকে এক্সপ্রেসওয়েতে তিন গাড়ির সংঘর্ষে আহত হয়েছেন সাতজন। এতে চার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ১ ঘণ্টা যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। **রাজবাড়ী :** রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া মহাসড়কের মৈশালা এলাকায় দুপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নিহত হয়েছে ইসরাত (৫) নামে এক অটোরিকশা যাত্রী। **সিরাজগঞ্জ :** কাজিপুরে বালুবাহী ট্রাকের ধাক্কায় জুলেখা খাতুন নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন তার স্বামী হারুন-অর রশীদ। **ব্রাহ্মণবাড়িয়া :** চট্টগ্রাম-সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মীরহাটি এলাকায় পিকআপ ভ্যান চাপায় ইমাম হোসেন (২৫) নামে এক অটোচালক নিহত হয়েছেন। ইমাম সদর উপজেলার সুতিয়ারা গ্রামের শামসুল হকের ছেলে। **ভাঙ্গা (ফরিদপুর) :** নগরকান্দা উপজেলার যদুরদিয়া এলাকায় শুক্রবার রাতে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে মুক্তি রানী দাস (৪৫) নামে এক নারী নিহত ও কমপক্ষে ৩২ জন আহত হয়েছেন। একই সড়কে গতকাল মাহিন্দ্র ও প্রাইভেট কার সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৫ ফাল্গুন ১৪৩১

ফেনীতে সড়কে প্রাণ গেল ছয়জনের

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর হাফেজিয়া এলাকায় সোমবার রাত পৌনে ৮টায় কভার্ডভ্যান-পিকআপ সংঘর্ষে ৬ জন নিহত ও ১০ জন আহত হয়েছেন। ঢাকার ধামরাইয়ে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে স্বামী-স্ত্রী ও এক মানসিক ভারসাম্যহীনের। এছাড়া পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও সাতজন নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে পিরোজপুরের নাজিরপুরে বাবা-ছেলে, কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে স্কুলছাত্র, নাটোরের বড়াইগ্রামে পিকআপ চালক, মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী এবং গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে সাংবাদিক রয়েছেন। মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ঘন কুয়াশায় ৫টি যানবাহনের সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

বড়াইগ্রাম (নাটোর) : নাটোরের বড়াইগ্রামে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পিছনে পিকআপ ও অপর এক ট্রাকের ধাক্কায় চালক নিহত হয়েছেন। সোমবার নাটোর-পাবনা মহাসড়কের গড়মাটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তার নাম নাহিদ হোসেন। তিনি নওগাঁ সদর উপজেলার ভবানীপুর ডানা পার্ক এলাকার শাহিন আলমের ছেলে।

ধামরাই (ঢাকা) : ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাইয়ের বাথুলি এলাকায় রোববার রাতে অজ্ঞাত পরিবহণ চাপায় নিহত হন মোটরসাইকেল আরোহী দম্পতি। তারা হলেন—বাবুল হোসেন তার স্ত্রী শারমিন আক্তার। এই দম্পতি টাঙ্গাইলের নাগরপুর উপজেলার বাসিন্দা। তারা ধামরাইয়ে মাহমুদা অ্যাটায়ার্স লিমিটেড নামে একটি পোশাক কারখানায় শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।
এর আগে রাত ৯টার দিকে মহাসড়কের বালিথা এলাকায় অজ্ঞাত পরিবহণের চাপায় সুভাস লৌহকার নামে এক পথচারী নিহত হন।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
রবিবার ॥ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তিনজনের মৃত্যু

গাজীপুরের কাপাসিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার বিকালে উপজেলার সেলদিয়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতরা হলেন উপজেলার বারিষাব ইউনিয়নের মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ভুঁইয়া (৫৫) ও তার স্ত্রী ফেরদৌসি আক্তার (৪০)। গতকাল সকালে নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাপাসিয়া থানার এসআই আবদুল হালিম। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার বিকালে উপজেলার বারিষাব ইউনিয়নের সেলদিয়া গ্রামের মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ভুঁইয়া বাড়ির পাশে ছোট একটি পুকুর থেকে মাছ ধরার জন্য বৈদ্যুতিক মোটর স্থাপন করেন। মোটরটি চালু করতে গেলে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। অন্যদিকে গতকাল দুপুরে কিশোরগঞ্জে পাকুন্দিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শাকিল (২২) নামে এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।
–গাজীপুর ও কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

সড়ক দুর্ঘটনা

কাভার্ড ভ্যানের চাপায় নিহত পিকআপের ৬ শ্রমিক, আহত ৯

প্রথম আলো ডেস্ক

ফেনী সদর উপজেলার লেমুয়ার হাফেজিয়া এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় ছয় নির্মাণশ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ৯ জন। গতকাল সোমবার রাত আটটার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘটনাস্থলে থাকা মহিপাল হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট সাইমুন ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, পেছন থেকে একটি কাভার্ড ভ্যান ধাক্কা দিলে পিকআপটি সড়কে উল্টে যায় এবং শ্রমিকেরা মহাসড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় অন্য একটি কাভার্ড ভ্যান তাঁদের চাপা দেয়।

মহিপাল হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুনুর রশিদ জানান, নিহত ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা হলেন ভোলার মনপুরা উপজেলার হাজীরহাট এলাকার মো. ফারুকের ছেলে মো. আরিফ (২২), চর ফয়জুদ্দিন গ্রামের নুর আলমের ছেলে মহিউদ্দিন (৩৫), বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার চোলমবাড়িয়া এলাকার সাবুল শেখের ছেলে নাজমুল শেখ, শরণখোলা উপজেলার দক্ষিণ রাজাপুর গ্রামের সোবাহান ফরাজীর ছেলে সাদ্দাম ফরাজী এবং নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার জোবায়ের (৩৫)।

ফেনী জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সাইদুর রহমান বলেন, আহত ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় সবুজ ও মনির নামের দুজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আহত নাগর মাঝি জানান, ঢালাইকাজ করতে তাঁরা ঢালাই মেশিনসহ ১৮ জন লেমুয়া এলাকায় যান। কাজ শেষে ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মহিপাল হাইওয়ে পুলিশের ওসি হারুনুর রশিদ বলেন, ঘটনার পর ঢাকামুখী লেনে যান চলাচল কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে। পরে দুর্ঘটনাকবলিত গাড়ি সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়।

বাবা-ছেলেসহ ৭ জেলায় নিহত ৯

পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার চিতলীয়ায় গতকাল সকালে বাসচাপায় নিহত হন ভ্যানযাত্রী বাবা-ছেলে। তাঁরা হলেন মাহাবুব হোসেন মোল্লা (৪২) ও তাঁর ছেলে ইয়াদ আলী মোল্লা (১৭)। এ ঘটনায় একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার কৈপাল হিসনাপাড়া মোড়ে গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ট্রলির ধাক্কায় নিহত হয় সাইকেল আরোহী শাকিব হোসেন। সে উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের শালিমপুর গ্রামের আকবর মণ্ডলের ছেলে। সে তারাগুনিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

পটুয়াখালীতে সদরের ইটবাড়িয়া গ্রামের ফকিরবাড়ি এলাকায় গতকাল বিকেলে ইটবোঝাই ট্রলির চাপায় নিহত হয় দশম শ্রেণির ছাত্র মো. বাপ্পী হোসেন (১৬)। সে ওই এলাকার মো. শাহদাত হোসেনের ছেলে।

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার দুলালমুন্দিয়া এলাকায় গতকাল সকালে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিহত হন পেঁয়াজ ব্যবসায়ী শফি মিয়া (৫৫)। তাঁর বাড়ি শৈলকুপা উপজেলার হড়রা গ্রামে। এ ঘটনায় আরেক ব্যবসায়ী আহত হয়েছেন।

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার বাউশিয়া মানাবে ওয়াটার পার্কসংলগ্ন ইউটার্ন এলাকায় গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন মোটরসাইকেলের দুই আরোহী। তাঁরা হলেন বাউশিয়া ইউনিয়নের পুড়াচক বাউশিয়া গ্রামের সেলিম মৃধার ছেলে নাইম মৃধা (২৫) ও মধ্য বাউশিয়া গ্রামের আবদুস সাত্তার প্রধানের ছেলে সজীব প্রধান (২৩)। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের আরেক আরোহী আহত হয়েছেন।

ফেনীর ছাগলনাইয়া উপজেলার বক্তারহাটে গতকাল সন্ধ্যায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে ব্যাটারিচালিত রিকশার সংঘর্ষে নিহত হন মো. করিমুল্লাহ (৭০)। তিনি উপজেলার মনুরহাট রৌশনাবাদ একাডেমির অধ্যক্ষ ছিলেন।

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার পুলিয়ায় গতকাল রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস এক্সপ্রেসওয়ের রেলিংয়ে ধাক্কা লাগে। এতে বাসের সুপারভাইজার জুবায়ের শেখ (৩৫) সড়কে ছিটকে পড়ে নিহত হন। তাঁর বাড়ি বাগেরহাটের মোল্লারহাট উপজেলায়।

পদ্মা সেতু ও এক্সপ্রেসওয়েতে আহত ১৫

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ফেরিঘাট এলাকায় গতকাল সকাল সাড়ে সাতটায় ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ১০ জন আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার সময় ঘন কুয়াশা ছিল।

শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে সেতুর ওপর গতকাল বিকেলে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় একটি অ্যাম্বুলেন্সের পাঁচ আরোহী আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অ্যাম্বুলেন্সের পেছনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জাজিরার পদ্মা সেতু দক্ষিণ থানার ওসি আকরাম হোসেন বলেন, সেতু বিভাগের গাড়ি দুটি তাঁদের জিম্মায় রেখেছেন।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

আদমজী ইপিজেড

অসুস্থ হয়ে নারী শ্রমিকের মৃত্যু, বিক্ষোভ মিছিল

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের আদমজী ইপিজেডে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করার সময় অসুস্থ হয়ে লিজা আক্তার (২৪) নামের এক নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিবাদে গতকাল বুধবার সকালে ওই কারখানার শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভ ও ভাঙচুর করেন। শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে কর্তৃপক্ষ দুপুরে কারখানা ছুটি ঘোষণা করে।

গতকাল বেলা ১১টার দিকে অনন্ত অ্যাপারেলস লিমিটেড গার্মেন্টসে এ ঘটনা ঘটে। লিজা আক্তার সুইং অপারেটর হিসেবে কাজ করতেন।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রমিকেরা জানান, গত মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে কাজ করার সময় লিজা আক্তার অসুস্থ হন। পরে তাঁকে শহরের খানপুরে অবস্থিত ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল সকালে কারখানার শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। শ্রমিক লিজা আক্তারের মৃত্যুর জন্য চিকিৎসককে দায়ী করে কারখানার ভেতরে ভাঙচুর চালান তাঁরা। পরে কর্তৃপক্ষ দুপুরে কারখানা ছুটি ঘোষণা করে।

আদমজীতে অবস্থিত শিল্প পুলিশ-৪-এর পরিদর্শক (গোয়েন্দা) সেলিম বাদশা বলেন, লিজা আক্তার নামের নারী শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কারখানার ব্যবস্থাপক (মানবসম্পদ) জহিরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, লিজা কাজ করার সময় অসুস্থ হন। হাসপাতালে নিলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, হৃদরোগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়ার সময় স্বজনেরাও উপস্থিত ছিলেন। স্বজনেরা মরদেহ নিয়ে গেছেন। সকালে লিজার মৃত্যুতে দোয়া করে কারখানার কাজ শুরু করা হয়। কিন্তু কে বা কারা গুজব ছড়ালে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ ও ভাঙচুর করেন।

যুগান্তর

রোববার ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৩ ফাল্গুন ১৪৩১

আড়াইহাজারে ডাইং কারখানার গরম পানিতে শ্রমিকের মৃত্যু

আড়াইহাজার (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

আড়াইহাজারে ডাইং কারখানার গরম পানিতে পড়ে ঝলসে গিয়ে ৫ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের রাণবদী এলাকায় ইয়াকুবের মালিকানাধীন ভাই ভাই এমব্রয়ডারি অ্যান্ড টেক্সটাইল মিলে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায় ১০ ফেব্রুয়ারি ওই কারখানায় রাণবদী এলাকার মৃত শফিকুল ইসলামের ছেলে মাহফুজ (২৬) কাজ করছিল। ওই সময় ডাইংয়ের স্টিমের গরম পানিতে পড়ে গিয়ে পা ঝলসে গেলে সঙ্গে থাকা শ্রমিকরা তাকে উদ্ধার করে। পরে স্বজনরা তাকে ঢাকা বার্ন ইউনিটে নিয়ে ভর্তি করেন। নিহতের বোন শাহনাজ জানান, আমার ভাই ৫ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শনিবার সকালে মারা যান। আড়াইহাজার থানার ওসি এনায়েত হোসেন জানান, নিহত মাহফুজের পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় ঢাকা শাহবাগ থানায় একটি ইউডি মামলার পর ময়নাতদন্ত করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এলাকাবাসীর অভিযোগ মালিক প্রভাবশালী হওয়ায় এই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সরেজমিন দেখা যায়, কারখানায় পরিবেশের ছাড়পত্র না থাকায় সাংবাদিক দেখে মালিক ইয়াকুব পালিয়ে যায়।

ইত্তেফাক

শুক্রবার
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু

আহত ১৬

ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরো ১৬ জন। বুধবার রাতে ও বৃহস্পতিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি জানান, সাতক্ষীরায় দিগন্ত পরিবহনের একটি নৈশকোচ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে হেলপার শাহাদত হোসেন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পরিবহনের আরো ১৬ যাত্রী আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার ভোর রাত ৪টার দিকে শহরের সার্কিট হাউজ মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের সাতক্ষীরা সদর হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

সাতক্ষীরা সদর থানার ওসি মো. শামিনুল হক জানান, দুর্ঘটনায় গাড়ির হেলপার নিহত হয়েছেন। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

শায়েস্তাগঞ্জ (হবিগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, শায়েস্তাগঞ্জে বিয়ের বাজার শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই যুবক নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন, শাহ আলম ওরফে সামায়ন (২৫) ও তার চাচাতো ভাই তানভীর সোহেব (২২)। গত বুধবার রাতে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নুরপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শায়েস্তাগঞ্জ হাইওয়ে থানার ওসি এ টি এম মাহমুদুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক | বৃহস্পতিবার
৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বাগেরহাটে টেলিটকের বিলবোর্ড লাগাতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু, আহত ২

বাগেরহাট প্রতিনিধি : বাগেরহাটে টেলিটকের বিলবোর্ড লাগাতে গিয়ে ৩৩ হাজার কেভি লাইনের তারের সঙ্গে বিদ্যুতায়িত হয়ে তুষার ধুপি বাবু (৪৮) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকালে বাগেরহাট প্রেস ক্লাব ভবনে তৃতীয় তলায় এই বিদ্যুতায়িতের ঘটনায় আরো দুই শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছে। বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যাওয়া তুষার ধুপি বাবু শহরের রেল রোডের নির্মল ধুপির ছেলে। একই এলাকার বাসিন্দা আহত লিয়াকত হোসেন (৪০) ও সজীব মৃধাকে (৩০) উদ্ধার করে বাগেরহাট জেলা ২৫০ বেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যুগান্তর | শুক্রবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৮ ফাল্গুন ১৪৩১

নিজের বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়ে বন্ধুসহ নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

আজ শাহ আলমের বিয়ে করার কথা ছিল। তাই বন্ধুকে নিয়ে স্বজনদের দাওয়াত দিতে বের হয়েছিলেন। কিন্তু বিধিবাম, পথেই প্রাণ হারিয়েছেন শাহ আলম ও তার বন্ধু তানভীর শোয়েব। হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে নুরপুর এলাকায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বুধবার এ দুর্ঘটনা ঘটে। নড়াইলে স্বামীর মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে নিহত হয়েছেন গৃহবধূ। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় সাত স্থানে আরও আটজনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে বরিশাল ও শরীয়তপুরে দুই মোটরসাইকেল চালক, যশোরে ট্রাকের হেলপার, কুমিল্লায় বৃদ্ধ, কিশোরগঞ্জে পথচারী এবং কুষ্টিয়ায় শিশু ও সিরাজগঞ্জে দুই যুবক রয়েছেন। এদিকে রাজশাহীতে শিক্ষার্থীদের পিকনিক বাসকে

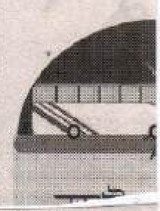

অভয়নগর (যশোর) : অভয়নগরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে অপর ট্রাকের ধাক্কায় হেলপার আলমগীর হোসেনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে যশোর-খুলনা মহাসড়কের উপজেলা পরিষদসংলগ্ন পিয়া আই কেয়ার হাসপাতালের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আলমগীর নওগাঁর পোষণ গ্রামের বাসিন্দা।

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) : নিহত যুবকরা হলেন— উল্লাপাড়ার মাগুড়াডাঙ্গা গ্রামের সানোয়ার হোসেনের ছেলে ভ্যানচালক রনি ইসলাম এবং আব্দুল মালেকের ছেলে অটোযাত্রী ফারুক হোসেন। বৃহস্পতিবার রাতে সিরাজগঞ্জে ঢাকা-পাবনা মহসড়কে বাসে অটোভ্যানকে চাপা দিলে ওই দুজন প্রাণ হারান।

রাজশাহী : বৃহস্পতিবার সকালে নগরীর বুধপাড়া নতুন বাইপাসের নজিরের মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে বাসের পেছনের অংশ ও ট্রাকের সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনায় অর্ধশত শিক্ষার্থী অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছে। তবে ট্রাকের চালক সুইট গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২৫ ■ ফাল্গুন ৭, ১৪৩১ বণিকবার্তা

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জেলায় আটজনের প্রাণহানি

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জেলায় আটজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছয়জনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়া হবিগঞ্জ ও গোপালগঞ্জে আরো দুজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১৬ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

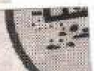

নারায়ণগঞ্জ : পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অটোরিকশার চালকসহ আরো চারজন আহত হয়েছেন। পুলিশ আকিজ সিমেন্টের রেডিমিক্স গাড়ির চালক ও হেলপারকে আটক করেছে। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে পূর্বাচল সড়কের পশি মাজার রোড চত্বরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পূর্বাচল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জাহাঙ্গীর আলম জানান, দুপুর ১২টার দিকে রাজধানীর কুড়িল থেকে একটি অটোরিকশা কাঞ্চন যাচ্ছিল। পূর্বাচল ৩০০ ফুট সড়কের পশি মাজার রোড চত্বরে রেডিমিক্স ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশাটির ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার যাত্রী আরোবি আক্তার (৩২) ও খাইরুল ইসলাম (৩৫) নিহত হন।

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ৯ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Saturday 22 February 2025

সাভারে বিস্কুট কারখানা, ঝুটের গোডাউনে আগুন

প্রতিনিধি, সাভার (ঢাকা)

ঢাকার সাভারে একটি বিস্কুট কারখানা এবং একটি ঝুটের গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিস্কুট কারখানায় জিরাবো মর্ডান ফায়ার স্টেশন এবং ঝুটের গোডাউনে সাভার ও হেমায়েতপুর ফায়ার স্টেশন প্রায় দেড় ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে আশুলিয়ার পলাশবাড়ি এলাকায় অলিম্পিক বিস্কুট কারখানার দোতলায় এবং সাভারের নামা বাজার এলাকায় ঝুটের গোডাউনে এসব অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

জিরাবো মর্ডান ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়ার অফিসার আবু সায়েম মাসুদ বলেন, বিস্কুট কারখনায় অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে জিরাবো ফায়ার সার্ভিসের ৩টি ইউনিট ১ ঘন্টা চেষ্টা করে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেছে। তবে আগুনের সূত্রপাত এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি। সাভার ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়ার স্টেশন ম্যানেজার নুরুল ইসলাম বলেন, বেলা ১২টা ১০ মিনিটে সাভার ফায়ার সার্ভিসের কাছে বাসা বাড়িতে অগ্নিকান্ডের খবর আসে। কিন্তু সাভার ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখে ঝুটের গোডাউনে আগুন। পরে পানি ব্যবস্থার জন্য হেমায়েতপুর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়া হয়। সেখান থেকে আরো ১টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে নামে। ফায়ার সার্ভিসের এই ৩টি ইউনিট দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। এই ঘটনায় হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি এবং আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, আগুনে ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল সাত প্রাণ

আহত ১৭

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে ১৭ জন। গতকাল বুধবার ও মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

দেলদুয়ার (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা : দেলদুয়ারে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার ভোরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের নাটিয়াপাড়া নামক স্থানে ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গগামী পিকআপ অন্য একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে পিকআপ চালক রাশেদ ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্যদিকে একই দিন সকাল সোয়া ৯টায় দেলদুয়ার-টাঙ্গাইল আঞ্চলিক মহাসড়কের পাথরাইল বটতলা নামক স্থানে ট্রাকের ধাক্কায় বেল্লাল হোসেন নামে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। উভয় দুর্ঘটনায় নিহতের খবর নিশ্চিত করেছেন দেলদুয়ার থানার ওসি মো. সোহেব খান।

নরসিংদী প্রতিনিধি : নরসিংদীর পলাশে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক ইউপি সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম রাসেল সরকার (৩৩)। গতকাল বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চরসিন্দুর ইউনিয়নের বালিয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি দুলালপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ছিলেন। পলাশ থানার এসআই মামুন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

হোমনা (কুমিল্লা) সংবাদদাতা : হোমনায় ব্যাটারিচালিত একটি অটোরিকশার ধাক্কায় এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মালিহা। বুধবার দুপুরে হোমনা-মেঘনা সড়কের পাশে উপজেলার মাথাভাঙ্গা ইউনিয়নের কাঠালিয়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হোমনা থানার এসআই মো. এহসানুল হাসান জানান, পরিবারের অভিযোগ না থাকায় লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই পরিবারের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) সংবাদদাতা : একটি যাত্রীবাহী বাস ও কুরিয়ার সার্ভিসের কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক জন নিহত ও ১৬ জন আহত হয়েছে। বুধবার সকালে কাশিয়ানী উপজেলার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের পোনা বাসস্ট্যান্ডের উত্তর পাশে এ দুর্ঘটানা ঘটে। নিহত হলেন কাভার্ড ভ্যান চালক জাহাঙ্গীর হোসেন (৩০)। কাশিয়ানী ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে পুলিশের এসআই মো. রোমান মোল্লা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কাহালু (বগুড়া) সংবাদদাতা : কাহালুতে সড়ক দুর্ঘটনায় এক বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম মো. রেজাউল। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বগুড়া-সান্তাহার সড়কের কাহালু উপজেলার মুরাইল ইউনিয়নের পোড়াপাড়া গ্রামের পাশে আফরিন জুট মিলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। কাহালু থানার ওসি আব্দুল হান্নান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) সংবাদদাতা : চিরিরবন্দরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর ট্রাক্টর ও এক্সকাভেটর মেশিনের নিচ থেকে এক জনকে জীবিত ও এক নিহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চিরিরবন্দর-রাণীরবন্দর সড়কের ঘুঘুরাতলী বাজারের অদূরে হাইসো মিল সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যার দিকে রাণীরবন্দর থেকে ট্রাক্টরে করে এক্সকাভেটর মেশিন নিয়ে যাওয়ার পথে একটি ভ্যানকে সাইড দিতে গিয়ে রাস্তার নিচে পড়ে যায়। ট্রাক্টর চালক ও এক্সকাভেটর মেশিনের চালক দুজনেই গাড়ির নিচে চাপা পড়েন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর মৃত অবস্থায় এক্সকাভেটর মেশিনের চালক জুয়েল রানা এবং গুরুতর আহত অবস্থায় ট্রাক্টরের চালক সাজেদুর রহমানকে উদ্ধার করে। চিরিরবন্দর থানার ওসি আব্দুল মালেক দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

যুগান্তর
সোমবার ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৪ ফাল্গুন ১৪৩১

স্কুলের সামনে শিক্ষার্থীকে পিষে দিল ট্রলি

যুগান্তর ডেস্ক

কুষ্টিয়ায় ট্রলিচাপায় স্কুলের সামনেই প্রাণ গেছে এক শিশু-শিক্ষার্থীর। এ সময় দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শিশুটির দাদি হাসপাতালে রয়েছেন। রোববার সকালে কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের চৌড়হাস প্রতীতি বিদ্যালয়ের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে তিন ট্রাকের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া দশ স্থানে দুর্ঘটনায় আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ঢাকায় নারী গার্মেন্টকর্মী, নারায়ণগঞ্জে শিক্ষার্থীসহ দুজন, গাইবান্ধায় হেলপারসহ দুজন, মাদারীপুরে দুই আরোহী, সিরাজগঞ্জে যুবক, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে দুই শিশুসহ তিনজন, সিলেট ও পিরোজপুরে দুই চালক এবং রাজবাড়ীতে কলেজ শিক্ষক রয়েছেন। **ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—**

ঢাকা উত্তর ও আশুলিয়া : আশুলিয়ায় নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কে গাড়িচাপায় গার্মেন্টকর্মী রাবেয়া আক্তার প্রাণ হারিয়েছেন। রোববার সকালে ডিইপিজেড নতুন জোনের সামনের মহাসড়ক পারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাবেয়া রংপুরের পীরগাছা থানাধীন দানদ দোলাপাড়া এলাকার আবু বক্কর ছিদ্দিকের মেয়ে। তিনি আশুলিয়ায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থেকে কারখানায় চাকরি করতেন।

কালিয়াকৈরে তিন ট্রাকের সংঘর্ষে তিনজন নিহত

দশ স্থানে শিক্ষকসহ ঝরল আরও ১৪ প্রাণ

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) : কালিয়াকৈর উপজেলার বোর্ডঘর এলাকায় তিন ট্রাকের সংঘর্ষে নিহতরা হলেন—চালক বগুড়ার শিবগঞ্জ থানার জামুর হাট এলাকার সিরাজ মিয়ার ছেলে শাহাদৎ হোসেন, চালক বগুড়ার কাহালু থানার কাজীপুর গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে সবুজ মিয়া এবং ট্রাকের সহযোগী টাঙ্গাইল সদর উপজেলার নন্দবালা গ্রামের আরিফ হোসেন। রোববার ভোরে উপজেলার বোর্ডঘর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

কুষ্টিয়া : নিহত ছয় বছরের স্কুলছাত্রের নাম ইব্রাহীম আলী। সে কুষ্টিয়ার চৌড়হাস এলাকার প্রতীতি বিদ্যালয়ের প্লে গ্রুপের শিক্ষার্থী এবং কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বটতৈল এলাকার আহসান হবীব সোনার ছেলে। প্রতিদিনের মতো ইব্রাহিম তার দাদির সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছিল। স্কুলের সামনের রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রলিটি তাদের ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই ইব্রাহিম মারা যায় এবং তার দাদি আহত হন। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রলিতে আগুন দেয় এবং সড়ক অবরোধ করেন।

আড়াইহাজার ও সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) : আড়াইহাজারে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী শিহাব নিহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে উপজেলার কালীবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। শিহাব উপজেলার শিবপুরে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করতেন। দুপুরে রূপগঞ্জের ভুলতা এলাকায় পরীক্ষা শেষে ফেরার পথে তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এদিকে সিদ্ধিরগঞ্জের মৌচাক এলাকায় ইজিবাইকের ধাক্কায় কিশোর মেহেদী হাসান রাব্বি নিহত হয়েছেন। রোববার দুপুরে ঢাকাগামী লেনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাব্বি সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন জালকুড়ি খোলা মার্কেট এলাকার গিয়াস উদ্দিন রুবেলের ছেলে। তিনি ডেকো ফুড কোম্পানির ডেলিভারিভ্যানে হেলপার হিসাবে কাজ করতেন।

গাইবান্ধা, গোবিন্দগঞ্জ ও সাঘাটা : গোবিন্দগঞ্জে দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন ভুরুঙ্গামারীর গছিডাঙ্গা গ্রামের জহুরুল হকের ছেলে হেলপার আশরাফুল আলম ও গোবিন্দগঞ্জের মোগলটুলি গ্রামের হাছেন আলীর ছেলে আরোহী তারা মিয়া। উপজেলার রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের চাপড়ীগঞ্জ এলাকায় শনিবার রাতে বাসের ধাক্কায় পিকআপ হেলপার আশরাফুল আলম ঘটনাস্থলেই নিহত হন। একই মহাসড়কের ফাঁসিতলার এলাকায় সড়ক বিভাজকের সঙ্গে ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী তারা মিয়া নিহত হন।

শিবচর (মাদারীপুর) : শিবচরে ট্রাক-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত মোটরসাইকেল আরোহীরা হলেন—উপজেলার দ্বিতীয়খন্ড ইউনিয়নের ঠেঙ্গামারা গ্রামের নুর মোহাম্মদ ব্যাপারীর ছেলে লিমন ব্যাপারী ও মাদবরেরচর ইউনিয়নের বাখরেরকান্দি এলাকার রুস্তম হাওলাদারের ছেলে নয়ন। শনিবার মধ্যরাতে উপজেলার পূর্ব সন্ন্যাসীরচর এলাকার প্রস্তাবিত সেনাবাহিনীর তেলের পাম্পের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তারা দত্তপাড়া ইউনিয়নের সূর্যনগর বাজারে মোটরসাইকেল গ্যারেজে কাজ করতেন।

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) : বগুড়া-নগরবাড়ী মহাসড়কে লরি-নছিমনের সংঘর্ষে যুবক চালক ইউসুফ আলীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার শাহজাদপুরে উপজেলার গাড়াদহ ইউনিয়নের তালগাছি বাসস্ট্যান্ডের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইউসুফ উল্লাপাড়া উপজেলার রাজমান গ্রামের রাজা মিয়ার ছেলে।

ফুলপুর ও ধোবাউড়া (ময়মনসিংহ) : ফুলপুরে গাড়িচাপায় শিশু আল মুবিনের মৃত্যু হয়েছে। সে ফুলপুর পৌরসভার গোদারিয়া গ্রামের এহসানুল হকের ছেলে। রোববার দুপুরে বাড়ির কাছে বাইসাইকেল চালানোর সময় ড্রাম ট্রাক চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এদিকে ধোবাউড়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে হোটেল শ্রমিক লাল মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। রোববার উপজেলার চন্দ্রকোনা মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লাল মিয়া ঘোষগাঁও গ্রামের মৃত হরমুজ আলীর ছেলে।

চন্দনাইশ (চট্টগ্রাম) : চন্দনাইশে নানার বাড়িতে বেড়াতে এসে ৫ বছরের শিশু মোহাম্মদ ইব্রাহিম অটোচাপায় নিহত হয়েছে। রোববার সকালে দোহাজারী পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড রায়জোয়ারা গ্রামের দোহাজারী লালুটিয়া সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইব্রাহিম দোহাজারী পৌরসভার ২নং ওয়ার্ড ঈদপুকুরিয়া গ্রামের মোহাম্মদ পারভেজের ছেলে।

কোম্পানীগঞ্জ (সিলেট) : কোম্পানীগঞ্জে দুই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক যুবক জীবন আহমেদ নিহত হয়েছেন। তিনি উপজেলার শিলেরভাঙ্গা গ্রামের জব্বর আলীর ছেলে। রোববার সকালে সিলেট-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কের উপজেলার তেলিখাল পাম্পসংলগ্ন ব্রিজে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) : দুর্ঘটনায় কারচালক সিদ্দিক নিহত হয়েছেন। সিদ্দিক উপজেলার আন্ধার মানিক গ্রামের মৃত আরশেদ ঠাকুরের ছেলে। শনিবার রাতে মঠবাড়িয়া মিরু খালি সড়কে টিকাবাজার এলাকায় তিনি দুর্ঘটনার কবলে পড়েন।

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) : বালিয়াকান্দিতে ট্রলির ধাক্কায় কলেজ শিক্ষক হাসিবুল ইসলাম প্রাণ হারিয়েছেন। রোববার বিকালে উপজেলার জামালপুর আখ সেন্টারের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাসিবুল জামালপুর কলেজের আইসিটি বিভাগের প্রধান ছিলেন।

বণিকবার্তা ■ শনিবার, ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৫ ■

চার জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল সাতজনের

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

সড়ক দুর্ঘটনায় চার জেলায় সাতজনের প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে বগুড়ায় ট্রাকচাপায় তিনজন ও নরসিংদীতে বাসচাপায় দুজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া ফরিদপুর ও মানিকগঞ্জে আরো দুজন নিহতের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল দিনের বিভিন্ন সময় এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। বিস্তারিত প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে—

ফরিদপুর: বোয়ালমারীতে থ্রি-হুইলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পরিবহনটিতে থাকা দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে মাঝকান্দি-বোয়ালমারী-ভাটিয়াপাড়া আঞ্চলিক মহাসড়কের বাইখির-বনচাকি মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হামিম মোল্যা (২৫) মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার চরজাঙ্গালিয়া গ্রামের মান্নান মোল্যার ছেলে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই মরদেহ স্বজনরা নিয়ে গেছেন বলে জানিয়েছেন বোয়ালমারী থানার ওসি মাহমুদুল হাসান।

মানিকগঞ্জ: ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ট্রাকচাপায় সোহাগ (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত চারজন। তাদের মধ্যে দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গতকাল সকালে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ঘিওর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, আহতদের উদ্ধার করে মুন্নু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর সোহাগকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আহত চারজনের মধ্যে দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত সোহাগ বানিয়াজুরী গ্রামের মো. জয়নাল মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় অটোচালক। ট্রাকটি জব্দ করা হলেও চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছেন।

ইত্তেফাক
রবিবার
১০ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে সড়কে ঝরল পাঁচ প্রাণ

নরসিংদীতে আহত ৬৩

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নরসিংদীতে ৬৩ জনসহ আহত হয়েছেন ৭৭ জন। শুক্রবার দিবাগত রাতে ও শনিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

কাশিয়ানী (গোপালগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, কাশিয়ানীতে দুটি যাত্রীবাহী বাসের সংঘর্ষে দুই জন নিহত এবং কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের হিরন্যকান্দি সাম্পান হাইওয়ে রেস্টুরেন্টের সামনে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ সময় টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের ড্রাইভার মো. মন্টু মিয়া (৫৫) এবং সুপারভাইজার আরিপ হোসেন (৪৫) ঘটনাস্থলে মারা যান বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। আহতদের উদ্ধার করে কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কাশিয়ানী ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানার এসআই মো. রোমান মোল্লা বলেন, এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

চকরিয়া (কক্সবাজার) সংবাদদাতা জানান, কক্সবাজারের চকরিয়ায় মিনি পিকআপের ধাক্কায় দুই জন ট্রলি শ্রমিক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নের মরংঘোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন—পেকুয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের মোহাম্মদ রুবেল (২৮) ও মোহাম্মদ সেলিম (২২)। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চকরিয়া থানার ওসি মো. মনজুর কাদের ভূঁইয়া। তিনি বলেন, লাশ নিয়ে গেছে তাদের পরিবারের সদস্যরা। পালানোর সময় গাড়ি জব্দ করেছে পেকুয়া থানা পুলিশ।

ভালুকা (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা জানান, ভালুকায় ট্রাক-সিএনজির মুখোমুখি সংঘর্ষে মো. পল্টন (৫০) নামে এক সিএনজি চালক নিহত হয়েছেন। এ সময় সিএনজির আরো চার যাত্রী আহত হয়েছেন। শনিবার সকালে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কের উপজেলার ধীতপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় স্থানীয় লোকজন ট্রাকচালক তৌকির আহমেদকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে ভালুকা মডেল থানার এএসআই দুলাল কুণ্ডু বলেন, এ ঘটনায় অভিযুক্ত ট্রাকচালককে ট্রাকসহ আটক করা হয়েছে।

নরসিংদী প্রতিনিধি জানান, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের নরসিংদীতে বাস-ট্রাক-প্রাইভেট কারের ত্রিমুখী সংঘর্ষে ৬৩ জন আহত হয়েছে। শনিবার সকালে সদর উপজেলার বাসাইল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে দুই জনকে গুরুতর অবস্থায় ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

ইটাখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনির হোসেন জানান, সকালে নরসিংদী সদরের বাসাইল এলাকায় প্রাণ কোম্পানির একটি বাস ও মালবোঝাই একটি ট্রাকের সংঘর্ষ ঘটে। এ সময় পেছনে থাকা একটি প্রাইভেট কার এসে দুর্ঘটনাকবলিত বাসে ধাক্কা মারে। এ সময় ৬৩ যাত্রী আহত হয়। এদের মধ্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য বাসের এক যাত্রী ও ট্রাকের ড্রাইভারকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

যুগান্তর | বুধবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৬ ফাল্গুন ১৪৩১

কটিয়াদীতে বাসচাপায় দুই ভাই নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে বাসচাপায় কিশোর দুই ভাই প্রাণ হারিয়েছে। মঙ্গলবার উপজেলার কিশোরগঞ্জ-ভৈরব আঞ্চলিক মহাসড়কের বানিয়াগ্রাম বাসস্ট্যান্ডের হুনকান্দি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। হোসেনপুর উপজেলায় অটোর ধাক্কায় মারা গেছে এক স্কুলছাত্রী। এছাড়া ছয় স্থানে দুর্ঘটনায় আরও ছয়জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ফরিদপুরে বাসের সুপারভাইজার, বান্দরবানে শিক্ষার্থী, চাঁদপুরে শিশু, চট্টগ্রামে কিশোরী, সিলেটে যুবক এবং যশোরে বৃদ্ধ রয়েছেন। এদিকে কুমিল্লায় দুর্ঘটনায় অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধির পাঠানো খবর—

ভাঙ্গা (ফরিদপুর): ভাঙ্গায় হাইওয়ে এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনায় বাসের সুপারভাইজার জুবায়ের শেখ নিহত হয়েছেন। তিনি বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলা এলাকার আবুল হাসানের ছেলে। সোমবার রাতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ডিভাইডারে ধাক্কা খায়। এ সময় বাসটির সুপারভাইজার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পান। উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ইত্তেফাক
১১ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ফতুল্লায় নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

■ স্টাফ রিপোর্টার, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা আদর্শনগর এলাকার একটি নির্মাণাধীন ভবনের আটতলা থেকে পড়ে গিয়ে আক্তার মোল্লা (৩০) নামের এক স্যানিটারি মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহতের ভাই জামাল মোল্লা জানান, নির্মাণাধীন আটতলা ভবনে পানির পাইপের কাজ করার সময় তার ভাই নিচে পড়ে যান। তিনি আরো জানান, তাদের বাড়ি বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ। বর্তমানে ফতুল্লার আদর্শনগর এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা

NEW AGE
SUNDAY, FEBRUARY 23, 2025,

Road accidents kill 14 in 2 days

Staff Correspondent

AT LEAST 14 people, including two children, were killed and 16 more were injured in road crashes that took place in six districts in the country on Friday and Saturday.

The highest four accidents involved three-wheeler vehicles followed by three involved with buses.

United News of Bangladesh reported that two people were killed and 12 others were injured when a bus crashed into a tree on the Dhaka-Khulna highway at Kashiani upazila in Gopalganj at around 10:00am on Saturday.

The deceased are Montu Sheikh, 55, the driver of Tungipara Express, and Arif Hossain, the supervisor of the bus.

Azizul Haque Rajan, station manager of the Bhatiapara fire service, said that the Tungipara Express bus first hit the rear of a Khulna-bound Shohag Paribahan bus and then hit the tree, leaving 12 people injured.

The injured were taken to Kashiani Upazila Health Complex, where doctors declared the duo dead, he added.

Two youths died on the spot when a pickup van hit a trolley carrying them near the Moranghona Bridge under Konakhali union at Chakaria upazila in Cox's Bazar in the early hours of Saturday, reported Bangladesh Sangbad Sangstha.

The deceased are M Rubel, 28, son of M Harun Rashid and M Selim, 22, son of M Mohiuddin, both residents of Pekua upazila in the district.

Md Manjur Quader Bhuiyan, officer-in-charge of Chakaria station said that the accident took place at around 12.30am.

He added that the bodies were handed over to their families in the morning.

BSS also reported that a schoolboy was killed when he put his head outside a bus carrying him and then bumped against a roadside tree from a running bus in the Chhataria area at Sarishabari upazila in Jamalpur on Saturday.

The deceased is Rashedul Islam, 14, a Class X student and son of Siddiqur Rahman, a resident of Char Adra village of the upazila.

Police said that the incident took place when Rashedul was going to a school picnic with other school students by the bus.

UNB reported that three passengers of a battery-powered auto-rickshaw died on the spot and three more were injured when a truck hit their vehicle in the Dupchanchia Mail Bus Stand area on the Naogaon-Bogura regional road at Dupchanchia upazila of Bogura on Friday at around 8:30pm.

The deceased are Mozahar Ali, 60, son of late Abdul Aziz from Baliadighi in Gobindapur union; Sadiqul Islam, son of Md Saiful from the same area; and Shahidul Islam, 60, son of late Mansur from Santahar in Naogaon.

Dupchanchia police officer-in-charge Faridul Islam said that the auto-rickshaw's axle reportedly broke before the accident when the victims were returning home after working at a tiles factory.

The seriously injured were taken to a hospital where the bodies were kept for autopsy, the OC said, adding that the truck driver fled the scene with the vehicle.

BSS reported that a clash between a trolley and a battery-run auto-rickshaw killed two people and injured three others on Friday noon on the Dashmina-Galachipa Highway in the West Lakshmipur area under the Dashmina upazila in Patuakhali.

The deceased are Tanjila Begum, 30, of Arozbegi village and trolley driver Rakib Hossen, 30, of West Lakshmipur village.

Tanjila died on the spot while Rakib died on her way to Barishal Sher-e-Bangla Medical College Hospital.

The bodies were handed over to the families, police said.

BSS also reported that a motorcyclist and his rider died on the spot when a Labiba Paribahan bus on the Brahmanbaria-Dhaka route hit the motorcycle from behind on the Dhaka-Sylhet Highway in the Dhukundi-Charabagh Bazar area under Raipura Upazila in Narsingdi at around 2:00pm on Friday.

The deceased are Md Roni, 28, son of Md Jumman Mia and Md Taposh, 29, son of Habibur Rahman, both had business and were from Jangi Shibpur village under Uttar Bakhar Nagar Union in Raipura.

Md Nurul Haque, officer-in-charge of Bhairab Highway Police Station said that the driver fled the scene with the bus and they had handed over the bodies to their families without autopsy.

UNB reported that a day labour and a child were killed in two separate road accidents in Magura on Friday.

The deceased are brickfield labour Tobarak Mollah, 40, a resident of Nahata village under Mohammadpur upazila, and 18-month-old child Morium, daughter of Murad Hossain of Dakshinpara of Sripur upazila.

Officer-in-charge of Mohammadpur police station Burhan Ali said that a speeding three-wheeler taxi crashed into Tobakrak when he was going to his workplace by a bicycle at about 7:00am.

Tobarak died on the spot and a case was filed in this regard, he added.

A speeding human hauler, locally known as Nasiman, rammed into the child while she was playing on a road in front of her house in Sonatundi village at around 10:00am, said Sripur police station OC Taslim Hossain.

They registered a case, he added.

যুগান্তর
বুধবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৩ ফাল্গুন ১৪৩১

মির্জাপুরে ট্রাকে মাইক্রোর ধাক্কা, বরযাত্রী নিহত

যুগান্তর ডেস্ক

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে মাইক্রোবাসের ধাক্কায় এক বরযাত্রী নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার নাটিয়াপাড়া এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া পাঁচ স্থানে দুর্ঘটনায় আরও পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে রাজবাড়ীতে নারী, মানিকগঞ্জে যুবক, দিনাজপুরে আরোহী, খুলনায় বৃদ্ধা এবং কুষ্টিয়ায় কৃষক রয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

সিংগাইর (মানিকগঞ্জ) : ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে যুবক কাইয়ুম মোল্যা নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় আটজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার উপজেলার বায়রা ইউনিয়নের সানাইল এবিসি মৎস্য খামার সংলগ্ন সিংগাইর-মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পিকআপচালক কাইয়ুমের বাড়ি উপজেলার জয়মন্টপ ইউনিয়নের চর-ভাকুম গ্রামে। তিনি ওই গ্রামের আব্দুল মোল্যার ছেলে।

যুগান্তর
বুধবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৩ ফাল্গুন ১৪৩১

অগ্নিনির্বাপণযন্ত্র বিস্ফোরণে সাভারে ২ শ্রমিক নিহত

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর

সাভারে ফায়ার এক্সটিংগুইশার (অগ্নি নির্বাপণযন্ত্র) বিস্ফোরণে ২ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। তারা হলেন, ওলিউর রহমান ও হযরুদ্দিন। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার বিরুলিয়া ইউনিয়নের খাগান এলাকায় রহিম আফরোজ কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, রাজধানীর মেট্রোনেট বাংলাদেশ থেকে মালামাল নিয়ে একটি গাড়ি রহিম আফরোজ কারখানায় আসে। মালামাল নামানোর সময় হঠাৎ অগ্নি নির্বাপণযন্ত্র বিস্ফোরণ ঘটে। বিকালে দুই শ্রমিকের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষ কোনো কথা বলতে রাজি হয়নি। সাভার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জুয়েল মিঞা বলেন, ঘটনার তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ১২ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 25 February 2025

মেরামতের সময় এসি বিস্ফোরণ, ২ মিস্ত্রি নিহত

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুরে একটি বেসরকারি ব্যাংকে এসি মেরামত করার সময় বিস্ফোরণে ২ মিস্ত্রি নিহত হয়েছেন? গত রোববার দুপুর ১টায় ইস্টার্ন ব্যাংকের কাঁচপুর শাখায় এই ঘটনা ঘটে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে সোনারগাঁ মেগা কমপ্লেক্স নামে ছয়তলা ভবনে ব্যাংকটির শাখা? বিস্ফোরণের ঘটনার পর ব্যাংকটির লেনদেনসহ সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। নিহতরা হলেন- চাঁদপুর সদরের সেলিম বেপারীর ছেলে মো. তুহিন এবং লক্ষ্মিপুরের রামগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা মো. রাফি।

ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের কাঁচপুর স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ইস্টার্ন ব্যাংকের কাঁচপুর শাখার শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের কম্প্রেশার মেরামতের কাজ করছিলেন মিস্ত্রিরা? এ সময় বিস্ফোরণে দগ্ধ হন ওই দুই মিস্ত্রি? পরে তাদেরকে উদ্ধার করে নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

বজ্রপাতে কৃষি শ্রমিকের মৃত্যু

প্রতিনিধি, সাদুল্লাপুর (গাইবান্ধা)

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরের মোহাম্মদ আকন্দ বগুড়ার কাহালু উপজেলার পাইকড় ইউনিয়নের যোগীর ভবন এলাকায় গিয়েছিলেন শ্রম বিক্রি করতে। সেখানে বীজতলা থেকে ধানচারা উঠানোর সময় বজ্রপাতে মারা যান তিনি। গত রোববার বিকেলে গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের চিকনী (পূর্বপাড়া) গ্রামের বাড়িতে তার মরদেহ পৌঁছাছে। নিহত মোহাম্মদ আকন্দ চিকনী (পূর্বপাড়া) গ্রামের আহম্মদ আকন্দ ঘুনুর ছেলে।

জামালপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জাহিদ হাসান শুভ বলেন, চিকনী (পূর্বপাড়া) গ্রামের মোহাম্মদ আলীর বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনাটি লোকমুখে শুনেছি। ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক।

দেশ রূপান্তর
শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

দুই বন্ধুসহ সড়কে ঝরল ৫ প্রাণ

রূপান্তর ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছে। সোনারগাঁয়ে দুই বন্ধু, টাঙ্গাইলের মধুপুরে অটোরিকশা চালক, বগুড়া শাজাহানপুরে সাইকেল আরোহী ও কুড়িগ্রামের ধরলা ব্রিজ পূর্ব পাড়ে ট্রলিচালক নিহত হয়েছেন। বিস্তারিত আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো খবরে।

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) : নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত হয়েছে। গত বুধবার রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের টিপুরদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ওসি কাজী ওয়াহিদ মুর্শেদ বলেন, 'বুধবার দুই বন্ধু মোটরসাইকেল যোগে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বেড়াতে যায়। পরে তারা সোনারগাঁয়ের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে রাতে বাড়ি ফেরার পথে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের টিপুরদী এলাকায় ইউটার্ন নেওয়ার সময় পেছন দিক থেকে একটি বাস মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এ সময় মোটরসাইকেলে থাকা হাবিব ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আহত অবস্থায় টুটুলকে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। ঘটনার পর গাড়ির চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়।'

নিহত টুটুল পেশায় একজন ব্যবসায়ী। সে রাজধানীর নন্দীপাড়া এলাকার বদিউজ্জামানের ছেলে এবং নিহত হাবিব একই এলাকার আবদুল বাতেনের ছেলে। তিনি ফিনল্যান্ড প্রবাসী।

টাঙ্গাইল : মধুপুরে ট্রাক-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে গফুর মিয়া (৫০) নামে এক অটোরিকশা চালক নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও চারজন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে টাঙ্গাইল-জামালপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের উপজেলার গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে এ ঘটনা ঘটে। নিহত গফুর উপজেলার মাঝিরা এলাকার সুইকা জর্দারের ছেলে। তিনি পেশায় অটোরিকশা চালক। তাৎক্ষণিক আহতদের পরিচয় জানা যায়নি। তবে তারা উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গফুর মিয়া তার অটোরিকশায় যাত্রী নিয়ে মধুপর থেকে ধনবাড়ীর দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে গোলাবাড়ী ব্রিজের কাছে পৌঁছলে মধুপুরগামী একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে ধাক্কায় দেয়। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকসহ রিকশাটি খাদে পড়ে পাঁচজন আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক অটোরিকশা চালককে মৃত ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে মধুপুর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ফজলুল হক সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহতের মরদেহ হাসপাতাল থেকে তার স্বজনরা বাড়িতে নিয়ে গেছে। আহতরা চিকিৎসা নিচ্ছেন। অভিযোগ পেলে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বগুড়া : শাজাহানপুর উপজেলার দ্বিতীয় বাইপাস এলাকায় ইব্রাহিম (২৭) নামের এক সাইকেল আরোহী ট্রাকচাপায় নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার দ্বিতীয় বাইপাস সড়কের শেখপাড়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইব্রাহিম শাজাহানপুর উপজেলার শেখপাড়ার মধ্যপাড়া গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে। তিনি পেশায় একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন।

জানা গেছে, সকালে কাজের জন্য বাড়ি থেকে সাইকেল নিয়ে বের হন ইব্রাহিম। পথিমধ্যে উল্লিখিত স্থানে পৌঁছলে পেছন থেকে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইব্রাহিমকে চাপা দেয়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। শাজাহানপুর থানার এসআই সমর জানান, নিহতের লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল করা হয়েছে। ট্রাকের চালক ও হেলপার পলাতক রয়েছে।

কুড়িগ্রাম : কুড়িগ্রামের ধরলা ব্রিজ পূর্ব পাড়ে ট্রলির নিচে চাপা পড়ে চালক আবুল হোসেনের (৫৫) মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে ব্রিজের পূর্ব পাড়ের যাত্রাপুর সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রলিচালক কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা ভোগডাঙ্গা ইউনিয়নের ভাংড়ির বাজার এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, নিহত চালক ট্রলিতে করে আলু নিয়ে যাত্রাপুর যাচ্ছিলেন। এমন সময় ব্রিজের পূর্ব পাড়ে বাঁক ঘুরতে গিয়ে ট্রলিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তারই ওপর পড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কুড়িগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে। কুড়িগ্রাম সদর থানা-পুলিশের ওসি হাবিবুল্লাহ জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইত্তেফাক
সোমবার
১১ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু

আহত ৯

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

বিভিন্ন স্থানে সড়ক দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরো ৯ জন। শনিবার দিবাগত রাতে ও রবিবার এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

জৈন্তাপুর (সিলেট) সংবাদদাতা জানান, সিলেট-তামাবিল মহাসড়কের কাটাগাঙ নামক স্থানে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে দুই জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় বাইকে থাকা অপর এক আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। রবিবার দুপুর ২ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—দেলোয়ার হোসেন ও মো. তোফায়েল। আহত হলেন—সাব্বির আহমেদ (৩২)। আহত সাব্বিরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে তামাবিল হাইওয়ে থানার ইনচার্জ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

স্টাফ রিপোর্টার, রংপুর জানান, রংপুর-কুড়িগ্রাম মহাসড়কে দুর্ঘটনায় এক জন নিহত ও পাঁচ জন আহত হয়েছেন। বরিশাল চরমোনাই পিরের মাহফিল থেকে লালমনিরহাট ফেরার পথে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রবিবার সকাল ৮টার দিকে রংপুর নগরীর ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে কলাবাড়ী আনোয়ারুল উলুম কুরআন একাডেমি মাদ্রাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মাহিগঞ্জ থানার এসআই সুলতান মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। রংপুর মেট্রোপলিটন মাহিগঞ্জ থানা সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে।

রাউজান (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, রাউজানে মায়ের চিকিৎসা করে ফেরার পথে বালুবাহী ট্রাক ও সিএনজি চালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে ছুনু বড়ুয়া (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালকসহ আরো তিন জন আহত হয়েছেন। গত শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের রাউজান উপজেলার নোয়াপাড়া পল্লী বিদ্যুৎ অফিস এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন—নিহত ছুনু বড়ুয়া মা দিপালী বড়ুয়া (৭০), ছোট বোন বর্ণা বড়ুয়া (৪০) ও অটোরিকশা চালক মন্টু বড়ুয়া (৪২)। রাউজান থানার ওসি মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ঘাতক ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে।

সমকাল | শনিবার। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বগুড়ায় অটোকে ট্রাকচাপা পাঁচজন নিহত

সারাদেশে গেল ১৯ প্রাণ

■ সমকাল ডেস্ক

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় পাঁচজন, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় বাসচাপায় দু'জন এবং পটুয়াখালীর দশমিনায় ট্রলি-অটোরিকশা সংঘর্ষে দু'জন নিহত হয়েছেন। কুমিল্লার লালমাই, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ, ফরিদপুরের বোয়ালমারী, মানিকগঞ্জের ঘিওর, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ ও মাগুরার মহম্মদপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে সাতজনের। রাজধানীতে পৃথক দুর্ঘটনায় হাতিরঝিলে এক স্কুলছাত্র, গুলিস্তান এলাকায় বঙ্গভবনের সামনে এক অটোচালক ও বেইলি রোডে অজ্ঞাত একজন মারা গেছেন।

বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানের পাঁচ যাত্রী নিহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত ৯টার দিকে নওগাঁ-বগুড়া আঞ্চলিক সড়কের মেইল বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন– দুপচাঁচিয়া উপজেলার বানিয়াদিঘী গ্রামের মোজাহার (৬০) ও সাফিকুল ইসলাম (৪৫), আদমদীঘি উপজেলার বড় আকিড়া এলাকার শহিদুল ইসলাম (৬০), দুপচাঁচিয়ার মাঝিপাড়া গ্রামের মেজবাহ (৩২) ও ডিপুইল গ্রামের অটোরিকশাচালক ময়েন সরদার (৫৫)।

রাজধানীর হাতিরঝিল এলাকায় মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক স্কুলছাত্র মারা গেছে। তার নাম রাইয়ান জাবির (১৬)। রাইয়ান বনশ্রী মডেল হাই স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। বিকেলে গুলিস্তান এলাকায় বঙ্গভবনের সামনের সড়কে বাসের ধাক্কায় এক ব্যাটারিচালিত রিকশাচালকের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম রাজীব হাওলাদার (৩৫)। গতকাল রাতে রাজধানীর বেইলি রোডে গাড়ির ধাক্কায় অজ্ঞাত এক যুবক (২৫) মারা গেছেন।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রাস্তা পারাপারের সময় ট্রাকের ধাক্কায় মনোয়ারা বেগম (৬০) নামে এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কে লালমাই উপজেলার সৈয়দপুরে দলীয় সভা থেকে ফেরার পথে বাসচাপায় জসীম উদ্দিন (৫০) নামে এক জামায়াত কর্মী নিহত হয়েছেন।

পটুয়াখালীর দশমিনার পশ্চিম লক্ষ্মীপুরে গতকাল দুপুরে ট্রলি ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে এক গৃহবধূসহ দু'জন নিহত হয়েছেন। নিহতরা হলেন গৃহবধূ তানজিলা বেগম (৩০) ও ট্রলিচালক রাকিব হোসেন (৩০)। তানজিলা উপজেলা সদর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য আরজবেগী গ্রামের জিয়ার হোসেন হাওলাদারের স্ত্রী। ট্রলিচালক রাকিব হোসেন ৫ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম লক্ষ্মীপুর গ্রামের মন্নান খানের ছেলে।

ঢাকা-পাবনা মহাসড়কে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার চালা গ্রামে গত বৃহস্পতিবার রাতে বাসচাপায় অটোভ্যানের চালক রনি ইসলাম (৩৫) ও যাত্রী ফারুক হোসেন (৩০) নিহত হয়েছেন। ভ্যানটি সিরাজগঞ্জের কড্ডার মোড় থেকে উল্লাপাড়ায় আসছিল। বাসটি পাবনা থেকে যাচ্ছিল কক্সবাজার। গতকাল শুক্রবার সকালে কোচের চালককে আটক করে পুলিশ।

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার বাইখির বনচাকী নামক স্থানে গতকাল ইটভর্তি ট্রলি উল্টে চালক নিহত হয়েছেন। নিহত হামীম মাগুরা জেলার মহম্মদপুর উপজেলার চরজাংলিয়া গ্রামের মো. সাবুর ছেলে। চালক গাড়ির নিচে চাপা পড়েন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ভটভটিতে হাটে গরু বিক্রি করতে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গরুর মালিক হাবিবুর রহমান (৩৮) নিহত, চালকসহ দু'জন আহত হয়েছেন। গতকাল দুপুরে শিবগঞ্জ উপজেলার ফতেপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাবিবুরের বাড়ি আড়গাড়াহাট বিনোদনগর গ্রামে।

মাগুরার মহম্মদপুরে নোহাটা ইউনিয়নের চাকুলিয়া গ্রামে গতকাল নিজ বাড়ির পাশে নছিমনের ধাক্কায় বাইকচালক তোবারেক মোল্লা (৪৮) নিহত হয়েছেন।

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী বাসস্ট্যান্ডে গতকাল সকালে ট্রাকচাপায় সোহাগ (২৫) নামে এক পথচারী নিহত ও চারজন আহত হয়েছেন। সোহাগ বানিয়াজুরী গ্রামের জয়নাল মিয়ার ছেলে। গতকাল সকালে আরিচাগামী ট্রাক রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডিমভর্তি ভ্যানগাড়িকে ধাক্কা দিলে কয়েকজন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক সোহাগকে মৃত ঘোষণা করেন।

ময়মনসিংহ-শেরপুর সড়কে গাড়িচাপায় রফিকুল ইসলাম (২৮) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তারাকান্দা উপজেলার বটতলায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রফিকুল শেরপুরের শ্রীবরদী উপজেলার কুরুয়া গ্রামের জমর উদ্দিনের ছেলে।

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়েছেন সমকাল প্রতিবেদক এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধি)

যুগান্তর | সোমবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১১ ফাল্গুন ১৪৩১

শিশু কিশোর যুবকসহ সড়কে ঝরল ১০ প্রাণ

যুগান্তর ডেস্ক

সড়ক দুর্ঘটনায় ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। রোববার ও আগের দিন এসব দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে সিলেট ও দিনাজপুরে তিন আরোহী, শেরপুরে কিশোরসহ দুজন, সুনামগঞ্জে শিক্ষার্থী, কুড়িগ্রাম ও ভোলায় দুই যুবক, টঙ্গীতে পোশাককর্মী এবং রংপুরে বৃদ্ধ রয়েছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় দুই স্থানে আরও ২৬ জন আহত হয়েছেন। ব্যুরো, স্টাফ রিপোর্টার ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর—

টঙ্গী শিল্পাঞ্চল (গাজীপুর) : রোববার রাতে পাগাড় সালামের আটারবল এলাকায় অটোরিকশার ধাক্কায় সাদিয়া আক্তার (২২) নামে এক পোশাককর্মী নিহত হয়েছেন। তার বাড়ি হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ থানার আনন্দপুর গ্রামে।

ইত্তেফাক
সোমবার
১১ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পৃথক স্থানে বজ্রপাতে দুই জনের মৃত্যু

■ স্টাফ রিপোর্টার, রংপুর

রংপুরে আলু তুলতে গিয়ে বজ্রপাতে সাহিদা বেগম (৭০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকালে বদরগঞ্জ উপজেলার বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কালীগঞ্জ মন্ডলপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সাহিদা বেগম মন্ডল পাড়ার আফসার আলীর স্ত্রী।

বদরগঞ্জ থানার ওসি আতিকুর রহমান স্থানীয়দের বরাত দিয়ে জানান, রংপুরসহ বদরগঞ্জে সকাল থেকে হালকা বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হচ্ছিল। এ সময় সাহিদা বেগম ও তার ছেলে আনিছুর রহমান খেত থেকে আলু তুলছিলেন। হঠাৎ বিকট শব্দ করে বজ্রপাত হলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সাহিদা। এ সময় তার ছেলে আনিছুর রহমান অসুস্থ হয়ে খেতে পড়ে থাকেন। এলাকাবাসী দেখতে পেয়ে লাশ উদ্ধারসহ আনিছুরকে হাসপাতালে পাঠায়।

কাহালু (বগুড়া) সংবাদদাতা জানান, কাহালু উপজেলায় বজ্রপাতে মোহাম্মদ আকন্দ (৫৫) নামে এক শ্রমিক মারা গেছে। রবিবার সকাল পৌনে ৯টার সময় উপজেলার পাইকড় ইউনিয়নের যুগীরভবন গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোহাম্মদ আকন্দ গাইবান্ধা জেলার সাদুল্যাপুর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়ন সিকিনী গ্রামের মৃত বুলু আকন্দের ছেলে।

জানা গেছে, মোহাম্মদ আকন্দ শনিবার যুগীরভবন গ্রামের তোফাজ্জল বারীর জমিতে ধান রোপণের কাজ নেয়। রবিবার সবাই মেঘের গর্জনসহ হালকা বৃষ্টির মধ্যে মাঠে বীজতলায় ধানের চারা ওঠানোর সময় হঠাৎ সেখানে বজ্রপাত ঘটলে মোহাম্মদ আকন্দ ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

কাহালু থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হান্নান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

দেশ রূপান্তর
বুধবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

মেশিনের সুতার সঙ্গে পেঁচিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি

মুন্সীগঞ্জে জাল তৈরির কারখানায় মেশিনের সুতার সঙ্গে পেঁচিয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম শাকিল হোসেন (১৬)। গত সোমবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে শহরের উপকণ্ঠ পঞ্চসার ইউনিয়নের গোসাইবাগ গ্রামের দরবার অ্যাগ্রো নামের কারখানায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শাকিল ওই গ্রামের আমির হোসেনের ছেলে।

স্বজনরা জানান, সোমবার রাতে কারখানার একটি মেশিনের সুতা ছিঁড়ে যায়। মেশিনের সঙ্গে ছিঁড়ে যাওয়া সুতা লাগাচ্ছিল সে। অসাবধানতাবশত সুতার সঙ্গে পেঁচিয়ে মেশিনের সঙ্গে তার মাথায় আঘাত লাগে। তাৎক্ষণিক অন্য শ্রমিকরা তাকে মুন্সীগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সদর থানার ওসি সাইফুল আলম জানান, অবহেলাজনিত কারণে শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ।

যুগান্তর
রোববার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১০ ফাল্গুন ১৪৩১

খাতুনগঞ্জে গুদামে বিষক্রিয়ায় প্রাণ গেল শ্রমিকের

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জের একটি ভোগ্যপণ্যের গুদামে দেওয়া কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় মোহাম্মদ মাসুদ (৩৫) নামে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার রাতে অসুস্থ হওয়ার পর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে তার মৃত্যু হয়। তবে গুদাম মালিকের দাবি বিষক্রিয়ায় নয়; ডায়রিয়ায় অসুস্থ হওয়ার পর ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার রাতে খাতুনগঞ্জের 'মেসার্স ইউনির্ভাসেল এ্যাগ্রো কর্পোরেশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানটির গুদামে ঘুমাতে যান মাসুদসহ তিন শ্রমিক। সেখানে তারা তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়েন।

তাদেরকে চট্টগ্রাম জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। রাত ১১টার দিকে শ্রমিক মোহাম্মদ মাসুদ মারা যান। এ ঘটনায় মানবিক বিবেচনায় পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ৮ লাখ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৯ মাঘ ১৪৩১, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আশুলিয়ায় শ্রমিক দম্পতির ঝুলন্ত লাশসহ তিন জনের মরদেহ উদ্ধার

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিল্পাঞ্চল সাভারের আশুলিয়ায় পৃথক স্থান থেকে পোশাকশ্রমিক দম্পতির ঝুলন্ত লাশসহ তিন জনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে আশুলিয়ার জামগড়া কাঁঠালতলা এবং ডেন্ডাবর এলাকা থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।

এর মধ্যে জামগড়া কাঁঠালতলা এলাকায় নিহতরা হলেন বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার বড়ইতলা গ্রামের মোস্তফার ছেলে মো. শাওন ও একই উপজেলার জমাদ্দার বাড়ি গ্রামের শাহ আলম মাতব্বরের মেয়ে হাফিজা। তারা দুজনেই আশুলিয়ার দ্য রোজ ড্রেসেস নামের একটি তৈরি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে আশুলিয়ার ডেন্ডাবর এলাকার জনৈক মকবুলের ভাড়া বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া ফারজানা আক্তার পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ থানা এলাকার ফজলু মিয়ার মেয়ে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, প্রায় পাঁচ মাস আগে আশুলিয়ার কাঁঠালতলা এলাকার আফাজ উদ্দিনের পাঁচতলা ভবনের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে স্থানীয় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন শাওন ও হাফিজা দম্পতি। প্রতিদিনের মতো সকালে তারা কারখানায় চলে যান এবং রাতে বাসায় ফিরেন। তবে সোমবার রাতে তাদের কক্ষে একই রশিতে দুজনকে ঝুলতে দেখে প্রতিবেশীরা বাড়িওয়ালাকে খবর দেন। বাড়িওয়ালা এসে পুলিশে খবর দিলে আশুলিয়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ঐ দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

বাড়িওয়ালা আফাজ উদ্দিন জানান, তাদের মধ্যে কখনো পারিবারিক কলহ দেখা যায়নি। কি কারণে তারা আত্মহত্যা করলেন তা তিনি বোধগম্য নন।

আশুলিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জসিম উদ্দিন জানান, ঐ দম্পতির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান তিনি। এছাড়া বিকালে উদ্ধার হওয়া ফারজানার মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৯ মাঘ ১৪৩১, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

লিবিয়া উপকূলে নিহত ২০ 'বাংলাদেশি' সমাহিত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

লিবিয়া উপকূলে নিহত ২০ অভিবাসীকে সমাহিত করা হয়েছে। কোনো সূত্র মৃতদের জাতীয়তা নিশ্চিত করতে পারেনি। তবে, স্থানীয় রেড ক্রিসেন্টের ধারণা, নিহতরা সবাই বাংলাদেশি নাগরিক। গতকাল শনিবার লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসের বরাত দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, গত ২৪ জানুয়ারি লিবিয়া উপকূল থেকে ভূমধ্যসাগর হয়ে একটি নৌকা ইতালির উদ্দেশে রওনা দেয়। ঐ নৌকায় অনেক বাংলাদেশি নাগরিক ছিলেন। নৌকাটি ডুবে গিয়ে লাশ ভেসে আসছে লিবিয়া উপকূলে। তবে ঐ নৌকায় ঠিক কতজন বাংলাদেশি ছিলেন, তা এখনো জানা যায়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী ব্রেগা তীর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে আজদাদিয়ায় ২০টি মৃতদেহ ইতিমধ্যেই সমাহিত করা হয়েছে। মৃতদেহগুলো পচন ধরা শুরু হয়েছিল। কোনো সূত্র মৃতদের জাতীয়তা নিশ্চিত করতে পারেনি। তবে, স্থানীয় রেড ক্রিসেন্ট ধরে নিয়েছে যে তারা সবাই বাংলাদেশি নাগরিক। নিহতদের কাছে কোনো নথি পাওয়া যায়নি।

ঘটনাস্থলটি পূর্ব সরকারের আওতাধীন এবং রাজধানী বেনগাজিতে অবস্থিত, বাংলাদেশ দূতাবাস এখনো ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য ছাড়পত্র পায়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত দুর্ঘটনায় মৃত, আহত বা ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। তথ্য জানাতে ফেসবুক কমেন্টে অথবা দূতাবাসের নিম্নোক্ত দাপ্তরিক মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে: +২১৮৯১৬৯৯৪২০২ এবং +২১৮৯১৬৯৯৪২০৭।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯ মাঘ ১৪৩১, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

লালপুরে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যা

■ লালপুর (নাটোর) সংবাদদাতা

নাটোরের লালপুরে দুর্বৃত্তের ধারালো অস্ত্রের কোপে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার বিকালে উপজেলার চামটিয়া গ্রামের রাস্তার পাশে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম সুকুমার (৩০), তিনি গোপালপুর পৌরসভার বাহাদীপুর মহল্লার মৃত যুগোলের ছেলে। নিহত সুকুমারের ঘাড়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, তারা রাস্তার পাশে রক্তাক্ত একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেয়। নিহতের ঘাড়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

লালপুর থানার ওসি নুরুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সন্ধ্যায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত থানায় মামলা হয়নি।

NEW AGE
TUESDAY, FEBRUARY 4, 2025,

Four journalists injured in attack for publishing news

Our Correspondent · Shariatpur

FOUR Shariatpur-based journalists were injured in an attack by a group of miscreants in front of the deputy commissioner's office in the district town on Monday reportedly for publishing news over the negligence of doctors at a hospital.

The injured journalists are Sohag Khan Sujan of Samakal, Bidhan Mojumder Oni of New24 Television, Nayan Das of Bangla TV, and Saiful Islam Akash of Desh TV.

Witnesses said that the attackers swooped on Sohag at about 1:00pm and when Bidhan, Nayan and Saiful tried to save Sohag, they were also attacked.

Locals said that reports on the negligence of doctors at Shariatpur Sadar Hospital were published by some media outlets, including Samakal.

On Monday, Sohag and some journalists had an argument with a clinic owner, Nuruzzaman Sheikh, at the hospital that led to the attack, they said.

Sohag was admitted to Shariatpur Sadar Hospital and other injured journalists took primary treatment there.

'Nuruzzaman Sheikh was angry with me as a news story against the negligence of the doctors at the hospital was published in my newspaper,' Sohag said.

He alleged that Nuruzzaman and his men attacked him with knives and hammers due to publishing the news.

Palang model police station officer-in-charge Helal Uddin said that no case was filed with his police station and none was arrested in this connection until filing this report at 10:00pm on Monday.

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১৯ মাঘ ১৪৩১, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

ভেদরগঞ্জে ঘুমন্ত শ্রমিককে হত্যার অভিযোগ

শ্যালক আটক

■ ভেদরগঞ্জ (শরীয়তপুর) সংবাদদাতা

ভেদরগঞ্জে এক পোশাক শ্রমিককে ঘুমন্ত অবস্থায় পাথর দিয়ে মাথায় আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নিহতের শ্যালককে আটক করেছে সখিপুর থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার সখিপুর থানার ডিএমখালি ইউনিয়নের সরদারকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত পোশাক শ্রমিকের নাম জাফর সরদার। তিনি সরদারকান্দি এলাকার মৃত শাহআলম সরদারের ছোট ছেলে।

সখিপুর থানার ওসি মো. ওবায়েদুল হক বলেন, জাফরের লাশের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় জড়িত স্বপন আহম্মেদ শাওনকে গরিবের চর এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দেশ রূপান্তর শনিবার, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে হামলার শিকার ৩ সাংবাদিক

তালতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি

বরগুনার তালতলীতে জমি দখলের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তিন সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে উপজেলার আঙ্গারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হামলার শিকার স্থানীয় সাংবাদিকরা হলেন ইউসুফ আলী, মল্লিক জামাল ও আবুল হাসান।

জানা যায়, উপজেলার শারিকখালী ইউনিয়নের আঙ্গারপাড়া এলাকায় আ. সত্তারসহ তার সন্ত্রাসী বাহিনী প্রতিপক্ষের জমি দখল করতে যায়। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন বিষয়টি পুলিশ ও সাংবাদিকদের জানান। ঘটনাস্থালে সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে নয়া দিগন্তের সাংবাদিক ইউসুফ আলীসহ অন্য সাংবাদিকরা দখলের ভিডিও ধারণ করতে গেলে আ. সত্তার ও তার সন্ত্রাসী বাহিনী বাধা দেয়। এক পর্যায়ে পুলিশের সামনে সাংবাদিক ইউসুফ আলীকে বেধড়ক পিটিয়ে জখম করে। তাকে রক্ষা করতে গেলে সাংবাদিক মল্লিক জামাল ও আবুল হাসানকেও মারধর করে তাদের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয় সন্ত্রসীরা।

তালতলী প্রেস ক্লাবের সভাপতি খাইরুল ইসলাম বলেন, 'পুলিশের সামনে সাংবাদিকের ওপরে হামলার ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। দ্রুত সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানাচ্ছি।' তালতলী থানার ওসি শাহজালাল বলেন, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যুগান্তর বুধবার ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ২৯ মাঘ ১৪৩১

সাভারে কারখানার 'পরিদর্শন কক্ষে' শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ

যুগান্তর প্রতিবেদন, সাভার ও শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

সাভারের আশুলিয়ায় রেডিয়েন্স ফ্যাশন লিমিটেড কারখানার অষ্টমতলার পরিদর্শন কক্ষ থেকে কোয়ালিটি ইনস্পেকটর গোলাম মোস্তফার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। মোস্তফা নওগাঁর বদলগাছি থানার আরসা গ্রামের মৃত তৈয়ব আলীর ছেলে। তিনি স্ত্রী-সন্তান নিয়ে স্থানীয় ছাইদুদ্দিনের ষষ্ঠতলা বাড়ির তৃতীয়তলায় ভাড়া থেকে রেডিয়েন্স কারখানার ফিনিশিং শাখায় কোয়ালিটি ইনস্পেকটর হিসাবে কাজ করতেন। সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যদের দাবি, কেউ মোস্তফাকে হত্যা করে লাশ ঝুলিয়ে রেখেছে।

আশুলিয়া থানার ওসি নুর আলম সিদ্দিকী বলেন, লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা।

শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ : শ্রীপুরে কর্মী ছাঁটাই বন্ধসহ ১৬ দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ক্রাউন ওলেন ওয়্যার কারখানার শ্রমিকরা। মঙ্গলবার উপজেলার এলাকার মাওনা-কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তারা মূল ফটক বন্ধ করে ভেতরে অবস্থান করছিলেন।

সময়ের আলো সোমবার। ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

লামায় ২০ শ্রমিককে অপহরণ

বান্দরবান প্রতিনিধি

বান্দরবানের লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালীর ভিন্ন ভিন্ন রাবার বাগান থেকে ২০ জন শ্রমিককে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করেছে। রোববার দুপুরে ফাঁসিয়াখালী গয়ালমারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। অপহৃত ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। তা ছাড়া পাহাড়ের কোনো সন্ত্রাসী দল বা কারা এই অপহরণ করেছে তা নিশ্চিত করতে পারেননি পুলিশ।

লামা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. নুরুল আনোয়ার বলেন, যে এলাকায় ঘটনা ঘটেছে সেখানে অনেক রাবার বাগান আছে। কিছু অংশ লামায় পড়েছে, কিছু অংশ নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় পড়েছে। সেসব এলাকায় যৌথ অভিযান চলমান আছে।

সংবাদ ঢাকা : মঙ্গলবার ২১ মাঘ ১৪৩১ Dhaka : Tuesday 4 February 2025

লামায় আবারও ৭ শ্রমিককে অপহরণ

প্রতিনিধি, বান্দরবান

বান্দরবানের লামার দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে আবারও ৭ জন শ্রমিককে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা। গত রোববার উপজেলার সরই ইউনিয়নের কমলা বাগান এলাকা থেকে তাদের অপহরণ করা হয়। জানা যায়, গত রোববার কমলা বাগান এলাকা থেকে পাহাড়ে লাকড়ি সংগ্রহ করতে যাওয়া ৭ জন শ্রমিককে অপহরণ করেছে দুর্বৃত্তরা। অপহৃতরা সবাই স্থানীয় কাঠ ব্যবসায়ী হেলাল উদ্দীনের অধীনে গহীন পাহাড়ে লাকড়ি সংগ্রহ করছিলেন। অপহৃতদের নাম পরিচয় এখন পর্যন্ত জানা যায়নি এবং কে বা কারা তাদের অপহরণ করেছে সেই বিষয়েও কিছুই জানা যায়নি। খবর পাওয়ার পর পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছেন।

বান্দরবন জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম বলেন, লামা উপজেলার সরই ইউনিয়নের কমলা বাগান এলাকা থেকে ৭ জন শ্রমিককে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। পাহাড়ের আঞ্চলিক কোন স্বশস্ত্র দল এ অপহরণ করে থাকতে পারে। এ বিষয়ে কোন অভিযোগ বা মামলা হয়নি। তবে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযান শুরু করেছেন।

যুগান্তর রোববার ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৯ মাঘ ১৪৩১

প্রাইভেটকারচালক সাজু হত্যার মূল ঘাতক গ্রেফতার

যুগান্তর প্রতিবেদন

রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে নিহত প্রাইভেটকারচালক সাজু মিয়ার ঘাতক রোকন মিয়াকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির ডিবি মতিঝিল বিভাগ। শুক্রবার রাতে কুমিল্লার কোতোয়ালি থানার কাঁটাবিল চকবাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া শাখার উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, ২১ জানুয়ারি খুন হন সাজু মিয়া। ছিনতাইকারীদের গ্রেফতারে পুলিশের পাশাপাশি তৎপরতা শুরু করে ডিবি।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রোকন হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। এই হত্যাকাণ্ডে তার সঙ্গী আসিফুজ্জামান লিসান, মোহাম্মদ মিজান এবং মোহাম্মদ সজীবও অংশ নেয়। তারা সাজুকে সুইচ গিয়ার চাকু দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেয়। পরে ফোনসেট মতিঝিলের ফুটপাতে এক অজ্ঞাত ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক মঙ্গলবার ৫ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সিদ্ধিরগঞ্জে অটোরিকশা চালককে খুনের পর লাশ গুম, গ্রেফতার ৭

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) সংবাদদাতা

সিদ্ধিরগঞ্জে অটোরিকশা ছিনতাই ও চালককে খুন করে নদীতে লাশ গুমের ঘটনায় ছিনতাই চক্রের সাত সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে নারায়ণগঞ্জ জেলা নৌ-পুলিশ। গতকাল সোমবার নারায়ণগঞ্জ জেলা নৌ-পুলিশের সুপার মো. আলমগীর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এ সময় আসামিদের কাছ থেকে ছিনতাইকৃত একটি অটোরিকশা, মোবাইল ফোন, চালককে অজ্ঞান করার কাজে ব্যবহৃত চেতনানাশক ওষুধ, নগদ ২৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতকৃতরা হলেন লিয়ন, বোরহান, শাওন বেপারী, পারভীন বেগম, শাহীন মোল্লা, মোহাম্মদ আলী ও আল আমিন সর্দার।

গত ১৬ জানুয়ারি সিদ্ধিরগঞ্জ সাইলো ঘাট এলাকার খাদ্যগুদামের পূর্ব পাশে শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তীরে ভাসমান অবস্থায় একটি অজ্ঞাতপরিচয় পুরুষের (৫১) লাশ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে লাশটির পরিচয় শনাক্ত হওয়ার পর ভিকটিমের পরিবার গত ৫ ফেব্রুয়ারি সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক ২৩ মাঘ ১৪৩১, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

কুয়াকাটায় সাংবাদিককে কুপিয়েছে দুর্বৃত্তরা

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় বাংলাভিশন টেলিভিশনের কুয়াকাটা প্রতিনিধি ও পৌর যুবদল সাধারণ সম্পাদক মো. জহিরুল ইসলাম মিরনকে উপর্যুপরি কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। মঙ্গলবার রাতে কুয়াকাটার তুলাতলী ফিলিং স্টেশন-সংলগ্ন এলাকায় তার নিজ বাসভবনের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে স্থানীয়রা আহত অবস্থায় মিরনকে উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক ৫ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

কুষ্টিয়ায় মাঠ থেকে কৃষকের লাশ উদ্ধার

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

কুষ্টিয়ায় এক কৃষককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। তার নাম আতিয়ার খাঁ (৬৫)। গতকাল সোমবার সকালে সদর উপজেলার অন্তর্গত জোতপাড়া মাঠ থেকে পুলিশ নিহতের লাশ উদ্ধার করেছে। নিহত আতিয়ার খাঁ জোতপাড়া গ্রামের সিরাজ খানের ছেলে। তিনি আগে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানির কর্মী ছিলেন।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল আলিম জানান, ময়নাতদন্তের জন্য লাশ কুষ্টিয়া ২৫০ বেড জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। লাশের মাথায় আঘাত ও কোপের চিহ্ন ছিল। তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের চিহ্নিত করার জোর চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৫ ফাল্গুন ১৪৩১

ধুনটের গৃহকর্মীকে নয় বছর আটকে নির্যাতন

বগুড়া ব্যুরো

ঢাকায় এক দম্পতির বিরুদ্ধে ধুনটের কুমারী প্রিয়া রানী (১৯) নামে এক গৃহকর্মীকে দীর্ঘ নয় বছর বাড়িতে আটকে রেখে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এ দীর্ঘ সময় তাকে পরিবারের সাথে দেখা ও পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। বাবা-মা মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ও সাদা কাগজে স্বাক্ষর দিয়ে মেয়েকে মুক্ত করেছেন। স্থানীয়রা জানান, গৃহকর্মী রানী ধুনট সদর ইউনিয়নের কুঠিবাড়ি গ্রামের বিমল চন্দ্র রায়ের মেয়ে। সংসারে অভাবের কারণে ও দু'মুঠো ভাত-কাপড়ের আশায় ১০ বছর বয়সেই মেয়ে রানীকে অন্যের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাজে দেন। ধুনট হাসপাতাল মোড় এলাকার উপজেলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা সন্তোষ সাহা অসহায় কুমারী প্রিয়া রানীকে গৃহকর্মী হিসেবে নেন। এরপর ঢাকার আবদুল্লাহপুরে মেয়ের বাড়িতে পাঠান। সেখানে দীর্ঘ নয় বছর তাকে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। অভিযোগ উঠেছে সন্তোষ সাহার মেয়ে মালা রানী সাহা ও জামাই সুদেব সাহা তাকে (প্রিয়া) শারীরিক নির্যাতন করেছেন। রানী বলেন, ঢাকার আব্দুল্লাহপুর এলাকার একটি বাসায় বন্দি হিসেবে থাকতাম। বাড়ির বাহিরে গেলে মাঝে মধ্যে বাথরুমে আটকে রাখতেন। ঠিকমতো খেতে দিতেন না। সন্তোষ সাহার স্ত্রী মিনতি রানী সাহা বলেন, তাকে নির্যাতন করা হয়নি। দুষ্টামি করলে সন্তানের মতো শাসন করা হয়েছে।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫.

যৌথ বাহিনীর অভিযান

বান্দরবানে অপহৃত ২৬ শ্রমিক উদ্ধার হননি

প্রতিনিধি, *বান্দরবান*

বান্দরবানের লামা উপজেলার ফাঁসিয়াখালীর দুর্গম মুরুংঝিরি থেকে অপহৃত রবারবাগানের ২৬ শ্রমিককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। গত রোববার সকালে তাঁদের অপহরণ করা হয়েছিল। রবারবাগানের মালিকেরা জানিয়েছেন, অপহরণকারীরা গতকাল সোমবার সকালেও মুক্তিপণ দাবি করেছেন। মুক্তিপণ না দিলে এসব শ্রমিককে হত্যা এবং রবারবাগান ধ্বংসের হুমকি দিয়েছেন তাঁরা। পুলিশ জানিয়েছে, অপহৃত ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

রবারবাগানের মালিকেরা জানান, অপহরণকারীরা প্রত্যেক শ্রমিকের মুক্তির জন্য ৫০ হাজার টাকা দাবি করেছেন। গতকাল সকাল পর্যন্ত মুক্তিপণ চেয়ে একাধিকবার ফোন করা হয়েছে। শ্রমিকদের মুঠোফোন নম্বর থেকেই কল করেছেন অপহরণকারীরা।

লামা উপজেলা সদর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের মুরুংঝিরি এলাকা। এলাকাটি লামা, নাইক্ষ্যংছড়ি ও আলীকদম উপজেলা সীমানার গহিন জঙ্গলে। সেখানে মুঠোফোনের নেটওয়ার্ক না থাকায় সহজে যোগাযোগ করা যায় না বলে জানিয়েছেন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মংম্যাগ্য মারমা।

মুরুংঝিরি এলাকার একটি রবারবাগানের মালিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, কয়েক মাস আগে মুরুংঝিরির পার্শ্ববর্তী রবারবাগানে চাঁদা দাবি করেছিল সন্ত্রাসীরা।

প্রথম আলো • রোববার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫.

মুন্সিগঞ্জে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১

প্রতিনিধি, *মুন্সিগঞ্জ*

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় বাড়ি ফেরার পথে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে এক পোশাক কারখানার কর্মীকে (২৯) তুলে নিয়ে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের ঘটনায় গত শুক্রবার এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় উপজেলার বালুরচর ইউনিয়নের ডিসি প্রজেক্টের নির্জন স্থানে ওই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।

গ্রেপ্তার যুবকের নাম নুরুল ইসলাম (৩৫)। তিনি উপজেলার চর চসুমদ্দিন গ্রামের ওসমান গনির ছেলে। গতকাল শনিবার ধর্ষণের বিষয়টি স্বীকার করে আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন ওই আসামি।

ধর্ষণ ও গ্রেপ্তারের বিষয়টি গতকাল নিশ্চিত করেছেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও সিরাজদিখান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হাবিবুর রহমান।

ধর্ষণের শিকার ওই নারী ও ধর্ষকের বরাত দিয়ে গতকাল গণমাধ্যমকে পুলিশ জানায়, ওই নারী নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা উপজেলার বিসিক পঞ্চবটী নিউ আরএস গার্মেন্টিসে কাজ করতেন। তাঁর স্বামীর বাড়ি উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের মোল্লাকান্দিতে। ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কাজ শেষে অটোরিকশা করে যাচ্ছিলেন। ওই অটোতে অন্য কোনো যাত্রী ছিল না। অটোরিকশাটি মোল্লাকান্দি বালুচর গ্রামের ডিসি প্রজেক্টের সামনে পৌঁছালে মো. রহিম (৩২), মো. আরিফ সরকার (৩০) অটোরিকশার গতিরোধ করেন। সে সময় ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ওই কর্মীকে অটোরিকশা থেকে নামিয়ে ডিসি প্রজেক্টের ভেতরে ধলেশ্বরী নদীর পারে ঝোপঝাড়ে নিয়ে যান। সেখানে নুরুল, মো. বাবুল (৩৩), মো. সোলেমান (৩০) নামের আরও তিনজন উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই ওই পাঁচজন ওই কর্মীকে ধর্ষণ করেন।

সিরাজদিখান থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হাবিবুর রহমান বলেন, গত শুক্রবার রাতে ধর্ষণের ঘটনায় ওই নারী পাঁচজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা করেন।

যুগান্তর | বুধবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৬ ফাল্গুন ১৪৩১

লামায় অপহৃত ২৫ শ্রমিক ১০ লাখ টাকায় মুক্ত

বান্দরবান ও লামা প্রতিনিধি

বান্দরবানের লামার ফাঁসিয়াখালী ইউনিয়নের মুরুং ঝিরি থেকে অপহৃত ২৫ রাবার শ্রমিককে ৭২ ঘণ্টা পর ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে অপহরণকারীরা। মঙ্গলবার সকালে তাদের কক্সবাজারের ঈদগার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। মুক্তি পাওয়া শ্রমিকদের ১৯ জনের নাম পাওয়া গেছে। তারা হলেন—নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের ক্যাংগার বিল এলাকার অধিবাসী মো. ফারুক, আইয়ুব আলী, মো. ছিদ্দিক, আব্দুল খালেক ও আবদুল মাজেদ। আলিখ্যং এলাকার অধিবাসী মনিরুল ইসলাম, মোবারক, মো. হারুন, রমিজ উদ্দিন, ছৈয়দ নুর, মো. কায়সার, মনির হোসেন ও মো. ইমরান। কক্সবাজারের ইদগড় ইউনিয়নের মঞ্জুর, আফসার আলী, খায়রুল আমিন, আবু বক্কর, আবদুর রাজ্জাক ও মুবিন। এছাড়া বাকি ৬ শ্রমিকের নাম জানা যায়নি।

জানা যায়, মুক্তি পাওয়া শ্রমিকরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অপহরণকারীরা তাদের শারীরিক নির্যাতন করেছে। তারা সবাই কক্সবাজারের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। শনিবার গভীর রাতে মুরুং ঝিরি থেকে ২৫ রাবার শ্রমিকদের অপহরণ করে নিয়ে যায় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। এ খবরের পর পুলিশ, বিজিবি ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের উদ্ধারে অভিযান শুরু করে। রাবার বাগানের মালিকরা জানান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে কোনো অগ্রগতি না দেখে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে শ্রমিকদের ছাড়িয়ে আনা হয়েছে।

লামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহাদাৎ হোসেন বলেন, অপহৃত শ্রমিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারা এখন বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ বিষয়ে লামা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মইন উদ্দিন বলেন, অপহৃত শ্রমিকদের মুক্তির বিষয়টা শুনেছি। এলাকাটি দুর্গম হওয়ায় মুক্তিপণের বিষয়টি জানতে পারিনি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
মঙ্গলবার ॥ ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

মারধরে হকারের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে মারধরের শিকার হয়ে মইজ উদ্দিন (৪৪) নামে এক হকারের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে। গতকাল খিলগাঁও থানার এসআই রেজাউল করিম জানান, মুগদা জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগ থেকে রবিবার রাতে ওই ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) মর্গে পাঠানো হয়। পুলিশ জানায়, মইজ উদ্দিনের কপাল, মুখমণ্ডল, গলাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। আঘাতজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এর বাইরে অন্য কোনো কারণ আছে কি না, তা তদন্তসাপেক্ষে ও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে জানা যাবে। খিলগাঁও থানার পরিদর্শক (তদন্ত) গোলাম মোস্তফা বলেন, রবিবার সন্ধ্যায় নন্দীপাড়া এলাকায় চা, সিগারেট খাওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় সুজন ও মনিরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় মইজ উদ্দিনের। একপর্যায়ে তারা তাকে ব্যাপক মারধর করে। পরে মুগদা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। মইজ উদ্দিনের ভাতিজা আবদুল মান্নান বলেন, মহিজ উদ্দিন ফুটপাতে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায়। থাকতেন খিলগাঁওয়ের নন্দীপাড়া এলাকায়। তার এক ছেলে মোহন মালয়েশিয়ায় থাকেন।

যুগান্তর
শুক্রবার ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৫ ফাল্গুন ১৪৩১

সোনারগাঁয়ে শ্রমিক পিটিয়ে মুক্তিপণ আদায়

যুগান্তর প্রতিবেদন, *সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ)*

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুর বালুরমাঠ এলাকায় বুধবার রাতে এক বেসরকারি প্রিন্টিং প্রেসের শ্রমিককে অপহরণ করে মুক্তিপণের জন্য মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে সন্ত্রাসীরা তার পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে। বৃহস্পতিবার সকালে মুক্তিপণ আদায়ের পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর ভাই বাদী হয়ে বিকালে সোনারগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।

অপহৃত ওই শ্রমিকের নাম ওমর ফারুক (৩৮)। তিনি সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুর বালুরমাঠ এলাকায় একটি বাড়িতে পরিবার নিয়ে ভাড়াটিয়া হিসাবে বসবাস করে আসছিলেন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাত সাড়ে নয়টায় অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা কাঁচপুর এলাকায় বসবাসরত প্রিন্টিং প্রেসের শ্রমিক ওমর ফারুককে তার ভাড়া বাসা থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। রাত ১০টার দিকে একটি মুঠোফোন নম্বর থেকে ফোন করে ওই শ্রমিকের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণ দাবি করা হয়। মুক্তিপণ না দেওয়া হলে ওই শ্রমিককে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। বুধবার রাতে ও বৃহস্পতিবার সকালে দুই দফা সন্ত্রাসীরা অপহৃত ওই শ্রমিকের পরিবারের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে ৫১ হাজার টাকা মুক্তিপণ আদায়ের পর তাকে ছেড়ে দেয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আশুলিয়ায় তুলে নিয়ে নারী শ্রমিককে হত্যা

প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় সুবর্ণা আক্তার (৩৫) নামের এক নারী শ্রমিককে কারখানার সামনে থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল সোমবার সকালে 'তানজিলা টেক্সটাইল লিমিটেড' কারখানার সামনে নিহতের লাশ নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। নিহত সুবর্ণা আক্তারের গ্রামের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ। তিনি আশুলিয়ার বাড়ইপাড়া এলাকায় স্বামী-সন্তান নিয়ে ভাড়া বাসায় থেকে তানজিলা টেক্সটাইল লিমিটেড কারখানার ফিনিশিং শাখায় কিউসি পদে চাকরি করতেন।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, নাইট শিফটের ডিউটি শেষে করে গতকাল ভোরে কারখানা থেকে বের হওয়ার সময় একটি অটোরিকশায় তিন নারী শ্রমিককে তুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে সুবর্ণাকে হত্যা করে সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ও মোবাইল নিয়ে কারখানার সামনে ফেলে রেখে যায়। নিহতের মাথায় আঘাতের চিহ্ন থাকায় ছিনতাইকারীদের হামলায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি শ্রমিকদের। অপর দুই নারী আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের পরিচয় জানা যায়নি।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা কর্তৃপক্ষ কখন কোন শ্রমিকের ছুটি দিবে তা জানা যায় না। কখনো রাত ২টায় আবার কখনো ৩টায় ছুটি দেওয়া হয়। কখনো দুই জন শ্রমিককে আবার কখনো পাঁচ জন শ্রমিককে ছুটি দেওয়া হয়। কারখানার বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার গাফিলতির কারণে এরকম হচ্ছে। অবিলম্বে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুত করার দাবি শ্রমিকদের। এদিকে অবরোধের কারণে মহাসড়কের উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আশুলিয়া থানার ওসি (তদন্ত) কামাল হোসেন বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কীভাবে নিহত হয়েছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তার মাথা ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করে সঠিক কারণ উদ্‌ঘাটন করে হত্যাকারীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার
১০ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বকেয়া বেতনের দাবিতে সাভারে সড়ক অবরোধ করে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভ

ইত্তেফাক রিপোর্ট

বকেয়া বেতন পরিশোধসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শিল্পাঞ্চল সাভার ও আশুলিয়ায় দুইটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ফলে যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। গতকাল শনিবার সকাল থেকে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের সিংগাইর-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক সড়কে অবস্থান নেন বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকরা এবং বিশমাইল-জিরাবো সড়ক অবরোধ করে রাখেন ছেইন অ্যাপারেলসের শ্রমিকরা।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ জানায়, শনিবার সকালে সাভারের হেমায়েতপুর-সিংগাইর আঞ্চলিক সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকরা। দুপুর ১টার দিকে শিল্প পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া ঘটনাস্থলে পৌঁছে মালিক পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে দেন।

বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেডের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, কারখানার প্রায় ১১০০ শ্রমিকের গত ২ মাসের বেতন এবং ওভারটাইমের টাকা বকেয়া পড়েছে। বকেয়া পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তারিখ দিলেও কথা রাখেনি। তাই বাধ্য হয়ে সড়কে অবস্থান নেন তারা।

অন্যদিকে, ছেইন অ্যাপারেলস কারখানার শ্রমিকরা জানান, শ্রমিকদের প্রতি মাসের বেতন ১০ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার কথা থাকলেও মালিকপক্ষ এখনো জানুয়ারি মাসের বেতন পরিশোধ করেনি। গত কয়েক দিন আগে কারখানাটিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কারখানা কবে খুলবে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কোনো সিদ্ধান্তও জানাচ্ছে না। তাই পাওনা টাকা পরিশোধসহ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সড়কে নেমেছেন তারা।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, সাভারের হেমায়েতপুরের বসুন্ধরা গার্মেন্টস ও আশুলিয়ায় ছেইন অ্যাপারেলস কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছিল। আমরা উভয় কারখানার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। ছেইন অ্যাপারেলস কারখানাটিতে সাধারণ ছুটি চলছে এবং তাদের কর্তৃপক্ষ মার্চের ৩ তারিখে বকেয়া পরিশোধের কথা জানিয়েছে এবং হেমায়েতপুরের বসুন্ধরা পোশাক কারখানার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

গাজীপুরে অটোরিকশা চালককে গলা কেটে হত্যা

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের রাহাপাড়া এলাকায় এক অটোরিকশা চালককে গলা কেটে হত্যা করে তার অটোরিকশা লুট করে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার সকালে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত অটোরিকশা চালক হলেন জামালপুরের মেলান্দহ থানার উখরাদার এলাকার মৃত আব্দুল বারেকের ছেলে হাবিবুর রহমান (৪২)।

গাজীপুর মেট্রোপলিটনের সদর থানার এসআই আশরাফুল আলম জানান, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের পুবাইল থানাধীন মেঘডুবি পশ্চিম পাড়া এলাকায় জিয়ার বাড়িতে ভাড়া থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালাতেন হাবিবুর রহমান। সোমবার রাতের কোনো একসময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুর্বৃত্তরা গলা কেটে তাকে হত্যা করে। পরে মরদেহ রাহাপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশে ফেলে অটোরিকশা নিয়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে গতকাল মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ গাজীপুর শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ১১ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Monday 24 February 2025

গার্মেন্টকর্মীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ১

প্রতিনিধি, মুন্সীগঞ্জ

মুন্সীগঞ্জের সিরাজদীখানে ধলেশ্বরী নদীর তীরে এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে ধর্ষণের শিকার নারীবাদী হয়ে সিরাজদীখান থানায় মামলা করেন। এরপর অভিযান চালিয়ে পুলিশ উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের চর চসুমদ্দিন গ্রাম থেকে এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেপ্তার ওই আসামির নাম নুরুল ইসলাম নুরু (৩৫)। তিনি উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের চর চসুমদ্দিন গ্রামের ওসমান গনির ছেলে।

পুলিশ জানায়, গত ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বিসিক পঞ্চবটি এলাকা থেকে সিরাজদীখান উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের মোল্লাকান্দি বাজারের স্বামীর মুদি দোকানে যাচ্ছিলেন ওই পোশাককর্মী। পথে মোল্লাকান্দি বালুরচর গ্রামের তিশি প্রেজেক্টের সামনে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ওই নারীকে তুলে নিয়ে যায় ধলেশ্বরী তীরের নির্জন স্থানে। সেখানে কয়েক যুবক মিলিত হয়ে বেশ রাত পর্যন্ত দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে নারীকে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনায় ওই নারী বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন।

এ ব্যাপারে সিরাজদীখান থানার ইন্সপেক্টর তদন্ত হাবিবুর রহমান বলেন, ওই নারী গার্মেন্টসকর্মীর লিখিত অভিযোগ পেয়ে প্রাথমিক তদন্ত শেষে ঘটনার সত্যতা পেয়ে থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়। এরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে মামলার এজাহারভুক্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। বাকিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলে তিনি জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

চালককে হত্যা করে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের ঘটনায় গ্রেফতার ৩

■ চাঁদপুর প্রতিনিধি

চাঁদপুরের কচুয়ায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ছিনতাই করে চালক ফারুক হোসেনকে (৩৩) হত্যার ঘটনায় তিন জন গ্রেফতার হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে চাঁদপুরের পুলিশ সুপার মুহম্মদ আব্দুর রকিব তার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রেস ব্রিফিংয়ে এই তথ্য জানান। গ্রেফতারকৃতরা হলো আরিফুর রহমান (৩৫), মো. আল আমিন (২৪) ও আবুল খায়ের (৪০)। এ সময় চালকের মোবাইল ফোন ও অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়। হত্যার শিকার চালক ফারুক হোসেন কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা।

প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার জানান, গত ৫ ফেব্রুয়ারি সকালে চালক ফারুক অটো নিয়ে বের হয় এবং আর বাড়ি ফেরেনি। তার মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় স্ত্রী কচুয়া থানায় মামলা করে। মামলার সূত্র ধরে কচুয়া থানার উপ-পরিদর্শক কামরুল হাসান একটি দল নিয়ে ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে কাজ শুরু করে। ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি দুদিন অভিযান চালিয়ে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে তিন ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করে এবং আরিফের দেওয়া তথ্য মতে মোবাইল ফোন ও অটোরিকশা উদ্ধার করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আরিফ জানান, সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালাতো সে। ঘটনার সময় সে বেকার ও সংসার চালাতে না পেরে হতাশাগ্রস্ত ছিল। গত ৪ ফেব্রুয়ারি আরিফ হোসেন ফারুকের কাছ থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট কেনে এবং টাকা না থাকায় তার নিজের মোবাইল ব্যবহারের জন্য নিয়ে দেয়। এরপর ৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় পুনরায় আরিফ তার বাড়ি ফাঁকা আছে এবং ইয়াবা নিয়ে ফারুককে তার বাড়িতে আসার জন্য বলে। ঐ বাড়ির বাগানে তারা দুই জনে ইয়াবা ট্যাবলেট সেবন করে। ফারুক ইয়াবার টাকা চাইলে আরিফ ঘরে গিয়ে একটি নাইলনের দড়ি নিয়ে আসে এবং হঠাৎ ফারুককে বেঁধে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। তার মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর লাশ ভবানিপুর-পায়ালগাছ সড়কের পাশে ফেলে মোবাইল ফোন ও অটোরিকশা নিয়ে আরিফ চলে যায়।

NEW AGE
TUESDAY, FEBRUARY 4, 2025,

Garment workers block road in Chattogram over unpaid wages

Staff Correspondent · Chattogram

GARMENT workers in Chattogram city blocked the Bayazid Bostami Polytechnic crossing demanding unpaid wages, causing severe traffic congestion and public suffering.

Md Kaiser Hamid, sub-inspector of Industrial Police, said that workers of Anwara Dress Makers Limited and Frank Apparels Limited blocked the road on Monday morning.

According to sources, workers of Anwara Dress Makers Limited initiated the protest over unpaid salaries from December in the past year. Factory authorities paid some workers half of their due wages on the day. However, the move fuelled discontent among the remaining unpaid workers.

Apart from administrative manager Mohammad Javed, no factory owners were present at the scene.

Workers alleged that the factory authorities had been delaying salary payments for a year, with no wages being paid in the past three months. They vowed not to lift the blockade unless they received assurance of full payment.

Personnel from the army, industrial police and Khulshi police station attempted to disperse the protesters.

Meanwhile, workers from Frank Apparels Limited joined the demonstration, reinforcing the demand for wage security.

The CMP deputy commissioner, North, Muhammad Faisal Ahmed said that authorities were working to resolve the issue through discussions.

যুগান্তর
রোববার ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১৯ মাঘ ১৪৩১

শ্রীপুরে কারখানা বন্ধ শ্রমিকদের বিক্ষোভ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে মূল ফটকের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন খানটেক্স কম্পোজিট টেক্সটাইলের শ্রমিকরা। কর্মস্থলে এসে বন্ধের নোটিশ দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে তারা বিক্ষোভ করেন।

শনিবার সকাল থেকে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের বারতোপা গ্রামের খানটেক্স কম্পোজিট টেক্সটাইল কারখানার শ্রমিকরা অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন।

কারখানার শ্রমিক মারজিয়া বলেন, বৃহস্পতিবার কারখানায় কাজ শেষে বাড়ি যাই। শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির পর শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার সময় কারখানায় এসে শুনি কারখানা বন্ধ। আমাদের কোনো কিছু না জানিয়ে বেতন-ভাতা পরিশোধ না করে নোটিশ টানিয়ে বলছে কারখানা বন্ধ।

কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা মো. হাদিসুর রহমান বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় কারখানার প্রধান ফটকে বন্ধের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বন্ধের সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে হওয়ায় শ্রমিকদের জানানো সম্ভব হয়নি।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
২৩ মাঘ ১৪৩১

বেক্সিমকোর আরও ৪ কারখানা বন্ধ ঘোষণা

যুগান্তর প্রতিবেদন, গাজীপুর

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের আরও চারটি শাখা কারখানা লে-অফ করে শ্রমিকদের ছাঁটাই করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। গাজীপুরের সারাব এলাকায় কারখানায় এলাকায় মঙ্গলবার মাইকিং করে এবং নোটিশ টাঙিয়ে এসব কারখানার উৎপাদন বন্ধ ও শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। বন্ধ ঘোষণা করা কারখানাগুলো হচ্ছে— পার্কের ইয়ার্ন ইউনিট-২, টেক্সটাইল, ডেনিম ও নিটিং। তবে গোষ্ঠীর অন্যান্য বিভাগ, যেমন রূপগঞ্জের ইয়ার্ন ইউনিট-১-এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে বুধবার সকালে এসব কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর ১৫ ডিসেম্বর থেকে বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের ১৬টি কারখানা লে-অফ বা বন্ধ ঘোষণা করে বেক্সিমকো গ্রুপ কর্তৃপক্ষ। কারখানাগুলো বন্ধ থাকলেও শ্রম আইন অনুযায়ী, ডিসেম্বর ও জানুয়ারির বেতন-ভাতা পরিশোধের জন্য ঋণ দিয়েছে জনতা ব্যাংক। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেক্সিমকো গ্রুপের বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোয় কাজ করেন প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক। এবার নতুন করে আরও চারটিসহ বন্ধ কারখানা সংখ্যা দাঁড়াল ২০টি।

নোটিশে বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কারখানায় পর্যাপ্ত কাজ না থাকার কারণে সরকার গঠিত বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ও ব্যবসায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির গত ১৫ ডিসেম্বর সভা করে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের বেক্সিমকো লিমিটেড-ইয়ার্ন-২, টেক্সটাইল, ডেনিম ও নিটিংয়ে কর্মরত সব কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের শ্রম আইনে লে-অফের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এ সিদ্ধান্ত ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। লে-অফ চলাকালীন লে-অফকৃত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের আইন অনুযায়ী মজুরি বা বেতন দেওয়া হবে। লে-অফ থাকাকালীন লে-অফকৃত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের সশরীরে কারখানায় এসে হাজিরা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। গাজীপুর শিল্প পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার আবু তালেব জানান, বেক্সিমকোর আরও চারটি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। বুধবার থেকে এটি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। সকাল থেকে কোনো শ্রমিক কারখানা এলাকায় আসেনি। এ ছাড়া শিল্প পুলিশ কারখানা এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
২৩ মাঘ ১৪৩১, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি দ্বিতীয় দিনের মতো আন্দোলনে মিল্কভিটা শ্রমিকরা

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ও শাহজাদপুর সংবাদদাতা

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়নের (মিল্কভিটা) সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়ীতে চাকরি স্থায়ীর দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো আন্দোলন ও কর্মবিরতি পালন করছেন শ্রমিকরা। গতকাল বুধবার সকাল থেকেই বাঘাবাড়ীতে অবস্থিত মিল্কভিটার মূল ফটকের সামনে চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো আন্দোলন ও কর্মবিরতি চলছে। তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন বলে আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

আন্দোলনরত শ্রমিকদের প্রধান সমন্বয়ক ওয়াছিউল বারী বলেন, '২০২৪ সালের আগস্ট মাসে চাকরি স্থায়ীকরণের জন্য কর্তৃপক্ষ (৯ দিন) সময় নিলেও তা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। পাশাপাশি ঈদে বা অসুস্থ হলেও ছুটি দেওয়া হয় না। বরং কাটা হয় মজুরি। তিনি বলেন, দাবি আদায় না হলে আগামীতে শাট ডাউন করে দেওয়া হবে মিল্কভিটাকে। একই সঙ্গে শ্রমিকদের সমস্যা দ্রুত সমাধান করে কাজে ফেরানোর পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি সঠিকভাবে পরিচালনার দাবিও করছেন আন্দোলনকারীরা। বাঘাবাড়ী মিল্কভিটার অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক ড. সাইদুল ইসলাম বলেন, 'নিরাপত্তা জোরদারের পাশাপাশি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অতিদ্রুত বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।'

কালের কণ্ঠ শনিবার। ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

দ্রুত কর্মসংস্থান ও বন্দি প্রবাসীদের মুক্তি দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ অন্যান্য দেশের ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীরা। গতকাল শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এ দাবি জানান।

এ সময় সংযুক্ত আরব আমিরাতের কারাগারে এখনো যেসব প্রবাসী বন্দি রয়েছেন, তাঁদের দ্রুত মুক্তি ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানবিরোধী সাবেক কনসাল জেনারেল বি এম জামালসহ জড়িতদের বিচারের দাবি জানান তাঁরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংযুক্ত আরব আমিরাতফেরত প্রবাসী খালেদ সাইফুল্লাহ। তিনি বলেন, 'জুলাই বিপ্লবে প্রবাসীরা স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে মিছিল এবং রেমিট্যান্স বন্ধের কর্মসূচি পালন করেন। মিছিলকে কেন্দ্র করে আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে অনেক প্রবাসীকে গ্রেপ্তার করা এবং রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় সাজা দেওয়া হয়। এ ঘটনার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ অন্যান্য দেশে স্বৈরাচার আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অনেকের নামের তালিকা তৎকালীন কনসাল জেনারেল জামালের মাধ্যমে সে দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে জমা দেয়।'

তিনি বলেন, 'সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ওই তালিকার সূত্র ধরে আমাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করে। এরপর দীর্ঘদিন তাদের হেফাজতে ও পরবর্তী সময়ে জেলে রাখে। জেলে নেওয়ার পর উচ্চ আদালতের মাধ্যমে ১০ থেকে ২৫ বছর বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করে।

সংবাদ সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীরা

- জুলাই গণ-অভ্যুত্থানবিরোধী সাবেক কনসাল জেনারেল বি এম জামালসহ জড়িতদের বিচারের দাবি

পরে প্রধান উপদেষ্টার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আমরা কয়েক শ প্রবাসী মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ফেরত আসতে পেরেছি।'

সংবাদ সম্মেলনে দাবি তুলে ধরে খালেদ সাইফুল্লাহ বলেন, 'আরব আমিরাতসহ ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের মধ্যে যাঁরা বিদেশে যেতে চান, তাঁদের সরকারি উদ্যোগে বিনা খরচে বিদেশে পাঠাতে হবে। যাঁদের দেশে চাকরি দেওয়ার সুযোগ আছে, যোগ্যতা অনুসারে তাঁদের চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রবাসী দেশে যাঁরা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং নতুন করে যাঁরা উদ্যোক্তা হতে চান, তাঁদের ব্যাংক অথবা যেকোনো সংস্থার মাধ্যমে বিনা সুদে প্রয়োজনীয় লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বয়স্ক ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রকার সরকারি ভাতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।' আরব আমিরাতফেরত এই প্রবাসী বলেন, 'সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশফেরত প্রবাসীদের দেওয়া নো-এন্ট্রি তুলে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত প্রবাসীদের জন্য জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের মতো একটি ট্রাস্ট গঠন করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।'

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন ফিরে আসা প্রবাসী মুহাম্মদ পারভেজ, ফরিদ শাহিন, মিজানুর রহমান, রাজিব খান, তপু সরকার প্রমুখ।

প্রথম আলো • মঙ্গলবার, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

শ্রম আইনে নারীর ন্যায্য অধিকার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার দাবিতে 'ক্ষুব্ধ নারী সমাজ'-এর প্রতিবাদী সমাবেশ। গতকাল বিকেলে রাজধানীর শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে। ছবি : প্রথম আলো

নারীদের সমমজুরি ও ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির দাবি

ক্ষুব্ধ নারী সমাজের সমাবেশ

আজ বিকেলে শ্রম ভবনে 'শ্রম আইন ২০০৬' সংশোধন-সংক্রান্ত সরকার-মালিক-শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সরকারি নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি থাকলেও শ্রমজীবী নারীরা তা পান না। ফলে শ্রমজীবী নারীরা মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হন।

'ক্ষুব্ধ নারী সমাজ'-এর ব্যানারে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে এ বিষয় তুলে ধরে শ্রম আইনে নারীর ন্যায্য অধিকার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়। গতকাল সোমবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৩ সালের নভেম্বরে শ্রম আইনের বেশ কিছু ক্ষেত্রে সংশোধনী এনে 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) বিল-২০২৩' পাস হয়। বিলে নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১১২ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন (চার মাস) করার প্রস্তাব করা হয়। তবে ওই বিল এখনো কার্যকর হয়নি।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে শ্রম ভবনে 'শ্রম আইন ২০০৬' সংশোধন-সংক্রান্ত সরকার-মালিক-শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় কমিটির একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। ওই বৈঠকে মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২০ দিনসহ অন্যান্য সংশোধন বিষয়ে আলোচনা হবে। গতকাল ক্ষুব্ধ নারী সমাজের সমাবেশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মিলিয়ে মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস করার দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার পরিচালক সীমা দাস সীমু। তিনি ১১ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হচ্ছে নারী-পুরুষের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা, অপ্রাতিষ্ঠানিক-প্রাতিষ্ঠানিক সব নারী-পুরুষ শ্রমিককে আইনে স্বীকৃতি দেওয়া, শ্রমজীবী-পেশাজীবী সব নারীর জন্য ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া, প্রসূতি-সুবিধায় গণনায় প্রতি মাসে সর্বমোট প্রাপ্তিকে হিসেবে নেওয়া, কারখানা-কর্মস্থলে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা ও অভিযোগ সেলের বাস্তবায়ন, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্ত শিথিল করে মতপ্রকাশের অধিকার বাস্তবায়ন, কারখানা-কর্মস্থলে কার্যকর শিশু দিবাযত্নের সুবিধা, কমিউনিটিতে স্বল্পমূল্যে ও ভর্তুকিতে খাবারের ক্যানটিন ও লন্ড্রি স্থাপন করা, কৃষি ও মৎস্যজীবী শ্রমিক হিসেবে নারীকে স্বীকৃতি দেওয়া, গৃহশ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইন করা, যৌনজীবীদের ওপর হয়রানি বন্ধ ও তাঁদের নিরাপত্তা এবং অধিকার নিশ্চিতে আইন করা, প্রবাসী নারী শ্রমিকের নিরাপত্তায় পদক্ষেপ নেওয়া এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান ও শ্রম কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতার বলেন, শ্রমিকের জান-জীবিকা ও জবানের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সামনে যে আইন হতে যাচ্ছে, তাতে নারী শ্রমিকের অধিকার যেন নিশ্চিত হয়। ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি, যৌন হয়রানি বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

নারীপক্ষের সদস্য রওশন আরা বলেন, শুধু প্রাতিষ্ঠানিক নয়, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদেরও শ্রম আইনের আওতায় আনতে হবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) পরিচালক কোহিনুর মাহমুদ বলেন, শ্রমে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। যে শ্রম আইন হচ্ছে, তাতে নারীর অনেক বক্তব্য মেনে নেওয়া হচ্ছে না। নারীর জন্য একটি বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ জরুরি।

সাংস্কৃতিক কর্মী লায়েকা বশির বলেন, এখনো নারীকে নারীর অধিকারের কথা বলতে হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় মাস হয়ে গেছে, এখনো নারীদের দাবি নিয়ে একত্র হতে হচ্ছে। অথচ বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর দায় শুধু নারীর নয়। যেসব দাবি করা হয়েছে, তা যৌক্তিক।

সমাবেশটি সঞ্চালনা করেন নারী সংহতির সাধারণ সম্পাদক অপরাজিতা চন্দ। এ সময় আরও বক্তব্য দেন নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী হুমায়রা নূর, নারী সংহতির সভাপতি শ্যামলী শীল, শৈশবের প্রতিষ্ঠাতা ফারহানা মান্নান, গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন ও ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টারের সভাপতি সুলতানা বেগম প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ
শনিবার । ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সাত দাবিতে সরকারি কর্মচারীদের টানা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নবম পে স্কেল বাস্তবায়ন, ৫০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতাসহ সাত দাবিতে টানা আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের সরকারি কর্মচারীরা। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দাবি মানা না হলে ১ মার্চ থেকে সারা দেশে কর্মবিরতি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত এক মহাসমাবেশ থেকে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন সরকারি কর্মচারীরা। পরে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনা অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করলে শাহবাগে পুলিশের জলকামানে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন তাঁরা। সর্বশেষ অনুমতি সাপেক্ষে সাতজনের প্রতিনিধিদল যমুনায় গিয়ে স্মারকলিপি দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি শেষ হয়।

'সরকারি কর্মচারী দাবি আদায় ঐক্য পরিষদের' ব্যানারে এই মহাসমাবেশ করা হয়। সেখানে প্রধান অতিথি ছিলেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। বিশেষ অতিথি ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি।

শাহবাগ থানার ওসি খালিদ মনসুর বলেন, 'বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল যমুনায় গিয়ে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। এরপর তাঁরা সড়ক ছেড়ে চলে যান। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।'

মহাসমাবেশে সরকারি কর্মচারীরা বলেন, 'আমরা যৌক্তিক দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমেছি। অবিলম্বে এসব দাবি মেনে নিতে হবে। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে দাবি মানা না হলে সারা দেশে সব সরকারি অফিসে ১১ থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারীরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।'

মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, 'সরকারি চাকরির সব গ্রেডে চরম বৈষম্য। শতাংশের হারে বেতন বাড়ালে কারো বাড়ে তিন হাজার টাকা, কারো বাড়ে ৩০ হাজার টাকা। তার মানে তেলা মাথায় আরও তেল ঢালা হয়। আর যার মাথায় তেল নেই, তার মাথা আরো শুকিয়ে যায়।'

ঘোষিত কর্মসূচিগুলো হলো আগামী ১৬ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি সপ্তাহব্যাপী সারা দেশে সরকারি অফিসগুলোতে দাবিসংবলিত ব্যানার সাঁটানো, লিফলেট বিতরণ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সুধীসমাজ ও গণমাধ্যমে যোগাযোগের মাধ্যমে দাবির পক্ষে জনমত গঠন; আগামী ২৩ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি সব অফিসপ্রধান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), জেলা প্রশাসক (ডিসি), বিভাগীয় কমিশনার ও সচিবালয়ে কর্মসূচির বিষয়ে অবহিত করে স্মারকলিপি প্রদান; এসব কর্মসূচির পরও দাবি বাস্তবায়ন না হলে ১ মার্চ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কর্মবিরতি পালন করা।

কর্মচারীদের দাবিগুলো হলো বৈষম্যমুক্ত নবম পে স্কেল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পে কমিশন গঠন ও অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য ৫০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা প্রদান; বেতন স্কেলের বৈষম্য নিরসনের জন্য ১০ ধাপে বেতন স্কেল নির্ধারণসহ পে কমিশনে কর্মচারী প্রতিনিধি রাখা; সচিবালয়ের মতো সব সরকারি, আধাসরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সমপদগুলোর পদবি ও গ্রেড পরিবর্তন করা।

নবম পে স্কেল বাস্তবায়ন ও ৫০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতাসহ সাত দাবিতে মহাসমাবেশ করেন সরকারি কর্মচারীরা। গতকাল রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ছবি : কালের কণ্ঠ

সংবাদ
ঢাকা : শনিবার ২৫ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Saturday 8 February 2025

ফের কর্মবিরতিতে প্রাইম মুভার চালকরা, যানজটে চরম ভোগান্তি

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রামের পণ্যবাহী প্রাইম মুভার চালকরা ফের কর্মবিরতিতে নেমেছেন। সীতাকুণ্ডের ফৌজদারহাট ডিসি পার্কে সংঘর্ষের ঘটনায় মামলার জেরে কর্মবিরতি করছেন বলে জানিয়েছেন চালক-শ্রমিকরা। এর ফলে পতেঙ্গা থেকে আগ্রাবাদমুখী সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে তারা কর্মবিরতি শুরু করেন।

বন্দর ট্রাফিক বিভাগ বলছে, যানজট নিরসনে তাদের কিছুই করণীয় নেই। চট্টগ্রামের যদিও চট্টগ্রাম জেলা প্রাইম মুভার ও ট্রেইলার শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছেন।

সকাল ১১টার দিকে নগরের সল্টগোলা ক্রসিং এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, প্রাইম মুভার গাড়িগুলো সড়কের একপাশে পার্ক করে রাখা। গাড়িতে ছিলেন না চালকরা। তাদের একাংশ ইমাম শরীফ ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন চট্টগ্রাম জেলা প্রাইম মুভার ও ট্রেইলার শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসের সামনে জড়ো হয়েছেন।

কর্মবিরতির কারণ জানতে চাইলে এক শ্রমিক বলেন, গত বুধবার ডিসি অফিসে (জেলা প্রশাসন) মিটিং হয়েছে। সেখানে আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু আজ শুনি রাতে অজ্ঞাত আসামিদের নামে মামলা দেয়া হয়েছে। আমাদের যেকোনো সময় এই মামলায় পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারে। আমরা এই মামলা প্রত্যাহার চাই, অন্যথায় গাড়ি চলবে না।

আরেক শ্রমিক বলেন, এখন বাজে সকাল সাড়ে ১১টা। আমরা এখানে কর্মবিরতি পালন করছি আমাদের কোনো নেতা এখনও আসেনি। আমাদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে আমাদের ফাঁসানো হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চট্টগ্রাম জেলা প্রাইম মুভার ও ট্রেইলার শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি সেলিম খান এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়েরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি।

প্রাইম মুভার শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ডিসি পার্কে ঘটা সংঘর্ষের ঘটনায় বুধবার সীতাকুণ্ড থানায় মামলা হয়েছে। যার ফলে গাড়ি চালক-সহযোগীরা গ্রেপ্তার আতঙ্কে আছেন। এই অবস্থায় তারা গাড়ি চালাতে রাজি না। তবে এই কর্মবিরতি শুধুমাত্র প্রাইম মুভার চালকদের এমনটাই জানিয়েছেন তারা।

মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সীতাকুণ্ড থানার ওসি মজিবুর রহমান। তিনি বলেন, ওই রাতে সংঘর্ষের ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। মামলার বাদী হয়েছেন চট্টগ্রাম জেলা প্রাইম মুভার ও ট্রেইলার শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখানে হয়তো বোঝার ভুল হয়েছে। চালকদের মারধর, মোবাইল ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনায় মামলা হয়েছে। তাদের তো কর্মবিরতিতে যাওয়ার কথা না।

এদিকে, লরি চালকরা রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করে চলে যাওয়ায় পতেঙ্গা থেকে আগ্রাবাদগামী সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে কর্মজীবী ও সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েছে। যাত্রীবাহী বাস থেকে যাত্রীদের নেমে পায়ে হেঁটে গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে। তবে আগ্রাবাদ হয়ে পতেঙ্গাগামী সড়কটিতে যানজট লক্ষ্য করা যায়নি।

কাভার্ডভ্যান চালক সোলায়মান বলেন, গত দুইদিন ধরে বন্দরের ভেতর গাড়ি।

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২৫

শ্রমিক অসন্তোষে বিঘ্নিত গোলাপি বাস পরিষেবা

পরিবহন সংকটে নগরবাসীর ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

রাজধানীতে গত বৃহস্পতিবার চালু হওয়া কাউন্টারভিত্তিক গোলাপি বাস পরিষেবা নিয়ে দেখা দিয়েছে শ্রমিক অসন্তোষ। কয়েকটি পরিবহন কোম্পানির চালক-শ্রমিকরা এ পরিষেবার আওতায় থাকতে আপত্তি জানিয়েছেন। এর জেরে সায়দাবাদ এলাকায় সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে একাধিক পরিবহন কোম্পানির বাস গতকাল ঢাকার রাস্তায় দেখা যায়নি। এতে দেখা দেয় পরিবহন সংকট, ভোগান্তিতে পড়েন নগরবাসী।

কাউন্টারভিত্তিক এ পরিষেবা প্রত্যাহারের দাবিতে গতকাল দুপুর ১২টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত সায়দাবাদের জনপদ মোড় অবরোধ করে রাখেন একদল পরিবহন শ্রমিক। এর আগে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সায়দাবাদ এলাকায় জনপদের মোড়ে বাস শ্রমিকরা জড়ো হতে শুরু করেন। শতাধিক শ্রমিকের জমায়েত হওয়ার পর তারা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় তারা ২০১৮ সালে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন বাতিলেরও দাবি জানান। শ্রমিকদের অবরোধে সায়দাবাদ ও আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজট দেখা দেয়।

পরিবহন শ্রমিকদের ভাষ্য, এমনিতেই তাদের বেতন কম। কাউন্টারে চালালে সবখান থেকে যাত্রী তোলা যাবে না। রাস্তার বিভিন্ন স্থান থেকে যাত্রী না তুললে টাকা বেশি পাওয়া যাবে না। এ কারণে তারা কাউন্টারে নয়, আগের নিয়মেই বাস চালাতে চান।

প্রাথমিকভাবে ঢাকায় ২১টি কোম্পানির ২ হাজার ৬১০ গোলাপি বাস নামানোর দাবি করেছে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি। সংগঠনটির নেতারা বলছেন, রঙের কাজ চলায় অনেক বাস এখনো রাস্তায় নামতে পারেনি। পাশাপাশি ট্রাফিক কার্যক্রম জোরদার করায় অনেকেই মামলার ভয়ে বাস নিয়ে বের হচ্ছেন না।

গতকাল সরজমিন ঢাকার কুড়িল, বাড্ডা, রামপুরাসহ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বাসের জন্য যাত্রীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। আব্দুল্লাহপুর থেকে বাড্ডা, রামপুরা রুটে নিয়মিত চলাচলকারী ভিক্টর পরিবহন, রাইদা ও তুরাগ পরিবহনের বাস চোখে পড়েছে হাতে গোনা। বাস না পেয়ে অনেক যাত্রীকে হেঁটে কিংবা বিকল্প বাহনে গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে। বাস সংকটের মধ্যেই শাহবাগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে পুনর্বাসন ও আর্থিক সাহায্যের দাবিতে দুবাইফেরত প্রবাসীরা অবস্থান নিলে শাহবাগ, মৎস্য ভবন, বাংলামোটর, কাকরাইল ও কারওয়ান বাজার এলাকায় তীব্র যানজট দেখা দেয়।

কাউন্টারভিত্তিক বাসসেবা প্রত্যাহারে চালক-শ্রমিকদের দাবির বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির আহ্বায়ক সাইফুল আলম বণিক বার্তাকে বলেন, 'এ চালক-শ্রমিকরা চুক্তিতে মালিকদের কাছ থেকে বাস নিয়ে তা বিভিন্ন রুটে চালাতেন। যাত্রী তুলতেন বিশৃঙ্খলভাবে। আমরা এ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাউন্টারভিত্তিক পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। এতে কিছু

শ্রমিক অসন্তোষে বিঘ্নিত

শেষ পৃষ্ঠার পর

চালক-শ্রমিক অসন্তুষ্ট। তবে আমরা এরই মধ্যে তাদের সঙ্গে কথা বলে সমাধান করার কাজ শুরু করেছি। কাউন্টারভিত্তিক বাস চালু হলে তা যেমন যাত্রীদের জন্য লাভজনক হবে, তেমনি পরিবহন চালক-শ্রমিকরাও লাভবান হবেন।'

গত বৃহস্পতিবার রাজধানীতে কাউন্টার ও ই-টিকিটিং পদ্ধতিতে বাস পরিষেবা প্রবর্তনের অংশ হিসেবে চালু হয়েছে গোলাপি বাস সার্ভিস। এর উদ্বোধন করেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির দাবি, এ পরিষেবায় ২১টি কোম্পানির ২ হাজার ৬১০টি বাস যোগ দিয়েছে। এসব বাসে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যাত্রীদের নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে ওঠা, ভাড়া আদায়ে চালু হয়েছে ই-টিকিটিং পদ্ধতি। পর্যায়ক্রমে মিরপুর, গাবতলী ও মোহাম্মদপুর এলাকা থেকেও একই ধরনের বাস পরিষেবা ভিন্ন রঙে প্রবর্তন করার কথা জানিয়েছেন বাস মালিক সমিতির নেতারা।

দেশ রূপান্তর রবিবার, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫.

বন্ধ কারখানা চালুর দাবি শ্রমিকদের

ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে জব্বার জুটমিল বিনা নোটিসে বন্ধ করে রেখেছে মালিকপক্ষ। ফলে বেকার হয়ে পড়েছেন কয়েকশ শ্রমিক। শ্রমিকদের দাবি, রাতের আঁধারে পালিয়েছে জব্বার জুট মিলের মালিকপক্ষ। দ্রুত কারখানা চালু না হলে সড়ক, রেল ও নদীপথ অবরোধের ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক। গতকাল শনিবার সকালে জুট মিলের ভেতরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শ্রমিকরা।

সমাবেশে বক্তব্য দেন শ্রমিক সর্দার জামাল মিয়া, জলিল মিয়া, মফিজ উদ্দিন, ইউসুফ মিয়া, নারীশ্রমিক সর্দার আইরিন বেগম, সাকিনা বেগম, রাজিয়া বেগম, জমিলা বেগম প্রমুখ। এ সময় বক্তারা বলেন, ২০২৩ সালে হঠাৎ কারখানা বন্ধ করে দেয় মালিকপক্ষ। পরে গত বছরের ৬ অক্টোবর শ্রমিকদের বেতন আগের চেয়ে দৈনিক ৫০ টাকা করে বাড়ানোর আশ্বাস দিয়ে আবার মিল চালু করে। কিন্তু এক সপ্তাহ চালিয়ে বিনা নোটিসে আবার মিলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রমিক সর্দার জামাল মিয়া বলেন, 'মিলটি যখন শুরু হয়েছিল, তখন ১ হাজার ২০০ কর্মচারী ছিলেন। এখন ৩৫০ কর্মচারী রয়েছেন। কিছু অসাধু কর্মকর্তার লুটপাটের কারণে মিলটি ধ্বংস হচ্ছে।' এ সময় তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যদি দ্রুত সময়ের মধ্যে মিলটি চালু না করা হয়, তাহলে আমরা আন্দোলন যাব। প্রয়োজনে নৌপথ, রেলপথ ও সড়কপথ অবরোধ করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করব।'

এ বিষয়ে জব্বার জুট মিলের বিদ্যুৎ প্রকৌশলী মাহমুদুন্নবী বলেন, 'মিলে পাট আনার যে মূল রাস্তাটি রয়েছে সেটি সংস্কারের কাজ চলছে। এ কারণে বর্তমানে মিলে পাট আনা যাচ্ছে না। তাই মিলটি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। রাস্তাটির সংস্কার শেষ হলে দ্রুত সময়ের মধ্যেই মিলের সব কার্যক্রম আবার চালু করা হবে।'

কালের কণ্ঠ মঙ্গলবার। ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সিইপিজেডে ২টি কারখানা বন্ধ

বাণিজ্য ডেস্ক ▷

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) দুটি কারখানা ইউনিট বন্ধ করেছে প্যাসিফিক ক্যাজুয়ালস লিমিটেড। এটি প্যাসিফিক নিট ডিভিশনের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। গত রবিবার সন্ধ্যায় মানবসম্পদ এবং প্রশাসন বিভাগের সিনিয়র ম্যানেজার স্বাক্ষরিত এক নোটিশের মাধ্যমে ইউনিট-১ ও ইউনিট-২ বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়। নোটিশে বলা হয়, এই সিদ্ধান্ত ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯-এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা অবৈধভাবে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছেন এবং অযৌক্তিক দাবি তুলেছেন। এর ফলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

প্যাসিফিক নিট ডিভিশনের একজন কর্মকর্তা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, 'প্রায় এক মাস আগে আমাদের সব কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। ম্যানেজমেন্ট তখন শ্রমিকদের সব দাবি মেনে নিয়ে সমস্যার সমাধান করেছিল। তবে প্যাসিফিক ক্যাজুয়ালসের শ্রমিকরা নাশতা ও অন্যান্য সুবিধার দাবিতে রবিবার সকালে আবারও বিক্ষোভ শুরু করেন। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় দুপুর ২টার দিকে কারখানাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।' বন্ধ হওয়া দুটি ইউনিটে প্রায় ছয়-সাত হাজার শ্রমিক কাজ করেন বলে জানান তিনি।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৮ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 11 February 2025

গতকাল চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভের সময় শ্রমিকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয় -সংবাদ

দাবি না মেনে কারখানা বন্ধ, সিইপিজেডে শ্রমিকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া

চট্টগ্রাম ব্যুরো

চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (সিইপিজেড) পোশাক কারখানা বন্ধের ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে শ্রমিকরা। এ সময় তাদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মালিকপক্ষ তাদের দাবি না মেনে ওই কারখানা বন্ধ করার ঘোষণা দেয়ার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। গতকাল সকালে সিইপিজেডের ভেতরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, প্যাসিফিক ক্যাজুয়েলস লিমিটেড ও এনএইচটি ফ্যাশন লিমিটেডের শ্রমিকদের মধ্যে এ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। দুই কারখানাই প্যাসিফিক গ্রুপের আওতাধীন। এরমধ্যে প্যাসিফিক ক্যাজুয়েলস লিমিটেড প্যাসিফিক নিট ডিভিশনের আওতাধীন। অন্যদিকে এনএইচটি ফ্যাশন লিমিটেড প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপের আওতাধীন। খাদ্য ও চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোর দাবিতে প্যাসিফিক ক্যাজুয়েলস লিমিটেডের শ্রমিকেরা গত রোববার থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন। মালিকপক্ষ তাদের দাবি না মেনে ওই কারখানা বন্ধ করার ঘোষণা দেন।

গতকাল সকালে শ্রমিকরা কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে তাদের প্রতিষ্ঠানের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তারা প্যাসিফিক গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের তাদের সঙ্গে আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য বলেন। কিন্তু তাদের ডাকে অন্য কারখানার শ্রমিকরা সাড়া না দেয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হন। তারা ওই কারখানাগুলোর শ্রমিকদের উদ্দেশ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়েন। এতে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

শিল্প পুলিশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের পুলিশ সুপার মো. সুলাইমান বলেন, প্যাসিফিক গ্রুপের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। সমস্যা হয়েছে একটিতে। তারা অন্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের উসকানি দিয়ে তাদের সঙ্গে আন্দোলনে নামতে বলেছিল। কিন্তু অন্য কারখানার শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ না দেয়ার জেরে এ ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে আমাদের টিম রয়েছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক।

এ বিষয়ে জানতে প্যাসিফিক ক্যাজুয়েলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীরের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি কল ধরেননি।

এর আগে গত রোববার খাদ্য ও চিকিৎসা ভাতাসহ বিভিন্ন বাড়তি সুবিধার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু প্যাসিফিক ক্যাজুয়েলসের শ্রমিকেরা। এরপর রাতে কারখানার মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপকের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে মালিকপক্ষ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শ্রমিকদের কারখানায় অবৈধভাবে কাজ বন্ধ রাখা এবং অন্যায় দাবি-দাওয়া উত্থাপন করার কারণে ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯ ধারা ১২(১) অনুযায়ী গতকাল থেকে কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত কারখানার সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

যুগান্তর
মঙ্গলবার ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
২৮ মাঘ ১৪৩১

জাতীয় প্রেস ক্লাবে সোমবার শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ-স্কপ আয়োজিত জাতীয় কনভেনশনে বক্তৃতা করছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান যুগান্তর

NEW AGE TUESDAY, FEBRUARY 11, 2025,

Uniform democratic labour law, equal wages demanded

Staff Correspondent

KHUBDHO Naree Shomaj on Monday demanded a uniform democratic labour law and equal, dignified wages for men and women at a rally in Shahbag of Dhaka.

The platform, formed with 21 different organisations a few months ago, presented 11 demands to be included in the reports of the Labour Reform Commission and the Women's Affairs Reform Commission.

The demands included six months of paid maternity leave for all working women, legal recognition of both formal and informal labourers, proper enforcement of anti-sexual harassment policies and complaint cells, relaxed conditions for forming trade unions to uphold freedom of expression, and effective measures to protect expatriate female workers.

Bangladesh Garment Sramik Samhati president Taslima Akhter noted that the High Court had directed in 2009 the establishment of active anti-sexual harassment cells in all educational institutions and workplaces.

'We want the government to enforce an anti-sexual harassment law, clearly defining harassment to ensure female workers' safety and a healthy work environment,' Taslima, also a member of the Labour Reform Commission, said.

Speakers emphasised the societal tendency to undervalue women's work, leading to lower wages compared to men.

They also highlighted the government's failure to ensure the safety of expatriate female workers, leaving them vulnerable to violence.

Their other demands included recognising women as labourers in agriculture and fisheries, enacting laws to protect domestic and sex workers' rights, establishing day-care centres, food canteens, and washrooms in workplaces, and providing proper training for women entering the labour market.

AKOTA Women's Forum expressed solidarity with the demands.

Narigrantha Prabartana vice-president Shima Das Shimu, university teacher Layeqa Bashir, and Nari Mukti Kendra president Shima Dutta also spoke at the rally.

দৈনিক ইত্তেফাক ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

জাদুঘরের সামনে প্রতিবাদী সমাবেশ

নারী শ্রমিকের আইনি স্বীকৃতি ও অভিন্ন শ্রম আইন প্রণয়নসহ ১১ দফা দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

আইনে সব নারী শ্রমিকের স্বীকৃতি ও অভিন্ন গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নসহ ১১ দফা দাবি জানিয়েছে ক্ষুব্ধ নারী সমাজ। গতকাল সোমবার রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের সামনে আয়োজিত এক অবস্থান কর্মসূচি ও পদযাত্রা থেকে এ দাবি জানানো হয়।

এই কর্মসূচিতে মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ, বেতন-ভাতাসহ মাতৃত্বকালীন ছুটির অধিকার, যৌন নির্যাতন থেকে পরিত্রাণ, চাকরিতে পদোন্নতির সমান সুযোগ সৃষ্টি, কার্যকর ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারসহ অন্যান্য দাবির কথা বলেছেন নারী সমাজ।

সমাবেশে বলা হয়, শ্রম আইনের নতুন অধ্যাদেশে আলাদা করে শ্রমিক নারীর অধিকার চিহ্নিত ও বাস্তবায়নের দাবিতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সমাবেশে বক্তব্য দেন গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান ও শ্রম কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতার, নারী সংহতির সভাপ্রধান শ্যামলী শীল, নারীগ্রন্থ প্রবর্তনার সহসভাপ্রধান সীমা দাস শিমু, নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত, অপরাজিতা দেব, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক লায়কা বশির, আইনজীবী হুমায়রা নুর, শ্রমিক নেত্রী সুলতানা বেগম প্রমুখ।

সীমা দাস শিমু বলেন, শ্রম কমিশন তাদের প্রতিবেদন দেবেন, আমরা শ্রম কমিশনের কাছে নারী শ্রমিকের অধিকারের গুরুত্ব চাই। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকের প্রসূতি সুবিধা এবং সন্তানসহ কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসা দেখতে চাই। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে হাইকোর্টের রায়ের কার্যকর বাস্তবায়ন চাই। সরকারি শ্রমিকরা গর্ভকালীন ছয় মাস ছুটি পান আর গার্মেন্টস শ্রমিকরা ১২০ দিন, এই বৈষম্যের অবসান দাবি করেন তিনি।

শ্যামলী শীল বলেন, 'শ্রম অধিকার সংস্কার কমিশন ও নারী অধিকার সংস্কার কমিশনের কাছে দাবি, আইনে নারীকে নারী বলতে হবে, মহিলা না। আইনে নারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।' নারী কমিশনের নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে হাইকোর্টের রায় কার্যকর করে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি কমিয়ে আনার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার দাবি করেন তিনি।

তাসলিমা আখতার বলেন, 'আমরা দাবি করছি, নারী-পুরুষ সমান শ্রম মানদণ্ডে সমান মজুরি পাবে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধ হবে। নারী কমিশন নারী সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করবে আমরা এই দাবি নিয়ে দাঁড়িয়েছি।'

তাদের ১১ দফা দাবিগুলো হলো, শ্রম আইনে নারীর ন্যায্য অধিকার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা, নারী-পুরুষের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা, অপ্রাতিষ্ঠানিক-প্রাতিষ্ঠানিক সব নারী-পুরুষ শ্রমিককে আইনে স্বীকৃতি নিশ্চিত করা, শ্রমজীবী-পেশাজীবী সব নারীর জন্য ছয় মাস সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত এবং প্রসূতি সুবিধায় গণনায় প্রতি মাসে সর্বমোট প্রাপ্তিকে হিসাবে নেওয়া, কারখানা- কর্মস্থলে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা ও অভিযোগ সেলের যথাযথ বাস্তবায়ন করা, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্ত শিথিল করে মতপ্রকাশের অধিকার বাস্তবায়ন করা, কারখানায় এবং কর্মস্থলে কার্যকর ডে-কেয়ার সুবিধা ও কমিউনিটিতে স্বল্পমূল্য ও ভর্তুকিতে খাবারের ক্যান্টিন, লন্ড্রি ও কাপড় ধোঁতাগার স্থাপন করা, কৃষি ও মৎসজীবী শ্রমিক হিসেবে নারীকে স্বীকৃতি দিতে হবে, গৃহশ্রমিকের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা, যৌনজীবীর ওপর হয়রানি বন্ধ ও তাদের নিরাপত্তা এবং অধিকার নিশ্চিত করা ও প্রয়োজনীয় আইন করা, প্রবাসী নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

দেশ রূপান্তর বুধবার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

বকেয়া বেতন বোনাসের দাবিতে ৪ ঘণ্টা সড়ক অবরোধ

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

গাজীপুরের শ্রীপুরে বিভিন্ন দাবিতে এক পোশাক কারখানার শত শত শ্রমিক একটি আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় অন্তত চার ঘণ্টা ওই আঞ্চলিক সড়ক বন্ধ থাকে। এতে ওই সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের দাবি, তাদের দুই বছরের ছুটির বকেয়া টাকা ঈদ বোনাস ও হাজিরা বোনাস আটকে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। নানা টালবাহানা করে সেই পাওনাগুলো দিচ্ছিল না।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত মাওনা ইউনিয়নের সলিং মোড় এলাকায় ক্রাউন ওলেন ওয়্যার কারখানার ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মাওনা ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়কটি অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। পরে তাদের কিছু দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সড়ক ছেড়ে দেন। এরপর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। শিল্প পুলিশের ওসি (শ্রীপুর জোন) আবদুল লতিফ বলেন, বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মাওনা ফুলবাড়িয়া আঞ্চলিক সড়কটি অবরোধ করেছিলেন। পরে আন্দোলনরত শ্রমিক ও কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বললে কিছু দাবি পূরণের আশ্বাস দেয়। শ্রমিকরা রাস্তা ছেড়ে আন্দোলন থেকে সরে আসেন। সড়ক অবরোধের কারণে ওই সড়কটি কয়েক ঘণ্টা বন্ধ ছিল।

NEW AGE

TUESDAY, FEBRUARY 11, 2025,

Sramik Karmachari Oikya Parishad holds a national convention, demanding the formation of a permanent wage commission, at the National Press Club in Dhaka on Monday. — Focus Bangla photo

Monthly minimum wage Tk 30,000 demanded

Staff Correspondent

LEADERS of Sramik Karmachari Oikya Parishad on Monday urged the interim government to take steps to ensure workers' rights in the country.

At a convention, chaired by Jatiyatabadi Sramik Dal president Anwar Hossain, at the National Press Club in Dhaka, they demanded the formation of a permanent wage commission, a national minimum wage of Tk 30,000 per month for the workers, and the enforcement of free trade unionism and democratic labour laws.

Bangladesh Nationalist Party standing committee member and labour leader Nazrul Islam Khan criticised the low wages paid to workers and called for immediate reforms to guarantee their rights.

The convention's declaration outlined a nine-point demand, including establishing a permanent wage commission, announcing a national minimum wage, ending the outsourcing system for workers, ensuring free trade union rights of the workers.

To press their demands, SKOP announced several movement programmes, including observing a 'Demand Day' on February 25, holding a rally in front of the National Press Club on March 16, demanding payment of wages and festival allowances before Eid-ul-Fitr, and launching tougher movements on May 1 if demands remain unmet.

Labour leaders and central leaders of SKOP Mesbahuddin Ahmed, Shah Mohammad Abu Zafar, Abdul Kader Hawlader, Chowdhury Ashiqul Alam, Razequzzaman Ratan, Saifuzzaman Badsha, Naimul Ahsan Jewel, Shamim Ara, Babal Khan, Ahsan Habib Bulbul, and others spoke at the event.

যুগান্তর

বৃহস্পতিবার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
৩০ মাঘ ১৪৩১

চাঁকরি স্থায়ীকরণের দাবি গ্রামীণ ব্যাংক কর্মচারীদের

যুগান্তর প্রতিবেদন

চাকরি স্থায়ীকরণসহ পাঁচ দাবিতে গ্রামীণ ব্যাংকের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে বক্তব্য দেন গ্রামীণ ব্যাংক কর্মচারী পরিষদের সভাপতি আলাউদ্দিন আল মামুন, সহসভাপতি জসিম উদ্দিন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু আহমেদ প্রমুখ। তারা বলেন, আমরা তিন হাজারের অধিক কর্মী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামীণ ব্যাংকে দৈনিক ভিত্তিক পিয়ন কাম-গার্ড হিসাবে কর্মরত আছি। দেশের শ্রম আইন অমান্য করে আমাদের ৩২ বছর ধরে অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। নিয়োগবিধি অনুযায়ী ৯ মাস পর চাকরি স্থায়ীকরণ করার কথা বলা থাকলেও এই বিধান মানা হচ্ছে না। আমরা ব্যাংকটির কর্মকর্তা দ্বারা হয়রানি, কারণ ছাড়াই ছাঁটাই, কাজে যোগদানে বাধাসহ নানা ধরনের অমানবিক আচরণের শিকার হচ্ছি। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফলে আজ দেশে নতুন সরকার এলেও আমরা আগের মতোই বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছি। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্টা ড. মোহাম্মদ ইউনূসের কাছে আবেদন, আমাদের বৈষম্যমুক্ত করবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বাসের বিরুদ্ধে মামলা করায় মহাখালীতে পরিবহন শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাসের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ায় রাজধানীর মহাখালীতে সড়ক অবরোধ করেছেন পরিবহন শ্রমিকরা। গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে মহাখালী বাস টার্মিনালের সামনের সড়ক অবরোধ করেন তারা। সড়ক অবরোধ থাকার কারণে মহাখালী থেকে বনানী, উত্তরা, গুলশানসহ আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এক ঘণ্টা পর শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়।

পরিবহন শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, বুধবার দুপুরে উত্তরায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ভ্রাম্যমাণ আদালত চলছিল। এ সময় একটি বাসের কাগজপত্র ঠিক না থাকায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট বাসটির বিরুদ্ধে মামলা দেন। এরপর বাসটি মহাখালী এসে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ পরিবহন শ্রমিক নিয়ে মহাখালী সড়ক অবরোধ করেন।

এ ব্যাপারে ডিএমপির ট্রাফিক গুলশান বিভাগের মহাখালী জোনের সহকারী কমিশনার মো. জুনায়েদ জাহেদী বলেন, পরিবহন শ্রমিকদের সড়ক অবরোধের কারণে মহাখালী টার্মিনাল থেকে ইনকামিং ও আউইটগোয়িং যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক অবরোধ না করার অনুরোধ জানানো হয়। পরে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানার ওসি গাজী শামীম বলেন, পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের একটা ভুল বুঝাবুঝির ঘটনার জের ধরে তারা সড়ক অবরোধ করেন। পরে তারা বুঝতে পারলে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন।

বণিক বার্তা শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ১৪, ২০২৫

ছুটিকালীন ভাতা শতভাগ দেয়ার দাবি

নারায়ণগঞ্জে সড়ক অবরোধ করে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে ছুটিকালীন ভাতা শতভাগ দেয়ার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল দিনভর এ কর্মসূচি পালন করেন পিএম নিটেক্স লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা। নারায়ণগঞ্জ-আদমজী-শিমরাইল সড়কে অবরোধ করায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়। শিল্পাঞ্চল পুলিশ-৪ নারায়ণগঞ্জ জোনের পরিদর্শক (ইন্টেলিজেন্স) সেলিম বাদশা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নারায়ণগঞ্জ-আদমজী-শিম... অবরোধ করেন শ্রমিকরা

আন্দোলনে অংশে নেয়া শ্রমিকরা জানান, তারা সারা বছর কাজ করেন মালিক পক্ষের জন্য। অথচ তারা ছুটিকালীন ভাতা শতভাগ করতে অনীহা প্রকাশ করেছে। এ কারণে শ্রমিকরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়েছে। মালিক কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের ছুটিকালীন সময়ের ভাতা ৫০ শতাংশ দেয়। যা বাড়ানোর দাবিতে তারা সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত এনায়েতনগর জেলেপাড়া এলাকায় অবস্থিত কারখানার ভেতরে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন। এ সময় মালিক পক্ষের সঙ্গে শিল্পাঞ্চল ও থানা পুলিশ, বিকেএমইএ নেতারাসহ শ্রমিক প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসেও কোনো সুরাহা করতে পারেননি। পরে শ্রমিকরা বেলা ৩টায় নারায়ণগঞ্জ-আদমজী-শিমরাইল সড়ক অবরোধ করেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন জানান, শ্রমিকরা বার্ষিক অর্জিত ছুটি ১৮ দিন পাওনা হলেও তাদের ৮ দিনের টাকা পরিশোধ করেছে মালিক পক্ষ। এ কারণে শ্রমিকরা কর্মবিরতি দিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

শিল্প পুলিশ-৪ নারায়ণগঞ্জ জোনের পরিদর্শক (ইন্টেলিজেন্স) সেলিম বাদশা বলেন, 'ওই কারখানায় ১ হাজার ৩০০ শ্রমিক কাজ করছেন। গতকাল সকাল থেকে কারখানার ভেতরেই শ্রমিকরা ছুটিকালীন ভাতা শতভাগ করার দাবিতে অবস্থান শুরু করেন। পরে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সঙ্গে শ্রমিক প্রতিনিধি, শিল্পাঞ্চল পুলিশের একজন কর্মকর্তা, বিকেএমইএর যুগ্মসাধারণ সম্পাদক, শ্রমিক নেতা ও কারখানার একজন পরিদর্শকদের সমন্বয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মালিক পক্ষ শতকরা ৭৫ শতাংশ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু শ্রমিকরা শতভাগ দাবিতে অনড় রয়েছেন। পরে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করেন। এতে কিছু সময়ের জন্য সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে মালিক পক্ষ ছুটিকালীন ভাতা শতভাগ করার আশ্বাস দিলে শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেন।'

...রাইল সড়ক গতকাল ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহীনুর আলম বলেন, 'মালিক পক্ষ শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়েছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে।'

দৈনিক ইত্তেফাক
সোমবার
৪ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বকেয়া বেতন পরিশোধ ও বন্ধ কারখানা চালুর দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় বকেয়া বেতন পরিশোধ এবং কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ছেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড নামক তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল রবিবার সকাল ৮টা থেকে আশুলিয়ার বিশমাইল-জিরাবো সড়কের আমতলা এলাকায় এ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন তারা। ব্যস্ততম সড়কটি দীর্ঘক্ষণ অবরোধ করে রাখায় সৃষ্ট যানজটে দুর্ভোগে পড়েছে পথচারী ও সাধারণ মানুষ।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, মালিকপক্ষ এখনো গত মাসের বেতন পরিশোধ করেনি। মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের বেতন দেওয়ার কথা থাকলেও বেতন পরিশোধ না করায় গত ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে আন্দোলন করছেন কারখানাটির শ্রমিকরা। এরই মধ্যে রবিবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগদান করতে কারখানা গিয়ে বন্ধের নোটিশ দেখতে পান। পরে তারা কারখানার সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। বেতন পরিশোধসহ কারখানা খুলে না দিলে তারা রাস্তা ছাড়বেন না বলেও জানান।

কারখানার এক নারী শ্রমিক বলেন, 'গত কয়েক মাস ধরেই আমাদেরকে আন্দোলন করে বেতন আদায় করতে হচ্ছে। গত ৯ তারিখে বেতন পরিশোধ ছাড়াই ১৩ তারিখ পর্যন্ত কারখানা সাধারণ ছুটি দিয়ে দেয়। পরে ১৫ তারিখে নোটিশ দিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবারও ছুটি ঘোষণা করা হয়। গত মাসের বেতন এখনো না দেওয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে সবাই আন্দোলন করছেন।

কারখানাটির মার্কেটিং অ্যান্ড মার্চেন্ডাইজিং ডিরেক্টর মো. তারেকুল ইসলাম বলেন, আমরা অতীতে শ্রমিকদের নিয়মিত বেতন পরিশোধ করেছি। ডিসেম্বর মাসের বেতন মালিক বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করে পরিশোধ করেছেন। বর্তমানে আমরা ব্যাংক সুবিধা পাচ্ছি না। ফলে বেতন পরিশোধে বিলম্ব হচ্ছে। তবে শিগগিরই শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হবে।

আশুলিয়া শিল্প পুলিশ-১-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, সকাল থেকে ছেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিশমাইল-জিরাবো সড়কটি অবরোধ করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। আমরা মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। তারা শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের চেষ্টা করছেন।

এদিকে সড়ক অবরোধের প্রায় ৫ ঘণ্টা পর দুপুর আড়াইটার দিকে কারখানাটির শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন সোমবার ॥ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ॥

বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি

আশুলিয়ায় বকেয়া বেতন দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ছেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল সকাল ৯টা থেকে কারখানাসংলগ্ন কাঠগড়া-বিশমাইল সড়কের আমতলা মোড়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা। প্রায় ৫ ঘণ্টা পর দুপুর আড়াইটার দিকে অবরোধ তুলে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

শ্রমিকরা বলেন, জানুয়ারি মাসের বেতন এখনো পরিশোধ করতে পারেনি ছেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানা কর্তৃপক্ষ।

এজন্য বকেয়া বেতনের দাবিতে সকালে সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন।

কারখানার এক নারী শ্রমিক রুবিনা আক্তার বলেন, কয়েক মাস ধরেই সময়মতো বেতন দেওয়া হয় না। আন্দোলন করে বেতন আদায় করতে হয়। গত ৯ তারিখে বেতন পরিশোধ ছাড়াই ১৩ তারিখ পর্যন্ত কারখানা সাধারণ ছুটি দিয়ে দেয়। পরে

বকেয়া বেতনের দাবিতে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ১৫ তারিখে নোটিস দিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবারও ছুটি ঘোষণা করে। গত মাসের বেতন এখনো না দেওয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে সবাই আন্দোলন করছেন।

আশুলিয়া শিল্পাঞ্চল পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার (এসপি) মোহাম্মদ মোমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া বলেন, শ্রমিকরা তাদের জানুয়ারির বকেয়া বেতনের দাবিতে সকাল থেকে সড়কে অবস্থান নিয়েছেন। ইতোমধ্যে কারখানার একজন মহাব্যবস্থাপকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। তিনি কারখানায় এসে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেবেন বলে জানিয়েছেন। প্রায় ৫ ঘণ্টা পর দুপুর আড়াইটার দিকে অবরোধ তুলে নিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

THE BUSINESS STANDARD MONDAY 17.02.2025

Ashulia RMG workers block road demanding unpaid wages

RMG - BANGLADESH

TBS REPORT

Workers of a readymade garment factory blocked a road in the Kathgora Amtala area of Ashulia on the outskirts of the capital for over four hours yesterday, demanding payment of their outstanding wages for January.

More than a hundred workers of Ssain Apparels Limited gathered at Amtala intersection on the Kathgora-Bishmail road around 8:30am. As an army team intervened they ended their agitation at around 2pm following assurance from the authorities to meet their demand.

An assistant superintendent of the Industrial Police, requesting anonymity, told The Business Standard, "Workers have blocked the road demanding their unpaid wages. The issue is that we are unable to contact the factory management as their phone numbers are switched off. We are trying to resolve the issue."

He further added, "From what I have learned, the factory management is unable to pay wages due to banking complications. The company's funds deposited at the bank are being adjusted against their loans, preventing them from paying the workers."

The aggrieved workers said despite multiple assurances, the factory management has yet to pay their salaries for January.

Moreover, without any significant reason, the factory has been closed since 9 February, after being declared a general holiday.

This has created uncertainty among workers regarding their pending wages.

Jasmine, a female factory worker, said, "On 9 February, the factory management announced a general holiday until 13 February without paying our salaries. We were supposed to receive our wages on the 13th, but that did not happen. Later, on 15 February, another notice was issued extending the general holiday until 20 February."

Jasmine further mentioned that around 1,700 workers are employed in the factory.

Despite multiple attempts, Mozammel Hossain, managing director of the factory, could not be reached for comment.

মঙ্গলবার
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
দৈনিক ইত্তেফাক

বিভিন্ন দাবিতে নারায়ণগঞ্জে রাস্তা অবরোধ করে শ্রমিকদের বিক্ষোভ যান চলাচলে বাধা

■ নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জ শহরের প্রাণকেন্দ্র চাষাঢ়া এলাকার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা। গতকাল সোমবার দুপুর ১২টা থেকে ফতুল্লার নয়ামাটি এলাকার ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকরা এই অবরোধ করেন। ঐ সময় শহরের চাষাঢ়া এলাকাসংলগ্ন বিভিন্ন সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বেলা ৩টায় তারা রাস্তা থেকে অবরোধ তুলে নেন।

ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেডের সুইং অপারেটর মিঠু চন্দ্র দাস জানান, কিছুদিন আগে একটা আন্দোলন হয়েছিল। ঐ আন্দোলনের কারণে শ্রমিকদের নামে মামলা হয়েছে। শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশ হয়রানি করছে। মাস্তানদের দিয়ে শ্রমিকদের ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। আমরা মামলা প্রত্যাহার পুলিশি ও মাস্তানদের হয়রানি বন্ধ চাই।

নারায়ণগঞ্জ জেলা গার্মেন্ট ও স্যুয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি এম এ শাহীন জানান, ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকরা তাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে না। কথা বলতে গেলেই চাকরিচ্যুত করা হয়। প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিকের গত মাসের বেতন এখনো দেয়নি।

তিনি আরো জানান, ২৭ জন শ্রমিকের নামে মামলা দিয়ে পুলিশ দিয়ে তাদেরকে হয়রানি করছে। এলাকার মাস্তানদের লেলিয়ে দিয়েছে। গতকাল হঠাৎ করেই গার্মেন্ট বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ। যার কারণে শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে রাস্তায় নেমেছেন। শ্রমিকদের দাবি কারখানা খুলে দিতে হবে। মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে পুলিশি হয়রানি বন্ধ করতে হবে। ঝুট সন্ত্রাসী দিয়ে হুমকিধমকি দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ জানান, ইউরোটেক্স গার্মেন্টস ভাঙচুরের ঘটনায় মালিক ফতুল্লা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ঐ মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেছেন। পরে তাদের বুঝিয়ে বেলা ৩টায় রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

নারায়ণগঞ্জ জেলা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের রাজীব চন্দ্র ঘোষ বলেন, 'গত ৫ আগস্টের পর থেকেই বিভিন্ন সময় ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেডে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মালিকপক্ষ মামলা করে। আর তাই মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে তারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।'

দৈনিক ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার
৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

দৈনিক ৯০০ টাকা জমা কার্যকরের দাবি অটোরিকশা চালকদের

■ বিশেষ প্রতিনিধি

সিএনজিচালিত অটোরিকশা মালিকদের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) নির্ধারিত দৈনিক জমা ৯০০ টাকা অবিলম্বে কার্যকর করাসহ বেশ কয়েকটি দাবি জানিয়েছেন চালকরা। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিকশা চালক ঐক্য পরিষদ আয়োজিত মানববন্ধন থেকে এ দাবি জানান তারা।

সিএনজি চালকদের অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে ৫ হাজার সিএনজি অটোরিকশা চালকের জন্য রেজিস্ট্রেশন দিতে হবে; মিটার ও নো-পার্কিং মামলার নামে পুলিশি হয়রানি করা যাবে না; সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ ও বিধিমালা-২০২৩ এর স্বার্থবিরোধী ধারা বাতিল করতে হবে; আইএলও কনভেনশন ৮৭ অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে।

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ৫ ফাল্গুন ১৪৩১
Dhaka : Tuesday 18 February 2025

নারায়ণগঞ্জের চাষাড়া মোড়ে ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ -সংবাদ

‘মামলা দিয়ে’ কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে শ্রমিকদের অবরোধ

প্রতিনিধি, নারায়ণগঞ্জ

বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে কারখানা বন্ধের প্রতিবাদে সাড়ে তিন ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করে রাখেন নারায়ণগঞ্জের রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেডের কয়েকশ’ শ্রমিক।

গতকাল সকাল দশটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত শহরের চাষাড়া। মোড়ে অবস্থান নিয়ে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সংযোগ সড়ক, বঙ্গবন্ধু সড়কসহ গুরুত্বপূর্ণ আরও দু’টি সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেন তারা।

এতে পুরো শহর যানজটে স্থবির হয়ে পড়ে, ভোগান্তি পোহাতে হয় জনসাধারণকে।

বিক্ষুব্ধ শ্রমিক ও শিল্প পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জের সস্তাপুর এলাকার ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেড নামে কারখানাটিতে গত কয়েকমাস যাবত শ্রমিক অসন্তোষ চলছে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি বকেয়া বেতন ও ন্যায্য পাওনা পরিশোধের দাবিতে কারখানাটির ভেতর বিক্ষোভ করেন একদল শ্রমিক। পরে আন্দোলনরত কয়েকজন শ্রমিককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে সাময়িক বরখাস্ত করে মালিকপক্ষ। গত রোববার শ্রম আইনের ১৩ (১) ধারায় কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করে নোটিশ সাঁটানো হয়।

গতরাতে আন্দোলনরত কয়েকজন শ্রমিকের বিরুদ্ধে কারখানায় হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগে একটি মামলাও করা হয়েছে বলে জানান শ্রমিকরা। এরই প্রতিবাদে শ্রমিকরা সড়কে নেমে আসেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল দশটার দিকে কয়েকশ’ শ্রমিক চাষাড়ায় জড়ো হন। পরে তারা চাষাড়া মোড়ে অবস্থান নিলে আশপাশের সড়কগুলোতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

জেলা ও শিল্প পুলিশের সদস্যরা তাদের সড়ক ছেড়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমাধানের প্রস্তাব দিলেও তা প্রত্যাখ্যান করেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা।

অবরোধে অংশ নেয়া শ্রমিক আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ দিয়ে প্রিন্ট সেকশনের ২৭ জন শ্রমিককে বেতন না দিয়ে ছাঁটাই করা হয় এবং তাদের নামে কোটি টাকার মিথ্যা মামলা দেয়া হয়। পাশাপাশি হঠাৎ করে গার্মেন্টস বন্ধ করে দেয়া হয়। আমরা এর প্রতিবাদে আজকে রাস্তায় নেমেছি।

কারখানা মালিক বন্ধ করে দিতেই পারেন কিন্তু তার আগে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করতে হবে। যতক্ষণ না কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে একমত হবে ততক্ষণ আমরা অবরোধ চালিয়ে যাবো, যোগ করেন ওই শ্রমিক।

গতকাল সকালে কারখানার সামনে অবস্থান নিতে চাইলে মালিকপক্ষের সন্ত্রাসী বাহিনী তাদের উপর চড়াও হয় বলেও অভিযোগ করেন শ্রমিকরা।

শাহজাহান নামে এক শ্রমিক বলেন, গার্মেন্টসের কিছু অসাধু কর্মকর্তা আমাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ এনেছে। আমাদের নামে ভাঙচুরের অভিযোগ এনেছে। কিন্তু গার্মেন্টসে কোনো ভাঙচুরের আলামত নেই। ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের পাওনা বেতন এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার চাই।

এদিকে, দুপুর দেড়টার দিকে পুলিশের একটি দল শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। পরে মিছিল নিয়ে শ্রমিকরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দিকে যান।

শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নিলে বেলা দুইটার দিকে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ঘটনাস্থলে থাকা ফতুল্লা মডেল থানার ওসি শরীফুল ইসলাম বলেন, মালিক-শ্রমিক উভয়পক্ষ পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করেছেন। দু’পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছি। পরে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবিগুলো মেনে নেয়াসহ মামলা তুলে নেয়ার আশ্বাস দেয়ায় শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ তুলে নিয়েছে। এরপর থেকে সড়কে যান চলাচল শুরু হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
মঙ্গলবার
৫ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সাভারে ছাঁটাই ও অসন্তোষে দুই কারখানা বন্ধ ঘোষণা

বেতন পেয়ে অবরোধ প্রত্যাহার এক কারখানার শ্রমিকদের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সাভারের আশুলিয়ায় দ্বিতীয় দিনের মতো বকেয়া বেতন পরিশোধ ও কারখানা চালুর দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে হেইন অ্যাপারেলস লিমিটেডের কারখানার প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক। তবে গতকাল সোমবার দুপুরের পর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন প্রদান শুরু করলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেয়। এর আগে সকালে শ্রমিকরা কারখানার সামনে অবস্থান নিলে প্রথমে পুলিশ তাদেরকে ধাওয়া দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরবর্তী সময়ে শ্রমিকরা দুপুরে আবারও বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে বিশমাইল-জিরাবো সড়কের আমতলা এলাকায় অবরোধ করে রাখে।

এদিকে 'কাজ না থাকায়' আশুলিয়ার জামগড়া এলাকায় অবস্থিত দ্য ড্রেস অ্যান্ড দ্য আইডিয়াস নামক তৈরি পোশাক কারখানাটি সব কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক ছাঁটাইপূর্বক বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালিকপক্ষ। কারখানাটির পরিচালক লে. কর্নেল খালিক-উল-হাসানের স্বাক্ষর করা এক নোটিশের মাধ্যমে কর্মীদের ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

নোটিশে বলা হয়, শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে কারখানায় কোনো কাজ না থাকায় গত ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্ববেতনে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও কোনো কাজ যোগাড় করতে না পেরে বাধ্য হয়ে 'দি ড্রেস অ্যান্ড দি আইডিয়াস'-এর সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২০ ধারা অনুযায়ী ছাঁটাইপূর্বক বন্ধের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যা সোমবার থেকে কার্যকর হবে। এছাড়া ছাঁটাই হওয়া সকলকে আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলেও নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফেডারেশনের সভাপতি মো. সারোয়ার হোসেন বলেন, বিভিন্ন সময় নানা কারণ দেখিয়ে কারখানাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এভাবে কারখানা বন্ধ হওয়া এবং শ্রমিকেরা বেকার হওয়া পোশাক শিল্প তথা দেশের জন্য একটি অশনিসংকেত।

অন্যদিকে অব্যাহত শ্রমিক বিক্ষোভের মুখে আশুলিয়ার খেজুরবাগান এলাকার রেডিয়্যান্স জিন্স এন্ড ফ্যাশন গার্মেন্টেস নামক তৈরি পোশাক কারখানাটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষনা করেছে মালিকপক্ষ। এঘটনায় সোমবার সকালে কারখানার সামনে শ্রমিকরা জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের সরিয়ে দিয়েছে।

এর আগে গত ১১ ফেব্রুয়ারি খেজুরবাগান এলাকায় রেডিয়্যান্স জিনস অ্যান্ড ফ্যাশন গার্মেন্টেসের ভেতর থেকে এক শ্রমিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। শ্রমিকরা বিষয়টিকে হত্যাকাণ্ড দাবি করায় গত কয়েক দিন ধরে মালিকপক্ষের সাথে শ্রমিকদের উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

প্রথম আলো • বৃহস্পতিবার, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নারায়ণগঞ্জ

সাড়ে তিন ঘণ্টা পর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সড়কে যান চলাচল শুরু হয়।

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, ছাঁটাই করা শ্রমিকদের পুনর্বহাল, মামলা প্রত্যাহার ও বহিরাগত ব্যক্তিদের হামলার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

গতকাল বুধবার বেলা দুইটার পর থেকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং যানজটে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। সাড়ে তিন ঘণ্টা পর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সড়কে যান চলাচল শুরু হয়।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, গতকাল দুপুর ১২টার দিকে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, ছাঁটাই করা শ্রমিকদের পুনর্বহাল, মামলা প্রত্যাহার এবং বহিরাগত ব্যক্তিদের হামলার প্রতিবাদে ইউরো টেক্স নিটওয়্যার লিমিটেডের পোশাকশ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের লামাপাড়া এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। এতে লিংক রোডে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। উভয় পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। যান চলাচল বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েন বিভিন্ন যানবাহন যাত্রীরা।

সুইং সেকশনের শ্রমিক আবদুর রাজ্জাক জানান, গত মঙ্গলবার রাতে মালিকপক্ষ তাঁদের দাবি মেনে নেয়। সকালে তাঁদের ৯৮ জন সহকর্মীর চাকরিচ্যুতির ছবিসহ তালিকা ঝুঁলিয়ে দেওয়া হয়। ছাঁটাই করা শ্রমিকদের পুনর্বহাল করা না হলে কাজ করা হবে না জানালে বহিরাগত লোকজন দিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়। হামলায় তিনিসহ অনেকে আহত হন।

নারী শ্রমিক মনি আক্তার জানান, সহকর্মীদের পুনর্বহালের দাবিতে তাঁরা সড়ক অবরোধ করেন। অনেকের ওপর হামলা করা হয়েছে।

এদিকে সড়ক অবরোধের কারণে লিংক রোডে যান চলাচল বন্ধ থাকায় ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে হাজার হাজার যাত্রীকে। তাঁদের পায়ে হেঁটে, অটোরিকশা, রিকশা, ভ্যান ও সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে বাড়তি ভাড়া দিয়ে গন্তব্যে যেতে দেখা গেছে।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোনাব্বর হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ঘটনাস্থলে গিয়ে শ্রমিকদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রমিকেরা তাঁদের দাবিতে অনড় থাকেন। সেনাবাহিনী, পুলিশ ও বিজিবির সদস্যরা কারখানার সামনে অবস্থান নেন।

এদিকে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে সড়কে যান চলাচল শুরু হয়। যান চলাচল শুরু হলেও লিংক রোডের উভয় পাশে যানজট ছিল।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ কমিটির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন প্রথম আলোকে জানান, বহিরাগত সন্ত্রাসীরা শ্রমিকদের ওপর হামলা চালিয়েছেন। এতে অনেক শ্রমিক আহত হয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁদের দাবি মেনে না নিলেও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে সড়কে যান চলাচল শুরু হয়েছে।

এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম প্রথম আলোকে জানান, সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে সড়ক থেকে শ্রমিকেরা সরে গেলে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে যান চলাচল শুরু হয়েছে। সমস্যা সমাধানে আলোচনা চলছে।

উল্লেখ্য, কয়েক দিন ধরে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, মামলা প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবিতে সদর উপজেলার লামাপাড়া এলাকায় অবস্থিত ইউরো টেক্স নিটওয়্যার লিমিটেড নামের পোশাক কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ চলছে। মঙ্গলবার বিষয়টির মীমাংসা হয়। গতকাল সকালে শ্রম আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী ৯৮ জন শ্রমিককে চাকরিচ্যুতির নোটিশ ঝোলানো হলে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। চাকরিচ্যুতদের পুনর্বহাল, শ্রমিকদের ওপর বহিরাগত ব্যক্তিদের হামলার ঘটনায় দায়ীদের বিচারের দাবিতে শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করেন।

শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, ছাঁটাইকৃতদের পুনর্বহালের দাবিতে পোশাকশ্রমিকেরা ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের লামাপাড়া এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। গতকাল বিকেলে। ছবি: প্রথম আলো

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২৫ ■ ফাল্গুন ৫, ১৪৩১ বণিক বার্তা

নারায়ণগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ নারায়ণগঞ্জ

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার, ছাঁটাই বন্ধ ও লে-অফ ঘোষণা করা কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ইউরোটেক্স লিমিটেড পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল বেলা ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে রাখেন তারা। এতে বন্ধ হয়ে যায় নগরীর যান চলাচল, ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

পুলিশ জানায়, নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুল্লার নয়ামাটি এলাকার রফতানিমুখী পোশাক কারখানা ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেডে প্রায় ৪ হাজার শ্রমিক কাজ করে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি বকেয়া বেতন, ভাতাসহ বিভিন্ন দাবিতে কারখানার ভেতরে বিক্ষোভ ও ভাংচুর করেন শ্রমিকরা। এ ঘটনায় কারখানা কর্তৃপক্ষ চাকরিচ্যুত ২৮ শ্রমিককে আসামি করে ফতুল্লা মডেল থানায় মামলা করে। এরপর থেকে শ্রমিকরা মামলা প্রত্যাহার ও ছাঁটাইকৃতদের কাজে পুনর্বহালের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন। এর মধ্যে গত রোববার রাতে প্রতিষ্ঠানটি লে-অফ ঘোষণা করে মালিক পক্ষ। প্রতিক্রিয়ায় ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মামলা প্রত্যাহার, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ এবং কারখানা খুলে দেয়ার দাবিতে গতকাল সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেডের সুইং অপারেটর মিঠু চন্দ্র দাস বলেন, 'কিছুদিন আগে বেতনের দাবিতে আন্দোলন করায় শ্রমিকদের নামে মামলা করা হয়েছে। শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুলিশ হয়রানি করেছে, মাস্তানদের দিয়েও হুমকি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে হঠাৎ গার্মেন্টস বন্ধ করে দিয়েছে মালিক পক্ষ। এ কারণে বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা রাস্তায় নেমেছেন। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে পুলিশ ও মাস্তানদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। আমাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।'

নারায়ণগঞ্জ জেলা গার্মেন্টস ও সোয়েটার শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সভাপতি এম এ শাহীন বলেন,

'ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকরা তাদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারেন না। কথা বলতে গেলেই তাদের চাকরিচ্যুত করা হয়। প্রায় দুই শতাধিক শ্রমিকের গত মাসের বেতন এখনো দেয়নি।'

নারায়ণগঞ্জ জেলা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উপমহাপরিদর্শক রাজীব চন্দ্র ঘোষ বলেন, '৫ আগস্টের পর থেকেই বিভিন্ন সময় ইউরোটেক্স নিটওয়্যার লিমিটেডের শ্রমিকরা বিশৃঙ্খলা করে আসছেন। তাদের বিশৃঙ্খলার কারণে মালিক পক্ষ মামলা করেছে। আর তাই মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে তারা রাস্তায় নেমেছেন।'

ফতুল্লা থানার অফিসার ইনচার্জ শরিফুল ইসলাম বলেন, 'আমরা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দেয়ার পর দুপুরে শ্রমিকরা সড়ক থেকে সরে যান।'

যুগান্তর
রোববার ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
১০ ফাল্গুন ১৪৩১

বকেয়া বেতনের দাবি

আশুলিয়া ও সাভারে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

যুগান্তর প্রতিবেদন, ঢাকা উত্তর ও সাভার

সাভার ও আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন দুটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা। এ ঘটনায় দুটি আঞ্চলিক সড়কে যান চলাচল কয়েক ঘণ্টা বন্ধ হয়ে যায়।

শনিবার সকাল থেকে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের সিঙ্গাইর-হেমায়েতপুর সড়কে বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা এবং আশুলিয়ার বিশমাইল-জিরাবো সড়কে চেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। কয়েক ঘণ্টা অবরোধের পর তারা সড়ক ছেড়ে যান। উভয় পোশাক কারখানার শ্রমিকরা জানান, জানুয়ারি মাসের বেতন দেই-দিচ্ছি করে টালবাহানা করছে মালিকপক্ষ। দুই মাস চলে গেছে। এরপরও বেতন দেওয়া হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে তারা সড়কে নেমেছেন।

চেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিক শহিদুল বলেন, বেতনের দাবিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি তারা সড়ক অবরোধ করেন। সে সময় প্রশাসনের আশ্বাসে সড়ক ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আশানুরূপ কোনো কিছু দেখা যায়নি। তাই তারা আবার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেড কারখানার এক শ্রমিক বলেন, ২০ ফেব্রুয়ারি পাওনা পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তাদের বেতন দেওয়া হয়নি। তাই বকেয়া বেতনের দাবিতে তারা সড়ক অবরোধ করে মালিকের গ্রেফতার দাবি করছেন।

শিল্প পুলিশ-১ এর পুলিশ সুপার মোমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, সাভার ও আশুলিয়ায় দুই পোশাক কারখানার শ্রমিকরা পাওনা পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন। আমরা কারখানা দুটির মালিকপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। চেইন অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানা কর্তৃপক্ষ ৩ মার্চে বেতন পরিশোধের কথা জানিয়েছে। আর বসুন্ধরা গার্মেন্টস লিমিটেড কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে। আমরা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত জাতীয় দৈনিক
বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বকেয়া বেতন দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ভালুকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শাবাব ফেব্রিকস নামে একটি কারখানার শ্রমিকরা। গতকাল ভালুকা উপজেলার হাজির বাজার এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শ্রমিকরা। এ সময় চারলেন মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে দূরপাল্লার যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন। শ্রমিকরা জানান, কারখানাটিতে ভালুকা সদর ইউনিয়নের বাশিল গ্রামে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৫৫০ শ্রমিক কর্মরত। চলতি মাসসহ তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ না করায় রাস্তায় নেমে আসেন তারা। এর আগে তাদের নভেম্বর মাসে বকেয়া বেতন তিন কিস্তিতে পরিশোধ করেন কারখানা কর্তৃপক্ষ। ভালুকা প্রশাসন, ভালুকা মডেল থানা পুলিশ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও সেনাবাহিনী কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বকেয়া বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা। পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এ বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ভালুকা মডেল থানার ওসি শামসুল হুদা খান জানান, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বকেয়া বেতন পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

গাজীপুর : শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে গতকাল কলম্বিয়া মালেকের বাড়ি এলাকায় একটি পোশাককারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন —ইত্তেফাক

গাজীপুরে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, কর্মবিরতি মহাসড়ক অবরোধ

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুরে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে রবিবার মহানগরীর কলম্বিয়া মালেকের বাড়ি এলাকায় একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও কর্মবিরতি করেছেন। এসময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা প্রায় দেড় ঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে ঐ মহাসড়কে যানচলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

শিল্প পুলিশ, শ্রমিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর মহানগরীর মালেকের বাড়ি এলাকাস্থিত 'দ্যাটস ইট' নামের পোশাক কারখানার ৭৬ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে নোটিশ দেয় কর্তৃপক্ষ। রবিবার সকালে কাজে যোগ দিতে গেলে ছাঁটাইকৃতদের কারখানায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এ ঘটনায় শ্রমিকদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। সকাল ১০টার দিকে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানার ফটকে বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় তাদের (ছাঁটাইকৃতদের) সাথে বিক্ষোভে যোগ দিতে কারখানার অন্যান্য শ্রমিকদেরকে আহ্বান জানান বিক্ষোভকারীরা। তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে কাজে থাকা শ্রমিকরা কর্মবিরতি শুরু করেন। তারা কারখানা থেকে বের হয়ে আন্দোলনরতদের সঙ্গে বিক্ষোভে অংশ নেন। পরে বেলা ১১টার দিকে শ্রমিকরা মিছিল সহকারে কারখানার পার্শ্ববর্তী ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে উভয় লেনে অবরোধ সৃষ্টি করেন। এতে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। দুর্ভোগে পড়েন ঐ মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা। খবর পেয়ে শিল্প ও থানা পুলিশসহ সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

শিল্পাঞ্চল পুলিশ গাজীপুর-২ এর পুলিশ সুপার একে এম জহিরুল ইসলাম জানান, কারখানার ৭৬ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করে নোটিশ দেয় কর্তৃপক্ষ। এর প্রতিবাদে ঐ কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে। আজ সোমবার তাদের দাবিদাওয়ার বিষয়ে বিজিএমইএ কার্যালয়ে আলোচনা করে মীমাংসার আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকরা মহাসড়ক থেকে অবরোধ তুলে নেয়।

লোকাল গার্মেন্টসে কর্মরত পিসরেটের শ্রমিকসহ সব শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবিতে ঢাকা পোশাক প্রস্তুতকারী মজুরি বৃদ্ধি শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ গতকাল রাজধানীতে মিছিল করে —আব্দুল গনি

দেশ রূপান্তর
সোমবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

দেবীগঞ্জ প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্র

কাজে যোগ দিতে না পেরে শ্রমিকদের অনশন

পঞ্চগড় প্রতিনিধি

কাজে যোগদানের জন্য অফিস আদেশ পাওয়ার ৪০ দিন পেরিয়ে গেলেও প্রতিপক্ষের বাধার মুখে যোগদান করতে পারেননি দেবীগঞ্জ প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের ৬০ জন শ্রমিক।

গতকাল রবিবার সকালে কাজে যোগদানের দাবিতে কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার অফিসের সামনে অনশনে বসেন তারা। বিকেল ৪টা পর্যন্ত শ্রমিকরা মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার অফিসের সামনে অনশন করেন।

জানা যায়, গত ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে ৬০ জন শ্রমিকের নাম উল্লেখপূর্বক 'কাজ নাই মজুরি নাই' ভিত্তিতে কাজে যোগদানের জন্য চিঠি দেওয়া হয়। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাকে দেওয়া ওই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কাজে যোগদান করতে যান শ্রমিকরা। কিন্তু যোগদানে বাধা দেন নিয়োগ না পাওয়া বাকি শ্রমিকরা। তাদের দাবি, তারা বিভিন্ন সময় এই খামারে কাজ করলেও তাদের ওই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। গত ৩ ফেব্রুয়ারি যোগদানকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং বেশ কয়েকজন আহত হন।

নিয়োগ পাওয়া শ্রমিক জামিরুল, বিবু মিয়া, মিলনসহ বেশ কয়েকজন অভিযোগ করেন, কিছু লোক নিয়োগে বাদ পড়ায় বিএনপির দলীয় প্রভাব খাটিয়ে নিয়োগপ্রাপ্তদের যোগদানে বাধার সৃষ্টি করছেন। অথচ তাদের যোগদানের বৈধ কোনো কাগজ নেই। এ বিষয়ে দেবীগঞ্জ প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. অমল কুমার দাস বলেন, 'নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের যোগদান করালে এখানে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে। কয়েক দিন আগে উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে। যোগদানে কারা বাধা দিচ্ছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বিএনপির লোকজন বাধা দিচ্ছে।' তাদের মধ্যে সফিকুল নামে এক ব্যক্তির কথা বলেন তিনি। সফিকুল এখানকার চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ও দেবীগঞ্জ পৌর বিএনপির ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সফিকুল বলেন, 'এখানে দলীয় প্রভাব খাটানো হয়নি। আমরা বঞ্চিত। স্বজনপ্রীতি করে এলাকার মানুষকে নিয়োগ না দিয়ে চিলাহাটি, টেপ্রীগঞ্জের মানুষকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমরা চাই আমাদের নিয়োগ যেন দ্রুত দেওয়া হয়।'

সমকাল সোমবার। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫।

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী বেতন না পেয়ে বেকায়দায়

বিশেষ প্রতিনিধি

ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের (ইএফটি) নানা জটিলতায় আটকে গেছে এমপিওভুক্ত হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা। কেউ তিন মাস, কেউ দুই মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। এতে পরিবার-পরিজন নিয়ে বেকায়দায় পড়েছেন তারা।

একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করেন, ইএফটিতে বেতন-ভাতা দিতে যেসব ত্রুটি ধরা হচ্ছে, তা মামুলি ভুল। শিক্ষক-কর্মচারীরা দুই থেকে তিন দশক ধরে চাকরি করছেন। তাদের চাকরিবিষয়ক সব তথ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগে বহুবার দেওয়া হয়েছে। তারপরও ইএফটির নামে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীকে হয়রানি করা হচ্ছে।

শিক্ষক-কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের যেসব শিক্ষক-কর্মচারীর এনআইডি, এমপিও শিট, ব্যাংকের তথ্যের মিল রয়েছে, কেবল তারাই প্রথম ধাপে বেতন পেয়েছেন। যাদের জন্ম তারিখ, জন্ম সাল, নামের বানান ইত্যাদি শিক্ষা সনদের সঙ্গে মিল নেই তারা বেতন পাননি।

সিরাজগঞ্জের তাড়াশ মহিলা ডিগ্রি কলেজের সমাজকল্যাণ বিষয়ের শিক্ষক মো. ফজলুর রহমান গত নভেম্বর পর্যন্ত নিয়মিত বেতন-ভাতা তুলেছেন। তবে ইএফটি জটিলতায় তিনি ও তাঁর ছয় সহকর্মী এর পর থেকে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। ইএফটি গ্যাঁড়াকলে পড়ে ফজলুর রহমানের মতো সারাদেশের কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারী বেতন-ভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

নেত্রকোনার পূর্বধলার ঘাগড়া দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যায়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মোশাররফ হোসেন বলেন, ফেব্রুয়ারি শেষ হতে চললেও এখন পর্যন্ত ডিসেম্বরের বেতন পাইনি। এতে পরিবার-পরিজন নিয়ে চলতে কষ্ট হচ্ছে।

সিরাজগঞ্জের তাড়াশের পৌষার আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্যামলী রানীর শিক্ষা সনদ অনুসারে, নামের বানানে আক্ষরিক ভুলের কারণে তাঁকে এনআইডি সংশোধন করতে হবে। সংশোধনের পর ব্যাংকের তথ্য হালনাগাদ করলে তবেই তিনি বেতন-ভাতা পাবেন।

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরের গুলবাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পিন্টু চন্দ্র সরকার বলেন, গত নভেম্বরে বেতন পেয়েছিলাম। এর পর থেকে আর বেতন পাইনি। ব্যাংকিং সমস্যায় আড়াই মাসেও ব্যাংকের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। একই উপজেলার রৌয়াইল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আসলাম উদ্দিন ফকির বলেন, কোনো তথ্যগত অসংগতির কারণে ইএফটিতে বেতন না দিতে পারলে আগের পদ্ধতিতে পরিশোধ করা হোক। পরে তথ্য সংশোধন সাপেক্ষে ইএফটিতে দেওয়া যেতে পারে।

একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান জানিয়েছেন, সারাদেশেই এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইএফটি জটিলতায় পড়া শিক্ষক-কর্মচারীদের আগামী ৬ মার্চের মধ্যে ইএফটিতে হালনাগাদের জন্য কাজ করতে হবে– এমনটি নির্দেশনা রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে। তবে এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু সংশোধন সম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আজাদ খান সমকালকে বলেন, আইএমআইএস সেলকে নির্দেশ দিয়েছেন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান খুঁজে বের করতে। সাত দিনের মধ্যে এ সমস্যার সমাধান করা হবে।

ইএফটি জটিলতা

বিষয়টি সাত দিনের মধ্যে সমাধান করব

অধ্যাপক মুহাম্মদ আজাদ খান
মহাপরিচালক, মাউশি

দেশ রূপান্তর
মঙ্গলবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

হামলার প্রতিবাদে সাংবাদিকদের বিক্ষোভ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি

সংবাদ সংগ্রহকালে পুলিশের উপস্থিতিতে সাংবাদিকের ওপর মাদক কারবারিদের হামলা, মারপিটসহ ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রতিবাদে ও হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের প্রধান ফটক অবরোধ করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন কুষ্টিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা। গতকাল সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে জড়িতদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হলে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন সাংবাদিক নেতারা।

সমাবেশে কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে সাংবাদিকদের মতবিনিময়কালে একাধিকবার জেলা জুড়ে দাপিয়ে বেড়ানো শ্যালো ইঞ্জিনচালিত অবৈধ ট্রলি এবং বেপরোয়া ড্রাম ট্রাকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। গত রবিবার সংবাদ সংগ্রহকালে তারাই সাংবাদিকের ওপর হামলা চালিয়েছে।'

কুষ্টিয়া মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক আব্দুল আলীম জানান, রবিবার সংবাদ সংগ্রহকালে ফটো সাংবাদিক ইমরানের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু হয়েছে।

পুলিশ সুপার কার্যালয়ের প্রধান ফটক অবরোধ করে গতকাল সকালে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন কুষ্টিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা ■ দেশ রূপান্তর

দৈনিক ইত্তেফাক
শনিবার
৯ ফাল্গুন ১৪৩১, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

গবেষণা প্রতিবেদন

আর্থিক সক্ষমতার অভাবে সর্বজনীন পেনশনের আওতার বাইরে পোশাক শ্রমিক

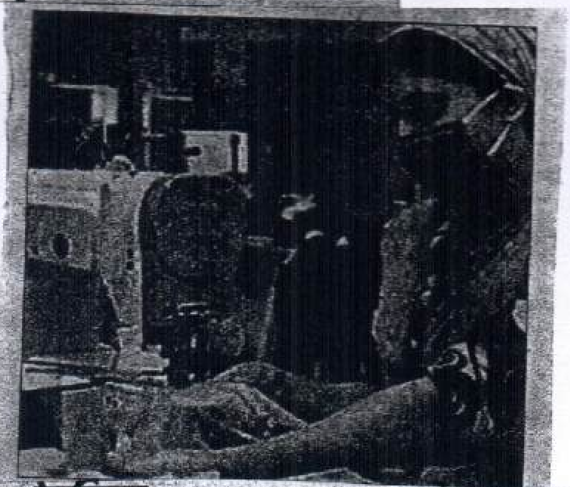

অর্থনীতি রিপোর্ট

আর্থিক সক্ষমতা বা সচেতনতার অভাবে প্রায় ৯৮ দশমিক সাত শতাংশে পোশাকশ্রমিক রাষ্ট্রীয় সর্বজনীন পেনশন স্কিমে (ইউপিএস) অংশ নেননি বলে এক গবেষণায় ওঠে এসেছে। এর একটি কারণ হলো, শ্রমিকদের অনেকে পেনশনের জন্য ডিজিটাল আবেদনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত নন।

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, মতিঝিল, সূত্রাপুর, লালবাগ, গুলশান, বাড্ডা, সবুজবাগ, মিরপুর, পল্লবী ও মোহাম্মদপুর এলাকার ২০০ পোশাকশ্রমিকের ওপর জরিপ চালিয়ে এ গবেষণাপত্র তৈরি করা হয়। নেদারল্যান্ডসভিত্তিক মনডিয়াল এফএনভি 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম: বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার সম্ভাবনার খোঁজ' নামে গবেষণাটি পরিচালনা করে। আরেকটি বড় কারণ ছিল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য প্রগতি স্কিমের জন্য যে পরিমাণ টাকা দিতে হয়, এর পরিমাণ তুলনামূলক 'বেশি'।

গবেষণায় বলা হয়েছে, তাছাড়া চাকরি না থাকলেও টানা ১০ বছর পেনশনের টাকা পরিশোধ করতে হয়। সুরক্ষা স্কিমে ঋণ বা স্কিম তুলে নেওয়ার সুবিধা নেই। চাকরি পরিবর্তনেরও সুযোগ নেই। যদিও তথ্য বলছে, একই কারখানায় মাত্র আট শতাংশ শ্রমিক শুরু থেকে শেষপর্যন্ত কাজ করেন। গবেষণায় দেখা গেছে, ৬৪ দশমিক সাত শতাংশ পোশাকশ্রমিক প্রতি মাসে পেনশনের টাকা জমা দেওয়ার অবস্থায় নেই। ৭৫ দশমিক তিন শতাংশ পোশাকশ্রমিক পেনশন সম্পর্কে জানেনই না। প্রায় ৬১ দশমিক তিন শতাংশ শ্রমিক পেনশনের আওতায় আসতে আগ্রহী নন। কারণ তারা মনে করেন যে, তাদের চাকরির নিশ্চয়তা নেই।

পেনশনের আওতায় না আসার অন্যান্য কারণের মধ্যে আছে—চাকরি হারানোর ভয়, ছাঁটাই, কর্মস্থলে দুর্ঘটনা, মৃত্যু, পেশাগত অসুস্থতা, আগুন ও বয়লার বিস্ফোরণ। দুর্বল সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা যেমন পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড না থাকা, এককালীন গ্র্যাচুইটি সুবিধা ও নগণ্য শিক্ষা ভাতার অভাব পেনশনের আওতায় না আসার কারণগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন শ্রমিকদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করলেও সেই তহবিল পাওয়ার প্রক্রিয়া জটিল বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় ৩০ শতাংশ উত্তরদাতার পরামর্শ সরকার কিছুটা ভর্তুকি দিক।

সমীক্ষায় কয়েকটি মূল সুপারিশের মধ্যে আছে টাকা জমা দেওয়ার পরিমাণ কমানো। যেমন সুরক্ষা স্কিমে প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। চাকরি না থাকলে স্কিম তুলে নেওয়া ও ঋণ সুবিধা দেওয়া, সংকটের সময়ে সাময়িকভাবে টাকা জমা না দেওয়া এবং একই পেনশন আইডি দিয়ে চাকরি পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়ারও সুপারিশ করা হয়।

সমীক্ষায় আরো পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—পোশাকশ্রমিকদের যারা একটি নির্দিষ্ট সময় চাকরি করেছেন, বা ন্যূনতম পাঁচ বছর স্কিমে টাকা দিয়েছেন তাদের সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা পাওয়ার অধিকার পেনশন স্কিমে থাকা উচিত। পেনশন স্কিম ও এর পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোরও সুপারিশ করা হয়েছে। এর সুফল সম্পর্কে শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা ও আস্থা বাড়াতে যোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে বলেও গবেষণায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
৬ ফাল্গুন ১৪৩১, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিলসের জরিপের তথ্য

পেনশন স্কিমে চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্য নেই ৬৫ শতাংশ শ্রমিকের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

পেনশন স্কিমে চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্য নেই ৬৫ শতাংশ শ্রমিকের। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) এক জরিপে এ চিত্র উঠে এসেছে। নেদারল্যান্ডসভিত্তিক সংগঠন মন্ডিয়াল এফএনভির সহায়তায় জরিপ করা হয়।

সোমবার রাজধানীর শ্রম ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ সময় বক্তব্য দেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ। অনুষ্ঠানে বলা হয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য ২০২৩ সালে প্রগতি স্কিম চালু করেছে সরকার। তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের মধ্যে এ স্কিমে খুব বেশি সাড়া নেই। কারণ ৬১ দশমিক ৩ শতাংশ শ্রমিকের ভাষ্য, চাকরির নিরাপত্তা না থাকায় স্কিমে অংশগ্রহণে তারা আগ্রহী নন। ৬৪ দশমিক ৭ শতাংশ শ্রমিক জানিয়েছেন, মাসিক চাঁদা দেওয়ার আর্থিক সক্ষমতা নেই তাদের। ৭৫ দশমিক ৩ শতাংশ শ্রমিক এ স্কিম সম্পর্কে জানেন না।

প্রসঙ্গত, সরকারের সর্বজনীন পেনশন স্কিমের আওতায় বেসরকারি খাতের শ্রমিকদের জন্য প্রগতি স্কিম চালু করে সরকার। এ স্কিমে মাসিক চাঁদার ৫০ শতাংশ প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং বাকি ৫০ শতাংশ শ্রমিক-কর্মচারীরা দেওয়ার কথা।

বৈঠকে জরিপের ফল তুলে ধরেন বিলসের গবেষণা বিভাগের উপপরিচালক মনিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, প্রগতি স্কিমের সর্বনিম্ন মাসিক চাঁদা তুলনামূলকভাবে বেশি। ১০ বছরের জন্য অবিরাম প্রিমিয়াম দিতে হয়, সুরক্ষা স্কিমের অধীনে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের কোনো প্রত্যাহার বা ঋণ সুবিধা নেই, চাকরি পরিবর্তনের অনুমতি নেই। অথচ মাত্র ৮ শতাংশ শ্রমিক এক কারখানায় ১০ বছরের বেশি কাজ করছেন।

THE BUSINESS STANDARD TUESDAY 18.02.2025

99% RMG workers not keen on Universal Pension Scheme: Survey

RMG – BANGLADESH

TBS REPORT

A recent survey reveals that nearly 99% of readymade garment workers are uninterested in the Universal Pension Scheme (UPS), with only 1.3% having enrolled in the scheme introduced in August 2023.

The study identified financial constraints as the main barrier to participation, with 90.6% of workers citing this reason.

Also, 6.7% expressed concerns over the scheme's long-term sustainability, while 2.7% were unaware of the UPS.

Only 1.3% of workers have so far enrolled in UPS

Main reason for lack of interest is financial constraints

70% of workers are unwilling due to lack of trust

6.7% concerns over its long-term sustainability

2.7% of workers were unaware of the scheme

Md Monirul Islam, deputy director of the Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS), presented the study's findings at a roundtable held yesterday at Sromo Bhavan in Dhaka. The research was based on interviews with 200 garment workers.

With support from the Netherlands-based organisation Mondiaal FNV, BILS is implementing a project focused on ensuring decent work in the RMG sector through social dialogue.

As part of this initiative, BILS conducted a study between September and December 2024 titled "Universal Pension Scheme: Exploring Potential Scopes for RMG Workers' Social Protection in Bangladesh."

The government introduced four types of Universal Pension Schemes, including the Progoti scheme, which allows RMG workers to participate. This scheme requires equal contributions from both workers and employers, each covering 50% of the cost.

The study's primary objectives were to assess the UPS in Bangladesh, analyse its potential benefits, structure, and mechanisms for RMG workers' social protection, and identify existing gaps.

It also reviewed national and international policies, offering best practices for employer contributions to workers' social protection.

Based on these findings, BILS proposed a model UPS tailored to the needs of RMG workers and offered recommendations for sustainable measures.

At the roundtable, Razequzzman Ratan, member of the Labour Reform Commission (LRC) and the Social Protection for Workers Technical Committee, noted that financial capacity is a major issue, with workers struggling to make ends meet and having little time to plan for the future.

"Successful implementation of the scheme could generate an annual fund of Tk4,048 crore," he added.

Advocate AKM Nasim, a member of the LRC and the Law and Policy Related Committee, emphasised the need for transparency in the management process, warning that without it, workers would not benefit, and only fund managers would.

He also raised concerns about workers' willingness to contribute, pointing out that some may have to give up about one-fifth of their wages.

He suggested starting the scheme with contributions from the government and employers to build workers' confidence.

Abul Kalam Azad, joint secretary of the Bangladesh Trade Union Centre (UTC), questioned how workers could trust employers when many of them are becoming bank defaulters. He highlighted the fundamental issue of trust.

Saidur Rahman, deputy secretary of the Ministry of Labour and Employment, pointed out that job insecurity in Bangladesh makes UPS a potential solution to this problem.

He stressed the need to support efforts to make the scheme more popular among workers.

Sakeun Nahar Begum, former additional secretary of the Ministry of Labour and Employment, revealed that over 70% of workers are unwilling to participate due to a lack of trust.

She questioned whether the results of the study truly reflected government findings and called for identifying and addressing gaps in future initiatives.

She also referred to an EU fund meant for RMG workers' social protection after the COVID-19 pandemic that had gone unused due to a lack of proper documentation.

The Daily tar

Tue Feb 18, 2025 12:00 AM

Protection and Improvement of Living Standards of Domestic Workers

CAMPE, in collaboration with The Daily Star, organised a roundtable titled "Protection and Improvement of Living Standards of Domestic Workers: Our Role" on December 18, 2024. Here we publish a summary of the discussion.

Tapon Kumar Das, *Deputy Director, Campaign for Popular Education* The 2022 Labour Force Survey reports 1.65 million domestic workers in Bangladesh, though estimates from non-state actors suggest the actual number may range from 7 to 10 million. Studies highlight that most domestic workers lack basic education, with 61% not having received primary or alternative education and 99% without secondary education. Many also lack formal training certifications. Domestic workers often face difficult working conditions, including undefined working hours, irregular pay, mistreatment, and poor health support. Despite the introduction of the Domestic Workers' Protection and Welfare Policy in 2015, its implementation has been limited, and progress has been slow. To improve their situation, eight NGOs, supported by Oxfam, launched the SUNITI Project to advocate for domestic workers' rights. This includes pushing for the inclusion of "domestic work" under the Labour Law, endorsing ILO Convention 189, offering non-formal education and vocational training, ensuring decent work conditions, providing legal documentation like joining letters, and establishing health support and minimum wage regulations. Despite challenges, a new initiative funded by the EU and coordinated by Oxfam continues to address these issues.

Abul Hossain, *Acting Coordinator, Domestic Workers Rights Network (DWRN)*

Our demand is straightforward: we are labourers, and we want our rights to be established. We seek recognition, dignity, and security, as guaranteed by the Constitution. The Labour Law of 2006 states that the law is applicable to all labourers. However, it explicitly excludes domestic workers, dashing our hopes.The government's "Domestic Workers' Protection and Welfare Policy 2015" is a comprehensive document, rare in its scope as an executive policy. It refers to previous decrees, including the 2011 High Court verdict, and declares that all benefits outlined in the draft policy should be ensured by the state until the enactment of a law. Yet here we are in 2025, still waiting for tangible outcomes.The Labour Reform Commission's first meeting included domestic and cleaning workers. If the government does not grant us our rights, we are determined to earn them ourselves. I have faith in the committee's recommendations and remain hopeful that our voices will finally be heard.

Lipi Begum, *Domestic Worker, Kallyanpur Pora Bosti* As domestic workers, we are treated unfairly and without dignity. Despite working tirelessly to maintain households, when we ask for water, we are given old, dirty glasses, different from those we clean every day. We are not allowed to sit on the sofas or beds we clean and can only sit on the floor. Unlike RMG workers, we do not receive bonuses, vacations, or even basic rights like fixed working hours or a weekly

day off. If we break something by accident, we face verbal and sometimes physical abuse, and are forced to pay for damages, with costs deducted from our wages. Our wages remain stagnant, and we have no job security. If we complain, we are threatened with being laid off. Even taking a day off requires us to finish all the work first. Our struggles continue as there is no legal protection for us.

Champa Begum, *Domestic Worker, Kallyanpur Pora Bosti*

Domestic workers like us do not get time off, even during pregnancy, and are forced to do heavy household tasks. For small mistakes, like mixing up clothes during washing, we are verbally abused, insulted, or slapped. Our work is undervalued; we are seen as "servants" despite being essential to maintaining households. We have no formal appointment contract, leaving us vulnerable to unfair layoffs without wages. Without legal protection or contracts, we face immense financial hardship when suddenly dismissed, struggling to provide for our families.

Syed Sultan Uddin Ahmed, *Executive Director, Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) & Chairperson, Labour Rights Commission, Interim Government* Domestic workers in Bangladesh face severe challenges, exemplified by Kalpana, a house help subjected to brutal torture, whose condition in the burn unit was dire. Her parents revealed they had not been allowed to visit her for six years. Similarly, another domestic worker was recently rescued from Bashundhara after being confined for years while caring for a bedridden patient. Her "crime" was wanting to visit her family during Eid. The core issue confronting our domestic workers is the pervasive system that fuels their exploitation and strips them of essential dignity and rights. To address this, ensuring their formal registration is crucial. This is feasible with collaborative efforts from the Social Welfare and the Local Government Ministries. For instance, registering workers under the government's 'Somota' universal pension scheme for low-income individuals could incentivise employers to contribute to their well-being, with shared deposits from employers, workers, and government support.Such registration would provide domestic workers with government recognition, compelling the Labour Ministry to protect their rights. This step would also combat the culture of discrimination, which impacts both domestic workers and employer families, as children either internalise or become desensitised to this inequality. Establishing regular communication channels with authorities and mandating employer accountability can significantly reduce abuse and uphold domestic workers' dignity.

Zakia Sultana, *Domestic Worker* I urge the government to prioritise comprehensive skill development programmes for domestic workers and recognise us under the Labour Law 2006. While the Domestic Workers' Protection and Welfare Policy 2015 outlines provisions such as forming a monitoring cell under the Labour Ministry, these remain unimplemented. Without action, domestic workers continue to face exploitation and invisibility. On behalf of 4 million domestic workers, I ask: how long must we suffer and be tortured for meaningful change? Until domestic workers are included in the Labour Law, the 2015 policy must be enforced. Additionally, platforms for awareness and dialogue must involve domestic workers so that we can voice our concerns directly.

Salma, *Domestic Worker* Domestic workers remain excluded from the Labour Law, and the Domestic Workers' Protection and Welfare Policy 2015, though formulated, has yet to be implemented. If our rights were enshrined in law, we could rightfully demand a weekly day off, formal contracts, or maternity leave. Currently, we have limited vacation opportunities and inadequate compensation. I humbly request the government to pass the law for us; then we can fight to overcome the rest of the challenges ourselves.

ABM Khorshed Alam, *Consultant, The World Bank & Former CEO, NSDA* I believe many incidents of violence against domestic workers stem from their lack of skills. When I was with the National Skill Development Authority (NSDA), I worked on initiatives to enhance domestic workers' skills. With proper training, incidents like breaking a glass or burning clothes could be avoided, which, in my opinion, would reduce violent encounters by 50 at least per cent.Addressing domestic workers' challenges requires revising the Labour Law to include them, as formulating new laws is a lengthy process. Mandating specific working hours, safe resting places, and housing facilities is crucial. Domestic workers, particularly those from rural areas without local support, need secure housing, much like working women's hostels. Providing such facilities would significantly reduce violence and improve employer attitudes. The Government's Labour Welfare Foundation, funded by contributions from multinational corporations like Unilever, can allocate resources to these initiatives. Transparent use of these funds is essential to support domestic workers' welfare.

Mirza Nurul Ghani Shovon, *Chairperson, Informal Sector Industry Skills Council (ISISC)* Policy and law are fundamentally different. In our country, where constitutional laws are often poorly implemented, policies tend to be even less effective. What we urgently need is a dedicated law to protect the rights of domestic workers. Such legislation should be comprehensive, addressing housing, security, and healthcare facilities for them.The government's existing incentives and social safety net programmes can be extended to include domestic workers. In this regard, the Social Welfare Ministry has a crucial role to play. Additionally, there should be a dedicated constitutional body responsible for all matters concerning domestic workers, including the protection of their rights, provision of facilities, and overall management.This is a pressing issue that must be addressed during the tenure of the interim government; otherwise, it might never be addressed because, despite highlighting these issues to previous political governments time and again, there has not been any tangible progress.

Dr. Fauzia Moslem, *President, Bangladesh Mahila Parishad (BMP)* Firstly, I would like to highlight that while we are advocating for the protection of domestic workers, we must ask ourselves: are we even recognising domestic work or care services as a distinct sector? In our country, care services are undervalued. If care services were acknowledged as a legitimate sector, the establishment of domestic workers' rights would naturally follow. The Social Welfare Ministry has a crucial role to play in this regard, but recognising domestic workers as labourers and ensuring their rights and dignity falls under the mandate of the Labour Ministry. To build a society free from discrimination, we must first address the deeply rooted biases in our culture, attitudes, lifestyles, and gender norms. Alongside this cultural shift, supportive laws must be enacted to ensure domestic workers' rights and dignity. Change must start from within, at the

individual level. Only then can care work be valued as an essential job, and the contributions of domestic workers be properly recognised and appreciated.

Shahajadi Begum, *Programme Coordinator, Oxfam in Banglades*Oxfam in Bangladesh has been working with domestic workers for the past 12 years, and it is clear that incorporating domestic workers under the Labour Law is essential. I am able to speak here today because someone is shouldering the burden of work in my home, and this once again highlights the importance of this sector. It is crucial to recognise domestic workers as integral participants in the labour market, moving beyond a traditional sympathy-driven, humanitarian perspective.We have collaborated with organisations present here and trialled two projects aimed at creating job contracts, setting working hours, and facilitating job placements. These initiatives are ongoing. From our experience, I can confidently say that there is no alternative to enhancing skill development for domestic workers. It not only benefits employers but also empowers the workers themselves. The issue of safety for domestic workers is critical—not only for theirwellbeing but also for the job providers who rely on them. **Shirin Parveen Haq**, *Founding Member & Prominent Human Rights Activist, Naripokkho*As the driving force behind the recently established commission, I am frequently reminded of the term ABRODH, which signifies solitary confinement and the degrading conditions endured by many domestic workers. This term aptly encapsulates the various predicaments faced by domestic workers, as they are excluded from any form of leave or humanitarian support. The urgent need for a robust legal framework, coupled with the introduction of universal pension schemes, cannot be overstated. Key measures such as registration through enrolment, reform and expansion of the existing labour welfare commission, and comprehensive training initiatives hold the potential to mitigate domestic workers' vulnerabilities. Over time, such efforts may also help overcome the stigma against domestic work as so-called 'menial jobs,' fostering dignity and inclusion for domestic workers.

Sharmeen S Murshid, *Honourable Advisor, Ministry of Social Welfare, Interim Government* As the head of the Ministry of Social Welfare and Women's Affairs, I must acknowledge that we often lag behind countries such as Sri Lanka, Nepal, and the Philippines in addressing issuesconcerning domestic workers. While the state bears a significant responsibility for ensuring the health and education of domestic workers' children, equal accountability rests with all stakeholders to prevent violence against them. Addressing child labour must remain a top priority. Currently, there are approximately four million domestic workers in our country, supported by 72 registered organisations advocating for their welfare. This underscores the pressing need for a dedicated authority to improve their conditions. We are also reviewing the Labour Welfare Commission and the Universal Pension Scheme proposed by the previous administration, with plans to introduce unique identification numbers and expanded digitalisation efforts.It is deeply concerning that domestic workers remain largely excluded from mainstream integration. However, we are resolute in our commitment to ensuring their safety, dignity, and security. Achieving this requires close collaboration with ministries such as Labour, Home Affairs, Local Government, and Women's Affairs. Key issues such as wages, working conditions, and the provision of at least one day off per week must be prioritised. Any national policy or task force must transcend mere documentation, driving meaningful change. We firmly believe that a more equitable world is possible if these challengesareaddressedwithdeterminationand collective action.

Rasheda K. Choudhury, *Executive Director, Campaign for Popular Education* Despite efforts, minimum social security—basic income or support guaranteeing a minimum standard of living—remains an unrealised goal due to lack legal frameworks. Policies from the 2010s inspired optimism but failed to provide victims with access to justice. While violence against women once spurred media-led change, the rights, dignity, and security of domestic workers remain unacknowledged. Their work conditions often lack essential provisions such as appointment letters and fixed working hours, raising questions about employer accountability. Collaborative initiatives, such as the SUNITI project and partnerships with international entry like Oxfam, aimed to legitimise their struggles.High admission fees in Dhaka schools and inadequate local academic opportunities highlight broader inequalities. With over 17,000 slums in and around Dhaka, many children of domestic workers rely on low cost madrasa education or NGO-supported schools.International models, like India's 2016 Right to Education amendment and Nepal's Right to Free Education Act (2018), underscore the need for Bangladesh to strengthen its own educational commitments. Articles 17 and 28 of the Constitution enshrine education and non-discrimination, yet their implementation lags. Addressing these gaps aligns with global goals like the Sustainable Development Goals (SDGs) and the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC).Inter-ministerial coordination is crucial for integrating welfare, education, and security for domestic workers and their children. Initiatives like the Bureau of Non-Formal Education (BNFE) demonstrate potential, but comprehensive reform requires a focus on accountability and

collaboration with credible NGOs with good track records like Oxfam. The media must also challenge issues like child abuse and advocate for systemic improvements.Onlyintegratedapproaches can secure lasting guarantees for domestic workers

Mahfuz Anam, *Editor and Publisher, The Daily Star* As an editor, I have had the privilege of participating in pivotal discussions that embody the essence of perception, knowledge, and growth. The media's coverage of national issues should undeniably include the struggles of domestic workers, a cause that The Daily Star strongly supports. I urge relevant stakeholders to collaborate with the media to ensure meaningful and effective outcomes. I reaffirm my unwavering commitment to this cause.

Tanjim Ferdous, *In-Charge, NGOs & Foreign Missions, Business Development Team, The Daily Star (Moderator)*According to BBS, in Bangladesh, there are approximately 2.5 million domestic workers, of whom 80 per cent are women. Most of them have migrated from rural areas to urban areas in search of livelihoods. However, the lack of proper education, skills, and legal protection has made it challenging to ensure a safe and dignified work environment for them.Although the government formulated the Domestic Workers' Protection and Welfare Policy in 2015, the lack of effective implementation means that domestic workers are still deprived of the fundamental rights granted under labour laws. They are not recognised as workers, which results in their exclusion from labour rights, protection, and social services.

Recommendations

- Include domestic workers within the Labour Law and establish a dedicated monitoring cell under the Labour Ministry to oversee their welfare in coordination with the Ministry of Social Welfare and the Ministry of Women and Children Affairs.
- Recognise domestic work as a formal sector.
- Endorse the legal framework necessary to implement the Domestic Workers' Protection and Welfare Policy, 2015.
- Establish training programmes for domestic workers and organise short-term orientation sessions for employers to promote behavioural change.
- Include domestic workers under the government's universal pension scheme, 'Somota,' and ensure their inclusion in social safety nets programmes.
- Ensure access to quality education for domestic workers' children.
- Create helplines and helpdesks for domestic workers.
- Actively promote a positive mindset towards domestic work.
- Ensure inter-ministerial coordination to integrate welfare, education, and security for domestic workers and their children.
- Establish regulations for minimum wage, working hours, joining letters, and provide security, healthcare, and housing for domestic workers.

সারাবাংলা

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ১৯:৩৫ | আপডেট: ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ২০:১২

গবেষণার ফলাফল
<u>৬১% পোশাক শ্রমিক পেনশন স্কিমে আগ্রহী নন</u>

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট

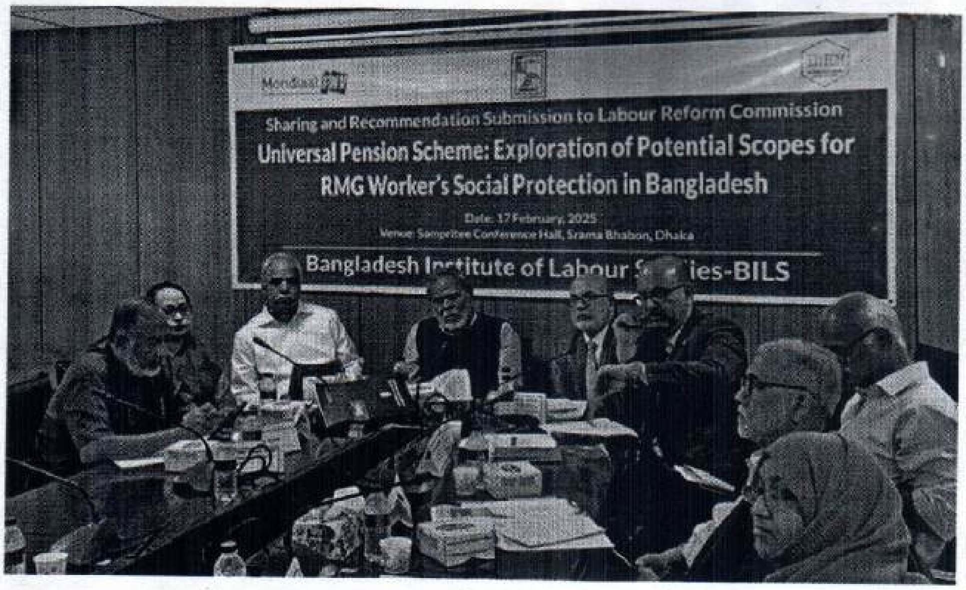

পোশাক শ্রমিক পেনশন স্কিম নিয়ে গবেষণা ফলাফল তুলে ধরা হয়

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। শনিবার। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। ১৮

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে শ্রমের মূল্য নিশ্চিত করতে হবে

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে শ্রমিকের শ্রমের মূল্য ও মর্যাদা নিশ্চিতে সবাইকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহমেদ। তিনি বলেছেন, বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত শ্রম সংস্কার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের বিকল্প নেই। এ বিষয়ে সংস্কার কমিশন কাজ করছে।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক শ্রমিক সমাবেশে শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান এসব কথা বলেন। গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতারের সভাপতিত্বে সমাবেশে সুলতান উদ্দীন বলেন, দেশে প্রকট আয়বৈষম্য শ্রমিকদের দুর্দশা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। শ্রমিকের গুরুত্বপূর্ণ দাবি–মর্যাদাপূর্ণ মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং শ্রমিকের অধিকার ও মঙ্গল নিশ্চিতে কমিশন সুপারিশ তৈরির কাজ করে যাচ্ছে। শ্রম সংস্কারের প্রস্তাব যাতে বাস্তবায়ন হয়, সে বিষয়েও সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে তাসলিমা আখতার বলেন, গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে পোশাক শ্রমিকসহ শ্রমজীবীদের অধিকার নিশ্চিতে আইন পরিবর্তন ও শ্রম সংস্কার এখন সময়ের দাবি। সামনে শ্রম আইনের নতুন অধ্যাদেশ তৈরির কাজ হচ্ছে। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং শ্রমিকের ইউনিয়ন চর্চার বাধা দূর করার তাগিদও রয়েছে। অথচ বাংলাদেশে এখনো ইপিজেড এবং ইপিজেডের বাইরে ভিন্ন আইন হয়ে শ্রমিকদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্বিত হচ্ছে ও বৈষম্য বাড়ছে।

সমাবেশে নেতারা এক দেশে দুই আইনের বদলে এক অভিন্ন গণতান্ত্রিক শ্রম আইন দাবি করেন। নেতারা বলেন, নারী শ্রমিকের ঝরে পড়া রোধে প্রসূতিকালীন সুবিধা নিশ্চিতে ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির দাবি শ্রমিকরা দীর্ঘদিন করে এলেও এখনো তা বাস্তবায়ন হয়নি। সরকারি পর্যায়ে নারীদের ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি থাকলেও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই। তাঁরা আরো বলেন, নারী শ্রমিকরা পেশাগত কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতি রক্ষা এবং ভবিষ্যতের শ্রমিকদের জন্মদানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। এ জন্য তাঁদের ছয় মাস সবেতন ছুটি জরুরি। একই সঙ্গে আইএলও কনভেনশন ১৯০-এর অনুস্বাক্ষরের জন্য আইনে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতি, অভিযোগ সেল ও শাস্তির বিধান রাখতে হবে। আসন্ন আইনের নতুন অধ্যাদেশে শ্রমিকদের প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ও রেজিস্ট্রেশন এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তাঁরা।

নেতারা আরো বলেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা শ্রমিকের ন্যায্য ও সাংবিধানিক অধিকার। অথচ আইনে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনে ২০ শতাংশ, এক প্রতিষ্ঠানে তিনটি মাত্র ইউনিয়নের বেশি করতে না পারা ইত্যাদি আইনের বেড়াজালে শ্রমিকের রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন করার অধিকার খর্ব হচ্ছে। মজুরি আন্দোলনের শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান নেতারা।

সংবাদ
ঢাকা : রোববার ১৯ মাঘ ১৪৩১
Dhaka : Sunday 2 February 2025

সবেতনে পোশাকশিল্পে ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি চান শ্রমিকনেতারা

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

সবেতনে ছয় মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি, যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতি ও প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার নিশ্চিতের দাবিতে গত শুক্রবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটি। এক বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটি এই তথ্য জানিয়েছে।

সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহমেদ। বক্তব্য দেন শ্রমিক সংহতির সভাপ্রধান তাসলিমা আখতার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হাসান আশরাফ, শ্রমিকনেতা মিজানুর রহিম চৌধুরী, অঞ্জন দাস, নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সৈয়দ সুলতান উদ্দীন আহমেদ বলেন, 'বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত শ্রম সংস্কার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের বিকল্প নেই। সারা দুনিয়ার মতো বাংলাদেশেও প্রকট আয়বৈষম্য শ্রমিকদের দুর্দশার প্রধান কারণ। শ্রমিকদের মর্যাদাপূর্ণ মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং শ্রমিকের মঙ্গল নিশ্চিতে কমিশন সুপারিশ তৈরির কাজ করছে।' শ্রম সংস্কার প্রস্তাবনা যাতে বাস্তবায়ন হয়, সেই বিষয়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

তাসলিমা আখতার বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে পোশাকশ্রমিকসহ শ্রমজীবীর জীবিকার অধিকার নিশ্চিতে আইন পরিবর্তন ও শ্রম সংস্কার এখন সময়ের দাবি। শ্রম আইনের নতুন অধ্যাদেশ তৈরির কাজ চলছে। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং শ্রমিকের ইউনিয়ন চর্চার বাধা দূর করার তাগিদও রয়েছে। অথচ বাংলাদেশে এখনো ইপিজেড এবং ইপিজেডের বাইরে ভিন্ন আইনের কারণে শ্রমিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে।'

সমাবেশে বক্তারা আরও বলেন, 'নারী শ্রমিকের ঝরে পড়া রোধে প্রসূতিকালীন সুবিধা নিশ্চিতে ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির দাবি শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন ধরে করে এলেও এখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি। সরকারি পর্যায়ে নারীদের ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি থাকলেও শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই। নারী শ্রমিকেরা পেশাগত কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রজন্ম রক্ষা এবং ভবিষ্যতের শ্রমিক জন্মদানের গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন। এ জন্য তাঁদের ৬ মাস সবেতন ছুটি জরুরি।'

শ্রমিকনেতারা শ্রম আইনের নতুন অধ্যাদেশে শ্রমিকদের প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন এবং রেজিস্ট্রেশন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিতের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে মজুরি আন্দোলনের শ্রমিক ও শ্রমিকনেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। পাশাপাশি বেক্সিমকোসহ লে অফ করা কারখানা খুলে দেওয়া বা শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধেরও দাবি জানানো হয় সমাবেশে।

দেশ রূপান্তর
শনিবার, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

শ্রম সংস্কার কমিশন প্রধান

অধিকার আদায়ে রাজপথেও থাকতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ, চাকরির সুরক্ষা নিশ্চিত ও নিজেদের অধিকার আদায় করতে শুধু সংস্কার কমিশনের সুপারিশ যথেষ্ট নয়, বরং আন্দোলন-সংগ্রামও চালিয়ে যেতে হবে– এমনটাই বলেছেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ। গতকাল শুক্রবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি আয়োজিত সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।

সুলতান উদ্দিন বলেন, 'বাংলাদেশ যদি বৈষম্যবিরোধী দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করতে চায়, তাহলে আমাদের সবার আগে চিহ্নিত করতে হবে বৈষম্যের সবচেয়ে কদর্য রূপটি কোথায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষণা মতে, বাংলাদেশের বৈষম্য সবচেয়ে কুৎসিত আকার ধারণ করেছে আয় বৈষম্যে। আয় বৈষম্যের একটা বড় কারণ হচ্ছে, বাংলাদেশের কোনো মজুরির মানদণ্ড বা কাঠামো নেই। মজুরিতে বৈষম্যটা এত বেশি যে, একচেটিয়া লাভের একটি অংশ যে মজুরির মাধ্যমে শ্রমিকরা পাবেন, সে ব্যবস্থা নেই। কারণ, এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে, যেনতেন বেতনে একটা চাকরি পেলেই মানুষ টিকতে পারবে, বাঁচতে পারবে কোনো রকমে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে এই ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়া। বৈষম্য ভাঙতে হলে শ্রমজীবী মানুষের মজুরির জন্য যে লড়াই, সে লড়াইকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে।'

শ্রমিকদের পক্ষে জানানো হয়, তৈরি পোশাক খাতে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার মূল ইন্ধনদাতাদের এখনো চিহ্নিত বা গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা করা হচ্ছে। শ্রমিক হত্যার বিচার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে, পাশাপাশি জুলাই আন্দোলনে জড়িত হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করতে হবে। আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার বিষয়টিও নিশ্চিত করা জরুরি। এ ছাড়া, শ্রমিক আইন যুগোপযোগী সংস্কার করে নতুন আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তাসলিমা আখতারসহ শ্রমিক নেতারা।

প্রথম আলো • সোমবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,

সাক্ষাৎকার

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক **সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ**। কমিশনের কাজ নিয়ে *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **শুভংকর কর্মকার**।

স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হবে

প্রথম আলো : কমিশনের কার্যক্রম শুরুর পর আপনারা বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কমিশনের প্রতিবেদনে কোন বিষয়গুলো প্রাধান্য পেতে পারে?

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ : মাঠপর্যায়ে যত বেশি মতামত সংগ্রহ করা যায়, তার ওপর আমরা জোর দিয়েছি। প্রথমেই আমরা এমন শ্রমিকদের কথা শুনেছি, যাঁরা আইনের আওতায় নেই; যাঁদের কথা বলার জায়গা নেই। গৃহশ্রমিক ও মৎস্যজীবীদের কাছেও আমরা যাওয়ার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করার পরও আমার অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণ হচ্ছে—শ্রম খাতে বৈষম্য ও বঞ্চনা এত বেশি গভীর যে এই স্বল্প সময়ে সবটা তুলে আনা সম্ভব না। তবে যতটা সম্ভব আমরা তুলে আনার চেষ্টা করব।

আমাদের ধারণা ছিল না, বৈষম্য এতটা প্রকট। একটা উদাহরণ দিই, সবচেয়ে সংবেদনশীল জায়গা মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা। বাংলাদেশে ৯০ শতাংশ নারী শ্রমিকের মধ্যে মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নেই। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কোনো ব্যবস্থাই নেই। আরেকটা বড় সংকট হচ্ছে শ্রমিকদের স্বীকৃতির অভাব। দেশের ৯০ শতাংশ শ্রমিকের কোনো স্বীকৃতি নেই।

প্রথম আলো : সংস্কার কমিশন তাদের প্রতিবেদনে কী ধরনের সুপারিশ করতে পারে?

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ : কমিশন কী কী সুপারিশ করবে সেটি এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে বেশ কিছু বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। যেমন শ্রম আইনকে সর্বজনীন করতে হবে। আমরা সংস্কার কমিশন থেকে একটি স্থায়ী শ্রম কমিশনের সুপারিশ করতে চাই। তার অধীন চারটি বিভাগ থাকবে—১. শ্রম অধিদপ্তর, ২. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই), ৩. সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ এবং ৪. কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর। এর মধ্যে শেষের দুইটি নতুন অধিদপ্তর হবে। এ ছাড়া প্রথম তিন অধিদপ্তরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সেল থাকবে। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ দপ্তর সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। তার জন্য শ্রমিকদের একটি তথ্যভান্ডার করবে দপ্তরটি। অন্যদিকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কেন্দ্রে সব ধরনের শ্রমিক অভিযোগ জানাতে পারবেন।

শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান হবেন একজন কমিশনার। গ্রহণযোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ দেবে সরকার। এই কমিশনের জবাবদিহির জন্য ত্রিপক্ষীয় একটি কমিটি থাকবে। আমরা যত কথাই বলি না কেন, শ্রমিক অধিকার বাস্তবায়নে কারখানা থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত একটি শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এমন একটি কাঠামো তৈরি করতে হবে, যেখানে আলোচনার পরিবেশ থাকবে।

প্রথম আলো : শ্রমিকনেতারা প্রায়ই অভিযোগ করেন, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে বিভিন্নভাবে বাধা দেয় মালিকপক্ষ। ট্রেড ইউনিয়নকে সুশৃঙ্খল করতে

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ

কোনো সুপারিশ কি করবে সংস্কার কমিশন?

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ : দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন কীভাবে নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে কমিশনে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সত্যিকারে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। এ ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করছি, ট্রেড ইউনিয়নের চর্চার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। চর্চা না করলে কোনো দিনই দায়িত্বশীলতা বাড়বে না। এখন যেহেতু বিচ্ছিন্ন গ্রুপ ট্রেড ইউনিয়ন করছে, তাই সদস্যদের কাছে তার খুব বেশি দায়বদ্ধতা নেই। দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়নের চর্চার পরিবেশ নিশ্চিত করাটা দ্বিপক্ষীয় বিষয়। শুধু ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা চাইলে এটি করতে পারবে না, যদি না মালিকেরা সুযোগ দেন। এ ছাড়া ট্রেড ইউনিয়নের নিয়মিত নির্বাচন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে। মূলত আমাদের জাতীয় পর্যায়ে জবাবহীনতার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, ফলে সাংগঠনিক পর্যায়েও সেটি আছে।

প্রথম আলো : শ্রমিকদের জন্য আর কী সুপারিশ করতে চায় কমিশন?

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য পেনশন স্কিম। এখানে সবাইকে নিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে সরকার। কারখানার ব্যাংকঋণের সঙ্গে এটিকে বাধ্যতামূলক করা যায়। অন্তত সরকারের প্রণোদনা যারা পাবে, তারা যেন এটি করে। তা ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে ভবিষ্য তহবিলের সুপারিশ করতে চাই। শ্রমিক চাকরি বদল করলে সেটিও স্থানান্তর হবে। এ ছাড়া শ্রমিক কল্যাণ তহবিল সর্বজনীন করার বিষয়েও আমরা সুপারিশ করতে পারি।

প্রথম আলো : সংস্কার কমিশন কবে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেবে?

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ : চলতি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই আমরা চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার কাছে জমা দেব।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ : আপনাকেও ধন্যবাদ।

সময়ের আলো মঙ্গলবার। ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পোশাক খাত নিয়ে বিলসের গবেষণা প্রতিবেদন

পেনশন স্কিমে যুক্ত হতে চান না ৬১.৩ শতাংশ শ্রমিক

● নিজস্ব প্রতিবেদক

■ প্রিমিয়াম পরিশোধের সক্ষমতা নেই ৬৪.৭ শতাংশ শ্রমিকের

■ ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম বিষয়ে সচেতন নন ৭৫.৩ শ্রমিক

■ একক কারখানায় ১০ বছরের বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে মাত্র ৮ শতাংশ শ্রমিকের

চাকরির নিরাপত্তা না থাকার কারণে পেনশন স্কিমে যুক্ত হতে চান না ৬১ দশমিক ৩ শতাংশ পোশাক শ্রমিক। এ ছাড়া ৬৪ দশমিক ৭ শতাংশ শ্রমিকের মাসিক প্রিমিয়াম পরিশোধের ক্ষমতা নেই বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস নেদারল্যান্ডসভিত্তিক সংগঠন মন্ডিয়াল এফএনভি। সংস্থাটি জানিয়েছে, ৭৫ দশমিক ৩ শতাংশ শ্রমিক ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম বিষয়ে সচেতন নয়। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ভূমিকা শীর্ষক বিলসের গবেষণা প্রতিবেদনে শ্রমিকদের সক্ষমতার ক্ষেত্রে এ তথ্য জানানো হয়।

সোমবার রাজধানীর শ্রম ভবনে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ভূমিকা শীর্ষক গবেষণার ফলাফল তুলে ধরতে এবং শ্রম সংস্কার কমিশন বরাবর সুপারিশ প্রদান করতে বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বিলসের ভাইস চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ।

বৈঠকে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন বিলসের গবেষণা বিভাগের উপপরিচালক মনিরুল ইসলাম। এতে পেনশন স্কিমের চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা যায় সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এবং ডিজিটালাইজড পেনশন ব্যবস্থার বিপরীতে শ্রমিকের দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা একটি বড় বাধা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের জন্য প্রযোজ্য প্রগতি স্কিমের সর্বনিম্ন প্রিমিয়াম তুলনামূলকভাবে বেশি। গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেন, আয়ের ধাক্কা সামাল দেওয়ার জন্য কোনো সুরক্ষা নেই বরং ১০ বছরের জন্য অবিরাম প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। সুরক্ষা স্কিমের অধীনে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের কোনো প্রত্যাহার/ঋণ সুবিধা নেই, চাকরি পরিবর্তনের অনুমতি নেই, মাত্র ৮ শতাংশ শ্রমিকের একক কারখানায় ১০ বছরের বেশি কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়, মুদ্রাস্ফীতি-সমন্বয় বিবেচনা করা হয় না এবং উচ্চ বিনিয়োগের সঙ্গে রিটার্ন কম। যেখানে একই মেয়াদের ব্যাংক ডিপিএস উচ্চ রিটার্ন প্রদান করে।

গবেষণায় যে সুপারিশগুলো তুলে ধরা হয় তার মধ্যে ছিল-সুরক্ষা স্কিমে ন্যূনতম প্রিমিয়ামের পরিমাণ কমিয়ে আনা, প্রতিষ্ঠান ও মালিককে বাধ্যতামূলকভাবে স্কিমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সরকারের বাধ্যতামূলকভাবে স্কিমে অংশগ্রহণ করা, সরকার স্কিমে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে পারে এ ক্ষেত্রে একজন শ্রমিক যে পরিমাণ প্রিমিয়াম দেবেন সরকার তার সমপরিমাণ বা বেশি প্রিমিয়াম শ্রমিক পক্ষে যুক্ত করতে পারে। শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করে শ্রমিকের অংশগ্রহণে আগ্রহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে, শ্রমিকদের সর্বজনীন পেনশন স্কিম ও এর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আরও সচেতনমূলক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

সুপারিশে আরও উল্লেখ করা হয়েছে-স্কিমের সুবিধা সম্পর্কিত বিষয়ে শ্রমিকের সচেতনতা বৃদ্ধি ও ভরসা অর্জনের জন্য একটি যোগাযোগ কৌশল ডিজাইন ও বাস্তবায়ন করা, স্কিমের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের সচেতনতা বৃদ্ধি ও মালিকের সঙ্গে যৌথ দরকষাকষিতে ভূমিকা রাখতে পারেন। পেনশন স্কিমের জন্য সব পোষাকে নমিনি করা এবং সব বেসরকারি খাতের শ্রমিকের জন্য সমান লেভেল পেনশন নিশ্চিত করা।

এ সময় মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক শ্রম সচিব ড. মাহফুজুল হক, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. মহিউদ্দিন খান, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাকিউন নাহার, আইএলও ঢাকা অফিসের চিফ টেকনিকাল অ্যাডভাইজর সৈয়দ সাদ হোসেন গিলানি, সলিডারিটি সেন্টার বাংলাদেশ অফিসের কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর এ কে এম নাসিম, বিলস নির্বাহী পরিষদের সম্পাদক শাকিল আক্তার চৌধুরী, বিলস পরিচালক নাজমা ইয়াসমিন প্রমুখ।

বৈঠকে বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশনের নির্বাহী পরিচালক একেএম আশরাফ উদ্দিন বলেন, এই স্কিম পরিচালনার ক্ষেত্রে সবার ভরসা অর্জন করাই বড় চ্যালেঞ্জ। যেখানে চাকরির নিরাপত্তা নেই সেখানে শ্রমিক স্কিমে অবদান করতে আগ্রহী হবেন না।

শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালক শামীমা সুলতানা বারি যোগ করেন, পেনশন স্কিম তখনই যথাযথ অবদান রাখতে পারবে যখন আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাবে। আইএলও ইআইএস প্রজেক্টের চিফ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজর সৈয়দ সাদ হোসেন জিলানী বলেন, আইএলও সবসময়ই সামাজিক সংলাপকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এ ধরনের পেনশন স্কিম প্রণয়নের ক্ষেত্রে সব অংশীজনের অংশগ্রহণ জরুরি।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের যুগ্ম মহাপরিদর্শক মো. মতিউর রহমান জানান তাদের অধিদপ্তর এতদিন কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী ছিল কিন্তু এখন সময় এসেছে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের মহাসচিব ফারুক আহমেদ মন্তব্য করেন, সর্বজনীন পেনশন স্কিমকে জনপ্রিয় করে তোলা যায়নি, প্রস্তাবিত স্কিম বাস্তবায়নের জন্য আইনগত ও কাঠামোগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন আবশ্যক। শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য একেএম নাসিম বলেন স্কিমের ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া কেমন হবে সেটা নির্ধারণ করা প্রয়োজন, সেই সঙ্গে ফান্ড ম্যানেজমেন্টকে স্বচ্ছ এবং দায়িত্বশীল করতে হবে। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী সভাপতি মো. মহিউদ্দিন খান বলেন, প্রস্তাবিত স্কিমে বিভিন্ন ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। এ ধরনের গবেষণা স্কিমের কার্যকরী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

তিনি বলেন, স্কিম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বীমা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। এই স্কিমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্কিম গ্রহণকারীকে মৃত্যু পর্যন্ত মাসিক পেনশন প্রদান করা হবে। যা অন্যান্য স্কিম থেকে আলাদা।